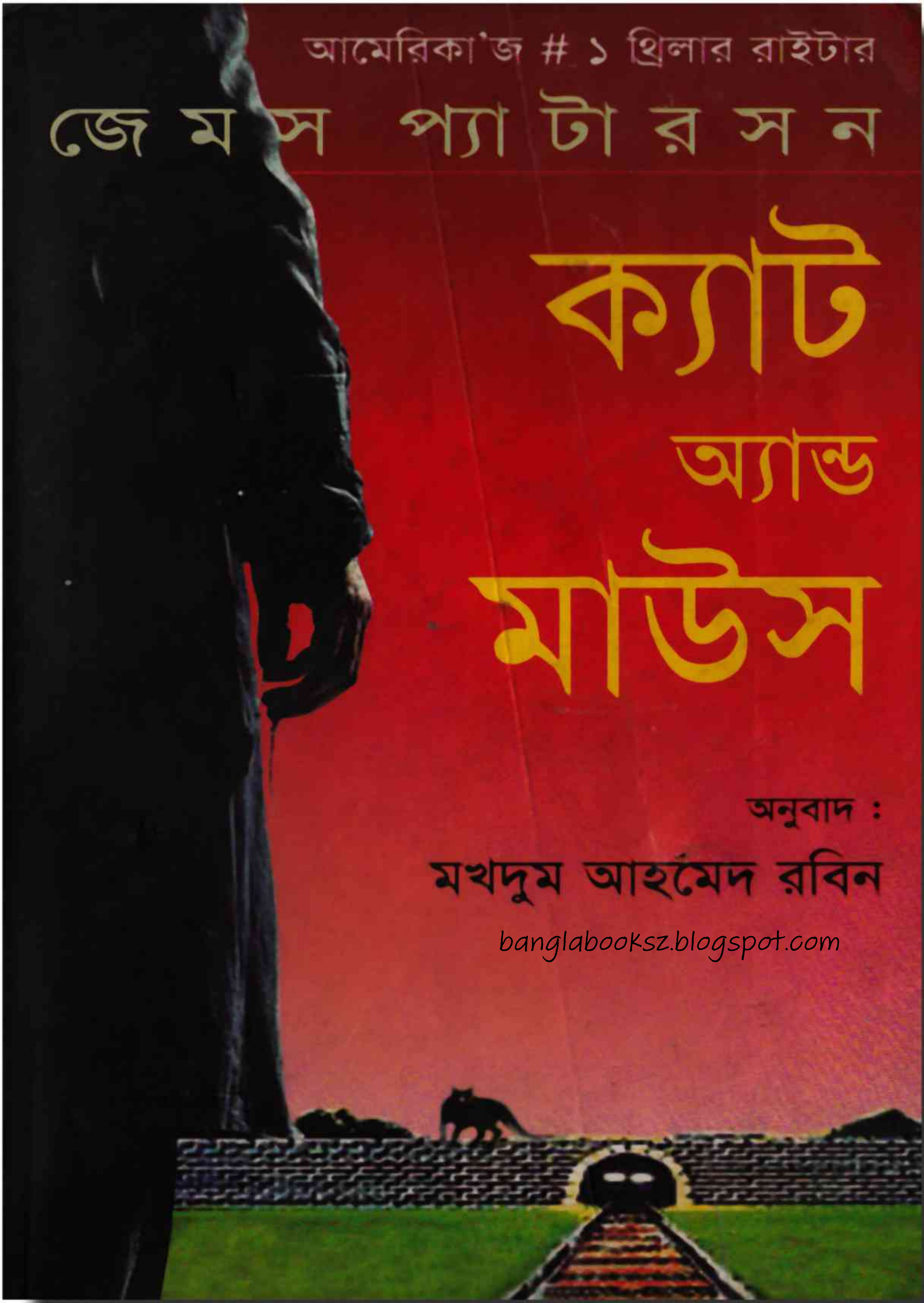

আমেরিকা'জ # ১ থ্রিলার রাইটার

জেমস প্যাটারসন

ক্যাট অ্যান্ড মাউস

অনুবাদ :

মখদুম আহমেদ রবিন

banglabooksz.blogspot.com

গ্যারি সোনেজি

অন্ধকার জগতের ভয়ংকর এক প্রতিনিধি— বেরিয়ে এসেছে নিজের সেলার ছেড়ে: বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম নৃশংসতার তালিকায় নাম লেখাতে চায়,
হতে চায় বিশ্বসেরা।

মি. স্মিথ

মর্ত্যের এলিয়েন। নিপুন কারিগরের মত তার কাজ, অসাধারণ কল্পনা শক্তি দিয়ে রচনা করে চলেছে জটিল এক ধাঁধা।
শুধু সে-ই জানে তার উত্তর।

থমাস পিয়ার্স

সহযোগীদের কাছে 'ডক'। অপরাধ-বিজ্ঞানী এক জিনিয়াস। সত্যিই কি সে তাই?

এবং

আলেক্স ক্রস

একাধারে মনোবিজ্ঞানী, হোমিসাইড বিশেষজ্ঞ এবং প্রেমিক পুরুষ।

শুরু হয়েছে ইঁদুর-বিড়াল খেলা। কে জিতল শেষে?

ISBN 984 32 2528 7

Bdt : 270.00 Tk. Only

Email: annesha_prokashon@yahoo.com

সৃ জ ন শী ল তা র স ন্ধা নে

ক্যাট অ্যান্ড মাউস

মূল : জেমস প্যাটারসন

অনুবাদ : মখদুম আহমেদ রবিন

banglabooksz.blogspot.com

অন্বেষা
অন্বেষা প্রকাশন

ক্যাট অ্যান্ড মাউস
মূল জেমস প্যাটারসন
অনুবাদ : মখদুম আহমেদ রবিন

অনুবাদস্বত্ব © অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৭

দ্বিতীয় সংস্করণ
মে ২০০৭

অন্বেষা ০২৮

অন্বেষা

প্রকাশক
মোঃ শাহাদাত হোসেন
অন্বেষা প্রকাশন
লিয়াকত প্লাজা
৯ বাংলাবাজার ঢাকা
যোগাযোগ : ০১৯১১ ৩৯৪৯১৭

বানান সংশোধন
হায়দার আলী খান

প্রচ্ছদ
হাসান খুরশীদ রুমী

গ্রাফিক্স
জাহাঙ্গীর আলম

অক্ষর বিন্যাস ও মেকাপ
খোরশেদ আলম সবুজ

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা

মূল্য : ২৭০.০০ টাকা মাত্র

Cat & Mouse by James Patterson. First Published February Book Fair 2007 by Md. Shahadat Hossain Annesha Prokashon, 9 Banglabazar, Dhaka.
E-mail : annesha_prokashon@yahoo.com

Price : Tk. 270.00 only

ISBN : 984 32 2528 7 Code : 028

banglabooksz.blogspot.com

উৎসর্গ

সিফাতকে-

আমার সমস্ত লেখার প্রথম মনোযোগী পাঠক।

banglabooksz.blogspot.com

‘ক্যাট অ্যান্ড মাউস’ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য

‘এ যেন ব্রেক বিহীন রোলার-কোস্টারে যাত্রা।’
— *শিকাগো ট্রিবিউন।*

‘ক্যাট অ্যান্ড মাউস– এক উত্থানপতনের খেলা... অ্যাকশনগুলো দ্রুতগতিসম্পন্ন, এক বসায় শেষ করার মতো বই।’
— *রকি মাউন্টেন নিউজ।*

‘একটি দ্রুতগতির অ্যাডভেঞ্চার। থ্রিলার জগতে প্রশংসনীয় স্থান করে নেবে বইটি।’
— *পিট্সবার্গ পোস্ট গ্যাজেট।*

‘অসাধারণ অভিজ্ঞতা... শিউরে উঠবেন আপনি।’
— *ডেইলি সান।*

‘থ্রিলার রচনায় একজন মাস্টার প্যাটারসন। রাতে ঘুমুতে চাইলে বইটি হাতে না নেয়াই শ্রেয়; রেখে দেয়া এককথায় অসম্ভব।’
— *নিউইয়র্ক স্টার লেজার।*

‘একটি ব্রেকনেক চেজ।’
— *লেক্সিংটন হেরাল্ড লেজার।*

‘ক্যাট অ্যান্ড মাউস পাতা উল্টে যেতে বাধ্য করবে আপনাকে।’
— *দি স্টার।*

‘ক্যাট অ্যান্ড মাউস ইতোমধ্যেই বেস্টসেলার তালিকায় শীর্ষে পৌঁছে গেছে... কেন, তা সহজেই অনুমেয়।’
— *ম্যাঞ্চেস্টার জার্নাল ইনকোয়ারার।*

banglabooksz.blogspot.com

জেমস প্যাটারসন রচিত 'আলেক্স ক্রস' সিরিজের বই ঃ

অ্যালং কেইম এ স্পাইডার (অন্বেষা থেকে প্রকাশিতব্য)
কিস দ্য গার্লস (অন্বেষা প্রকাশিত)
জ্যাক অ্যান্ড জিল (অন্বেষা থেকে প্রকাশিতব্য)
ক্যাট অ্যান্ড মাউস (অন্বেষা প্রকাশিত)
ফোর ব্লাইন্ড মাইস (অন্বেষা থেকে প্রকাশিতব্য)
পপ গোওস দ্য উইজেল
রোজে'স আর রেড
ভায়োলেটস্ আর ব্লু
দ্য বিগ ব্যাড উলফ্
লন্ডন ব্রিজেস
ম্যারি, ম্যারি
ক্রস

banglabooksz.blogspot.com

অনুবাদকের কথা

থ্রিলার সাহিত্যের গতিময়তা আক্ষরিক অনুবাদে বজায় রাখাটা দুষ্কর বলে মনে হয়। গল্পের প্রয়োজনেই ভাষার সরলীকরণ করা হয়েছে যতটা সম্ভব, চেষ্টা করেছি কাহিনীর তালটুকু ধরে রাখতে। আশা করি, পরিবর্তনটা ভাল লাগবে পাঠকের।

মখদুম আহমেদ রবিন
ধানমন্ডি, ঢাকা।
১৫ই জানুয়ারি ২০০৭।

পূর্বকথা

ক্যাচ এ স্পাইডার

অধ্যায় ১

ওয়াশিংটন ডিসি

আর বিশগজ মতো দূরে আলেক্স ক্রসের বাসভবন। কাছাকাছি এসে পড়তেই নিজের ভেতরে একটা পুলক অনুভব করল গ্যারি সোনেজি। ভিক্টোরিয়ান ঘরানার বাড়ি, নিয়মিত রং করা— পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ফিফ্থ স্ট্রিটের ওধারে তাকাতে মুখ ভেংচির মতো এক টুকরো হাসি খেলে গেল সোনেজির ঠোঁটে। *পারফেক্ট।* ভাবল সে। আলেক্স ক্রস আর তার পরিবারকে খুন করবে সোনেজি।

জানালাগুলোর ওপর সতর্ক দৃষ্টি বোলাল সে; ঝকঝকে সাদা লেস দেয়া পর্দা, রোদেলা বারান্দায় রাখা ক্রসের পুরোনো পিয়ানো, ব্যাটম্যান আর রবিনের ছবিসহ একটা ঘুড়ি...। ওটা বোধহয় ড্যামনের— ভাবল সোনেজি।

বার দুই ক্রসের বুড়ো দাদীর অবয়ব নজরে এল তার— বাড়ির সিঁড়ি হয়ে নিচে নামছে। এই বুড়ির দীর্ঘ, অর্থহীন জীবনের শীঘ্রিই সমাপ্তি; চিন্তাটা দারুণ ভালো লাগল সোনেজির কাছে। *প্রতি মুহূর্ত উপভোগ কর-থেমে গন্ধ নাও গোলাপের*-নিজেকে মনে করিয়ে দিল সোনেজি। *গোলাপের স্বাদ নাও-আলেক্স ক্রসের গোলাপ- কাঁটা, কাণ্ড সব সহ!*

ছায়ায় থেকে অবশেষে ফিফথ্ স্ট্রিট অতিক্রম করল সে, তারপর বাড়ির চারধারে সেন্ট্রির মত দাঁড়িয়ে থাকা ইউ আর ফলসিথিয়া ঝোঁপের আড়ালে হারিয়ে গেল।

কিচেনের পাশে, পোর্চের দিকে চুনকাম করা সেলারের দরজাটার দিকে এগোল সোনেজি চুপিসারে। মাস্টার তালাটা খুলে ফেলল সে বিশ সেকেন্ডেই।

আলেক্স ক্রসের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে সে!

সেলারে চলে এল সোনেজি। খুব শীঘ্রই এখানে ঘটবে গুরুত্বপূর্ণ হত্যাকাণ্ডগুলো।

বড় কোন জানালা নেই এখানে, তবু ঝুঁকি নিয়ে আলো জ্বালল না সোনেজি। ম্যাগলিট ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করে চারপাশটা পরখ করে নিল সে; নিজের ভেতরে ঘৃণার আগুনে ঘি ঢালল আর একটু। বেশ ধুয়ে মুছে রাখা হয়েছে সেলারটা। একটা খোদাই করা ম্যাসোনাইট বোর্ডের উপরে রাখা আলেক্স ক্রসের সরঞ্জামাদি। দাগঅলা একটা জর্জটাউন টুপি ঝুলছে হুক থেকে। ওটা খুলে নিয়ে নিজের মাথায় চাপাল সোনেজি।

লম্বা কাঠের টেবিলে পড়ে থাকা কাপড়গুলোয় হাত বোলাল সে; উত্তেজিত বোধ করছে ক্রমশ। বুড়ো মহিলার অন্তর্বাসে হাত পড়ল তার। ছোট ছেলেদের একটা আন্ডারওয়্যারও ধরল সে, পরিবারটির কাছাকাছি বোধ করছে এখন।

ছোট একটা সোয়েটার হাতে তুলে নিল সোনেজি- ক্রসের ছোট মেয়ে জেনী'র হবে। কাপড়টা দিয়ে মুখ ঢেকে গন্ধ নিল। কল্পনা করতে চাইল, কেমন করে খুন করবে মেয়েটাকে। সে চায় ক্রস দেখুক খুনটা। পুরোনো একটা পাঞ্চিং ব্যাগের পাশে এক জোড়া এভারলাস্ট হাতমোজা আর পোনী শু ঝুলছে হুক থেকে। ক্রসের ছেলে ড্যামনের ওগুলো— নয় বছর মতো হবে বয়স। ওর হৃদপিণ্ডটা খুলে আনব আমি— ভাবল সোনেজি।

ফ্ল্যাশলাইট অবশেষে বন্ধ করল সে, কালিগোলা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চুপ হয়ে। একটা সময়ে আলোড়ন তোলা খুনী আর কিডন্যাপার ছিল সোনেজি। আবার তাই করবে সে। হ্যাঁ, সবাইকে সে দেখিয়ে দেবে সোনেজির প্রতিশোধ কাকে বলে।

হাতদুটো ভাঁজ করে কোলের ওপর ফেলল সোনেজি, চারধারে জাল বিছিয়েছে সে নিপুণভাবে।

খুব শীঘ্রিই মারা যাবে আলেক্স ক্রস, মরবে ওর আদরের পরিবারের সবাই।

অধ্যায় ২

লন্ডন

মি: স্মিথ নামের এক নরপিশাচ এই মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ইউরোপ জুড়ে। কোন প্রথম নাম নেই তার— শুধুই স্মিথ। এই নামটা তাকে প্রথমে দিয়েছিল বোস্টন প্রেস, পরে পুলিশ বাহিনী সাদরে গ্রহণ করে নিয়েছে। সে নিজেও মেনে নিয়েছে নামটা ঠিক যেমনি ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মা'র দেয়া নাম আপন করে নেয়।

মি: স্মিথ— তবে তাই হোক।

আসলে নাম নিয়ে একটা ঘোর আছে তার, একটা মোহ বলা যেতে পারে। শিকারের প্রত্যেকের নাম মাথায় গেঁথে গেছে তার, প্রতিটি নাম মনে করতে পারে সে।

প্রথমে ইসাবেলা ক্যালাইস; এরপরে স্টেফানী মাইকেলা এপট্, উরসূলা ডেভিস, রবার্ট মাইকেল নীল সহ আরো অনেকে। জটিল ট্রিভিয়া'র মতো পূর্ণনাম গুলো উল্টো ও সোজা দুইভাবেই মনে করতে পারে সে— যেন কোন কুইজশো'র জটিল রাউন্ডের অ্যাসাইনমেন্ট। এটা তো তার কাছে তা-ই- *একটা অ্যাসাইনমেন্ট।*

এ পর্যন্ত কেউ বুঝতে পারে নি তার খেলাটা বিখ্যাত এফ. বি. আই. পর্যন্ত নয়। ইন্টারপোল, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড, লোকাল পুলিশ— কেউ না। তার গোপন প্যাটার্নটা ধরতে পারে নি কেউই; ক্যামব্রিজের ইসাবেলা ক্যালাইস দিয়ে শুরু করেছিল সে, ম্যাসাচুসেটসে, মার্চ ২২, ১৯৯৩ সালে। আজও চলছে তার খেলা। এবারে লন্ডন।

এইমুহূর্তে তার শিকারের নাম ড্রিউ ক্যাবোঁ— একজন চীফ ইন্সপেক্টর। লন্ডনের নামি-দামী ব্যক্তিত্ব— একজন আই আর এ কীলার। একে খুন করার সাথে সাথে সাড়া পড়ে যাবে পুরো লন্ডন জুড়ে। পাগল হয়ে যাবে ভদ্র-নম্র লন্ডনবাসী।

বিকেলে ফ্যাশনেবল নাইটসব্রিজ এলাকাতে ঘুরে বেড়িয়েছে মি. স্মিথ। শিকার খুঁজেছে পত্র-পত্রিকার ভাষ্য মতে। লন্ডন আর ইউরোপের প্রেস তাকে আর একটা নাম দিয়েছে— *ভীনগ্রহের প্রাণী।* তাদের মতে, মি. স্মিথ এক মহাজাগতিক প্রাণী; একজন মানুষের পক্ষে এ ধরনের খুন অসম্ভব, অন্ততঃ তারা তাই মনে করে।

নিচু হয়ে তার শিকারের কানের কাছে মুখ নামাল মি. স্মিথ, আরও ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। কাজের মধ্যে মিউজিক শোনে সে, যে কোনো ধরনের মিউজিক। এইমুহূর্তে ডন জিওভান্নি শুনছে— অপেরা তাকে বরাবরই বেশ টানে। তার 'লাইভ' অটোপসিগুলো আরও মূর্ত হয় অপেরার আওয়াজে।

'মৃত্যুর দশ মিনিটের মধ্যেই,' মি. স্মিথ বলে চলে, 'তোমার শরীরের পচনশীল টিস্যুগুলোর খবর পেয়ে যাবে মাছির দল। সবুজ মাছিগুলো ডিম পাড়বে শরীরের ফুটোফাটা গুলোয়। অদ্ভুত ব্যাপার, এই মুহূর্তে ড. সিউস-এর 'গ্রীন ফ্লাইস এন্ড হ্যাম' মনে পড়ছে আমার। এর মানে কী? জানি না। তবে ব্যাপারটা কৌতুহলউদ্দীপক।'

অনেক রক্ত হারিয়েছে ড্রিউ ক্যাবোঁ এতক্ষণে, তবু হাল ছাড়েনি। একমাথা রুপালি চুলের লম্বা, শক্ত-পোক্ত গড়নের মানুষ ড্রিউ। নাছোড়বান্দা ধরনের লোক। মাথা আগুপিছু করতে লাগল সে যতক্ষণ না মুখের ভেতর থেকে কাপড়টা সরিয়ে নিল মি. স্মিথ।

'কি হলো, ড্রিউ?' বলল সে, 'কথা বল।'

'বউ আর দুটো ছোট বাচ্চা আছে আমার।' ফিসফিসাল ড্রিউ, 'কেন এমন করছ তুমি? কেন আমাকেই বেছে নিয়েছ?'

'তুমি ড্রিউ বলেই হয়তো। নিরাবেগ থাকার চেষ্টা কর না একটু। ধরে নাও, একটা জটিল পাজলের অংশবিশেষ তুমি।'

মুখের কাপড়টা আবার গুঁজে দিল মি. স্মিথ। ইন্সপেক্টরের কথা শোনার আর ইচ্ছা নেই তার। ডন জিওভান্নি'র সুরের মূর্ছনার মধ্যে গভীর মনোযোগের সাথে পরের পোঁচটা দিল সে সার্জিকেল ছুরিটা দিয়ে।

'মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্টকর আর অনিয়মিত হয়ে আসবে তোমার। এখন যেমন হচ্ছে- যেন এই বুঝি শেষ হয়ে গেল জীবনটা। দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে জীবনখেলা।' নিচুস্বরে বলল মি. স্মিথ, বহুল আলোচিত *এলিয়েন*। 'তুমি মারা যাবে, ড্রিউ। শুভেচ্ছা নাও আমার, তুমি সত্যিই ভাগ্যবান। আমার হিংসে হচ্ছে। তুমি যদি আমি হতাম।'

প্রথম পর্ব

ট্রেইন স্টেশন মার্ডারস্

অধ্যায় ৩

'আমি বীর কর্নোহোলিও! আমাকে চ্যালেঞ্জ করছ তুমি? আমি কর্নোহোলিও!' একযোগে চেঁচাল বাচ্চার দল, খিলখিল হাসিতে ভেঙে পড়ছে একেক জন।

ঠোঁট কামড়ে ধরে হাল ছেড়ে দিলাম আমি। কী লাভ বাচ্চাদের আহ্লাসটাকে নষ্ট করে। আমি, ড্যামন আর জেনি আমাদের পুরোনো পোর্শে গাড়িটার সামনের সীটে গাদাগাদি করে বসে আছি। একটা নতুন গাড়ি কেনা দরকার, তবু পুরোনো পোর্শেটার মায়া ছাড়তে পারছি না আমরা। পুরোনো জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকতে বেশ ভালোবাসে মানুষ—তা সে যতই খারাপ হোক না কেন। আমরা গাড়িটার নাম দিয়েছি 'সারডিনের ডিব্বা' না হয় 'খেচটা বুড়ো'। আসলে রাত দশটা থেকে ভোর আটটা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকি আমি – সময় হয় না অন্য কিছু করার।

গতরাতে ব্যালো হাই স্কুলের তেরো বছরের এক মেয়ের লাশ পেয়েছি আনাকোস্টিয়া নদীতে। গুলি করে মেরে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে মেয়েটাকে, একদম মুখের ভেতরে করা হয়েছে গুলিটা।

বাজে একটা পরিসংখ্যান ডালাপালা ছড়াচ্ছে আমার মাথার ভেতর। গত তিন বছরে একশটিরও বেশি কিশোরী হত্যাকাণ্ডের কোন কিনারা হয়নি এই শহরেই। কোন বড় ইনভেস্টিগেশনও করা হয় নি। কালো আর হিস্পানী মেয়েদের মৃত্যুটা কে বোধ করি বড় কিছু মনে করে না ক্ষমতারোহীরা।

সোজার্নার ট্রুথ স্কুলের দিকে এগুলাম আমরা। ক্রিস্টিন জনসনকে দেখতে পেলাম আমি, সুন্দর হেসে বাচ্চাগুলোকে স্বাগত জানাচ্ছে সে। নিঃসন্দেহে কেয়ারিং একটা প্রতিষ্ঠান এটা; অন্তত ক্রিস্টিন যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

মনে পড়ল গত 'ফলে ওর সাথে পরিচয়ের কথা, এর চেয়ে জঘন্য আর হতে পারত না পরিস্থিতি। শ্যানেল গ্রিন নামের একটা ফুটফুটে বাচ্চার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ছিল সেটা, সেই স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিল ক্রিস্টিন। আমার

বাচ্চারা ওখানেই পড়ে এখন। এই সেমিস্টারে জেনী ভর্তি হয়েছে এখানে, ড্যামন আছে ফোর্থ গ্রেডে।

'কী দেখছ তোমরা অমন হাঁ করে?' বাচ্চাদের শুধালাম আমি। ওরা দুইজন মিলে একবার ক্রিস্টিন আর একবার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছিল পালা করে।

'আমরা তোমাকে দেখছি *হাঁ* করে, ড্যাডি, আর তুমি *হাঁ* করে দেখছ ক্রিস্টিনকে।' দুষ্ট বুড়ির মতো করে হেসে বলল জেনী, এত পাকা হয়েছে না মেয়েটা।

'তোমাদের কাছে ও মিসেস জনসন, বুঝলে।' বাঁকা করে তাকালাম আমি জেনীর দিকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভ্রু কুচকাল সে, 'জানি, ড্যাডি। উনি আমার স্কুলের প্রিন্সিপাল— আমি জানি কী ডাকতে হবে তাঁকে।'

এই বয়সেই আমার মেয়ে জগতের জটিল আর রহস্য ঘেরা সম্পর্কগুলো বুঝতে শিখে গেছে।

'তোমার কিছু বলার আছে, ড্যামন? জানতে চাইলাম আমি, 'কিছু শেয়ার করবে নাকি আমাদের সাথে?'

হেসে মাথা নাড়ল আমার ছেলে, ক্রিস্টিন জনসনকে দারুন পছন্দ তারও। অবশ্য সবাই পছন্দ করে ক্রিস্টিনকে। এমনকি আমার গ্রান্ডমা পর্যন্ত চায় আমাদের একটা সম্পর্ক হোক।

বাচ্চারা নেমে পড়ল গাড়ি থেকে, মিষ্টি হেসে আমাকে গুডবাই জানাল জেনি।

'বাবা হিসেবে তুমি কিন্তু মন্দ নও।' বলল ও, 'যে কোন দিন একটা ঘরনী জুটে যাবে তোমার, বুঝলে। ছেলেমেয়েদের আদর কর, মোটামুটি হ্যান্ডসাম, একটা ক্ল্যাসিক স্পোর্টসকার চালাও— নাহ্, মনে হচ্ছে প্রেমেই পড়ে যাব তোমার।'

'বলেছে তোমাকে।' হাসলাম আমি। দিনটা সত্যিই সুন্দর, ঝকঝকে নীল আকাশ, গরম নয় খুব একটা, বাতাসও বেশ পরিষ্কার। 'আমার বাচ্চাগুলোকে আবার তোমার মত বাক-পটুতা শেখাচ্ছ নাকি?'

'অফ কোর্স। আমি আর আমার টীচারেরা সবাই মিলে চেষ্টা করছি ওদের স্মার্ট করে গড়ে তুলতে।'

'ড্যামন আর জেনী'র জন্য খুব বেশি দেরী হয়ে যায়নি তো? আসলে মাকে ওরা পায়নি খুব একটা। তবে আশা করছি, এক চমৎকার লেডীর সান্নিধ্যে অনেকটা শিখতে পারবে ওরা।'

'বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মনটা হলো কাদা মাটির মতো— যেমন চাও তৈরি করে নিতে পারবে। আমরা চেষ্টা করছি। যেতে হবে আমাকে এখন।' বলল ক্রিস্টিন।

'আজ ডিনার করবে আমার সাথে?' ও স্কুলের দিকে ফিরে রওনা হতে শুধালাম আমি।

'হ্যান্ডসাম, সুন্দর একটা পোর্শে চালাও যখন— ঠিক আছে, আজ দেখা হচ্ছে আমাদের।'

আমাদের দুজনের প্রথম 'আনুষ্ঠানিক' ডিনার হতে যাচ্ছে, মনে মনে ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছি আমি। ক্রিস্টিনের স্বামী জর্জ মারা গেছে বছর কয়েক হল। কখনও ওকে কোন কিছুর জন্যেই চাপ দিই নি আমি, যদিও জানি ও আমাকে পছন্দ করে। আমার স্ত্রী মারিয়া মারা গেছে আজ ছয় বছর, বোধ হয় সেই হারানোর বেদনা অনেকটা ভুলতে পেরেছি আমি। অনেক অনেক দিন পর জীবনটা বেশ সুন্দর লাগছে আমার।

আমার গ্রান্ডমা— অবশ্য একটা কথা প্রায়ই বলে—"ছোট মাঠের সীমানাকে কখনও দিগন্ত ভাবতে নেই।"

অধ্যায় ৪

আলেক্স ক্রস মরবে। ব্যর্থ হবে না সে কিছুতেই।

ব্রাউনিং অটোমেটিক রাইফেলটার টেলিস্কোপিক সাইটে চোখ রাখল সোনেজি। অদ্ভুত শক্তিশালী স্কোপটা। ঠিক হৃদপিন্ডের আউটলাইনটা কল্পনা করল সে। ছেলেমেয়েদের নামিয়ে দিয়ে সুন্দরী একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বলছে আলেক্স, সোজার্নার ট্রুথ স্কুলের সামনে।

অচিন্তনীয়-কে চিন্তা কর- নিজেকেই বলল সোনেজি। ঝট করে কালো চেরোকী জীপটার সামনের সীটের আড়ালে বসে পড়ল সে। ড্যামন আর জেনীকে স্কুল ভবনের ওপাশে যেতে দেখল, বন্ধুদের সাথে হাই-ফাইভ করছে একে একে। বছর কয়েক আগে ওয়াশিংটনে দুই স্কুল ছাত্রকে কিডন্যাপ করে আলোড়ন তুলেছিল সোনেজি। কী দিনই না ছিল সেগুলো!

বেশ ক' সপ্তাহ সে ছিল নিউজমিডিয়ার ব্ল্যাক স্টার। আবারো তাই হবে। সে নিশ্চিত জানে। সর্বসেরার মর্যাদা তার প্রাপ্য।

খুব ধীরে রাইফেলের সাইটটা ক্রিস্টিন জনসনের কপালে তাক করল সোনেজি।

ওহ্, কী দারুন লাগছে!

উজ্জ্বল বাদামী চোখ আর চওড়া, শুভ্র একটা হাসি আছে মেয়েটার। লম্বা, আকর্ষণীয়া, তার অবস্থান টের পেতে বাধ্য হয় লোকে। *স্কুল প্রিন্সিপাল!* গালে একগুচ্ছ কোঁকড়া চুল সেটে আছে, বোঝাই যায় কী দেখে মজেছে আলেক্স ক্রস! কী অদ্ভুত সুন্দরই না মানিয়েছে দুজনকে। আফসোস, ওদের জীবনটা একটা বিরাট ট্রাজেডি হয়ে যাবে। আলেক্স ক্রস এখনও যথেষ্ট আকর্ষণীয়, অনেকটা যুবক মোহাম্মদ আলীর মতো দেখায় তাকে। সুন্দর করে হাসে আলেক্স।

ক্রিস্টিন জনসন লাল ইটের স্কুল ভবনের দিকে রওনা হতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠিক সোনেজির জীপটার দিকে তাকাল ক্রস। ঠিক যেন উইন্ডশীল্ড ভেদ করে সোনেজির চোখে তাকাচ্ছে লম্বা ডিটেকটিভ।

কোন ব্যাপার না—চিন্তা করার মতো কোন ব্যাপারই না। সোনেজি গাধা নয়, সে কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না। অন্ততঃ আজ এখানে তো নয়ই।

আর মাত্র মিনিট দুয়ের মধ্যে শুরু করবে সে, যদিও মনের পর্দায় একশ বারের মতো দৃশ্যটা কল্পনা করেছে সোনেজি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

জীপ স্টার্ট দিয়ে ইউনিয়ন স্টেশনের দিকে চলল গ্যারি সোনেজি; তার ভাবী অপরাধের স্থান— তার মাস্টারপিসের মঞ্চ।

'অচিন্তনীয়কে চিন্তা কর, আর তারপর অচিন্তনীয়কে *করে* দেখাও,' শ্বাসের সাথে আউড়ালো সে।

অধ্যায় ৫

ক্লাশ শুরুর ঘন্টা পড়তেই ছেলেমেয়েরা হুড়ো-হুড়ি করে ঢুকে পড়ল ক্লাশ রুমে। সোজর্নার ট্রুথ স্কুলের লম্বা বারান্দাটা এখন ফাঁকা পড়ে আছে। ধীরে করিডোর ধরে হাঁটতে লাগল ক্রিস্টিন। প্রতিদিনই এই কাজটা করে সে— মনে হয়, এ শুধু নিজের জন্যে। মাঝে-মধ্যে একান্ত নিজের জন্য কিছু করা লাগে, ক্রিস্টিনের কাছে একা একা এই হাঁটাটা স্টারবাক ক্যাফে-তে যাবার চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষনীয় মনে হয়। হলওয়েগুলো শূন্য এবং অদ্ভুত নিঃসঙ্গ— পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয় প্রতি দিন।

আগে ক্রিস্টিন নিজে আর কয়েক জন শিক্ষক মিলে মুছে রাখত স্কুলটা, এখন অবশ্য মি. গোমেজ আর লুনি ওয়াকার নামে একজন পোর্টার মিলে এ কাজটা করে সপ্তাহে দু' রাত। সব ভালো কিছুর পিছনেই প্রয়োজন সঠিক আকাঙ্ক্ষা—স্কুলের কমিটির সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন থাকা একটা স্কুলের জন্য সবচাইতে বেশি জরুরি।

করিডোরের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে বাচ্চাদেরই আঁকা কিছু ড্রয়িং। কাঁচা হাতের এই আঁকা গুলো একধরনের আশাবাদ আর শক্তির বিচ্ছুরণ প্রকাশ করছে যেন। প্রতিদিনই একবার করে ড্রয়িং আর পোস্টার গুলোয় চোখ বোলায় ক্রিস্টিন— অবাক হয় বাচ্চাগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি'র বিচিত্রতায়, নিজের ভেতরের মানুষটাকে আর একটু আলোকিত করে।

আজ সকালে একটা ড্রয়িংয়ের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ক্রিস্টিন। মোম রঙে আঁকা সাধাসিধে অথচ অদ্ভুত নজরকাড়া ছবিটা। নতুন বাড়ির সামনে বাবা—মা'র হাতে ধরে দাঁড়িয়ে ছোট একটা মেয়ে। সবার চেহারাই বেশ গোলগাল, হাসিখুশি— সুখী ভাবটা পরিষ্কার। আরও ক'টা আঁকার শিরোনাম পড়ল ক্রিস্টিন মনোযোগ দিয়ে—"আমাদের পরিবার", "নাইজেরিয়া" অথবা "তিমি মাছ শিকার"।

কিন্তু আজ ঠিক ছবি দেখতে এখানে হাঁটছে না ক্রিস্টিন, স্বামী জর্জকে নিয়ে ভাবছে সে— কেনই বা ওদের দেখা হল' কেমন করে মারা গেল জর্জ এইসব। ওর ইচ্ছে হল জর্জকে নিয়ে আসে এখানে, কথা বলে শেষবারের

মতো। একবারের মতো জর্জকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় ক্রিস্টিন। *ও খোদা, জর্জের সাথে যদি কথা বলা যেত।*

হলরুমের শেষমাথা পর্যন্ত হেঁটে গেল সে, ১১১ নম্বর কক্ষের সামনে— হালকা হলুদ রঙ করা রুমটা। এটার নাম *বাটারকাপ।* সবগুলো নামই বাচ্চারা নিজেরা দিয়ে থাকে— ওদেরই তো স্কুল এটা।

হালকা করে রুমের দরজাটা একটু ফাঁক করল ক্রিস্টিন। সেকেন্ড গ্রেড টিচার ববি শ' নোট লিখছে বোর্ডে, অনেক মনোযোগী ছেলে মেয়েদের ভীড়ে জেনী ক্রসকে দেখা যাচ্ছে।

আপনমনে একটু হাসল ক্রিস্টিন। মিস শ' র সাথে কথা বলছে জেনী— দারুন সপ্রতিভ আর উজ্জ্বল হয়েছে মেয়েটা। অনেকটা বাপের মতো স্মার্ট, সেনসেটিভ আর খুব চটপটে।

আনমনা হয়ে হেঁটে চলল ক্রিস্টিন, সিঁড়ি ভেঙে চলে এল দোতলায়। সিঁড়ির চারধারগুলো পর্যন্ত রঙিন ছবি দিয়ে ভরে রেখেছে বাচ্চারা আপন মনে করে। যখন কেউ কোন কিছুকে আপন করে নেয়, তখন তার রক্ষণাবেক্ষণ আপনাতেই চলে আসে, নিজেকে তারই অংশ বলে মনে হতে থাকে। কেবল ওয়াশিংটনের কর্তাব্যক্তিরাই ব্যাপারটা বুঝতে অপারগ।

নিজেকে একটু বোকা বোকা মনে হল ক্রিস্টিনের— কিন্তু ড্যামনকেও দেখে এল সে।

ছাত্র—ছাত্রীদের মধ্যে সবমিলিয়ে ড্যামনই তার ফেবারিট। আলেক্সে'র সাথে পরিচয়ের আগে থেকে তাকে চেনে ক্রিস্টিন। ড্যামন যে শুধু মেধাবী আর বাকপটু তা নয়, মানুষ হিসেবেও ছেলেটা যথেষ্ট ভালো। অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে তার আচরণ, শিক্ষকদের সাথে ব্যবহারে তা প্রমাণ করেছে ড্যামন। বোনের সাথেও ভালো বন্ধুর মতো ব্যবহার করে ছেলেটা।

শেষমেষ নিজের অফিস ঘরের দিকে রওনা হল ক্রিস্টিন— বহু কাজ পড়ে আছে ওখানে। আলেক্সের কথা মনে পড়ল তার, ওর জন্যেই তো বাচ্চাগুলোকে দেখে এসেছে সে, তাই না?

জোর করে ক্রিস্টিন ভাবতে চাইল আজ রাতের ডিনারের জন্য অপেক্ষা করছে না সে, কিন্তু মনের গভীরে ঠিকই জানে এই ডেটটার জন্যই এতটা আনমনা সে আজ।

অধ্যায় ৬

আটটা বাজার একটু আগে ইউনিয়ন স্টেশনে ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল গ্যারি সোনেজি, যেন স্টেশনটা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। খুব ভালো লাগছে তার। দ্রুত পা চালাল সে, স্টেশন বিল্ডিংয়ের উঁচু ছাদ যেন তার আবেগে শক্তি সঞ্চার করেছে।

রাজধানীর বিখ্যাত এই রেল স্টেশন সম্পর্কে নাড়ি-নক্ষত্র সবই জানে সোনেজি। বাচ্চা বয়সে এই স্টেশনের স্থাপত্য নিয়ে অনেক পড়েছে সে, এমনকি গ্রেট ট্রেইন স্টোর পর্যন্ত ঘুরে দেখেছে। খেলনা ট্রেইন আর সুভিনির বিক্রি করে তারা।

পায়ের নিচে ট্রেনের চলাচলে সৃষ্ট কাঁপুনি বোধ করতে পারছে সোনেজি। মার্বেল পাথরের মেঝে কেঁপে উঠছে থেকে থেকে, শক্তিশালী অ্যামট্রাক ট্রেনগুলোর আনাগোনায়। এদের শিডিউল বেশ আঁটসাঁট। কাচের দরজাগুলো ঝাঁকি খাচ্ছে ফ্রেমে।

এই জায়গাটাকে ভালোবাসে সে। এখানকার সবকিছুকে। এটা সত্যিই জাদুকরী। আজকের কী ওয়ার্ড হলো 'ট্রেইন' আর 'সেলার'— শুধু সে জানে কেন।

সব তথ্যই আছে তার কাছে: তথ্যই শক্তি।

গ্যারী সোনেজি ভাবলো কিছু সময়ের মধ্যে আমি মারা যেতে পারি, কিন্তু এ চিন্তা একটুও ভীত করছে না তাকে। যা ঘটার তাতো ঘটবেই, কিন্তু সোনেজি চায় বীরের মতো প্রত্যাবর্তন করতে, কাপুরুষের মতো নয়। *কেন নয়? মৃত্যুর পরে দীর্ঘ আর উত্তেজক ক্যারিয়ার পরে আছে তার সামনে।*

লাল নাইকির লোগো ওয়ালা হালকা একটা জাম্পসুট পরে আছে সোনেজি, তিনটি ভারি ব্যাগ বহন করছে সাথে। একজন মাথা মোটা ট্রাভেলারের মতো লাগছে তাকে, ধারণা করল সে। ওকে দেখে বেশ মোটা মনে হচ্ছে আজ, মাথার চুল ধূসর। সোনেজির উচ্চতা পাঁচ ফুট দশ, জুতোর নিচের হিলের কারণে আজ সে ছয় ফুট এক ইঞ্চি। অবশ্য তার সুদর্শন

অবয়বের পুরোটা লুকোনো যায়নি, যে কেউ দেখলে তার পেশা আন্দাজ করবে শিক্ষকতা।

মজার ব্যাপার হলো একটা সময় সত্যিই শিক্ষকতা করত সে— চরম নিকৃষ্ট শিক্ষক। সে ছিল *মি. সোনেজি—দি স্পাইডার ম্যান।* নিজের দুই ছাত্র-ছাত্রীকে কীডন্যাপ করেছিল সে।

মেট্রো লাইনারের টিকিট কাটা আছে তার, কিন্তু এখনি ট্রেনে উঠছে না সোনেজি।

তড়িঘড়ি করে ওয়েটিং রুম থেকে বেরিয়ে গেল সে। সেন্টার ক্যাফের পাশের সিঁড়ি ভেঙে চলে এল তিন তলার বারান্দায়। নিচের বিশ ফুট এখন দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। লবির দিকে ধেয়ে যাওয়া এক ঝাঁক নিঃসঙ্গ মানুষকে দেখল সোনেজি। এই গর্দভগুলোর কোনো ধারণাই নেই, আজ সকালে তারা কত ভাগ্যবান। এইতো কিছু সময়ের মধ্যেই 'আলো আর শব্দের' খেলা শুরু হতে যাচ্ছে, তার আগেই নিরাপদে ট্রেনে উঠে যাবে তারা।

কি অসাধারণ সুন্দর জায়গা এটা, সোনেজি ভাবলো। এই দৃশ্যের কথা কতদিন স্বপ্নে দেখেছে সে।

ইউনিয়ন স্টেশনের এই দৃশ্য!

স্কাই লাইটগুলো দিয়ে সকালের লম্বা সূর্য রশ্মি ঢুকে পরছে, দেয়াল আর উঁচু, কারুকাজ করা সিলিঙে প্রতিবিম্ব ফেলছে। তার সামনের তথ্য কেন্দ্রে বিরাট একটা ইলেক্ট্রনিক ট্রেন এরাইভাল অ্যান্ড ডিপার্চার বোর্ড সাঁটানো, পাশেই সেন্টার ক্যাফে, ফুজি আর আমেরিকান রেঁস্তোরা।

এর পরেই রয়েছে অপেক্ষার জায়গা, যাকে এক সময় বলা হত 'পৃথিবীর বিশালতম কক্ষ'। কী অসাধারণ ঐতিহাসিক ভেন্যু বেছে নিয়েছে সে আজকের জন্য। আজ তার জন্মদিন।

পকেট থেকে ছোট একটা চাবি বের করে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল সোনেজি। একটা রূপালি— ধূসর দরজা খুলে চলে এল বারান্দার কক্ষে।

অবশেষে *নিজের* একটা রুম পেয়েছে সে— *উপরে* এবং সবার সাথে। পেছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল সোনেজি।

'শুভ জন্মদিন, ডিয়ার গ্যারী, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ।'

অধ্যায় ৭

অচিন্তিত একটা ব্যাপার হতে যাচ্ছে, এমন কিছু সে কখনও করে নি। পরবর্তী অংশটুকু চোখ বন্ধ করেও করতে পারে সে— স্মৃতি থেকে। কল্পনায়, স্বপ্নে অনেকবার জিনিসগুলো প্রাকটিস করেছে সে। গত বিশ বছর ধরে আজকের দিনটার অপেক্ষায় আছে সোনেজি।

ছোট রুমটার ভেতর এলুমিনিয়ামের তেপায়ার উপর ব্রাউনিং অটোমেটিক রাইফেলটা বসাল সে, রাইফেলটা অত্যাধুনিক— নিজে অর্ডার দিয়ে বানানো ইলেকট্রনিক ট্রিগারওয়ালা।

তার প্রিয় ট্রেনগুলোর আনাগোনায় মার্বেলের মেঝেটা কেঁপে চলেছে— যেন বিশাল রহস্যময় কোন জানোয়ার খাওয়া আর বিশ্রামের জন্য ফিরে আসছে বারবার। আর কোথাও যেতে চায় না সোনেজি। সে ভালোবাসে এই মুহূর্তগুলো।

ইউনিয়ন স্টেশনই হোক আর জনাকীর্ণ এলাকায় খুন সম্পর্কেই হোক— কোন কিছু জানতে বাকি নেই সোনেজির। ছোট বয়সে 'ক্রাইম অব দি সেঞ্চুরী' নিয়ে বেশ উত্তেজিত ছিল সে। নিজেকে এমন ধরনের অপরাধ করতে আর বিখ্যাত এবং ত্রাস কল্পনা করতে দারুন ভালো লাগত তার। নিখুঁত, স্বাভাবিক খুনের পরিকল্পনা করে সেগুলো বাস্তবায়ন করত সোনেজি। পনেরো বছর বয়সে প্রথম খুন করে এক আত্মীয়ের খামার বাড়িতে লাশটা লুকিয়েছিল সে, আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি সেটা।

সে চার্লস স্টার্কওয়েদার, *সে* ব্রুনো রিচার্ড হ্যাম্পটন, *সে* চার্লি হুইটম্যান। কেবল তাদের চেয়ে সে অনেক বেশি স্মার্ট, অনেক বেশি যোগ্য।

নিজের জন্যে একটা নামও ঠিক করেছে সে— সোনেজি। উচ্চারণটা হবে সোহ্-নে-জি। তেরো-চোদ্দ বয়সেই নামটা তার মধ্যে ভীতির সঞ্চার করত।

স্টার্কওয়েদার, হ্যাম্পটন, হুইটম্যান, সোনেজি...

বালক বয়সে, প্রিন্সটন, নিউজার্সির দিনগুলোতে রাইফেল চালনা শিখেছিল সে, বিগত বছরগুলোয় শিকার আর প্রাকটিস করে হাত আরো পাকিয়েছে। সম্পুর্ণভাবে আজকের সকালের জন্য তৈরি সে— অনেক বছর ধরে অপেক্ষা করেছে।

ধাতব একটা চেয়ারে গা এলিয়ে আরাম করে বসল সোনেজি। ট্রেইন টার্মিনালের দেয়ালের রঙের সাথে ম্যাচ করা একটা ধূসর ব্যাটল শিপ টার্প বের করল। ওটার নিচে ঢুকে পড়ল সোনেজি— *এখন হারিয়ে যাবে সে। এই পাবলিক প্লেসে সে একজন স্নাইপার। এই ইউনিয়ন স্টেশনে!*

বালটিমোরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া পরবর্তী মেট্রোলাইনারের টাইম টেবিল ঘোষণা করা হচ্ছে একঘেয়ে স্বরে। এরপর উইলমিংটন, ফিলাডেলফিয়া আর নিউজার্সির পেন্ স্টেশন।

আপনমনে হাসল সোনেজি- *তার পালানোর গাড়ি ওটাই।*

টিকিট কিনে রেখেছে সে। মেট্রোলাইনার অথবা বাসে করে যাবে। কেউ তাকে এখন আর থামাতে পারবে না আলেক্স ক্রস ছাড়া, অবশ্য তাতেও এখন আর কিছু যায় আসে না। সবকিছুর জন্যেই বদলি আছে তার— নিজের মৃত্যুর জন্যও।

এরপর নিজের চিন্তায় হারিয়ে গেল সোনেজি, স্মৃতিগুলোই তো তার রক্ষাকবচ।

অস্টিনে, টেক্সাস ইউনিভার্সিটির টাওয়ার থেকে প্রথম কাউকে রাইফেল চালাতে দেখেছিল সে। তার বয়স তখন মাত্র নয়। পঁচিশ বছরের সেই রাইফেলধারীর নাম চার্লস হুইটম্যান— একজন প্রাক্তন মেরিন। অদ্ভুত সাহসী ওই ঘটনাটা সেই থেকে গেঁথে গেছে সোনেজি'র মনের পর্দায়। সেই সম্পর্কিত সংবাদমাধ্যমের সব আর্টিকেল নিজের সংগ্রহে রেখেছে সোনেজি। *টাইম, লাইফ, নিউজউইক, দি নিউইয়র্ক টাইমস্, ফিলাডেলফিয়া ইনকোয়ারার, টাইমস অব লন্ডন, প্যারিস ম্যাচ, লস এঞ্জেলস্ টাইমস্, বালটিমোর সান—* কোন পত্রিকার লম্বা স্টোরি সংগ্রহে নেই তার? আজও তার কাছে আছে সেই পেপার কাটিংগুলো। এক বন্ধুর কাছে সেগুলো রেখেছে সে। ওগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ— অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যত অপরাধের দলিল।

গ্যারি সোনেজি জানে সে একজন দক্ষ মার্কস্ ম্যান। অবশ্য এই ভীড়ের মধ্যে অতি অসাধারণ কোন কিছুর প্রয়োজনও নেই। একশ গজের চেয়ে বেশি দূরে কোন লক্ষে সে আজ গুলি করতে যাচ্ছে না। পাঁচশ গজ পর্যন্ত নির্ভুল লক্ষভেদ করতে পারে সোনেজি।

এইবার দুঃস্বপ্ন থেকে বেরিয়ে আসল দুনিয়ায় প্রবেশ করব আমি— ভাবল সে। দৃঢ়, ঠান্ডা একটা শিহরণ বয়ে গেল তার শরীর জুড়ে— উপাদেয়, অসম্ভবকে জয় করার অনুভূতি। ব্রাউনিংয়ের টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে ব্যস্ত-সমস্ত, দোদুল্যমান জনস্রোতে চোখ রাখল সে।

প্রথম শিকারের খোঁজ করছে। *সত্যি, একটা টার্গেট স্কোপের ভেতর দিয়ে দুনিয়াটা কতই না সুন্দর দেখায়।*

অধ্যায় ৮

তুমি পৌঁছে গেছ।

সামারের ছুটিতে আসা হাজারো জনতার ভীড়ে চোখ বুলালো সোনেজি।

কারও একবিন্দু ধারণা নেই, কী বিপদ ঘটতে পারে তাদের জীবনে কিছুক্ষণের মধ্যেই। সংকটে না পড়া পর্যন্ত আসলে কেউই ভাবতে পারে না খারাপ কিছু ঘটতে পারে তার বা তাদের জীবনে। এটাই স্বাভাবিক।

উজ্জ্বল নীল ব্লেজার আর সাদা শার্ট পড়া একদল উচ্ছল ছাত্রকে দেখতে পেল সোনেজি। *মুরগির বাচ্চা— সবকটা মুরগির বাচ্চা।* অহেতুক হাসছে, দৌড়াচ্ছে। ফালতু আনন্দে মশগুল একেকজন। সুখী মানুষ একদম দেখতে পারে না সোনেজি, এরকম গাধা ছাত্রদের তো নয়ই। এরা ভাবে দুনিয়াটা এরা কিনে নিয়েছে।

এত উপর থেকেও বিভিন্ন গন্ধ পরিষ্কার টের পাচ্ছে সে—ডিজেল, ফুলের ফেরীওয়ালার কাছ থেকে ভেসে আসা লাইলাক আর গোলাপের সুগন্ধ, লবী'র রেস্টুরেন্টের গার্লিক চিকেন। সব। ক্ষিধে পাচ্ছে তার।

সাধারণ বুলস্ আইয়ের বদলে সোনেজির রাইফেলের স্কোপে একটা কালো সাইট আছে, এটা দারুন পছন্দ তার। কত রংয়ের, কত প্রকারের মানুষ জানে না মৃত্যুর কী কাছ থেকে ফিরে আসছে তারা। স্কোপের ভেতরের দুনিয়াটা তার একান্ত নিজেস্ব এবং জাদুকরী।

কপালে কুঞ্চন, ক্লান্ত চেহারার এক ব্যবসায়ী মহিলার কপালে স্থির হলো সোনেজির এইমিং পোস্ট। মধ্য পঞ্চাশ হবে মহিলার বয়স— পাতলা এবং নার্ভাস, বিধ্বস্ত চোখ, ফ্যাকাসে ঠোঁট। 'বল গুডনাইট, গ্রেইসি।' নরমস্বরে ফিসফিসাল সে, 'গুডনাইট, আইরিন। গুডনাইট, মিসেস ক্যালাব্যাশ।'

ট্রিগার টেনে দিয়ে সকালের শান্তি প্রায় বরবাদ করে দিচ্ছিল সে, শেষ মুহূর্তে সামলালো নিজেকে।

প্রথম শটের জন্য উপযুক্ত নয়, ভাবল সোনেজি। নিজের অধৈর্য্য উপভোগ করছে। *অসাধারণ কিছু নয়। কেবল একটা বুড়ি, একটা মধ্যবিত্ত গরু।*

এইমিং পোস্টটা যেন নিজে থেকেই, কোন অদৃশ্য শক্তিবলে সরে গিয়ে স্থির হল এক পোর্টারের শিড়দাঁড়ায়। অনেকগুলো উঁচু-নিচু বাক্স আর সুটকেস

হেঁটে আসছে লোকটা, লম্বা, সুদর্শন এক নিগ্রো। *অনেকটা আলেক্স ক্রসের মতো।* গায়ের কালো রঙটা যেন মেহগনি আসবাবের মতো চকচকে।

টার্গেটের আকর্ষণ সেখানেই। তার পছন্দ হয়েছে, কিন্তু সে ছাড়া কে-ই বা বুঝবে এর আবেদন? না, তাকে অন্যদের কথাও ভাবতে হবে। নিঃস্বার্থ হওয়া চাই।

মৃত্যুর সার্কেলটা আবারো সরাল সোনেজি, বহু ধোপধুরস্ত ভদ্রলোক হেঁটে যাচ্ছে। ব্যবসায়ী ভেড়ার দল।

ছোট একটা ছেলেকে নিয়ে তার বাবা চলে এল সার্কেলে, এ যেন নিয়তির খেলা।

শ্বাস টেনে আস্তে করে ছাড়ল সোনেজি। এই কাজটুকু গুলি করার আগে বহুবার করে এসেছে সে। একটা কুসংস্কার। *এমন কিছু করার স্বপ্ন সে সবসময় দেখে, কোন কারণ ছাড়াই একজন আগন্তুককে বেছে নেয়া।*

ধীরে, খুব ধীরে ঠিক দুই চোখের মাঝখানে স্থির করে ট্রিগারটা টেনে দিল সে। একদম শান্ত তার শরীর— যেন প্রাণহীন। কব্জির দুর্বল পালস্, ঘাড়ের নাড়ীস্পন্দন, হৃদপিন্ডের আনুমানিক গতি— সব অনুভব করতে পারছে সে।

জোড়াল একটা শব্দ তুলে বেড়িয়ে গেল বুলেট, যেন সাথে করে বয়ে নিয়ে গেল শব্দটাকে। রাইফেল ব্যারেলের সামনে থেকে পাক খেয়ে উপরে চলে যাচ্ছে ধোঁয়া। কী সুন্দর দৃশ্য!

টেলিস্কোপিক সার্কেলের ভেতর বিস্ফোরিত হল বাচ্চাটার মাথা। দারুণ। তার চোখের সামনে উড়ে গেল পুরো মাথাটা, যেন আরো একটা ছোটখাট বিগ ব্যাং।

তারপর দ্বিতীয়বারের মতো ট্রিগার টেনে দিল গ্যারি সোনেজি। কিছু বুঝে উঠার আগেই প্রাণ হারাল বাবাটা। কিছুই বোধ করছে না সোনেজি ওদের জন্য— না মায়া, না দুঃখ, না ঘৃণা— কিচ্ছু না। আঁতকে উঠল না সে, এমনকি চোখের পলক পর্যন্ত ফেলল না।

কেউই এখন থামাতে পারবে না গ্যারি সোনেজিকে। কিছুতেই না।

অধ্যায় ৯

রাশ আওয়ার! সকাল ৮:৩০ মিনিট! জেসাস গড অলমাইটি, নো! ইউনিয়ন স্টেশনের ভেতরে ঢুকে পড়েছে এক উন্মাদ!

ম্যাসাচুসেটস এভিনিউয়ের এক সমুদ্র ট্রাফিকজ্যামের দুই সারির ভেতর দিয়ে ছুটছি আমি এবং স্যাম্পসন। পুরোনো প্রবাদ— *সন্দেহে থাকলে ছোট!*

কার আর ট্রাক ড্রাইভারেরা আক্রোশে বারবার হর্ন দিচ্ছে, কিচ্ছুটি করার নেই। ছুটছে জনতা ট্রেইন স্টেশন ছেড়ে, চারপাশে যেদিকে দেখা যায় শুধু পুলিশের স্কোয়াড কার।

সামনে নর্থ ক্যাপিটলে বিশাল গ্রানাইটের স্টেশন বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছি আমি— অনেক উন্নতি আর পরিবর্ধন-পরিবর্তন করা হয়েছে। টার্মিনালের চারধারে সবকিছুই কেমন গম্ভীর আর ধূসর কেবল ঘাসগুলো ছাড়া। দারুন সবুজ ওগুলো।

থারগুড মার্শাল জাস্টিস বিল্ডিংটা ছুটে পার হলাম আমি আর স্যাম্পসন, স্টেশনের ভেতর থেকে গানশটের আওয়াজ ভেসে আসছে! বেশ দূরাগত শোনাল আওয়াজটা— পুরু পাথরের দেয়ালে বাধা পেয়েছে।

'এতো দেখি সত্যি', দৌড়ে আমার পাশে এসে বলল স্যাম্পসন। 'ও ব্যাটা এখানে। কোন সন্দেহ নেই আর।'

আমি জানতাম তাই হবে। দশ মিনিটের মতো আগে একটা আর্জেন্ট কল পেয়েছি আমি। আনমনা হয়ে উঠিয়েছিলাম ফোনটা: এফ.বি.আই.-য়ের কাইল ক্রেইগের অন্য একটা মেসেজ চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল আমাকে। ওই ফ্যাক্সটাই দেখছিলাম। *মি. স্মিথ* বলে একটা কেসে আমার সাহায্য বেশ প্রয়োজন তার, সে চায় থমাস পিয়ার্স নামে এক এজেন্টের সাথে যেন আমি দেখা করি। কিন্তু সাহায্য করা সম্ভব নয় এবারে আমার পক্ষে, মার্ডার বিজনেসে আর থাকতে চাচ্ছি না আমি। *মি. স্মিথ* ধরনের ভয়ংকর কারও পেছনে তো নয়ই।

ফোনের কণ্ঠস্বর আমার পরিচিত। 'গ্যারি সোনেজি বলছি, ড. ক্রস। *সত্যিই আমি*। ইউনিয়ন স্টেশন থেকে বলছি। ওয়াশিংটন ডিসি দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম যদি দেখা হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি করলে হতেও পারে দেখা, না হয় মিস করবে।'

এরপরেই ফোন কেটে দিয়েছে সোনেজি। সবসময়ই নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে চায় সে।

আর এবেলায় ম্যাসাচুসেটস এভিনিউ ধরে ছুটছি আমরা দু জনে, থার্ড স্ট্রিটের কোণাটায় রেখে এসেছি আমার গাড়ি। ট্রাফিকের চেয়ে দ্রুত এগুনো যাচ্ছে পায়ে হেঁটে।

দু'জনেই প্রটেকটিভ ভেস্ট পরে নিয়েছি— বলা তো যায় না।

'খোদাই জানে কী ঘটছে ভেতরে,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল স্যাম্পসন, 'এই সন অব আ বীচ ব্যাটা উন্মাদ।'

টার্মিনালের কাচ আর কাঠের দেয়াল থেকে আর মাত্র গজ পঞ্চাশ মতো দূরে আমরা। আতঙ্কে চেঁচাচ্ছে এখনও ভেতরের লোকজন।

'বাচ্চা বয়স থেকেই রাইফেল চালায় সে,' স্যাম্পসনকে জানালাম আমি। 'প্রিন্সটনে, বাড়ির চারপাশে পোষা জানোয়ার মারত। গাছপালার আড়ালে থেকে স্নাইপিং করে এরপরে মানুষ মারা শুরু করে। তখন টের পায়নি কেউ ব্যাপারটা। লরটন জেলে একবার ইন্টারভিউ করেছিলাম ওর— তখনই বলেছে আমাকে। নিজেকে সে দাবি করে *পোষা আততায়ী।'*

'মনে হয় এতদিনে নাম পরিবর্তন করে *জঘন্য খুনী* রাখতে চাইবে সে।' বিড়বিড় করে বলল স্যাম্পসন।

লম্বা ড্রাইভওয়ে দৌড়ে পার হলাম আমরা। নব্বই বছরের পুরোনো টার্মিনালের ঢোকার মুখের দিকে ছুটে চলেছি। মনে হচ্ছে সোনেজি'র ফোন কলের পর এক যুগ পেরিয়ে গেছে।

একটু থেমে আবার শুরু হল গুলির শব্দ! নিঃসন্দেহে ভারী রাইফেল থেকে করা হচ্ছে।

কার এবং ট্যাক্সিগুলো ড্রাইভওয়ে ছেড়ে দিগ্বিদিক ছুটছে— যতটা সম্ভব দূরে সরে পড়তে চাইছে এই উন্মাদের কবল থেকে। ট্রেন যাত্রী আর দিনের ট্রাভেলারেরা ঠেলে-ঠুলে বেরিয়ে আসছে সামনের দরজা দিয়ে। এরকম স্নাইপিং সিচুয়েশনে আর কখনও পড়িনি আমি।

কমপক্ষে কয়েক শ বার গিয়েছি ইউনিয়ন স্টেশনে যতদিন ওয়াশিংটনে আছি, এরকম দৃশ্য দেখিনি কখনও। আজকের সকালের কাছাকাছি কিছুও নয়।

'ও নিজেকে বন্দি করে ফেলেছে ভেতরে। ইচ্ছা করেই! কেন করল এরকম?' ফ্রন্টডোরের কাছাকাছি এসে জানতে চাইল স্যাম্পসন।

'বুঝতে পারছি না আমিও,' বললাম। আমাকে কেন ফোন করল সোনেজি? ইউনিয়ন স্টেশনের ভেতরে নিজেকে বন্দিই বা কেন করল সে?

স্টেশনের লবীতে পিছলে ঢুকে পড়লাম আমরা। লবীর অনেক উপরে কোথাও হতে আবার শুরু হল গুলি। ঝাঁপিয়ে ফ্লোরে পড়লাম দুজনে।

সোনেজি কী দেখে ফেলেছে আমাদের?

অধ্যায় ১০

মাথা নিচু রেখে বিরাট লবীটার চারধারে চোখ বুলিয়ে নিলাম আমি। কোথায় আছে সোনেজি? আমাকে কী দেখতে পাচ্ছে সে? গ্রান্ডমা'র একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল আমার—"মৃত্যু কখন যে 'হ্যালো' বলবে, টেরও পাবে না তুমি।"

রোমান বীরদের স্ট্যাচুগুলো ইউনিয়ন স্টেশনের বিশাল মেইন হল পাহাড়া দিচ্ছে। একটা সময়ে পেনসিলভানিয়া রেইলরোড কর্তৃপক্ষ চেয়েছিল স্ট্যাচুগুলো পুরো জামা-কাপড় পরে থাকুক। পরে অবশ্য ভাস্কর লুইস সেইন্ট-গোউডেনস প্রতি তিনটেয় একটা স্ট্যাচুকে তাদের আদি, ঐতিহাসিক ফর্মে রাখতে সম্মত করেছে কর্তৃপক্ষকে।

তিনটে দেহ ফ্লোরে পরে থাকতে দেখলাম আমি— মনে হল, মারা গেছে। পেটের ভেতরটা শূন্য বোধ হল আমার। জোরে রক্ত পাম্প করছে হৃদপিণ্ড। একজন ভিকটিম একেবারে বাচ্চা একটা ছেলে— ছোট শর্টস্ আর রেডস্কিন প্রাকটিস জার্সি পড়ে আছে। দ্বিতীয় জন মনে হচ্ছে তার বাবা, বয়সে তরুন। কেউই নড়ছে না একবিন্দু।

অনেক ট্রাভেলার এবং টার্মিনালের কর্মজীবিরা আঁকা পড়েছে আরকেড শপ আর রেস্টুরেন্টগুলোর ভেতর। ভীত-সন্ত্রস্ত বেশ কিছু লোক রয়েছে গোডিভা চকোলেট স্টোর আর আমেরিকা ক্যাফের ভেতর।

আবার থেমে গেছে গোলাগুলি। কী করছে সোনেজি? কোথায় সে? এই হঠাৎ নৈশব্দ পাগল করার মত ভীতিকর। ট্রেইন টার্মিনালের ভেতরে প্রচণ্ড কোলাহল থাকাই স্বাভাবিক। কে যেন একটা চেয়ার টেনে নিল মার্বেল পাথরের মেঝের উপর, ঘষটানোর আওয়াজ জোর প্রতিধ্বনি তুলছে পুরো হল ঘরে।

উল্টে পড়া একটা কফি টেবিলের আড়ালে আশ্রয় নেয়া এক ইউনিফর্মড পুলিশম্যানকে নিজের আই. ডি-টা দেখালাম আমি। ঘামের স্রোত মুখ বেয়ে এসে জমা হচ্ছে তার গর্দানের চর্বির ভাঁজে। ফ্রন্ট লবীর একটা ডোরওয়ে'র কয়েক ফিট ভেতরে অবস্থান নিয়েছে সে, শ্বাস ফেলছে জোরে জোরে।

'তুমি ঠিক আছো তো?' টেবিলের ওপাশে পিছলে আড়াল নিতে নিতে শুধালাম আমি। স্যাম্পসন রয়েছে আমার পেছনে। মাথা নেড়ে অস্ফুটে কিছু একটা বলল সে— ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভয়ে চোখ দুটো বড় হয়ে আছে তার। মনে হচ্ছে, আমার মতো এ-ও কোন স্নাইপার ম্যানিয়াকের পাল্লায় পড়েনি কোনদিন।

'কোত্থেকে ফায়ার করছে? দেখেছ লোকটাকে?' ইউনিফর্মকে শুধালাম।

'বলা কঠিন। উপরে কোথাও, ওই জেনারেল এরিয়ার দিকে।' স্টেশনের সামনে লম্বা একসারি ডোরওয়ের উপরে দক্ষিণের ব্যালকনির দিকে দেখাল সে। দরজাগুলো ব্যবহৃত হয় না এখন। পরিস্থিতি সোনেজির পূর্ণ নিয়ন্ত্রনে।

'এখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না,' আমার পাশ থেকে সগতোক্তি করল স্যাম্পসন। 'হয়ত সরে গিয়ে জায়গা পরিবর্তন করছে সে। ভালো স্নাইপারদের বৈশিষ্ট্য এটা।'

'কিছু বলেছে সে? কোন এনাউন্সমেন্ট? কোন দাবি-দাওয়া?' পেট্রলম্যানের কাছে জানতে চাইলাম আমি।

'কিচ্ছু না। ট্রাগেট প্রাকটিসের মতো আচমকা গুলি শুরু করেছে লোকজনের ওপর। চারজনকে মেরেছে। হারামজাদা দারুন শুটার।'

চতুর্থ ভিকটিমকে দেখতে পাচ্ছি না; সম্ভবত কোন মা, বাবা কিংবা বন্ধু-বান্ধব টেনে সরিয়ে নিয়েছে লাশটা মেঝে থেকে। নিজের পরিবারের কথা ভাবলাম আমি। কেন আমাকে ফোন করেছে সোনেজি? তার প্রত্যাবর্তন 'পার্টি'-তে আমন্ত্রণ জানিয়েছে?

আচমকা আমাদের মাথার উপরের ব্যালকনি থেকে গর্জাল রাইফেল। ট্রেন স্টেশনের পাথুরে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলছে শব্দ। এ যেন একটা শুটিং গ্যালারী সোনেজির কাছে, টার্গেট কেবল মানুষ।

'আমেরিকা' রেস্টুরেন্টের ভেতরে চিৎকার করে উঠল একটা মেয়ে। যেন আছাড় খাওয়ার মতো করে পিছলে পড়ে গেল। গোঙ্গানির আওয়াজ ভেসে আসছে ক্যাফের ভেতর থেকে।

ফায়ারিং বন্ধ হয়ে গেছে আবার। *কী করছে ব্যাটা ওখানে বসে?*

'আবার শুরু করার আগেই ওকে ধরতে হবে।' ফিসফিস করে স্যাম্পসনকে বললাম আমি। 'লেট্স ডু ইট।'

অধ্যায় ১১

একই সঙ্গে পা পড়ছে আমাদের, ছোট গর্জনের মতো বেরিয়ে আসছে শ্বাসের শব্দ— অন্ধকার একটা মার্বেল সিঁড়ি ধরে উপরের ব্যালকনির দিকে এগুচ্ছি আমরা। ইউনিফর্মড অফিসার আর জনা দুই ডিটেকটিভ শুটিং পজিশনে আছে এখানে।

ট্রেইন স্টেশন ডিটেইলের একজন ডিটেকটিভকেও দেখছি, এমনিতে একটা ছোট ক্রাইম ইউনিট এরা— শার্পশুটার স্নাইপারের বিরুদ্ধে কিছুই নয়।

'কী শুনেছ এ পর্যন্ত?' এক ডিটেকটিভকে শুধালাম; ভিনসেন্ট মাজ্জিও সম্ভবত ওর নাম— ঠিক সিওর না আমি। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স লোকটার, নরম কাজের জন্য এখানে চাকরি নিয়েছে। বেশ ভালো মানুষ মাজ্জিও, মনে পড়ল আমার।

'ভিতরের কোন একটা অ্যান্টিরুমে আছে সে। দরজাগুলো দেখেছেন ওখানে? জায়গাটার উপরে ছাদ নেই। উপর থেকে ধরা যেতে পারে, কী বলেন?'

কারুকাজ করা সিলিঙে তাকালাম আমি। ইউনিয়ন স্টেশন কলামের উপর দাঁড়ানো, ছাদওয়ালা সবচেয়ে বড় স্থাপনা এই আমেরিকার মাটিতে। গ্যারি সোনেজি বড় প্লাটফর্মই বেছে নিয়েছে।

শার্টের পকেট থেকে কিছু একটা বের করল ডিটেকটিভ। 'মাস্টার কী আছে আমার কাছে। অ্যান্টিচেম্বারে যাওয়া যেতে পারে এটা দিয়ে। হয়ত ব্যাটা যেখানে আছে, সেই রুমেও।'

চাবিটা নিয়ে নিলাম আমি, সে এটা ব্যবহার করবে না। 'হিরো' হবার কোন শখ নেই ডিটেকটিভের। গ্যারি সোনেজি'র শার্পশুটার মোকবেলা করা তার চাকরি নয়।

অ্যান্টিরুম থেকে ভেসে এল আর একটা গান ফায়ার ব্লাস্টের শব্দ।

গুনলাম আমি। ছয়টা হলো এ নিয়ে।

বেশিরভাগ সাইকো'র মতো সোনেজিরও কিছু কোড আছে। ম্যাজিকেল নাম্বার, শব্দ। ছয়ের ব্যাপারটা কী? ভাবলাম আমি। *ছয়, ছয়, ছয়?* কী হতে পারে এটা?

হঠাৎই আবার থেমে গেল গুলির শব্দ, নৈশব্দ নেমে এল স্টেশনে। দারুন চাপ পড়ছে আমার নার্ভে, ছিঁড়ে যাবে যেন। বহু লোক মহাবিপদে আছে এখানে। কয়জনকে বাঁচাব আমরা?

স্যাম্পসন আর আমি এগিয়ে গেলাম। অ্যান্টিরুম থেকে বিশ ফুট দূরে আছি আমরা এই মুহূর্তে, ওখান থেকেই হচ্ছে ফায়ারিং।

দেয়াল ঘেঁষে এগুচ্ছি আমরা।

'ঠিক আছো?' আস্তে করে বললাম। প্রায় এরকম সিচুয়েশনে আগেও পড়েছি আমরা দু'জন, তবু কোন কাজ হচ্ছে না তাতে।

'এটা একটা ফান শিট্, না আলেক্স? এই সাত-সকালে। কফি পর্যন্ত মুখে দিই নি আমি।'

'পরের বার যখন ফায়ার হবে আমাদের ওকে ধরতেই হবে।' বললাম আমি। 'প্রতিবারে ছয়টা করে গুলি করছে সে, সময় পাওয়া যাবে এতে।'

'লক্ষ করেছি।' আমার দিকে না তাকিয়ে সায় দিল স্যাম্পসন। পায়ে চাপর দিয়ে মুখ দিয়ে বড় করে শ্বাস টানল সে।

বেশি সময় অপেক্ষা করতে হল না আমাদের। আবার শুরু হল সোনেজির শটের ভলি। *ছয়টা শট। প্রতিবারে ছয়টি শট কেন?*

সে জানে আমরা আসব। নিশ্চয় স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হয়ে আছে!

'হিয়ার উই গো।' বললাম আমি।

মার্বেল করিডোরের আড়াআড়িতে ছুটলাম আমরা, অ্যান্টিরুমের চাবিটা শক্ত করে তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ভাঁজে নিয়ে ফেলেছি।

দরজার ফুটোয় ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে দিলাম চাবি।

ক্লিক!

খুলবে না দরজা! হ্যান্ডেলটা ধরে টান দিয়ে দেখলাম— খুলল না।

'কী করছ? পিছন থেকে রাগত স্বরে বলল স্যাম্পসন।'কী হল দরজার?'

'এইমাত্র লক্ করে দিয়েছি। *সোনেজি দরজাটা খুলে রেখেছিল আমাদের জন্যে।'*

অধ্যায় ১২

নিচে এক দম্পতি আর দুই ছোট বাচ্চা মেয়ে দৌড়াতে লাগল কাঁচের দরজার উদ্দেশ্যে। ওপাশের স্বাধীনতা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওদের। দৌড়ের মাঝেই ঝট করে হাঁটুর উপর পরে গেল একটা বাচ্চা ভীষণ জোরে। টেনে নিয়ে চলছে তাকে মা'টা। শ্বাসরুদ্ধকর হল দৃশ্যটা কিন্তু সফল হল ওরা।

শুরু হল ফায়ারিং! এইবার!

স্যাম্পসন আর আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম অ্যান্টিরুমের ভেতর, আমাদের অস্ত্র তৈরী।

কালো— ধূসর একটা টার্প দেখতে পাচ্ছি আমি চোখের কোণা দিয়ে।

ক্যামোফ্লেজ কভারের নিচে থেকে বেড়িয়ে এসেছে একটা রাইফেলের মাথা! দৃষ্টি-চক্ষুর আড়ালে ওটার নিচে রয়েছে সোনেজি।

একসঙ্গে ফায়ার ওপেন করলাম স্যাম্পসন আর আমি— পর পর ছয়টা। বদ্ধ দরজায় বিকট শব্দ করল পিস্তল। টার্পের উপরে ফুটো হয়ে গেল কয়েকটা। রাইফেল নিশ্চুপ।

অ্যান্টিরুমের ভেতরে ছুটে গিয়ে টার্পটা টান মেরে সরিয়ে দিলাম, হতাশার একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

কেউ নেই টার্পের নিচে। গ্যারি সোনেজি নেই!

ধাতব ট্রাইপডের ওপর স্ট্রাপ দিয়ে বাঁধা আছে একটা ব্রাউনিং রাইফেল। রড আর ট্রিগারের সঙ্গে একটা টাইমিং ডিভাইস বসানো। পুরো জিনিসটাই আলাদা ভাবে তৈরি করা, একটা প্রোগ্রামড সময় পর পর ছয়টা গুলি করবে অস্ত্রটা। এখানে নেই গ্যারি সোনেজি।

দ্রুত নড়লাম আমি। ছোট রুমটার উত্তর আর দক্ষিণে ধাতব দরজা কাছে, সবচেয়ে কাছেরটা টান মেরে খুলে ফেললাম আমি। *একটা ফাঁদ আশা করছি।*

কিন্তু ওপাশের জায়গাটা ফাঁকা পড়ে আছে। দেয়ালের অন্যদিকে আর একটা মেটাল দরজা— বন্ধ। খেলতে ভালোবসে গ্যারি সোনেজি, তার একটা বিশেষ ট্রিক: নিয়ম নিজে তৈরি করে সে।

ছুটে গিয়ে দ্বিতীয় দরজাটা মেলে ধরলাম আমি, কী খেলা চলছে এখানে? কী সারপ্রাইজ? একটা বুবি ট্র্যাপ?

আর একটা খালি স্পেসে চোখ বুলালাম আমি। বেশ ছোট জায়গা। সোনেজির কোন চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

একটা মেটাল পেঁচানো সিঁড়ি আছে জায়গাটার সঙ্গে। হয়তো অন্য ফ্লোরে যাওয়া যায় এটা দিয়ে অথবা উপরে কোন জায়গা আছে একটা।

থেমে থেমে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি আমি, এতে করে পরিষ্কার কোন শট আমার উপর করতে পারবে না সম্ভাব্য আততায়ী। পা কাঁপছে আমার, ধড়ফড় করছে বুক। আশা করছি, স্যাম্পসন কাভার করছে আমাকে পিছন থেকে।

সিঁড়ির শেষ মাথায় একটা খোলা হ্যাচওয়ে। এখানেও নেই সোনেজি। তার পেতে রাখা জালের আরও গভীরে যেন প্রবেশ করছি আমি।

পেট গুলাচ্ছে আমার। দারুন ব্যথা করছে চোখের পেছনে। ইউনিয়ন স্টেশনের কোথাও এখনও আছে সোনেজি। থাকতেই হবে। *সে তো বলেছে আমাকে দেখতে চায়!*

অধ্যায় ১৩

ছোট শহরের টাউন-ব্যাঙ্কারের মতো শান্ত চেহারা নিয়ে বসে আছে সোনেজি, ভান করছে যেন *ওয়াশিংটন পোস্টে* তার মনোযোগ। সকাল ৮:৪৫। নিউ ইয়র্কের পেন স্টেশনগামী মেট্রোলাইনারে বসে সে। এখনও ভীষণ জোরে পাম্প করছে হৃদপিণ্ড কিন্তু চেহারায় তা বিন্দুমাত্র প্রকাশ পাচ্ছে না। ধূসর সুট, সাদা শার্ট আর স্ট্রাইপড্ নীল টাই পড়েছে সে, ব্যস্ত জনতার একাংশই মনে হচ্ছে তাকে।

দারুন একটা সফর শেষ করেছে সে, তাই না? এমন জায়গায় আজ অপারেশন চালিয়েছে সে কেউই যেখানে যেতে সাহস পাবে না। কিংবদন্তি চার্লস হুইটম্যানকে এইমাত্র পরাজিত করেছে গ্যারি সোনেজি, তার প্রাইম-টাইম এক্সপোজারের এই তো কেবল শুরু। একটা প্রবাদ ভীষণ পছন্দ তার— *সবশেষে যে ভুল করে, বিজয় তারই প্রাপ্য।*

দিবাস্বপ্ন দেখছে সোনেজি— তার প্রিন্সটন, নিউজার্সির বাড়িতে যেন ফিরে গেছে সে। আবার বালক হয়ে গিয়েছে। ঘন, অসমান আর অসম্ভব সুন্দর সেই বন যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। এগারো বছর বয়সে পাশের খামার বাড়ি থেকে .২২ ক্যালিবারের একটা রাইফেল চুরি করেছিল সে। পাথুরে একটা গর্তে ওটা লুকিয়ে রেখেছিল। অয়েল ক্লথ, ফয়েলে মুড়ে ব্যাগে রেখেছিল সে রাইফেলটা। পুরো পৃথিবীতে একমাত্র ওটাই ছিল তার সম্পত্তি, একমাত্র ওটার জন্যই ভাবত সে।

পাথুরে, খাড়া ঢাল ধরে জঙ্গলের একটা নির্জন সমতল স্থানে উঠে যেত সোনেজি, ঘন ব্লাকবেরী ঝোপের আড়ালে। নিচু জায়গায় একটা পরিষ্কার স্থান সেটা— বালক বয়সের তার গোপন, নিষিদ্ধ টার্গেট প্রাকটিসের জায়গা। একদিন কাছাকাছি রুকো ফার্ম থেকে খরগোশের একটা মাথা আর ক্যালিকো বেড়াল নিয়ে এসেছিল সে। তাজা খরগোশের মাথা বিড়াল খুব পছন্দ করে— জানত সোনেজি। বিড়াল তো তারই মতো। আজকের দিনে পর্যন্ত বিড়াল দারুণ পছন্দ তার। যে রাজকীয় ভাবে তারা হাঁটাচলা করে, শিকার

করে— অসাধারণ লাগে সোনেজির। ক্রস আর ওর পরিবারকে মারার পরিকল্পনা এজন্যেই তো করেছে সে।

ছোট্ট রোজী।

জবাই করা খরগোশের মাথা পরিষ্কার জায়গাটার ঠিক মাঝখানে রেখেছিল সোনেজি। এরপর বারল্যাপ ব্যাগ খুলে ছেড়ে দিয়েছিল বিড়ালটাকে— ছোট ফুটো-ফাটা থাকা সত্তেও প্রায় দম বন্ধ হয়ে মারা যাচ্ছিল ওটা।

'খা, খেয়ে ফ্যাল ওটাকে!' আদেশ করল সে। তাজা মাংসের গন্ধে উতলা হয়ে লাফিয়ে ছুটল বিড়ালটা। .২২ রাইফেলটা কাঁধে রেখে দেখছিল গ্যারি সোনেজি। চলমান টার্গেটটা দেখছিল সে, আদর করে হাত বুলালো ট্রিগারে আলতো করে। এরপর গুলি করল সোনেজি। শিখছিল কেমন করে খুন করতে হয়।

তুমি একটা অ্যাডিক্ট! পরিতৃপ্তির সাথে হাসল সে; এতদিন পর, এই মেট্রোলাইনারে বসে। প্রিন্সটাউনের ওই ব্যাড বয় আজও পাল্টায় নি খুব একটা। তার গ্রান্ডমা— ব্যাবিলনের এক জনপ্রিয় বেশ্যা ছিলেন মহিলা —নিয়মিত বেসমেন্টে আটকে রাখত তাকে সেই সময়ে। অন্ধকারে একা রেখে যেত— এমনকি দশ, বারো ঘণ্টা পেরিয়ে যেত। অন্ধকারকে ভালোবাসা তখনই শিখেছিল সোনেজি, অন্ধকারের অংশ হতে শিখেছিল। সেলারকে ভালোবেসেছিল, দুনিয়ায় তার ফেবারিট জায়গা সেলার।

গ্রান্ড মা'র খেলাতেই তাকে পরাজিত করেছে গ্যারি।

আন্ডার ওয়ার্ল্ডে বাস করত সে, তার ব্যক্তিগত নরকে। বিশ্বাস করত, সে হল অন্ধকারের রাজা।

বার বার নিজেকে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল গ্যারি সোনেজি, এইখানে, এই ইউনিয়ন স্টেশনে তার অসাধারণ পরিকল্পনায়। মেট্রো পুলিশ ট্রেইনগুলো অনুসন্ধান শুরু করেছে!

পুলিশ এখন বাইরে! বোধ হয় আলেক্স ক্রস-ও আছে তাদের মধ্যে।

এই তো কেবল শুরু। কী অসাধারণ ভাবেই না হল ব্যাপারটা!

অধ্যায় ১৪

ইউনিয়ন স্টেশনের জনাকীর্ণ প্লাটফর্মে পুলিশের দলকে ঘোরাঘুরি করতে দেখল সোনেজি। *গর্দভের দল!* ভীত, পরাজিত আর বিমূঢ় দেখাচ্ছে তাদের। ভালই লাগল দেখতে— গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য। আগামী ঘটনাবলিকে বেশ মদদ জোগাবে পুলিশের এই অসহায় অবস্থা।

আইলের ওপাশে বসা ব্যবসায়ী মহিলার দিকে তাকাল সে। ভীত লাগছে তাকেও। মুঠো করা হাতের গিঁট সাদা হয়ে গেছে বেচারীর। শীতল, অবশ কাঁধ ঝুলে পড়েছে মিলিটারী স্কুল ক্যাডেটের মতো।

ভদ্র, নরম স্বরে তার সাথে কথা বলল সোনেজি। 'মনে হচ্ছে আজকের সকালটা যেন এক দুঃস্বপ্নের ভেতর ঘটছে। ছোট বয়সে ঘুম ভাঙ্গার আগে গুনে নিতাম— এক, দুই, তিন— জেগে ওঠো! ওভাবে দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে দিতাম আমি— আজ আর এতে কাজ হবে না বলেই মনে হয়।'

মাথা নেড়ে সায় দিল মহিলা, যেন কত দামী একটা কথা বলেছে সে। একটা সম্পর্ক তৈরি করছে সোনেজি, সবসময়ে এটা পারে সে— মানুষকে অনুভব করতে। অবশ্য যদি সে চায় তাহলে। মনে হয়, এই মুহূর্তে তাই চাচ্ছে। পুলিশ আসলে ভ্রমণকারী কারোর সাথে আলাপে মত্ত দেখলে সন্দেহ করবে না তাকে।

'এক, দুই, তিন— জেগে উঠো!' ওপাশের মহিলা বিড়বিড় করে উঠল নিচু স্বরে। 'খোদা, আশা করি এখানে নিরাপদ আমরা। এতক্ষণে পাগলটাকে ধরে ফেলেছে ওরা। যেই হোক, যাই হোক সে।'

'নিশ্চয়।' উত্তরে বলল সোনেজি। 'ওরা ধরা পরেই। এরকম মাথা খারাপ লোকেরা নিজে থেকেই ধরা পরে যায়।'

সায় দিল মহিলা, যদিও ততটা আশ্বস্ত মনে হচ্ছে না তাকে। 'ঠিক তাই। ঠিকই বলছ তুমি। সেটাই প্রার্থনা করি।'

ক্লাব কারের ভেতর পা রাখছে দুই ওয়াশিংটন ডি. সি. ডিটেকটিভ, শক্ত মুখে। এবারে মজা হবে। মাত্র এক কার আগে ডাইনিং কারের দিকে এগুচ্ছে একদল পুলিশ। *শো টাইম! নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক!*

'আমি উইলমিংটন, ডেলাওয়ার থেকে আসছি। ওখানেই বাড়ি আমার।' মহিলার সাথে কথা বলে চলল সোনেজি। 'না হলে কবে স্টেশন ছেড়ে চলে যেতাম। ফিরে যেতে হবে কী না কে জানে।'

'যেতে দেবে না ওরা। চেষ্টা করেছিলাম।' জানাল মহিলা। প্রাণহীন চোখ তার, ভীষণ অস্বাভাবিক। বেশ পছন্দ হল সোনেজির। ওই চোখ থেকে দৃষ্টি ফেরানো কঠিন, সামনের পুলিশম্যানের দিকে তাকাতে হচ্ছে না তাকে। ভাবতে হচ্ছে না হুমকিটা নিয়ে।

'সবার আই. ডি. দেখতে চাই আমরা।' ঘোষণা করল প্রথম ডিটেকটিভ। গম্ভীর, ননসেন্স গলা তার— মনোযোগ ধরে রাখার মত। 'আমরা আসনের সামনে এলে ছবিসহ আই. ডি. গুলো মেলে ধরুন, প্লিজ। ধন্যবাদ।'

তার আসন সারির দিকে এগুচ্ছে দুই ডিটেকটিভ। এই তো খেলা। অদ্ভুত, তেমন কিছুই বোধ করছে না সে। দুইজনকেই সামলে নিতে প্রস্তুত সোনেজি।

হার্টবিট আর শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণে রাখল সে। *নিয়ন্ত্রণ— সেটাই তো চাবিকাঠি।* চোখ, মুখের মাংসপেশী— সবকিছুর উপর অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণ আছে তার। আজকের জন্যে চোখ দুটোর রং পাল্টেছে সে। পাল্টেছে মুখের আদলও, সোনালি থেকে ধূসর করেছে গায়ের রং। নরম, শুষ্ক অতিসাধারন একজন ট্রাভেলিং সেলস্ ম্যান যেন।

উইলমিংটনের নীল স্টুয়ার্ট নামে ড্রাইভিং লাইসেন্স আর এমেক্স কার্ড দেখাল সোনেজি। ভিসা কার্ড এবং স্পোর্ট ক্লাব অব উইলমিংটনের ছবিসহ একটা আই.ডি-ও আছে তার কাছে। মনে রাখার মতো কিছু নেই তার অবয়বে। একটা ব্যবসায়ী ভেড়া ছাড়া কিছু নয়।

ডিটেকটিভেরা ওর আই. ডি. পরীক্ষা করে দেখছে, এইসময় ট্রেইন কারের বাইরে আলেক্স ক্রসকে দেখতে পেল গ্যারি সোনেজি। *আমার দিন আজ!*

এইদিকেই আসছে আলেক্স, উঁকি-ঝুঁকি মারছে প্যাসেঞ্জার কারের জানালা দিয়ে। বেশ ভালো দেখাচ্ছে তাকে। ছয় ফুট তিন, দারুন স্বাস্থ্য। অ্যাথলেটিক হাবভাব— একচল্লিশ বছরের তুলনায় বেশ তরুণই বলা যায়।

জেসাস, জেসাস, জেসাস, কী অদ্ভুত সুন্দর। ফ্যানটাসটিক। এখানে আছি আমি, ক্রস। চাইলে ছুঁতে পার আমাকে। এদিকে তাকাও। তাকাও এদিকে, ক্রস। আদেশ করছি তোমাকে!

নিজের ভেতরে জেগে উঠা ভয়ংকর রাগ আর উত্তেজনা বিপদজনক —জানে সোনেজি। আলেক্স ক্রস সামনে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে সে, উড়িয়ে দিতে পারে ওর মুখটা এক ডজন গুলি করে।

ছয়টা শট, প্রতিটা মাথায়। ক্রসের যোগ্য শ্বাস্তি হবে সেটা। তার জীবনটা ধ্বংস করে দিয়েছে আলেক্স— শেষ করে দিয়েছে কতগুলো বছর। আজ যাই

করছে সে এর জন্যে দায়ী শুধু আলেক্স ক্রস। স্টেশনের হত্যাকান্ডগুলোর জন্যেও সে দায়ী। এসবই তার ভুল।

ক্রস, ক্রস, ক্রস! এই কী শেষ এর? এই কী বিগ ফিনালে? কেমন করে তা হবে?

সবার চাইতে উঁচু মাথা, মহা শক্তিমান দেখাচ্ছে ক্রসকে। দুই কি তিন ইঞ্চি লম্বা সে অন্য পুলিশদের তুলনায়—চকচকে বাদামী চামড়া। *সুগার*—ওর বন্ধু স্যাম্পসন তাই বলে তাকে।

ঠিক আছে— বড় একটা সারপ্রাইজ আছে সুগারের জন্যে। বিরাট, অপ্রত্যাশিত সারপ্রাইজ। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ।

যদি আটকাও—নিজেকেই ধরবে ড. ক্রস। বুঝতে পারছ তো এখন? পারবে, খুব শীঘ্রই পারবে।

'ধন্যবাদ, মি. স্টুয়ার্ট।' ক্রেডিট কার্ড আর ড্রাইভিং লাইসেন্স ফেরত দিয়ে বলল ডিটেকটিভ।

নড করে ক্ষীণ একটু হাসল সোনেজি, দৃষ্টি ফিরে গেল বাইরের দুনিয়ায়।

ওইখানে আছে আলেক্স ক্রস। *এত ভাব নিও না আলেক্স। তুমি মহান কেউ নও।*

এখনই গুলি শুরু করতে ইচ্ছা হল তার। টগবগ করে ফুটছে যেন সে। গরম লাগছে খুব। এখনই মারতে পারে সে আলেক্স ক্রসকে— কোন সন্দেহ নেই। ওই চোখ, ওই হাঁটা, ওই ডিটেকটিভ ডক্টরের সবকিছু ঘৃণা করে সোনেজি।

হাঁটার গতি কমিয়ে ঠিক তার দিকে তাকাল আলেক্স ক্রস। মাত্র পাঁচ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে সে।

খুব ধীরে, স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তার উপর দৃষ্টি বুলালো গ্যারি সোনেজি, তারপর অন্য ডিটেকটিভদের ওপর হয়ে দৃষ্টি ফিরল আলেক্সের দিকে।

হ্যালো, সুগার।

ওকে চিনতে পারেনি ক্রস। কেমন করে চিনবে? ঠিক তার চেহারায় তাকিয়ে এগিয়ে গেল ডিটেকটিভ। গতি বাড়িয়ে প্লাটফর্ম ধরে হেঁটে গেল সে।

ক্রসের পিঠ এখন তার দিকে—খুব লোভনীয় টার্গেট। সামনের এক ডিটেকটিভ হাতছানি দিয়ে ডাকল আলেক্সকে। ক্রসের পেছনে গুলি করার ইচ্ছাটা দারুন ভালো লাগছে সোনেজির। কাপুরুষের মতো হত্যা— মানুষ সবচেয়ে ঘৃণা করে ওটাকেই।

শেষমেষ শিথিল ভঙ্গিতে ট্রেইনসিটে হেলান দিল সোনেজি।

ক্রস চিনতে পারে নি আমাকে। আয়্যাম দ্যাট গুড। আমি সেরা। প্রমাণ করে দেব সেটা।

কোন ভুল হবে না। জিতে যাব আমি।

খুন করব আলেক্স ক্রস আর ওর সবাইকে। কেউই ঠেকাতে পারবে না।

অধ্যায় ১৫

সেদিন বিকেল পাঁচটা ত্রিশে ইউনিয়ন স্টেশন ত্যাগের চিন্তা করার অবকাশ হল আমার। সারাটাদিন ব্যস্ত সময় কাটিয়েছি ভেতরে—প্রতক্ষদর্শীর বিবরণ শোনা, বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ, মেডিকেল এক্সপার্টের মন্তব্য; নোটপ্যাডে মার্ডার সীনের স্কেচ নেয়া— সব মিলিয়ে হুলস্থুল ব্যাপার। চারটে থেকে পায়চারী করছে স্যাম্পসন এ মাথা থেকে ও মাথায়। এখান থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে সে, বুঝতে পারছি আমি।

এফ.বি.আই. চলে এসেছে ইতোমধ্যে। কাইল ক্রেইগের কাছ থেকে আর একটা ফোন কল পেয়েছি আমি, কোয়ানটিকো-তে *মি. স্মিথ* কেসটা নিয়ে কাজ করছে সে। টার্মিনাল ভবনের বাইরে অপেক্ষায় আছে একদঙ্গল রিপোর্টার। এরচেয়ে খারাপ আর কী হতে পারে? *ট্রেন তো স্টেশন ছেড়ে চলেই গেছে।* এ অনেকটা ওয়ার্ড পাজলের মতো, মাথা থেকে সরতেই চায় না একবার ঢুকে গেলে।

চোখ রক্তজবা, প্রতিটি হাঁড়ে ব্যথা অনুভব করছি আমি। কোন হোমিসাইড সীনে এত খারাপ বোধ করিনি কোনদিন। অবশ্য যেমন তেমন কোন হোমিসাইড এটা নয়, গ্যারি সোনেজি ফিরে এসেছে আবার।

সোনেজি'র কাজ খুবই পদ্ধতিগত, সে চেয়েছিল আমি ইউনিয়ন স্টেশনে আসি। কেন? উত্তরটা ঠিক খেলছে না মাথায়।

অবশেষে প্রেসের হাত থেকে বাঁচতে টানেল হয়ে বেরিয়ে এলাম আমি। বাড়ি ফিরেই শাওয়ার নিয়ে নতুন জামা পরে নিলাম।

কিছুটা ভাল বোধ করছি এখন। বিছানায় গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করে পরে রইলাম দশ মিনিট। মাথা পরিষ্কার করে দিনের ঘটনাবলি নিয়ে ভাবতে হবে আমাকে।

কিছুই করতে পারছি না। ক্রিস্টিনের সঙ্গে ডেটটা ভন্ডুল করে দেব কিনা ভাবলাম একবার, মনের ভেতরে কে যেন সতর্ক করল আমাকে। কেঁচে দিও না। *ভয় পাইয়ে দিও না মেয়েটাকে, ওকে চাই তোমার।* বুঝতে পারছি,

হোমিসাইড ডিটেকটিভের এই কাজ ও বরদাস্ত করতে পারবে না—ওকে দোষও দেয়া যায় না। অন্তত আজকের ঘটনার পরে।

ছোট্ট বিড়ালটা— রোজী, দেখতে এল আমাকে। আমার বুকের কাছে কুঁকরে এল সে। 'বিড়ালেরা ব্যাপ্টিস্টের মতো।' ফিসফিস করে বললাম আমি ওটাকে, 'ওরাই লালন-পালন করে নরকটাকে, কেবল ধরা যায় না সহজে।' গড়গড় আওয়াজ করে সম্মতি জানাল রোজী, মুচকি হাসছে।

কিছুক্ষণ পর যখন নিচে নেমে এলাম, বাচ্চারা ছেঁকে ধরল আমাকে। রোজী পর্যন্ত এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ী করে যোগ দিল এই আনন্দে, পরিবারের চিয়ার লিডার সে।

'তোমাকে ভাল দেখাচ্ছে, ড্যাডি। ইউ লুক *বিউটিফুল*।' চোখ টিপে বুড়ো আঙুল দিয়ে 'ওকে' চিহ্ন দেখাল আমাকে জেনি।

বিলক্ষণ বুঝতে পারছি আজ রাতে আমার 'ডেট'—এর কারণেই এই দুষ্টামি। ওরই স্কুলের প্রিন্সিপালকে দেখতে যাচ্ছি আমি, ব্যাপারটা বেশ আনন্দদায়ক জেনির জন্য।

ড্যামনতো আরও এক কাঠি বাড়া। আমাকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে দেখে হাসতে শুরু করল সে, একবার শুরু করলে থামতে পারে না ছেলেটা। 'বিউটিফুল।' হাসির ফাঁকে বলল সে।

'এর প্রতিশোধ নেব আমি,' জানালাম ওদেরকে। 'দশগুণ বেশি, একশ গুনও হতে পারে। কোনদিন কাউকে নিয়ে এসো বাবাকে দেখানোর জন্য। দিন আমারও আসবে।'

'ঠিক আছে দেখা যাবে,' হাসতে হাসতে বলল ড্যামন, পাগলের মতো হাসতে পারে ছেলেটা। ওর হাসি দেখে জেনিও হাসতে শুরু করল, শেষমেষ লুটিয়ে পরল কার্পেটে। দুজনের মাঝখানে লাফালাফি করছে রোজি।

নিচে নেমে এসে বাচ্চাগুলোর সাথে খুনসুটি শুরু করলাম আমি। প্রতিবারের মতোই বেশ তরতাজা হয়ে উঠলাম। কিচেন ও ডাইনিং রুমের মাঝখানের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদের কান্ড দেখছে গ্র্যান্ডমা। অদ্ভুত ব্যাপার, চুপ করে আছে সে।

'কী হলো বুড়ি, কাছে আসবে না?' ড্যামনকে শক্ত করে ধরে রেখে বললাম আমি, আলতো করে গাল ঘষছি ছেলেটার মাথায়।

'তা নয়। কিন্তু আজ রোজীর মতোই নার্ভাস তুমি।' বলল গ্রান্ডমা, হাসছে সেও। 'চৌদ্দ বছর বয়সে যেদিন প্রথম ডেটে গিয়েছ, তখনও এমন লাগেনি তোমাকে। জেনি ঠিক বলেছে, তোমাকে বেশ *ড্যাশিং দেখাচ্ছে*।'

ড্যামনকে ফ্লোরে নামিয়ে দিলাম আমি, টেনে-টুনে ঠিক করে নিলাম ডিনারের পোশাক। 'সবাইকে ধন্যবাদ।' কপট আনুষ্ঠানিকতার সুরে বললাম কথাটা, আহত হাবভাব চোখে মুখে।

'ইউ আর ওয়েলকাম!' একযোগে চেঁচাল ওরা। 'সময়টা ভালো কাটুক।'

পেছনে না তাকিয়ে গাড়ির দিকে চললাম আমি ওদেরকে আর তামাশার সুযোগ না দিয়ে। সত্যিই ভালো লাগছে আমার, অদ্ভুত শান্তি বোধ করছি।

সবাইকে, এমনকি নিজের কাছেও প্রতিজ্ঞা করেছি, এখন থেকে স্বাভাবিক জীবন যাপন করব আমি। ক্যারিয়ার নিয়ে মাতামাতি, সিরিজ মার্ডার তদন্ত আর নয়। এতকিছুর পরেও বাড়ি ছেড়ে বেরুবার মুহূর্তে গ্যারি সোনেজির কথা মনে পড়ল আমার। *কি করছে সে?*

যাক, ক্রিস্টিন জনসনের সাথে অসাধারণ, উত্তেজক একটা ডিনারে যাচ্ছি আমি।

আজ আর ভাবব না গ্যারি সোনেজিকে নিয়ে।

বিউটিফুল যদি নাও হই, *ড্যাশিং* তো বটেই!

অধ্যায় ১৬

ফগি বটমের কিনকেড আমার দেখা সেরা খাবার রেস্টুরেন্ট ওয়াশিংটনে; মনে হয়, পুরো দুনিয়াতেও! বাড়ির চেয়েও সুস্বাদু ওদের খাবার, কথাটা অবশ্য গ্রান্ডমাকে কখনও বলব না আমি।

বারে, সাতটার দিকে দেখা করার কথা ক্রিস্টিন আর আমার। সাতটা বাজার মিনিট দুয়েক আগে পৌঁছলাম আমি, আমার ঠিক পেছনেই ঢুকল ক্রিস্টিন। সোউল মেট্ যাকে বলে আরকী! *আমার ডেট।*

সপ্তাহের ছয়দিনের মতো আজও নিচের তলায় পিয়ানোতে জ্যাজ বাজাচ্ছে হিলটন ফেল্টন, উইক এন্ডে ওর সঙ্গে ব্যাস্ বাজায় ইফ্রেইন উলফোক। কিচেনের ভেতরে বাইরে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছে বব কিনকেড। সবকিছুই বেশ চমৎকার।

'সত্যিই দারুন জায়গা। বহুবার আসতে চেয়েছি এখানে।' ক্রিস্টিন বলল। অনুমোদনের চোখে তাকাচ্ছে চেরী কাঠের বার, ঝকঝকে সিঁড়ির দিকে।

এমনভাবে কখনও দেখিনি ওকে। এই পোশাকে দারুন সুন্দর লাগছে— একদম অন্যরকম। লম্বা, কাঁধখোলা কালো একটা স্লিপড্রেস পড়েছে সে, কালো লেসওয়ালা ক্রিম রংয়ের একটা শাল আলতো করে জড়িয়ে রেখেছে এক হাতে। পুরোনো ফ্যাশনের নেকলেস গলায়। কালো ফ্লাট পাম্প শু পায়ে, তবুও প্রায় ছ'ফুট লম্বা ও। গায়ে মাতাল করা সুগন্ধি।

মসৃণ বাদামী চোখ দুটোতে খেলা করছে আনন্দ— এরকমটা আমি দেখেছি যখন বাচ্চাগুলোর সাথে থাকে ও। স্বতস্ফূর্তভাবে হাসছে, ভালো লাগছে দেখতে।

হোমিসাইড ডিটেকটিভের বসন পরিত্যাগ করে একটা সিল্কের কালো শার্ট পড়েছি আমি— গত জন্মদিনে দিয়েছিল জেনি। ও এটাকে বলে 'কুল-গাই'স শার্ট।' ব্লাক স্ল্যাকস্, কালো লেদার বেল্ট, কালো নরম চামড়ার জুতো পড়েছি। জেনেইতো গেছি, 'বিউটিফুল' দেখাচ্ছে আমাকে!

গ্রাউন্ড আর প্রথম তলার মাঝের ছোট্ট, ক'জি একটা বুথে নিয়ে এল ওয়েটার পথ দেখিয়ে। ঘুরে দেখছে আমাদের দুজনকে অন্য গেস্টরা, লক্ষ করলাম আমি।

পুরো ভুলে গিয়েছিলাম আমি কারও সঙ্গে কাটানোর অনুভূতিটুকু। ভাবিনি আবার কখনও ঘটবে এটা। মানতে হচ্ছে,. অনুভূতিটা অসাধারণ। পূর্ণ, পরিতৃপ্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। সম্পূর্ণ থাকার এই বোধটুকু বহুদিন পাইনি আমি।

আমদের বুথটা পেনসিলভানিয়া এভিনিউ-এর দিকে মুখ করা, হিলটনের পিয়ানোর কাজও দেখা যাচ্ছে। একেবারে পারফেক্ট।

'কেমন কেটেছে দিনটা?' ঠিকমতো বসে শুধাল ক্রিস্টিন।

'এই তো,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম আমি। 'ডিসি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের আর একটি দিন।'

পাল্টা কাঁধ ঝাঁকাল ক্রিস্টিন। 'রেডিওতে শুনলাম ইউনিয়ন স্টেশনে গোলাগুলি হয়েছে। ক্যারিয়ারের এক সময় তো গ্যারি সোনেজির সঙ্গে টক্কর লেগেছিল তোমার?'

'সরি, আমি ডিউটিতে নেই এখন।' জানালাম ওকে। 'তোমার ড্রেসটা সুন্দর।' *সুন্দর তোমার নেকলেসটাও, ফ্লাট স্যান্ডেলগুলো।*

'একত্রিশ ডলার।' বলে লজ্জা পেয়ে একটু হাসল ও। ওর গায়ে অবশ্য মিলিয়ন ডলার দামী মনে হচ্ছে পোশাকটা। আমি তাই ভেবেছিলাম।

চোখ জোড়া পরখ করলাম আমি। ছয় মাস হল মেয়েটার স্বামী মারা গেছে— সময়টা ঠিক বেশি নয়। ওকে দেখে অবশ্য ভালো মনে হচ্ছে, খারাপ বোধ করলে নিশ্চয় জানাতো।

মারলটের একটা বোতল নিলাম আমরা। এরপরে ইপস্ উইচ ক্ল্যাম্প— একটু মশলাদার তবে কিনকেডে ডিনার শুরুর জন্য ভালো। মেইন ডিশ হিসেবে আমি নিলাম মসৃন স্যামন স্টু।

ক্রিস্টিনের পছন্দ আরো ভালো—লবস্টার, সাথে বাটার দেয়া বাঁধাকপি, বীন পুরি, ট্রুফল অয়েল।

ডিনারের পুরোটা সময় বকবক করে গেলাম দু'জনে, বহুকাল এমন খোলামেলা, আন্তরিক কথাবার্তা বলিনি কারো সাথে।

'ড্যামন আর জেনি বলে, তুমি পৃথিবী'র সেরা প্রিন্সিপাল। সিক্রেট কী তোমার বলতো?' কি একটা প্রসঙ্গে এসে জানতে চাইলাম আমি। কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে প্রচণ্ড।

উত্তর দেয়ার আগে কিছু সময় ভেবে নিল ক্রিস্টিন। 'কি জানি। তবে পড়াতে ভাল লাগে আমার— হয়তো কারণ এইটাই। অন্যভাবে বললে, এই কাজটা আমারই জন্য। ডানহাতি লোকদের জন্যে বাঁ-হাতে লেখা যেমন

কষ্টসাধ্য— তেমন ব্যাপার আর কি। বেশিরভাগ বাচ্চারাই প্রথমটায় *বাঁ-হাতে* লিখতে চায়—এটা সবসময় মনে রাখি আমি। এই হল আমার সিক্রেট।'

'আজ কী করলে, স্কুলে?' ওর বাদামী চোখ দুটোতে তাকিয়ে বললাম আমি, সরাতে পারছি না দৃষ্টি।

প্রশ্নটা বিস্মিত করল ক্রিস্টিনকে। 'সত্যিই স্কুলে কী ঘটল, শুনতে চাও তুমি? সত্যি?'

'নিশ্চই। জানি না কেন, তবে আমি শুনতে চাই।' *তোমার কণ্ঠ আর একটু শুনতে চাই আমি, শুনতে চাই তোমার মনের কথা।*

'আসলে, আজকে দারুন একটা দিন কেটেছে।' চোখ দুটো উজ্জ্বল হল ক্রিস্টিনের, 'সত্যি শুনতে চাও তো, আলেক্স। আবার বিরক্ত হবে না তো?'

'আরে না। বেশি প্রশ্ন করব না আমি। কেবল তোমার কথা শুনব।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে। বলছি শোনো। আজ সব বাচ্চাদের বলা হয়েছিল, ওরা যেন সবাই অভিনয় করে দেখায় ওদের বয়স সত্তর কী আশি। ধীরে হাঁটতে হচ্ছিল ওদের অন্যদিনের তুলনায়, শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে মেনে নিতে হচ্ছিল, একা একা চলাফেরা করতে হচ্ছিল— এমনিতে তো মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে সবসময়। এটাকে আমরা বলি, অন্যের জায়গায় নিজেকে বসানো—ট্রুথ স্কুলে প্রায়ই ব্যাপারটা আয়োজন করি আমরা। দারুন প্রোগ্রাম— অসাধারণ লেগেছে আমার। জানতে চাইলে বলে ধন্যবাদ, আলেক্স। দ্যাট্স নাইস।'

আমার আজকের দিনের কথা আবারো জানতে চাইল ক্রিস্টিন। যতদূর সম্ভব বললাম ওকে, বিরক্ত করতে চাচ্ছি না। জ্যাজ, ক্লাসিক্যাল মিউজিক, অ্যামি ট্যানে'র নতুন উপন্যাস— সবকিছু নিয়ে কথা বললাম দুজনে। প্রায় সব বিষয়েই কিছু না কিছু দখল আছে ওর, আমি *দি হান্ড্রেড সিক্রেট সেন্সেস* পড়েছি শুনে দারুন বিস্মিত ক্রিস্টিন, আরো অবাক হল, বইটা আমার ভালো লেগেছে জেনে।

সাউথ-ইস্টে, ওর বেড়ে উঠার দিনগুলোর কথা বলল ক্রিস্টিন, 'ডাম্বো-জাম্বো'র সিক্রেট টাও জানাল।

'গ্রেড স্কুলে আমি ছিলাম 'ডাম্বো-জাম্বো'। অন্য ছেলেমেয়েরা তাই বলতো আমাকে। কান দুটো বড় বড় তো আমার। ডাম্বো— দ্য ফ্লাইং এলিফেন্টের মতো।'

চুলগুলো সরিয়ে কান দুটো দেখাল ও আমাকে। 'দেখ।'

'সুন্দর।' বললাম ওকে।

'নিজের ক্রেডিবিলিটি'র বারোটা বাজিও না। ওগুলো সত্যিই বড় বড়। আর আমার হাসিও বেশ চওড়া।'

'তো, কোন এক স্মার্ট বাচ্চা নাম দিয়ে দিল ডাম্বো-জাম্বো?'

'আমার ভাই, ডুওয়াইট-এর কাজ। ও আমাকে ডাম্বো ডিন-ও বলতো এক সময়। এখনও পর্যন্ত একবার সরি বলেনি সে।'

'সে যাই বলুক। তোমার হাসিটা দারুন, আর কান দুটো ঠিকই আছে।'

হেসে ফেলল ক্রিস্টিন। ওর হাসির শব্দ শুনতে দারুন লাগে আমার, ভালো লাগে ওর সবকিছু। প্রথম সাক্ষাতে এর চেয়ে বেশি কী চাইব আমি?

অধ্যায় ১৭

উড়ে চলছিল যেন সময়। চার্টার স্কুল, জাতীয় কারিকুলাম, কোর-কোরানে গর্ডন পার্ক প্রদর্শনী সহ বহু ফালতু বিষয় নিয়ে আলাপ করলাম দু'জনে। আমার মতে, নয়টা ত্রিশের দিকে চোখ পড়ল রিস্টওয়াচে। আসলে তখন বাজে ১১:৫০!

'যেতে হবে আমাকে, আলেক্স। স্কুল আছে।' বলল ক্রিস্টিন।

নাইনটিন্থ স্ট্রিটে পার্ক করা আছে ওর গাড়ি, সে পর্যন্ত হেঁটে গেলাম আমরা। রাস্তাটা শূন্য, নির্জন পড়ে আছে। ওভারহেড ল্যাম্পের আলোয় চকচকে।

মনে হচ্ছে মাতাল হয়ে গেছি আমি, অথচ খুব বেশি পান করিনি আজ। নিজেকে বহুদিন পর নির্ভার লাগছে— ভুলেই গিয়েছিলাম এই অনুভূতিটুকু।

'আর একদিন এরকম ভাবে দেখা করতে চাই আমি। কাল রাতে আসবে?' খোদা, সত্যিই ভালো লাগছে আমার।

হঠাৎই বুঝতে পারলাম, ভুল করে ফেলেছি।

দুঃখবোধ আর কাতর দৃষ্টি ক্রিস্টিনের চোখে— একটুও ভালো লাগছে না দেখতে।

'তা হয় না, আলেক্স। আমি দুঃখিত।' বলল ও। 'সত্যিই আমি দুঃখিত। ভেবেছিলাম, আমি তৈরি— কিন্তু, আসলে নয়। ক্ষতটা শুকায় নি এখনও।'

বড় করে শ্বাস টানলাম আমি, এটা প্রত্যাশা করিনি। কারো সম্বন্ধে এ ধরনের ভুল করি না আমি সাধারণত। বুকে একটা ঘুষির মত লাগল ব্যাপারটা।

'এত চমৎকার একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি রিয়েলি, রিয়েলি সরি। তোমার কোনও দোষ নেই, আলেক্স।'

আমার চোখে তাকিয়ে রইল ক্রিস্টিন, খুঁজছে কিছু একটা। পেল না, বোধ করি।

আর কিছু না বলে গাড়িতে উঠে বসল ও, হঠাৎই বেশ দায়িত্বপূর্ণ দেখাচ্ছে ওকে। অনেক বেশি নিয়ন্ত্রিত। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে, ঘুরে চলে গেল ক্রিস্টিন। ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর গাড়ির ব্রেক লাইট দৃষ্টির আড়ালে যাওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে রইলাম আমি।

তোমার কোনও দোষ নেই, আলেক্স— কথাটা বারবার বাজছে মাথার ভেতর।

অধ্যায় ১৮

উইলমিংটন, ডেলাওয়ারে ফিরে এসেছে ব্যাড বয়। কাজ আছে তার এখানে, আজ রাতে করবে সেরা অংশটুকু।

নির্ভিকভাবে উইলমিংটনের আলোক উজ্জ্বল রাস্তা ধরে হেঁটে চলল গ্যারি সোনেজি। কি নিয়ে ভয় করবে সে? মেকআপ আর ছদ্মবেশে দারুন দক্ষ সে, উইলমিংটনের গর্দভের দল তাকে চিনতে পারবে না। ওয়াশিংটনে কী সে প্রমান করে নি সেটা?

সাদা পোস্টারে কালো রং করা একটা লেখা দেখে থমকে দাঁড়াল সোনেজি—'উইলমিংটন—এ প্লেস টু বি সামবডি।' কী ফালতু, অর্থহীন জোক—ভাবল সে।

তিনতালা সমান উঁচু ডলফিন আর তিমি মাছের মুর‍্যাল দুটোও কী বিশ্রী—যেন ক্যালিফোর্নিয়ার কোন বীচ টাউন থেকে চুরি করে এনেছে। উইলমিংটন টাউন কাউন্সিলেরর সদস্যদের রুচি বলতে কিছু নেই।

একটা ডাফেল ব্যাগ বহন করছে সোনেজি, কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না। আশেপাশের লোকজনদের দেখে ১৯৬১ সালের সিয়ার্স ক্যাটালগের কথা মনে পড়ছে তার। ফালতু, সস্তা দরের জামা পড়নে, পায়ে আরামদায়ক বাদামী জুতো সবার।

খটমটে মধ্য-আটলান্টিকের উচ্চারণও শুনতে পেল সে—'আই'ভ গট্ টু ফুন হুম!' (আই হ্যাভ গট্ টু ফোন হোম।) আঞ্চলিক, গাঁইয়া লোকের ভাষা।

জেসাস, কী বাজে জায়গা! জীবনের বন্ধা সময়গুলো কী করে এখানে কাটিয়েছে সে? এখনই বা ফিরে আসল কোন আক্কেলে? এই প্রশ্নটার উত্তর অবশ্য তার জানা আছে। গ্যারি সোনেজি জানে, কেন ফিরে এল সে।

প্রতিশোধ।

পে' ব্যাক টাইম।

নর্থ স্ট্রিট হয়ে নিজের গোপন সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে চলল সোনেজি। সাদা রঙ করা ইটের একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল সে। বহুক্ষণ ধরে

তাকিয়ে রইল ভদ্রোচিত, দোতলা কলোনিয়াল বাড়িটার দিকে। মিসী'র বাপ-মায়ের হবে জায়গাটা।

পা দুটো এক কর, গ্যারি। বাড়ির মতো জায়গা আর হয় না।

ডাফেল ব্যাগ খুলে তার প্রিয় অস্ত্র বের করল সোনেজি। খুব গর্বিত সে এই অস্ত্র নিয়ে। বহুদিন অপেক্ষা করেছে, এটা ব্যবহার করবে বলে।

রাস্তা অতিক্রম করে সামনের দরজা পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে হেঁটে গেল সোনেজি, ঠিক চার বছর আগে যেমন করে ঢুকত।

দরজা খোলা। কী সুইট— ওর বউ আর মেয়ে অপেক্ষা করছে উপরে, তারই জন্যে। পপিকোক খাচ্ছে, 'ফ্রেন্ডস্' দেখছে টিভি পর্দায়।

'হাই, মনে পড়েছে আমাকে?' কোমল স্বরে শুধাল সোনেজি।

একসাথে আতঙ্কিত চিৎকার শুরু করল ওরা।

তার মিষ্টি বউ, মিসি।

তার ডার্লিং লিটল্ গার্ল, রোনি।

যেন কোন আগন্তুককে দেখেছে তারা, সোনেজির হাতের অস্ত্রে চোখ পড়েছে ওদের।

অধ্যায় ১৯

বাস্তবতার মুখোমুখি হতে না চাইলে, সকালে ঘুম ছেড়ে না ওঠাই বোধহয় শ্রেয়। পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ভেতরের ওয়ার রুমটায় ঝনঝনে টেলিফোন, কম্পিউটার, অত্যাধুনিক পর্যবেক্ষণ যন্ত্রে একেবারে ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই অবস্থা। এই ব্যস্ততা এবং শব্দজটে আমি অবশ্য বোকা বনলাম না একটুও, এ মুহূর্তে তেমন কোন অগ্রগতি হয় নি কাজে।

প্রথমেই সোনেজি সম্পর্কে ব্রিফ করতে বলা হল আমাকে। তার সম্পর্কে বোধ করি আমার চেয়ে ভাল জানা নেই কারো, তারপরও আজকের ঘটনার পর মনে হচ্ছে, সবটুকু জানতে এখনও বাকি আছে। গোল টেবিল বৈঠক বসেছে। পরবর্তী এক ঘন্টায় জর্জটাউনে, বেশ ক'বছর আগে দুই ছেলে-মেয়েকে সোনেজির কিডন্যাপের ঘটনার শর্টহ্যান্ড বললাম আমি। জেল ছেড়ে পালানোর আগে লরটন প্রিজনে তার সাক্ষাতকারের কথাও শোনালাম।

টাস্কফোর্সের সবাই কাজে গতি পেতে নিজের চেয়ারে ফিরে গেলাম আমি। এই সোনেজি লোকটাকে পুরোপুরি জানতে চাই। চিনতে চাই। কেনই বা ফিরে এল সে, এই ওয়াশিংটনে?

লাঞ্চ পর্যন্ত একটানা কাজ করে গেলাম, সময়ের হদিশ নেই। সোনেজি সম্পর্কে পর্বত-সমান তথ্য আছে আমাদের কাছে।

বেলা প্রায় দু'টার দিকে বড় বোর্ডে গাঁথা 'পিন'গুলো গোচরে এল আমার।

বড় বুলেটিন বোর্ডে পিন পয়েন্ট ছাড়া একটা ওয়ার রুম সম্পূর্ণ হয় না, বোর্ডের ঠিক উঁচুতে চীফ ডিটেকটিভের দেয়া কেসের নাম সাঁটানো থাকে। সোনেজি'র কেসটার নাম দেয়া হয়েছে 'জাল'; পুলিশ মহলে 'স্পাইডার' বলে পরিচিত সে। নামটা উল্টেপাল্টে যাচাই করলাম আমি। আসলেই জটিল জাল বিস্তার করার ক্ষমতা রাখে গ্যারি সোনেজি।

বড় বোর্ডটার একাংশ 'সিভিলিয়ান সূত্র'-এর জন্যে। ইউনিয়ন স্টেশনের গত সকালের ঘটনার নির্ভরযোগ্য প্রতক্ষ্যদর্শী এরা, অন্য অংশ 'পুলিশ সূত্রে' প্রাপ্ত তথ্যের জন্যে। ট্রেন টার্মিনালের ডিটেকটিভ রিপোর্ট সেটা।

সিভিলিয়ান সূত্রগুলো অপেশাদার, পুলিশের গুলো 'ট্রেইনড্ আই'। এ মুহূর্তে আমাদের সমস্ত সূত্রমিলেও গ্যারি সোনেজির কোন বর্ণনা পাওয়া সম্ভব

হচ্ছে না। ব্যাপারটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়, ছদ্মবেশে দারুন পটু গ্যারি সোনেজি।

বোর্ডের আরেক অংশে রয়েছে সোনেজির ব্যক্তিগত তথ্যাবলি। লম্বা, বিশাল এক কম্পিউটার প্রিন্টআউট; যেখানে যত অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছিল তার, এমনকি তার বালক বয়সে প্রিন্সটন, নিউজার্সির কিছু রহস্যময় হোমিসাইড-এর কথারও উল্লেখ আছে।

পোলারয়েড ক্যামেরায় তোলা এ পর্যন্ত সংগৃহীত বেশ কিছু এভিডেন্সও সাঁটানো। মার্কার দিয়ে ক্যাপশন দেয়া হয়েছে প্রতিটি ছবির— 'গ্যারি সোনেজির পরিচিত দক্ষতা'; 'লুকানোর স্থান'; 'শারীরিক বৈশিষ্ট্য'; 'প্রিয় অস্ত্র' ইত্যাদি।

একটা ক্যাটাগরি খালি পড়ে আছে—'গ্যারি সোনেজির যোগাযোগ।' এটা খালি থাকার সম্ভাবনাই বেশি। যতদূর জানি, একাই কাজ করে সোনেজি। এই ধারনাটা কী এখনও সঠিক—ভাবলাম আমি। পাল্টে যায়নি তো সে?

সাড়ে ছয়টার দিকে কোয়ানটিকোতে, এফ.বি.আই-য়ের এভিডেন্স ল্যাব থেকে একটা কল্ পেলাম। কার্টিস ওয়াডেল আমার বন্ধু মানুষ, সোনেজি সম্পর্কে আমার উদ্বেগের কথা অজানা নেই তার। নতুন কিছু পেলেই আমাকে জানাবে, কথা দিয়েছে সে।

'বসে আছ তো, আলেক্স? না পায়চারী করছ এদিক-ওদিক, তোমাদের ওই মান্ধাতা আমলের কর্ডলেস ফোন হাতে? ফালতু জিনিস ওটা, আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল পর্যন্ত মনে নিত।' জানতে চাইল কার্টিস।

'পায়চারী করছি, কার্টিস। ঠিকই ধরেছ, ফোন একটা আছে হাতে।'

হেসে ফেলল ল্যাবের টেকনিশিয়ান, রাবার ব্যান্ড দিয়ে পনিটেইল করা তার লাল চুল, মসৃণ মুখটা কল্পনার চোখে দেখলাম আমি। কথা বলতে ভালবাসে কার্টিস, বাধা দিলে আহত হয়—এতদিনে জেনে গেছি।

'বেশ, বেশ। শোনো, আলেক্স, একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি যদিও তুমি হয়ত পছন্দ করতে পারবে না। অবশ্য ব্যাপারটা বিশ্বাস করব কী-না তাও বুঝছি না।'

'আহ্, কী পেয়েছ বলই না, শুনি।'

'ইউনিয়ন স্টেশনে পাওয়া রাইফেলটা আছে না? ওটার স্টক আর ব্যারেলের রক্তের গ্রুপিং রিপোর্ট পেয়েছি আমরা। ইট্‌স আ ডেফিনিট ম্যাচ। অবশ্য, তুমি বিশ্বাস করবে কী-না জানি না। কাইলও তাই ভাবছে। ওটা সোনেজির রক্ত নয়।'

ঠিকই বলেছে কার্টিস। তথ্যটা একটুও পছন্দ হল না আমার। কোন মার্ডার ইনভেস্টিগেশনেই সারপ্রাইজ একটা অসহ্য ব্যাপার।

'এর মানে কী? রক্তটা তবে কার, কার্টিস? জানতে পেরেছ?'

ওকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে শুনলাম, বড় 'হুউশ' শব্দে।

'*তোমার* রক্ত, আলেক্স। স্নাইপার রাইফেলে ওটা তোমার রক্ত লেগে ছিল।'

দ্বিতীয় পর্ব

মনস্টার হান্ট

অধ্যায় ২০

রাশ আওয়ারে নিউইয়র্কের পেন স্টেশনে পৌছল সোনেজি। সঠিক সময়ে, তার পরবর্তী কাজের নির্ধারিত সিডিউলেই আছে সে। *আজকের আগেও অনেকবার এই মুহূর্তগুলোয় বেঁচে ছিল সোনেজি।*

অসহ্য, প্যাথেটিক নিউইয়র্কবাসী ঘরে ফিরছে, বালিশে মাথা রেখে শোবে এই গর্দভের দল, এক মুহূর্তের জন্য ঘুমিয়ে নিয়ে পরের দিন সকালে প্রস্তুতি নেবে আবার ট্রেনে উঠার। জেসাস! আর ওরা কী না তাকে উন্মাদ বলে।

সম্পূর্ণভাবে, পজিটিভলি এই হলো সেরা মুহূর্ত— গত বিশ বছর ধরে এই মুহূর্তগুলোর স্বপ্ন দেখে আসছে সোনেজি। *এই মুহূর্তগুলোর!*

পাঁচটা থেকে পাঁচটা ত্রিশের মধ্যে নিউইয়র্কে পৌছানোর পরিকল্পনা করেছিল সে— আর এই তো পৌছে গেছে। হি-য়া-র ইজ গ্যারি! কল্পনার চোখে নিজেকে দেখেছে সে— পেন স্টেশনের অন্ধকার টানেলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। জানে, টানেল ছেড়ে বেরুতেই পাগল হয়ে যাবে সে। সার্কাসের মতো মিউজিক, জন ফিলিপ সুজা'র অর্থহীন ব্যান্ডের আওয়াজ ভেসে আসছিল নাকী সুরের ট্রেন-এনাউন্সমেন্টের ফাঁকে ফাঁকে।

'গেট 'এ' হয়ে হয়ে ট্র্যাক ৮-এ যেতে পার তুমি, বে হেড জংশনের কাছে।' বয়োবৃদ্ধ এক লোক পথের হদিশ বাতলালো কোন পথিককে।

সবাই চল বে হেড জংশনে। সবাই উঠে পড়, অসহ্য শুয়োরের দল। একঘেয়ে রবোটের বাচ্চারা!

গরিব এক পোর্টারের দিকে তাকাল সোনেজি, ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ তার, যেন জীবনকে পেছনে ফেলে এসেছে বছর ত্রিশেক আগেই।

'খারাপ লোককে আটকে রাখা যায় না,' পাশের লাল টুপিওয়ালাকে বলল সোনেজি। 'বুঝলে? কী বলেছি আমি বুঝতে পেরেছ?'

'গোল্লায় যাও।' বলল লালটুপি। জোরে হেসে উঠল সোনেজি, ঝরে পড়া এক তরুণ এ। চারদিকে শুধু এই রকম বেকুবের দল।

ছেলেটার দিকে কিছু সময় তাকিয়ে থেকে তাকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল সোনেজি—ওকে বাঁচতে দেবে সে।

আজ তোর মরণের দিন নয়। বেঁচে থাক। দৌড়ে চল্।

ক্ষেপে গেছে সে, ঠিক যেমন ভেবেছিল। রক্ত দেখতে পাচ্ছে চোখের সামনে। মাথার ভেতরে রক্তস্রোত ঢুকে পড়ছে কান ঝালাপালা শব্দে। ঠিক নয় এটা। যুক্তি দিয়ে ভাবতে হবে তাকে। *রক্ত? ব্লাডহাউন্ডগুলো আবার চলে আসবে না তো রক্তের গন্ধে?*

ধাক্কা-ধাক্কি, শোরগোলে একেবারে নরকগুলজার স্টেশনের ভেতর। এই অপদার্থ নিউইয়র্কার গুলো হাড় বজ্জাত, আক্রমণাত্মক।

কেউ কি এটা লক্ষ করেনি? নিশ্চই করেছে।

কী করেছে এটা লক্ষ করে? আরও আক্রমণাত্মক আর দুর্গন্ধ-জাগানিয়া হয়ে গেছে।

তার তীব্র আক্রোশের সাথে অবশ্য কিছুর তুলনা হয় না। তীব্র, নিখাদ তার ঘৃনা। পরিষ্কার। *আক্রোশ* তার অপর নাম। অন্যরা যা ভাবে, তাই সে করে দেখায়। এদের আক্রোশ ঝাপসা, কেন্দ্রবিন্দু নেই কোনো। আর সোনেজির রাগ স্বচ্ছ— দ্রুততার সাথে খেলা করে।

এইখানে, এই পেন স্টেশনের মধ্যে একটা দৃশ্যের অবতারণা করতে কী ভালোই না লাগছে। স্পিরিটে টগবগ করছে সে। ঝড়ো গতির কোন ত্রিমাত্রিক ছবির মতো সবকিছু ভেসে আসছে তার সামনে— ডানকিন্, ডোনাটস্, নট জাস্ট বিস্কুট, শু-ট্রিশিয়ান শু শাইন..। পায়ের তলায় ট্রেনের দূরাগত গর্জন— ঠিক যেমনটি সব সময় কল্পনা করে এসেছে সে।

সোনেজি জানে, এরপর কী ঘটবে—কিভাবে শেষ হবে।

পায়ের কাছে ছয় ইঞ্চি ফলার একটা ছুড়ি আটকে রেখেছে সে। একটা সংগ্রহে রাখার মতো জিনিস। মুক্তোর হাতলঅলা, দু ধারি বাঁকা ফলা। 'চমৎকার মানুষের জন্যে, চমৎকার একটা ছুরি—' অনেক বছর আগে এক আঠালো সেল্সম্যান বলেছিল তাকে। 'সব সময় মুড়ে রাখবেন।' তাই করেছে সে। কেবল আজকের মতো স্পেশাল কারণ ছাড়া বের করেনি। রজার গ্রাহাম নামে এফ.বি.আই. য়ের এক এজেন্টকে খুন করেছিল সোনেজি এটা দিয়ে।

হাডসন ম্যাগাজিনের দোকানটা পেরিয়ে এল সে, ঝকঝকে প্রচ্ছদগুলো চেয়ে আছে তার দিকে। এখন পর্যন্ত কনুই দিয়ে, ঠেলা-ধাক্কা মারছে আশেপাশের লোকজন। খোদা, এরা কী শুধরাবে না?

ওয়াও! ছোটবয়সে, তার স্বপ্নে দেখা একটা চরিত্র পেয়ে গেছে সোনেজি। এই সেই লোক, কোন সন্দেহ নেই। তার চেহারা, শরীর সবকিছু চিনতে পারছে সোনেজি। এ-ই সেই লোক—ধূসর স্ট্রাইপড্ সুট পড়া- ঠিক তার বাবার মতো দেখতে।

'অনেকদিন ধরে এটা চাচ্ছ তুমি।' ধূসর স্ট্রাইপের উদ্দেশ্যে গর্জাল সোনেজি। 'এটা চাও তুমি।'

ছুরির ফলাটা সামনে বাড়াল সে, মাংসের ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে ওটা — টের পেল। ঠিক যেমনটি সে ভেবে রেখেছে।

হৃদপিণ্ডের কাছে ঢুকে যাচ্ছে ছুরিটা; ভীত, হতবুদ্ধি একটা ভাব খেলে গেল লোকটার চেহারায়। এরপর সটান পড়ে গেল সে স্টেশনের মেঝেতে, চোখ উল্টে যাচ্ছে— মুখের ভেতরেই জমে গেছে গলা দিয়ে উঠে আসা চিৎকারটা।

এরপর কী করতে হবে, জানে সোনেজি। বাঁয়ে লাফ দিয়ে সরে, দিন মজুর গোছের এক লোকের গায়ে চালালো সে ছুরিটা, গায়ের টি-শার্টে 'ন্যাকেড ল্যাকরোজ' লেখা তার। কিছু আসে যায় না এতে, কিন্তু কিছু কিছু ব্যাপার গেঁথে যায় তার মাথার ভেতর। এরপর 'স্ট্রিট নিউজ' হাতে এক হকারের দেহে আক্রমণ চালাল সোনেজি। *তিন! তিনজন হল।*

রক্ত হল আসল ব্যাপার। দাগঅলা, নোংরা কংক্রিটের মেঝেতে গড়িয়ে পড়ছে মূল্যবান রক্ত; গায়ে লেগে যাচ্ছে আশেপাশের লোকেদের— ছোট পুকুর জমা হচ্ছে দেহের তলায়। রক্ত একটা ক্লু, এফ.বি.আই. শিকারী আর পুলিশের টেস্ট করার জন্যে বড় ক্লু। আলেক্স ক্রসের জন্যে থাকুক এইটুকু।

হাতের ছুরি ফেলে দিল সোনেজি। ভীত চিৎকার, আর্তনাদ, কনফিউশন ছড়িয়ে পড়েছে পেন স্টেশনের ভেতরে। মরা মানুষ জেগে যাবার মতো অবস্থা।

মেরুন রংয়ের ঝলমলে সাইনটা চোখ তুলে দেখল সে, হেলভেটিক হরফে লেখা রয়েছেঃ *একজিট, ৩১তম স্টেশন, পার্সেল চেকিং, দর্শনার্থী তথ্য, ৮ম এভিনিউ সাবওয়ে।*

পেন স্টেশন থেকে বেরুবার পথটা সে চেনে। আগে থেকে সব ঠিক করা আছে। এক হাজার বার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সোনেজি।

দ্রুত টানেল বেয়ে নমে এল সে, কেউ আটকালো না। আবার ব্যাড বয় হয়ে গেছে সে। হয়ত, সৎ মা ঠিকই বলতো। নিউইয়র্ক সাবওয়েতে চলাই ওর *শাস্তি।*

হুমমম। সত্যিই জঘন্য।

অধ্যায় ২১

সেদিন সন্ধ্যা সাতটার দিকে অদ্ভুত এক অনুভূতি ঘিরে ধরল আমাকে। মনে হল, আমি যেন নিজের ভেতরে নেই। বাড়ির পথে সোজার্নার ট্রুথ স্কুল হয়ে যাচ্ছিলাম, ক্রিস্টিন জনসনের গাড়িটা দেখে থামলাম।

গাড়ি থেকে বের হয়ে অপেক্ষা করছি ওর জন্য— দারুন নাজুক লাগছে নিজেকে। একটু বোকা বোকাও। এত সময় পর্যন্ত স্কুলে আশা করিনি ওকে।

অবশেষে সোয়া সাতটার দিকে বেরুল ক্রিস্টিন, ওকে দেখার সাথে সাথে দম আটকে এল আমার। স্কুলবয়ের মতো লাগছে নিজেকে। হয়তো এ-ই ঠিক, অন্তত অনুভব করছি আমি কারও জন্য।

সকালের মতোই তরতাজা আর আকর্ষণীয়া লাগছে ওকে। সরু কোমড়ে কামড়ে ধরে রেখেছে হলুদ-নীল ফুল আঁকা পোশাকটা। নীল স্লিং ব্যাক হীল পড়েছে পায়ে, এক কাঁধে ঝুলছে নীল রংয়েরই বড় একটা ব্যাগ। *ওয়েটিং টু এক্সহেল* ছায়াছবির থিম সংটা মনে পড়ে গেল আমার— অপেক্ষাই তো করছিলাম আমি।

আমাকে দেখামাত্রই সতর্ক মনে হল ক্রিস্টিনকে। দ্রুত হাঁটতে লাগল ও, যেন জরুরি কোন কাজ ফেলে এসেছে: এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচে।

বুকের উপর ভাঁজ করে রেখেছে হাত দুটো। *খারাপ সংকেত* —ভাবলাম। সবচেয়ে খারাপ শরীরী ভাষা বোধহয় এইটাই— মনে হল আমার। ভীত, রক্ষণাত্মক। একটা বিষয় পরিষ্কার: ক্রিস্টিন জনসন আমার সাথে দেখা করতে অনিচ্ছুক।

জানি এখানে আসা, গাড়ি থামানো উচিত হয়নি আমার, কিন্তু কী করব— থাকতে পারছিলাম না। কিনকেডে সেদিন আসলে কী ঘটেছিল জানতে চাই আমি; ব্যাস, আর কিছু না। সোজা-সরল কথা।

বড় শ্বাস নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। 'হাই। হাঁটবে কিছুক্ষণ, আমার সাথে? রাতটা সত্যি চমৎকার।' বেশ কষ্টার্জিত শোনাল কথাগুলো, এমনিতে অবশ্য দারুন আলাপি মানুষ আমি।

'বিশ ঘন্টার প্রতিদিনকার সিডিউলে ছুটি নিয়েছ?' অল্প করে একটু হেসে বলল ক্রিস্টিন।

'কাজের বাইরে আছি।' ওর হাসির প্রত্যুত্তরে বললাম, বেশ নার্ভাস লাগছে।

'আই সি। ঠিক আছে,অল্প কিছু সময় হাঁটা যায়। আজকের রাতটা আসলেই সুন্দর।'

এফ স্ট্রিট ধরে এগিয়ে গারফিল্ড পার্কে পড়লাম আমরা। গ্রীষ্মের শুরুতে অদ্ভুত সুন্দর লাগে জায়গাটা। দু'জনের কেউই কথা বলছি না। অবশেষে ছোট বাচ্চাদের একটা খেলার মাঠের কাছে চলে এলাম দুজনে, প্রচুর ছেলেমেয়েরা খেলছে এখানে। বেসবল খেলা।

আইজেন হাওয়ার ফ্রিওয়েের কাছাকাছি চলে এসেছি। রাশ আওয়ারের গাড়ি-ঘোড়াগুলো হুউশ শব্দে পেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের- অদ্ভুত শান্তি লাগছে শুনতে। টিউলিপ ফুটেছে দু ধারে, মৌমাছির আনাগোনা বেড়েছে তাই। বাবা-মা রা খেলছে বাচ্চাদের সাথে; বেশ লাগছে দেখতে।

গত প্রায় ত্রিশ বছর ধরে এই পার্কটা আমার বাড়ির সবচেয়ে কাছের; দিনের বেলায় অলস, শান্ত দেখায় জায়াগাটা। ড্যামন যখন খুব ছোট, প্রায়ই এখানে আসতাম আমি আর মারিয়া— জেনী তখন ওর পেটে। সে সময়ের কথা এখন আর খুব একটা মনে পড়ে না আমার, দুঃখজনক হলেও ভালই চলো এটা।

শেষশেষ কথা বলে উঠল ক্রিস্টিন। 'আমি দুঃখিত, আলেক্স।' এতটা সময় মাটির দিকে তাকিয়েছিল সে, এবারে সুন্দর চোখ দুটো তুলে দেখল আমাকে। 'সেদিন রাতের জন্যে। ওভাবে চলে আসা উচিত হয়নি আমার। আসলে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কি যে করেছি সেদিন, বিশ্বাস কর, কিছুই ঠিকমতো মনে পড়ছে না।'

'সত্যিটাই বল না।' আমি বললাম। 'কি আসে যায়?'

জানি, ওর জন্য কঠিন হয়ে গেল ব্যাপারটা কিন্তু ওর অনুভূতিটুকু জানতে হবে আমাকে। রেস্টুরেন্টের বাইরে বলা কথার চেয়ে আরও বেশি কিছু শুনতে চাই আমি।

'আমিও চাই বুঝিয়ে বলতে।' বলল ক্রিস্টিন। হাত মুঠো করা ওর, এক পা দিয়ে ক্রমাগত বাড়ি মারছে অন্য পায়ে। অনেকগুলো খারাপ নিশান।

'বোধহয় আমারই দোষ,' বললাম আমি। 'আমিই তো ডিনারের জন্য বলেছিলাম তোমাকে—'

হাত বাড়িয়ে ওরটা দিয়ে আমার হাত দুটো ঢেকে দিল ক্রিস্টিন। 'প্লিজ, আগে আমাকে শেষ করতে দাও।' বলল সে, টুকরো হাসিটা ফিরে এসেছে

ঠোঁটে। 'আমাকে পুরো ব্যাপারটা খোলসা করে নিতে দাও না। এমনিতেও তোমাকে ফোন করতাম আমি। নিশ্চই করতাম।'

'তুমি, আমি দুজনেই বেশ নার্ভাস এখন। গড্, সত্যি তাই।' নরম কণ্ঠে বলে চলল ক্রিস্টিন। 'আমি জানি, তোমাকে কষ্ট দিয়েছি, আলেক্স। এটা ভালো লাগছে না আমার, করতে চাইও নি। এটা তোমার প্রাপ্য নয়।'

একটু একটু কাঁপছিল ও, গলাও কাঁপছে কথা বলার মাঝে। 'আলেক্স, আমার স্বামী মারা গেছে তোমারই মতো ভায়োলেন্স নিয়ে কাজ করতে গিয়ে, প্রতিদিনই যা করতে হয় তোমাকে। তুমি মেনে নিয়েছ ওই জগতটাকে, আমার মনে হয়, আমি পারব না। আসলে, আমি ওরকম নই। কাছের কাউকে আর হারাতে পারব না আমি। বোঝাতে পেরেছি তো? আমি কিছুটা দ্বিধান্বিত।'

সবকিছু এখন পরিষ্কার হচ্ছে আমার কাছে। গত ডিসেম্বরে মারা গেছে ক্রিস্টিনের স্বামী। ওদের দাম্পত্য জীবনে বড় কোন সমস্যা ছিল বলেছে ক্রিস্টিন, সে ভালবাসতো ওর স্বামীকে— সন্দেহ নেই। ওরই সামনে গুলি করে মারা হয়েছে তাকে। আমি ছিলাম সেই কেসে।

ওকে ধরে রাখতে ভীষণ ইচ্ছা হল আমার, জানি, এটা সঠিক সময় নয়। এখনও দুইহাত জোর করে বুকে বেঁধে রেখেছে ও। অনুভূতিটুকু বুঝতে পারছি আমি।

'প্লিজ, আমার কথা একটু শোনো ক্রিস্টিন। আশি বছরের চেয়ে একদিনও কম বাঁচব না আমি! মরতে ঘোরতর অনীহা আমার। এতে করে অনেকটা সময় পাওয়া যাবে দুজনে একসাথে থাকার— চল্লিশ বছরেরও বেশি। ভেবে দেখ, এতটা সময় পরস্পরকে এড়িয়ে গিয়ে থাকব কেমন করে।'

মাথা একটু নেড়ে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল ক্রিস্টিন। শেষমেষ হেসে ফেলল।

'তোমার এই পাগলামোগুলো খুব ভালো লাগে আমার। এক মুহূর্তে তুমি ডিটেকটিভ ক্রস; পরমুহূর্তেই খুব খোলামেলা, বাচ্চাদের মত সুইট।' হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে। 'ওহ্ গড, সত্যিই জানি না, কী বলছি আমি।'

আমার ভেতরের অনুভূতিগুলো চিৎকার করে বলছে কাজটা করতে—খুব ধীরে ওকে জড়িয়ে ধরলাম আমি। কি সুন্দর করেই না আমার আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ল ও। নিজেকে মোমের মতো গলে যেতে অনুভব করছি আমি, অদ্ভুত এই অনুভূতি। পা কাঁপছে আমার— তাও উপভোগ করছি।

প্রথমবারের মতো চুমো খেলাম ওকে। ক্রিস্টিনের মুখের ভেতরটা দারুন নরম আর মিষ্টি। আমার ঠোঁটে আলতো করে চাপ দিচ্ছে ও, সরে যায়নি একটুও। এক এক করে ওর দুই গালেই আঙ্গুল বুলালাম আমি। নরম ওর ত্বক, শিউরে উঠছে আমার আঙ্গুলের ছোঁয়ায়। আমার মনে হল, যেন বহুকাল

বদ্ধ ঘরে থাকার পর মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিতে পারছি। সজীব মনে হচ্ছে নিজেকে অনেক দিন পর।

বন্ধ চোখ দুটো খুলল ও, চোখে চোখে তাকিয়ে রইল না সরিয়ে। 'আমার কল্পনার মতোই।' ফিসফিস করে বলল ও। 'হাজার গুণ অসাধারণ।'

সবচেয়ে খারাপ ব্যাপারটা ঘটল এরপর। বীপ শব্দে বেজে উঠল আমার পেজারটা।

অধ্যায় ২২

নিউ ইয়র্ক সিটি। সন্ধা ছয়টা। চির ব্যস্ত পেন স্টেশনের চারপাশে পাঁচ ব্লক জুড়ে বিকট শব্দে বাজছে পুলিশ ক্রুজার আর ইএমএস ভ্যানের সাইরেন। এইটথ্ এভিনিউয়ের পোস্ট অফিসের সামনে নিজের নীল রংয়ের ফোর্ড টওরাস গাড়িটা পার্ক করল ডিটেকটিভ ম্যানিং গোল্ডম্যান। মার্ডার সীনে'র উদ্দেশ্যে দৌড়ে চলছে।

ব্যস্ত এভিনিউতে থেমে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে লোকজন। ঘাড় ঘুরিয়ে গোল্ডম্যানকে দেখে ধারণা করার চেষ্টা করছে, কী ঘটছে চারপাশে।

লম্বা, ঢেউখেলানো ক্যারামেল-ধূসর চুল তার; ছোট খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি গালে। এক কান থেকে ঝুলছে সোনা'র ইয়াররিং। হোমিসাইড ডিটেকটিভের চেয়ে মধ্যবয়সী রক কিংবা জ্যাজ মিউজিশিয়ানের সাথেই বেশি মিল গোল্ডম্যানের।

তার পার্টনার ফার্স্ট-ইয়ার ডিটেকটিভ কারমিন গ্রোজা। শক্তিশালী, পেটা শরীর— ঢেউ খেলানো কালো চুলের মানুষ সে। অনেকটা যুবক বয়সের সিলভেস্টার স্ট্যালানের মতো— তুলনাটা যদিও সে ঘৃণা করে। খুব কমই তার সাথে কথা বলে গোল্ডম্যান; তার মতে, শোনার যোগ্য একটি শব্দও কখনও বলেনি কারমিন গ্রোজা।

এসবে থোরাই কেয়ার, সিনিয়র পার্টনারের ঠিক পেছনেই থাকে গ্রোজা। পঞ্চাশ বছর বয়স্ক গোল্ডম্যান ম্যানহাটনের বয়োজেষ্ঠ্য হোমিসাইড ডিটেকটিভ; জীবনে যত চালু, অতি অবশ্যই কৃপণ এবং শয়তানের ধারী দেখেছে গ্রোজা— তার মধ্যে পয়লা নম্বরে আছে গোল্ডম্যান।

রাজনীতির প্রশ্নে প্যাট বিউক্যান এবং রাশ লিমবাউ-এর মাঝামাঝিতে তার অবস্থান— তবে বেশিরভাগ গুজবের মতো এরও কোন প্রমাণ নেই। কিছু ইস্যুতে—অপরাধীর অধিকার বনাম নাগরিক অধিকার, ফাঁসির আদেশ— এসব ক্ষেত্রে গোল্ডম্যান অতি অবশ্যই রক্ষণশীল। সে জানে, ঘটে অল্প একটু বুদ্ধি যার আছে, ঘণ্টা দুই হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টে কাজ করে একই উপসংহারে পৌঁছবে সে। অপরদিকে— নারী অধিকার, একই সেক্সের মধ্যে বিয়ে এমনকি

হাওয়ার্ড স্টার্ন কেসেও, তার ত্রিশ বছর বয়সী উকিল ছেলের মতই উদারপন্থি গোল্ডম্যান। অবশ্য, এই অনুভূতিগুলো নিজের ভেতরেই রাখে সে। এই শেষবেলায় এসে নিজের রেপুটেশন নষ্ট করার কোন মানে হয় না, না হয় কোনোদিন হয়তো এই বেকুব গ্রোজার মত উঠতি ডিটেকটিভের সাথে কথা বলতে হবে তাকে।

শরীর-স্বাস্থ্য এখনও বেশ ভালো গোল্ডম্যানের—গ্রোজার চেয়ে অন্তত। ও ব্যাটার মতো ফাস্ট ফুড, হাই ক্যালোরি কোলা আর মিষ্টি চা তো আর খায় না সে। পেন স্টেশন ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে বেড়িয়ে আসা জনস্রোতের বিপরীতে ছুটছে সে। ট্রেন স্টেশনের মূল ওয়েটিং এরিয়ার আশেপাশে ঘটেছে হত্যাকান্ডগুলো—যতদূর জানে গোল্ডম্যান।

বিশেষ কারণেই রাশ আওয়ারটাকে বেছে নিয়েছে হত্যাকারী, ট্রেন স্টেশনের ওয়েটিং এরিয়া সামনে এসে পড়তে ভাবল গোল্ডম্যান। অবশ্য, এটাও হতে পারে, স্টেশন ভর্তি শিকার দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল ব্যাটা।

তো, এই রাশ আওয়ারে উন্মাদটা এখানে এল কেন?

মাথার ভেতর একটা চিন্তা এসেছে তার, ভয়ংকর চিন্তা। সেটা অবশ্য প্রকাশ করে নি ম্যানিং গোল্ডম্যান।

'ম্যানিং, কী মনে হয়, ব্যাটা কী এখনও আছে কাছে পিঠে?' পিছন থেকে জানতে চাইল গ্রোজা।

গ্রোজার একটা স্বভাব হল, সবার প্রথম নাম ধরে ডাকে সে। একেবারে গায়ে জ্বালা ধরে যায় গোল্ডম্যানের।

ওকে উপেক্ষা করল সে। কিলার এখনও পেন স্টেশনে আছে— এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে এতক্ষণে মিশে গেছে নিউইয়র্কের জনস্রোতে। এটা চিন্তিত করে তুলছে গোল্ডম্যানকে। পেটের ভেতরে একটা অসুস্থ অনুভূতি হচ্ছে তার, গত দুই বছরে এমনটি হয়নি খুব একটা।

দুটো পুশকার্ট ভ্রাম্যমান দোকান দিয়ে সুন্দরভাবে বন্ধ করে রাখা হয়েছে ক্রাইম সীনের প্রবেশপথ। একটার নাম 'মন্টিগো সিটি স্লিকার লেদার,' অপরটির নাম, 'ফ্রম রাশিয়া উইথ লাভ'। ওই দুটো জিনিস রাশিয়া আর জ্যামাইকা-তে চলে গেলেই ভাল হয়!

'এন.ওয়াই.পি.ডি! পথ করে দিন। হঠাৎ এই সব বাতিল মাল!' চেঁচিয়ে বলল গোল্ডম্যান দোকানীদের উদ্দেশ্য করে।

উৎসুক জনতা, অন্যান্য পুলিশ আর ট্রেন স্টেশনের কর্মকর্তাদের ঠেলে সরিয়ে পথ করে এগুল গোল্ডম্যান। বেণী করা তারের মতো চুল, ছিন্নভিন্ন কাপড় গায়ে মৃত এক নিগ্রোকে ধরে রেখেছে স্টেশনের কর্মচারী, রক্তের ছোপঅলা *স্ট্রিট নিউজের* কপি তার শরীরের আশেপাশে। এর পেশা অনুমান করা গেল সহজেই।

কাছে যেতে গোল্ডম্যান টের পেল, কেবল বিশের মতো হবে ভিকটিমের বয়স। প্রচুর রক্ত চারপাশে। দেহের চারধারে ছোটখাট পুকুর জমে গেছে।

গাঢ় নীল সুট— কোটের ল্যাপেলে নীলচে লালের অ্যামট্রাক লোগো আঁকা এক ভদ্রলোকের উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেল গোল্ডম্যান।

'হোমিসাইড ডিটেকটিভ গোল্ডম্যান।' হাতের আই.ডি. টা দেখাল সে। 'ট্র্যাক দশ আর বারো, ' আঙ্গুল তুলে উপরের আলোকিত সাইন দেখাল গোল্ডম্যান, 'নিফিংসের আগে, ওই ট্র্যাক দুটো দিয়ে কোন্ কোন ট্রেন যাবার কথা?'

বুক পকেটে রাখা বুকলেট দেখে জবাব দিল অ্যামট্রাক কর্মকর্তা। 'দশে-র শেষ ট্রেন...ফিলাডেলফিয়াগামী মেট্রোলাইনার, উইলমিংটন, বাল্টিমোর। ওয়াশিংটন থেকে ছেড়ে এসেছে।'

নড্ করল গোল্ডম্যান, ট্রেন স্টেশনে খুন করে পালিয়ে গেছে, এটা জানার পর থেকে ঠিক এই ব্যাপারটা নিয়েই ভয় করছিল সে। এর অর্থ, খুনীর মাথা পরিষ্কার— কোন একটা পরিকল্পনা আছে তার।

ইউনিয়ন স্টেশন আর পেন্ স্টেশনের খুনী একই ব্যক্তি হতে পারে বলে ধারণা করছে গোল্ডম্যান। তার মানে, সেই ম্যানিয়াক এখন নিউইয়র্কে!

'কোন আইডিয়া আছে, ম্যানিং?' আবার প্যান-প্যানাল গ্রোজা।

তার দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিল গোল্ডম্যান শেষমেষ। 'হুমম। ভাবছি, ইয়ার প্লাগ আছে, বোতলের ছিঁপি আছে— *মুখ* বন্ধ রাখার জন্য কিছু কেন যে নেই!'

একটা পাবলিক ফোন তুলে ঝড়ের বেগে ডায়াল করতে শুরু করল ম্যানিং গোল্ডম্যান, ওয়াশিংটন ডি.সি.-তে ফোন করছে সে। তার ধারণা, গ্যারি সোনেজির আগমন ঘটেছে নিউইয়র্কে। বিশ, ত্রিশ শহর ঘুরে ঘুরে খুনের পরিকল্পনা করেছে কী না উন্মাদটা, কে জানে।

যা দিনকাল পড়েছে।

অধ্যায় ২৩

পে**জারটা ধরলাম** আমি। খারাপ খবর— নিউইয়র্ক থেকে। জনাকীর্ণ ট্রেন স্টেশনে আবারো আক্রমণ হয়েছে। সেদিন মধ্যরাত পর্যন্ত কাজে ব্যস্ত থাকতে হল আমাকে।

গ্যারি সোনেজি সম্ভবত এখন নিউইয়র্ক সিটিতে। নাকি ইতোমধ্যেই অন্য কোনো শহরে চলে গেছে আরো খুন করবে বলে। বোস্টন? শিকাগো? ফিলাডেলফিয়া?

বাড়ি ফিরে দেখি, সব বাতি নেভানো। রেফ্রিজারেটরে মিষ্টি লেমন পাই খুঁজে পেতে ওটা সাবড়ে দিলাম। ওসিওলা ম্যাককার্থির ফ্রিজের দরজায় আটকে থাকার একটা গল্প বলতো গ্রান্ড মা। হ্যাটিসবার্গ, মিসিসিপি-তে প্রায় পঞ্চাশ বছর ধোপার কাজ করেছে ওসিওলা। ১,৫০,০০ ডলার জমিয়ে ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন মিসিসিপি-তে দান করেছিল সে। হোয়াইট হাউসে দাওয়াত দিয়ে তাঁকে প্রেসিডেনশিয়াল পদক দিয়েছিলেন মি. ক্লিনটন।

পাই-টা ভালো, কিন্তু অন্য কিছু চাই আমার। অন্য স্বাদের কিছু একটা। গ্রান্ড মা-কে দেখতে গেলাম আমি।

'জেগে আছো, বুড়ি?' তার বেড রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ফিসফিসালাম। সবসময় দরজাটা খোলা রাখে সে, রাতে বাচ্চারা তার সঙ্গ চাইতে পারে ভেবে। *২৪ ঘন্টা খোলা, অনেকটা সেভেন-ইলেভেন* এর মতো— গ্রান্ড মা তাই বলে। আমার ছোট বয়স থেকেই এমনটা দেখে আসছি।

'কী খুঁজছিস?' অন্ধকারে বলল সে, 'ওহ্, আলেক্স না কী?' এক দফা কেশে নিল কিছুক্ষণ।

'এই মধ্যরাতে আর কেই বা হবে?'

'যে কেউ হতে পারে। চোর ডাকাত। হয়ত ভদ্রবেশী কোন শুভাকাঙ্খী।'

এরকম খুনসুটি চলতেই থাকে ওর আর আমার মাঝে। সবসময়।

'নতুন কোন বয়ফ্রেন্ড জোগাড় করেছ না কী?'

আবার কাশল ন্যানা-মামা।'না। তবে মনে হচ্ছে, নিজের কোন গার্লফ্রেন্ড সম্পর্কে বলতে চাও তুমি। আচ্ছা, একটু খেদমত কর আগে। চায়ের পানি

বসাও। ফ্রিজে লেমন পাই আছে, অন্তত ছিল— এটুকু বলতে পারি। আমার নতুন *প্রেমিকের* কথা তো জানই তুমি, তাই না, আলেক্স?'

'চায়ের পানি চড়াচ্ছি।' বললাম আমি। 'লেমন পাই এতক্ষণে স্বর্গে পৌঁছে গেছে।'

অল্প কিছুক্ষণ পরেই কিচেনে চলে এল ন্যানা-মামা। নীল স্ট্রাইপ, সামনে সাদা বড় বোতামওয়ালা দারুন কিউট একটা হাউসড্রেস পড়ে আছে। যেন দুপুর সাড়ে বারো বাজে— দিনটা শুরু করতে যাচ্ছে ও।

'দুটো শব্দ বলব তোমাকে, আলেক্স। *বিয়ে কর* ওকে।'

চোখ উল্টালাম আমি।'যত ভাবছ, অত সহজ নয় ব্যাপারটা, বুড়ি।'

গরম চা ঢেলে নিল সে। 'ঠিক তাই। এতই সহজ ব্যাপারটা। তোমার চলনে ছন্দ এসেছে আবার, চোখেও আলো জ্বলতে দেখছি। তুমি *ধরা খেয়ে* গেছ, মিস্টার। কেবল নিজেই বুঝতে পারছ না। আচ্ছা, একটা প্রশ্নের জবাব দাও। সিরিয়াসলি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। 'এখনও সুখস্বপ্নে আছো তুমি। বল, কি জানতে চাও?'

'এই ধর, যদি নব্বই ডলার চার্জ করি, আমার অসাধারণ প্রস্তাবটা কি নেবে?'

খুব করে হাসলাম দুজনে এই রসিকতায়।

'ক্রিস্টিন আমার সাথে মিশতে চায় না।'

'ওহ, খোদা।'

'হুমম। ওহ, খোদা! একজন হোমিসাইড ডিটেকটিভের সাথে থাকতে চায় না ও।' বললাম।

হাসল গ্রান্ড মা। 'এই ক্রিস্টিন জনসনের কথা যতই শুনছি, ভালো লাগছে। স্মার্ট মেয়ে। বেশ বুদ্ধিমতী।'

'আমাকে বলতে দেবে তো, নাকি?'

ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর চোখে তাকাল ন্যানা-মামা। 'যখন যা চাও, তাই বল তুমি। কেবল সঠিক সময়ে বল না। ভালোবাস ওকে?'

'প্রথম দিন থেকে। দেখার পর থেকেই অন্য রকম মনে হয়েছে ওকে। হৃদয় যুক্তি মানে না। জানি অদ্ভুত শোনাচ্ছে কথাটা।'

গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতেই মাথা নাড়ল গ্রান্ড মা। 'এত বুদ্ধিমান হবার পরও মাঝে মাঝে প্রাচীন-পন্থী'র মত কথা বল তুমি। মোটেও অদ্ভুত শোনোচ্ছে না কথাটা। মারিয়া মারা যাওয়ার পর আজ প্রথম সুস্থ মানুষের মতো আচরণ করছ তুমি। হাতের প্রমাণগুলোর দিকে দেখো একবার? তোমার পায়ে সেই ছন্দ ফিরে এসেছে, চোখ দুটো উজ্বল তোমার— সারাক্ষণ হাসছে;

আজকাল আমার সঙ্গেও আগের মতো ব্যবহার করছ। সবমিলিয়ে দেখ— তোমার মন কাজ করা শুরু করেছে আবার।'

'ও ভাবছে, এই কাজ করতে গিয়ে যদি আমি মারা পড়ি। ওর স্বামীকে খুন করা হয়েছিল, জান তো?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কিচেন টেবিলের এ ধারে, আমার কাছে চলে এল ন্যানা। কত ছোট হয়ে গেছে আকৃতিতে— চিন্তায় পড়ে গেলাম আমি। ও ছাড়া জীবনটা কল্পনাও করতে পারি না।

'আই লাভ ইউ, আলেক্স। যাই কর না কেন, আমি তোমাকে ভালোবাসি। *বিয়ে কর* মেয়েটাকে। না হলে, একসাথে থাক দু'জনে।' বলেই হাসতে শুরু করল ন্যানা। 'বিশ্বাসই হচ্ছে না, আমি বলেছি কথাটা।'

আমাকে একটা চুমু দিয়ে বিছানার দিকে চলল বৃদ্ধা।

'আমারও *পাণিপ্রার্থী* আছে বটে!' হলঘরের ভেতর থেকে বলল ও।

'বিয়ে করে ফ্যাল না!' পাল্টা বললাম আমি।

'প্রেমে আমি পড়িনি, লেমন পাই চোর, পড়েছ তুমি।'

অধ্যায় ২৪

ঠিক ভোর ৬:৩৫ শে মেট্রোলাইনার ধরে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম আমি আর স্যাম্পসন। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো দ্রুত ঘটছিল সবকিছু, এয়ারপোর্টে যাও, গাড়ি পার্ক কর, টিকিট কনফার্ম— ট্রেন নিয়েও কিছু ভাবনা চিন্তা করার আছে আমার।

এন.ওয়াই.পি.ডি'র ধারণা অনুযায়ী সোনেজিই পেন স্টেশনের খুনগুলোর জন্যে দায়ী। হত্যাকান্ডগুলো সাড়া জাগাবার মতো, সোনেজি'র ধাঁচের সাথে মেলে।

বেশ শান্ত আর আরামদায়ক হল যাত্রা— পুরোটা সময় সোনেজিকে নিয়ে ভাববার অবকাশ পেয়েছি আমি। একটা ব্যাপার কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না, কেন সে এরকম মরিয়া হত্যাকান্ডগুলো চালাচ্ছে? এ-তো আত্মহত্যার নামান্তর।

বেশ ক' বছর আগে সোনেজির অনেকগুলো সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম আমি, ডান-গোল্ডবার্গ কেসে। তাকে আত্মবিধ্বংসী মনে হয়নি কখনও। বেশ ইগোম্যানিয়াক সে, বলা যায় মেগালোম্যানিয়াক।

হয়ত, এ হত্যাকান্ডগুলো কপি-ক্যাট। *আসলে* যা করতে চলেছে সে, আড়ালে পড়ে যাচ্ছে তা। *কি পাল্টেছে আসলে? এই খুনগুলো কি সোনেজি করছে? তার কোন ধোঁকাবাজী বা চালাকি? একটা ধূর্ত ফাঁদ? ইউনিয়ন স্টেশনের স্নাইপার রাইফেলে আমার রক্ত এল কোথা থেকে?*

কী ধরনের ফাঁদ হতে পারে? কী কারণই বা আছে তার পেছনে? নিজের কাজে অবসেস্‌ড সোনেজি। সবকিছুর পেছনেই কারণ দাঁড় করায় সে।

তাহলে, ইউনিয়ন আর পেন স্টেশনে, সম্পূর্ণ অচেনা লোকগুলোকে খুন করার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে? আর রেলস্টেশনেই বা কেন?

'এহ্‌, হে! তোমার মাথা থেকে তো ধোঁয়া বেরুচ্ছে, সুগার। জানো এটা?' আমার দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল স্যাম্পসন।

'সরু একফালি ধোঁয়া! দেখো, ঠিক এইখানে! আর *এই খানে!*' আশে পাশের মানুষজনকে শুনিয়ে বলছে সে।

ঝুঁকে এসে হাতের পেপারটা দিয়ে বাতাস করতে লাগল স্যাম্পসন আমার মাথার চারপাশে, যেন আগুন নেভাচ্ছে।'

দুইজনেই হাসতে শুরু করলাম আমরা। আশেপাশের সিটে বসা লোকজন কফি মগ, নিউজ পেপার আর ল্যাপটপ কম্পিউটার থেকে মুখ তুলে দেখল আমাদের। হাসছে সবাই।

'ফুঁ। মনে হয়, আগুন নিভে গেছে, ' বলে মুচকি হাসল স্যাম্পসন। 'ম্যান, দারুন গরম হয়ে আছে তোমার মাথা। নির্ঘাত আইডিয়া করে করে ওটার বারোটা বাজাচ্ছ তুমি। ঠিক কী না?'

'না, ক্রিস্টিনকে নিয়ে ভাবছিলাম আমি।' বললাম ওকে।

'মিথ্যুক। তোমার *উচিত* ক্রিস্টিনকে নিয়ে ভাবা। তা হলে কী আর এই সাতসকালে ট্রেনের ভেতর *আগুন* নেভাতে হয় আমাকে! কেমন চলছে তোমাদের দু'জনের— যদি কিছু মনে না কর।'

'অদ্ভুত, অসাধারণ ও, জন। সত্যিই ভালো। স্মার্ট আর ফানি। হো, হো, হা হা..'

'হুমম, হুইটনি হিউস্টনের মতো দেখতে, সেক্সিও বটে। কিন্তু ওটা আমার প্রশ্নের জবাব হল না। কী ঘটছে তোমাদের মধ্যে? আমার কাছ থেকে লুকোচ্ছ নাকি? আমার বিশেষ দূত জেনী মারফত খবর পেয়েছি, তোমরা ডেট করেছ এক রাতে। আমাকে পর্যন্ত বলনি কথাটা।'

'কিনকেডে গিয়েছিলাম ডিনারে। ভালো কেটেছে সময়টা। ভালো খাবার-দাবার, সাহচর্য। একটা ছোট সমস্যা আছে কেবল: ক্রিস্টিনের ধারণা, আমি মেরে ফেলব নিজেকে। তাই আর দেখা করতে আগ্রহী নয় ও। স্বামীর মৃত্যুশোক ভুলতে পারে নি এখনও।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল স্যাম্পসন। 'ইন্টারেস্টিং। এখনও শোক করছে। এর মানে, মেয়েটা ভালো। যাইহোক, বিষয়টা যখন উঠলই, আগে ভাগে বলে রাখি— সার্ভিসে তুমি মারা গেলে ফিউনারেলের মোমবাতি জ্বলা পর্যন্ত হা-হুঁতাশ করব আমি, এর বেশি নয়। এই বেলা জেনে রাখ। তো, আবার ডেটে যাচ্ছ কবে?'

টেরী ম্যাকমিলানের উপন্যাসের মতো এমনভাবে কথা বলে স্যাম্পসন, যেন ও আমার গার্লফ্রেন্ড। আমাদের মতো রুক্ষ দুইজন মানুষের জন্যে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। বেশ মুডে আছে সে আজ। 'তোমাদের দু'জনকে ভালোই দেখায়। সবাই তো তাই বলছে। পুরো শহর, বলতে পারো। বাচ্চারা, ন্যানা, তোমার আন্টিরা।'

'তাই নাকি?'

উঠে আরাম করে বসলাম আমি, গ্যারি সোনেজি সম্পর্কিত নোটগুলো পড়ে নিচ্ছি।

'কোন ইঙ্গিত পাবে না এ থেকে, বুঝলে।' পুরো দুই সিট জুড়ে লম্বা হল স্যাম্পসন।

ওর সাথে কাজের মজাটাই আলাদা, আগেও দেখেছি। আমি বিপদে পড়ব— ক্রিস্টিনের এ ধারণাটা অমূলক। স্যাম্পসন আর আমি মিলে বেশ দুর্দান্ত একটা টিম— মড়ব না এত তাড়াতাড়ি!

'গ্যারি সোনেজিকে ধরছি এবার ক্যাক্ করে। ক্রিস্টিনও দারুনভাবে তোমার প্রেমে পড়বে, তুমি তো আগেই হাবুডুবু খাচ্ছ। সবই ঠিক হয়ে যাবে, সুগার। যেমনটি হয়ে এসেছে।'

জানি না কেন, কথাটা এবারে বিশ্বাস হল না আমার।

'জানি, খারাপ কথাগুলোই আগে ভাবছ তুমি।' এমনকি আমার দিকে না তাকিয়ে বলল স্যাম্পসন। 'খালি দেখোই না। মধুরেন সমাপয়েত হতে যাচ্ছে।'

অধ্যায় ২৫

সকাল সাড়ে নয়টার দিকে নিউইয়র্ক সিটিতে পৌঁছলাম আমরা। প্রথম যেদিন নিউইয়র্কে এসেছিলাম, বাস থেকে নেমেই শোনা স্টিভি ওয়ান্ডারের একটা পুরোনো সুরের কথা মনে পড়ল। যে আশা-ভরসা, ভয় আর প্রত্যাশার মিশ্র অনুভূতি আছে মানুষের মনে এই শহর সম্পর্কে, তা বোধ করি সর্বজনীন একটা প্রতিক্রিয়া।

পেন স্টেশনের আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলের খাঁড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে কেসটা সম্পর্কে একটু অন্তদৃষ্টি দিচ্ছিলাম আমি। যদি আমার ধারণা ঠিক হয়, তবে এই ট্রেন স্টেশন ম্যাসাকারের সাথে সোনেজির যোগাযোগ প্রমাণ হয়ে যাবে।

'একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছি।' সিঁড়ির মাথায় জ্বলতে থাকা উজ্জ্বল আলোটা নজরে আসতে বললাম স্যাম্পসনকে। উঠে যেতে যেতে আমার দিকে মাথা কাত করল সে।

'আমি কোন ধারণার মধ্যে যাচ্ছি না, আলেক্স। তোমার অর্ধেকও খেলে না আমার মাথায়।' এরপর বিড়বিড় করে বলল স্যাম্পসন, 'খোদা আর জেসাসকে অশেষ ধন্যবাদ সে জন্যে।'

'মজা পাওয়াতে চাচ্ছ আমাকে?' শুধালাম আমি, ট্রেন টার্মিনাল থেকে ভেসে আসা মিউজিকের শব্দ পাচ্ছি— ভিভালদি'র *দি ফোর সিজনস্*।

'আসলে, এই কুৎসিত হত্যাকান্ডগুলোতে গ্যারি সোনেজির উপস্থিতি যেন আমার মানসিক ভারসাম্যের দফারফা না করে ফেলে, নয়তো দারুন আপসেট করে না ফেলে— সেই চেষ্টাই করছি আমি। কি ভাবছ তুমি?'

'লরটন জেলে যেবার সোনেজির সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম, সে সবসময় বলতো কেমন করে তার সৎ মা সেলারে আটকে রাখতো তাকে। এই বিষয়টা মাথায় গেঁথে গিয়েছিল তার।'

নড্ করল স্যাম্পসন। 'ও ব্যাটা যা, বেচারী সৎমাকে পুরোপুরি দোষ দিতে পারছি না।'

'বেশ কয়েক ঘন্টা, এমনকি, পুরো এক দিনও ওকে আটকে রাখা হতো ওখানে— যখন বাবা বাইরে থাকতো তার। বাতি বন্ধ করে রাখত মহিলা, তবে নিজের সাথে মোমবাতি লুকিয়ে রাখত সোনেজি। মোমবাতি জ্বালিয়ে পড়তো সে, তাবৎ কিডন্যাপার, ধর্ষক, ম্যাস কীলার আর ব্যাড বড়দের কুকর্মের ফিরিস্তি।'

'তো, ড. ফ্রিউড? আপনি বলতে চাচ্ছেন, ওই ম্যাস কীলারেরা তার ছেলেবেলার রোল মডেল?'

'ওরকমই কিছু একটা। গ্যারি আমাকে বলেছিল, সেলারে থাকার সময় সে ভাবতো, কবে বেড়িয়ে এসে ওইরকম খুন আর কুকীর্তি করবে। তার মনে হত, সেলার ছেড়ে বেরুলেই ক্ষমতা আর স্বাধীনতা পাবে সে। সেলারে বসে বসে দিনরাত খালি ভাবত, করে বেরুবে আর কী কী করবে। চারপাশে সেলারের মতো জায়গা দেখেছ নাকি এখানে? কিংবা ইউনিয়ন স্টেশনে?'

বড় বড় দাঁতে ঝকঝকে হাসি হাসল স্যাম্পসন, যেন কত ভালো বোধ করছে সে। 'ট্রেন টানেলগুলো গ্যারির ছোটকালের সেলার, তাই না? টানেল ছেড়ে বেরুলেই ব্রেক ছেড়ে দেয় সে। প্রতিশোধ নেয় মানুষের উপর।'

'মনে হয়, এটা গল্পের খানিকটা অংশ।' বললাম আমি। 'গ্যারির কোন কিছুই এত সহজ— সরল নয়। তবে শুরুর হিসেবে চিন্তাটা মন্দ নয়।'

পেন স্টেশনের মেইন লেভেলে পৌঁছে গেছি আমরা। গতরাতে যখন সোনেজি এখানে এসেছিল, তখন হয়ত এমনই লাগছিল জায়গাটাকে। বারবারই আমার মনে হচ্ছে, এন.ওয়াই.পি.ডি. সঠিক ভেবেছে এ যাত্রায়। পেন স্টেশনের হন্তারকও সোনেজি না হয়ে যায় না।

ট্রেন বিভাগের বোর্ডের নিচে জট বাঁধিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একদল লোক। গ্যারি সোনেজিকে যেন ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম আমি, সে যেন বলছে— *সেলার ছেড়ে বেড়িয়ে আবার ব্যাড বয় হয়ে গেছি আমি!* এখনও বিখ্যাত হতে চাইছে, অসাধারন—অকল্পনীয় সব অপরাধ করে।

'ড. ক্রস, তাই না?'

উজ্বল আলোয় আলোকিত ওয়েটিং এরিয়ার এদিক-ওদিক দৃষ্টি বোলাতে নিজের নাম ধরে কাউকে ডাকতে শুনলাম আমি। কানে স্বর্ণের দুল পড়া, দাঁড়িঅলা এক লোক হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে।

'আমি ডিটেকটিভ ম্যানিং গোল্ডম্যান। এখানে এসে ভালো করেছেন। গতকাল পদধূলি দিয়ে গেছে গ্যারি সোনেজি।' কোন সন্দেহ নেই তার কণ্ঠে।

অধ্যায় ২৬

গোল্ডম্যান এবং তার বিপরীত চেহারার সঙ্গীর সাথে করমর্দন করলাম আমি এবং স্যাম্পসন। উজ্জ্বল নীল স্পোর্ট কাট গোল্ডম্যানের পড়নে, বুকের কাছে তিনটে বোতাম খোলা। আন্ডার শার্টের নিচ দিয়ে রূপালি, কাঁচ-পাকা বুকের লোম বেড়িয়ে আছে, যেন গাল ছুঁতে চাচ্ছে। তার পার্টনারে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো পোশাক পরা। যা খুশি বলা যায়, তবে অস্কার আর ফেলিক্স নাম দুটো আগে এল আমার মনে।

পেন স্টেশন ঘটনার সম্পর্কে যা জেনেছে, বলে গেল গোল্ডম্যান। দারুন প্রাণশক্তি তার, দ্রুত কথা বলতে পারে। হাত নেড়ে, বেশ আত্মবিশ্বাসী সঙ্গে বলে চলল সে। আমাদেরকে তার কেসে আমন্ত্রণ করে এনেছে, কিন্তু এতটুকু জড়তা নেই। নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

'ঠিক আপনাদের মতো কিলার লোকটাও সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসে দশ নম্বর ট্র্যাকে। তিনজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাথে কথা বলেছি আমরা, মনে হয়, তারা ওয়াশিংটনের মেট্রো লাইনারে দেখেছে লোকটাকে।' ব্যাখ্যা করে বলল গোল্ডম্যান। তার গাঢ়, বিষণ্ন পার্টনার একটি কথাও বলছে না। 'এরপরেও, কোন ভাল আই.ডি. নেই আমাদের কাছে। একেক জন একেক বর্ণনা দিচ্ছে, উদ্ভট ব্যাপার। কোন আইডিয়া?'

'যদি সোনেজি হয়ে থাকে, মেকআপ আর ছদ্মবেশে দারুন পটু সে। মানুষকে বোকা বানিয়ে মজা পায়, বিশেষত পুলিশকে। কোথা থেকে ট্রেনে উঠেছে, জানতে পেরেছেন?' বললাম আমি।

কালো একটা নোট বুকে চোখ বুলাল গোল্ডম্যান। 'এই ট্রেনের স্টপেজ গুলো হল ওয়াশিংটন, বাল্টিমোর, ফিলাডেলফিয়া, উইলমিংটন, প্রিন্সটন জংশন এবং নিউইয়র্ক। আমরা ধারণা করছি ডিসি থেকে উঠেছে সে।'

স্যাম্পসনকে একবার দেখে নিয়ে এন.ওয়াই.পি.ডি ডিটেকটিভের দিকে তাকালাম আমি।

'বউ আর বাচ্চা নিয়ে উইলমিংটনে থাকত সোনেজি। প্রিন্সটনে তার বাড়ি।'

'এই তথ্যটা আমাদের কাছে ছিল না।' বলল গোল্ডম্যান। অদ্ভুত ব্যাপার, শুধু আমার সাথে কথা বলছে সে, যেন গ্রোজা আর স্যাম্পসন নেই এখানে। অস্বস্তি বোধ হচ্ছে আমাদের তিনজনেরই।

'গতদিন বিকেল পাঁচটায় পৌঁছা মেট্রোলাইনারের সিডিউলটা দাও আমাকে। স্টপেজগুলো আর একবার চেক করে নিতে চাই আমি।' গ্রোজার উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠল গোল্ডম্যান। ছুটে কাজে লেগে পড়ল তরুণ ডিটেকটিভ।

'তিনটে খুন, তিনবার ছুরি মেরে— তাই শুনেছি আমরা।' অবশেষে বলল স্যাম্পসন। গোল্ডম্যানকে এতক্ষণ পরখ করে নিচ্ছিল সে, জানি আমি। নিউইয়র্কের প্রথম শ্রেণীর বজ্জাত —এ ধরনের একটা উপসংহারে পৌঁছেছে অবশেষে—তাও বুঝতে পারছি।

'সবগুলো দৈনিকের শিরোনামে তাই লিখেছে।' মুখের কোণা দিয়ে বিড়বিড় করল গোল্ডম্যান। ফালতু মন্তব্য, ইচ্ছাকৃত অপমান বলা যায়।

'আমি এইজন্য জানতে চেয়েছি——' মাথা ঠান্ডা রেখে শুরু করল স্যাম্পসন।

হাতের এক ঝাপটায় তাকে থামিয়ে দিল গোল্ডম্যান। 'ছুড়ি মারার জায়গাগুলো দেখাই আপনাদের।' আমার দিকে ফিরল সে। 'হয়তো এ থেকে সোনেজি সম্পর্কে আপনার জানা কোন কিছু মিলে যাবে।'

'ডিটেকটিভ স্যাম্পসন একটা প্রশ্ন করেছে।'

'করেছে, তবে অর্থহীন প্রশ্ন। বেকুবের মত অর্থহীন প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় নেই আমার। যা বলছিলাম, চলুন আগাই। এরমধ্যে সোনেজি আবার কী-না কী করছে কে জানে।'

'ছুরি সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান কেমন?' জানতে চাইল স্যাম্পসন। 'বহু স্ট্যাবিং কেস কভার করেছেন নাকি?' বুঝতে পারছি, ক্ষেপে যেতে শুরু করেছে সে। ম্যানিং গোল্ডম্যানের চেয়ে অনেক লম্বা আমরা দুইজনেই।

'হুমম, বেশ কয়টি কেস।' গোল্ডম্যান বলে চলে, 'জানি, কী বোঝাতে চাইছেন। তিনজন মানুষের প্রত্যেককেই শুধু ছুরি দিয়ে মারাটা সোনেজির পক্ষে অস্বাভাবিক। যে ছুরি সে ব্যবহার করেছে, সেটা দুধারী— দারুণ তীক্ষ্ণ ফলা। নিউইয়র্ক মেডিকেল সেন্টারের দক্ষ সার্জেনের মতো কেটেছে সে ভিকটিমদের। অতি অবশ্যই, ছুরির ডগায় সায়ানাইড মাখিয়ে নিয়েছিল। এক মিনিটের ভেতরেই মৃত্যু— জানি আমি।'

থমকে গেল স্যাম্পসন, ছুরির বিষের ব্যাপারটা আমাদের কাছে নতুন। এর থেকে সমস্ত কিছু শুনতে হবে —সিদ্ধান্ত নিলাম। এখন অন্তত গোল্ডম্যানকে ক্ষেপিয়ে সুবিধা হবে না।

আবার আমার দিকে ফিরে শুরু করল গোল্ডম্যান। 'সোনেজির ছুরি ব্যবহারের কোন ইতিহাস আছে কী? বিষ মাখানো ছুরি?'

বুঝতে পারছি, আমাকে তেল দিতে চাইছে ব্যাটা। ব্যবহার করে নেবে পরে। কোন সমস্যা নেই, দেওয়া আর নেওয়া খেলাটা এরকম বহু-সংস্থাব্যাপী তদন্তে বেশ কাজে আসে।

'ছুরি? এফ.বি.আই.-এর এক এজেন্টকে মেরেছিল সে ছুরি দিয়ে। বিষ? জানি না। অবাক হব না যদিও। বালক বয়সে হ্যান্ডগান আর রা'ইফেল চালাতো সোনেজি। খুন করতে ভালোবাসে সে, ডিটেকটিভ গোল্ডম্যান। দ্রুত চলে তার মাথা— হয়তো ছুরির সাথে বিষের ব্যবহারও শিখে গেছে।'

'বিলিভ মি, তাই করেছে সে। মাত্র দুই মিনিটের মধ্যে কাজটা সেরেছে, তিন তিনজন মানুষ মেরে ফেলেছে এরই মধ্যে।' হাতের ঝাপটায় দেখাল গোল্ডম্যান।

'প্রচুর রক্ত পাওয়া গেছে কী?' জানতে চাইলাম আমি। সুদূর ওয়াশিংটন থেকে এই প্রশ্নটা ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাথায়।

'প্র—চু-র। রক্তে একেবারে মাখামাখি। বেশ গভীর করে কেটেছে সে, দু' জনের গলা একেবারে ফাঁক করে দিয়েছে। কেন এ কথাটা জানতে চাইলেন, বলুন তো?'

'রক্তের সাথে সম্পর্ক আছে একটা।' ইউনিয়ন স্টেশনে সূত্রের কথা জানালাম আমি গোল্ডম্যানকে। 'ডিসি-তে স্নাইপার দিয়ে এলাহী কান্ড করেছে সোনেজি। খালি পয়েন্ট ব্যবহার করেছে সে। এমনকি, অস্ত্রে আমার রক্তের ছোঁপ-ও রেখে গেছে।'

আমি যে নিউইয়র্কে— সম্ভবত এটাও জানে সোনেজি, ভাবলাম আমি। *বুঝতে পারছি না, কে কাকে অনুসরণ করছে।*

banglabooksz.blogspot.com

অধ্যায় ২৭

পরবর্তী এক ঘণ্টায় গোল্ডম্যান এবং তার ভীষণ ব্যস্ত সঙ্গি মিলে পেন স্টেশনের চারপাশ ঘুরে দেখাল আমাদের, বিশেষত, তিনটি স্ট্যাবিঙ্গের সাইট। বডি মার্কিংগুলো এখনও আছে ওখানে, চারপাশের পুলিশ কর্ডনের কারণে লোক জমে গেছে স্টেশনে।

আমাদের সার্ভে শেষ হতে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তার উচ্চতায় উঠে এলাম। ধারণা করা হচ্ছে, এখান থেকেই একটা ক্যাব নিয়ে শহরের ভেতরে ঢুকে পড়েছে সোনেজি।

গোল্ডম্যানকে লক্ষ্য করছিলাম আমি, পরখ করছিলাম তার কাজের ধরন। বেশ ভালো বলতে হবে। হাঁটার ভঙ্গিটা বেশ মজার, চারপাশের সাধারণ মানুষের তুলনায় নাকটা একটু উঁচু করে রাখে সে। দেহভঙ্গির কারণে বেশ উন্নাসিক দেখায় তাকে, যদিও পোশাক-আশাক একেবারেই বিচিত্র।

'আমি কী ভাবতে পারি না যে, সাবওয়ে ধরে পালিয়ে গেছে সে?' শোরগোলে পরিপূর্ণ এইট্থ এভিনিউতে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করলাম আমি। মাথার উপরে জ্বলতে থাকা এক সাইনে ঘোষণা করা হয়েছে, কিস্ ছায়াছবিটি আসছে ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন-এ। মিস করব ছবিটা, ভাবতে খারাপই লাগল আমার।

চওড়া হাসল গোল্ডম্যান। 'একই কথা ভেবেছিলাম আমিও। প্রত্যক্ষদর্শীরাও ঠিক করে বলতে পারছে না কোনদিকে গেছে সে। আপনার মতামত শোনার জন্যে আগ্রহী ছিলাম। ব্যক্তিগত ভাবে, আমিও মনে করি সাবওয়েটাই ব্যবহার করেছে সোনেজি।'

'ট্রেন-এর একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে তার কাছে। আমার মনে হয়, ট্রেন তার কোন আচার-অনুষ্ঠানের একটি অংশ। ছোট বয়সে একটা খেলনা ট্রেন চেয়েছিল সে, কেউ কিনে দেয়নি সেটা।'

'আহ। এতক্ষণ বোঝা গেল।' বলে একটা মুখভঙ্গি করল গোল্ডম্যান। 'তো এজন্যে ট্রেন স্টেশনে খুন করছে সে। মেইকস্ পারফেক্ট সেন্স টু মি। পুরো ট্রেন যে উড়িয়ে দেয় নি, এই বেশি।'

তার কথার ভঙ্গিমায় স্যাম্পসন পর্যন্ত না হেসে পারল না।

ট্রেন স্টেশন আর চারপাশের রাস্তায় পর্যবেক্ষণ শেষ হতে শহরের ভেতরে পুলিশ প্লাজার দিকে এগুলাম আমরা। চারটে ত্রিশের দিকে বুঝতে পারলাম, এন.ওয়াই.পি.ডি কী কী পরিকল্পনা করেছে— ম্যানিং গোল্ডম্যান যা কিছু প্রয়োজন সবই জানাল আমাকে।

গ্যারি সোনেজি-ই যে পেন স্টেশনের খুনী— এ বিষয়ে মোটামুটি নিঃসন্দেহ আমি। বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া এবং বাল্টিমোরে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করলাম, ওদের জানিয়ে রাখলাম ট্রেন টার্মিনালগুলোর দিকে নজর রাখতে। কাইল ক্রেইগ এবং এফ.বি.আই.-কেও একই পরামর্শ দিলাম আমি।

'আমরা ওয়াশিংটন ফিরে যাচ্ছি।' শেষশেষ বললাম গোল্ডম্যান আর গ্রোজাকে। 'আমাদের খবর দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। অনেকটুকু উপকার হলো এতে।'

'আর কিছু পেলেই জানাবো আমি। আপনারাও তাই করবেন, ঠিক আছে?' হাত মেলালাম আমরা দুজনে। 'বুঝতে পারছি, এই শেষ নয় গ্যারি সোনেজি'র।'

সায় দিলাম আমি। সন্দেহ নেই তাতে।

অধ্যায় ২৮

নিজের কল্পনার জগতে, গ্যারি সোনেজি শুয়ে আছে চার্লস জোসেফ হুইটম্যানের পাশে, টেক্সাস ইউনিভার্সিটির টাওয়ারের মাথায়—১৯৬৬ সালে।

তার অসাধারণ কল্পনার জগতে!

১৯৬৬ সালের পরে অনেক অনেকবার ওখানে ছিল সোনেজি, হুইটম্যানের পাশে— তার ছেলেবেলার হিরো'র পাশে। পরবর্তী বছরগুলোয় বহু মার্ডারার তার মন জয় করে নিয়েছে, কিন্তু চার্লস হুইটম্যানের মতো করে নয়। হুইটম্যান একজন আমেরিকান অরিজিনাল— তার মতো আর কেউ নেই।

গুণে দেখা যাক। ফেবারিটদের নাম মনে করতে লাগল সোনেজি: জেমস হারবার্টি— স্যান সিদ্রো-তে, ম্যাকডোনাল্ডসের ভেতর বিনা নোটিশে গুলি চালিয়েছিল সে। একুশ জনকে খুন করেছিল, যত দ্রুত তারা হ্যামবার্গার খেতে পারে— তারচেয়ে অনেক বেশি দ্রুত। বেশ ক'বছর আগে ম্যাকডোনাল্ডসের সেই ঘটনার মতো করেছিল সোনেজি নিজেও। সেবারেই আলেক্স ক্রসের সাথে প্রথম মোলাকাত ঘটে তার।

সোনেজির আরেক ব্যক্তিগত ফেবারিট, পোস্টম্যান প্যাট্রিক শেরিল ; এডমন্ড, ওকলাহোমাতে চোদ্দজন সহকর্মীকে স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছিল সে। পোস্টম্যান থেকে ম্যাডম্যান। সাম্প্রতিক সময়ে তাসমানিয়ার পোর্ট আর্থার পেনাল কলোনি'র মার্টিন ব্রায়ান্টের হাতের কাজ মনে ধরেছে তার। এরপরে রয়েছে থমাস ওয়াট হ্যামিল্টন। স্কটল্যান্ডের ডানব্লেইনে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মেরে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সে।

প্রত্যেকের চিন্তার জগতে ঝড় তুলতে মরিয়া সোনেজি ; বিরাট, বিপদজনক একজন আইকন হতে চায় সে ইন্টারনেটে। এবং তা সে করে দেখাবে, সবকিছু পরিকল্পনা করা আছে তার।

এখন পর্যন্ত চার্লি হুইটম্যান তার সেন্টিমেন্টাল ফেবারিট। চার্লি একজন খাঁটি, 'ম্যাডম্যান ইন দি টাওয়ার।' টেক্সাসের ব্যাড বয়।

খোদা, আগস্টের কড়া রোদে সেই একই টাওয়ারে কতকাল ব্যাড বয় চার্লির পাশে ছিল সে?

সবই তার অসাধারণ কল্পনার জগতে!

টেক্সাস ইউনিভার্সিটির স্থাপত্য প্রকৌশলের ছাত্র ছিল হুইটম্যান, পঁচিশ বছর বয়স। তিনশো ফুট উঁচু সেই লাইমস্টোন টাওয়ারের অবজারভেশন ডেক-এ একটা বেদী তৈরি করে নিয়েছিল সে। নিশ্চই নিজেকে তখন সর্বশক্তিমান মনে হচ্ছিল তার।

টাওয়ারে উঠার কিছু সময় আগে নিজের স্ত্রী আর মাকে খুন করে এসেছিল হুইটম্যান। টেক্সাসের সেই বিকেলের পর চার্লি স্টার্কওয়েদার- কে খেলো এবং নিরস বানিয়ে ফেলল সে। একই কথা খাটে ডিকি হিকক আর পেরী স্মিথের ক্ষেত্রে। এই দুইজনকেও একেবারে পানসে করে ফেলেছিল হুইটম্যান।

টেক্সাস টাওয়ারের সেই ঘটনার সম্পর্কে টাইম ম্যাগাজিনের প্যারাটা কখনও ভুলে নি সোনেজি, প্রতিটি শব্দ মনে আছে: *"পূর্বের বহু গণ হত্যাকারীদের মতো চার্লস হুইটম্যান একজন উদাহরণযোগ্য চরিত্র ; অবাধ্য ছেলেমেয়েদের পরিণতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সে ছিল একজন রোমান ক্যাথলিক চার্চের বেদী পরিচর্যাকারী এবং একই সঙ্গে খবরের কাগজ বিক্রেতা।"*

শান্ত এক খুনী।

ছদ্মবেশের মাস্টার। কেউই আগে থেকে বুঝতে পারত না, কী ভাবছে বা কী করতে চলেছে হুইটম্যান।

টাওয়ার ঘড়ির '৬' লেখাটার নিচে অবস্থান নিয়েছিল সে, ১১:৪৮ মিনিটে গুলি শুরু করেছিল। টাওয়ারের চারপাশে পেঁচানো ছয় ফুটি স্থানটাতে, নিজের পাশে একটা ম্যাশেটি, একটা বাউয়ি নাইফ, একটা ছয় মিমি রেমিংটন বোল্ট একশন রাইফেল, একটি লুগার পিস্তল, একটা .৩৫৭ স্মিথ এন্ড ওয়েসন রিভলবার সাজিয়ে রেখেছিল সে একে একে।

লোকাল এবং স্টেট পুলিশ একহাজার রাউন্ডেরও বেশি গুলি করে প্রায় উড়িয়ে দিয়েছিল টাওয়ার ঘড়িটা ; তারপরও, পুরো এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট সময় লেগেছে চার্লস হুইটম্যানকে শেষ করতে। তার এই উন্নাসিকতা, ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গি আর উন্মাদনায় বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল সমগ্র বিশ্ব। প্রত্যেকটা মানুষ জেনেছিল সেই কথা।

সোনেজির হোটেল রুমের দরজায় ধাক্কাচ্ছে যেন কে যেন! শব্দটা বাস্তবে ফিরিয়ে নিয়ে এল তাকে, আচমকা সবকিছু মনে পড়ল তার।

প্লাজা হোটেলের ৪১৯ নম্বর কক্ষে আছে সে, নিউ ইয়র্কে। এই জায়গার কথা ছোট বয়সে অনেক পড়েছিল সোনেজি। সবসময় কল্পনা করে এসেছে, ট্রেনে করে নিউইয়র্কে এসে প্লাজা হোটেলে উঠবে সে। *এইতো পৌঁছে গেছে।*

'কে ওখানে?' বিছানায় শুয়ে থেকেই চিৎকার করল সোনেজি। চাদরের তলা থেকে একটা সেমি-অটোমেটিক বের করল সে, দরজার পিপ্ হোলে তাক করে রেখেছে।

'মেইড সার্ভিস,' স্পেনিশ উচ্চারণে বলল এক মেয়ে। 'বিছানা তৈরি করে নিতে চান?'

'না, যা আছে তাতে অসুবিধা নেই।' আপনমনে হাসল সোনেজি। *ওয়েল, সিনোরিটা, এন.ওয়াই.পি.ডি-কে বেকুব বানাতে চলেছি আমি, ওরা তো আসলে তা-ই। বিছানা তৈরির কথা ভুলে যেতে পার তুমি, চকোলেট-মিন্টের কথাও ভুলে যাও। এখন আমার কাছে আসা এত সোজা নয়!*

অথবা— 'হেই, কিছু চকোলেট-মিন্ট নিয়ে আস না আমার জন্যে। ওগুলো বেশ পছন্দ করি আমি। মিষ্টি কিছু চাই এখন।'

খাটের ধারে মাথা রেখে হাসতে লাগল সোনেজি। দরজা খুলে প্রবেশ করেছে মেইড। মেয়েটাকে ভোগ করবে কী-না ভেবে নিল সে একদফা, শেষমেষ বাদ দিল চিন্তাটা। আজকের রাতটা প্লাজা হোটেলে থাকতে চায় সোনেজি, বহু বছর অপেক্ষা করেছিল এর জন্য। ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।

যে ব্যাপারটা সবচেয়ে ভাল লাগছে তার, তা হল, কেউ বুঝতে পারছে না কী করতে চলেছে সে।

এর শেষটা কেউ জানে না।

আলেক্স ক্রসও না, কেউ না।

অধ্যায় ২৯

এ যাত্রায় সোনেজিকে নিজের জিন্দেগী খারাপ করে ফেলতে দেব না আমি। নিউইয়র্ক থেকে ফিরে বেশ দেরীতে হলেও ডিনার করতে পারলাম ন্যানা আর বাচ্চাদের সাথে। আমি, ড্যামন আর জেনী মিলে নিচতলায় সাফ-সুতরা করে নিয়ে তবেই বসলাম টেবিলে। কিথ জ্যারেটের মিউজিক হালকাচালে বাজছে ব্যাকগ্রাউন্ডে। ঠিক এরকমই চাই আমি, এরকমই থাকার কথা সবকিছু। এ যেন আমার জন্য একটা নিরব বার্তা।

'আমি খুব খুশি, ড্যাডি,' মন্তব্য করল জেনী, গোল হয়ে বসে আছি আমরা ডিনার টেবিলে। মারিয়াকে সাথে নিয়ে বহুদিন আগে কেনা রুপোর গ্লাস, প্লেটে খেতে বসেছি আমরা। 'সে-ই নিউইয়র্কে গিয়েছ তুমি, আবার ফিরে এসেছ দিনে দিনেই— ডিনার করছ আমাদের সাথে। ভেরী গুড, ড্যাডি।'

উজ্জ্বল চেহারায় হাসল ও, হালকা করে চাপড় দিয়ে দিল আমার হাতে। আজকের জন্য আমি এক আদর্শ বাবার মতো আচরণ করেছি— জেনী'র হাবভাবে সেটা পরিষ্কার। বেশ সন্তুষ্টি ওর চোখে-মুখে।

কায়দা করে একটু মাথা ঝোঁকালাম। 'ধন্যবাদ, আমার ডার্লিং মেয়েকে। যখন রওনা হয়েছিলাম, কী মনে হচ্ছিল— কতটা দূরে সেটা?'

'কিলোমিটারে না মিটারে?' টেবিলের অন্যপ্রান্ত থেকে কথাবার্তায় যোগ দিল ড্যামন। রেস্টুরেন্টের মতো করে ন্যাপকিন ভাঁজ করছে সে, পাখার মতো। বেশ কান্ড করতে পারে ছেলেটা।

'যে কোন একটা বললেই চলবে।' জানালাম আমি।

'আনুমানিক, দুইশো আটচল্লিশ মাইল। একবারে।' জেনী উত্তর করল। 'ঠিক হয়েছে?'

চোখ দুটো বড় বড় করলাম আমি, মজার চেহারা করতে চেষ্টা করছি— মণি দুটো উল্টে যেন কপাল ছুঁবে! আমিও কম কান্ড করতে জানি না। 'আমি মুগ্ধ। ভেরী গুড, জেনী।'

ছোট একটু বো্ করে কপট ভক্তি দেখাল জেনী। 'সকালে ন্যানা-কে জিজ্ঞেস করে উত্তরটা জেনে নিয়েছিলাম আমি।' স্বীকার গেল সে। 'এতে কোন দোষ হয়নি তো?'

'দ্যাট্স্ কুল।' ড্যামন তার মতামত জানাল। 'এটাকে বলে রিসার্চ, বুদ্ধু।'

'হুমম, এটা বেশ কুল, বেবী!' বললাম আমি, সবাই বেশ হাসছি জেনীর চালাকিতে।

'পুরো ট্রিপে, চারশ ছিয়ানব্বই মাইল।' বলল ড্যামন।

'বেশ স্মার্ট! উঁচুস্বরে, দুষ্ট চেহারায় ঘোষণা করলাম। 'তোমরা দুইজনেই স্মার্ট-প্যান্ট!, স্মার্ট-লেক! যাকে বলে দা-রু-ন স্মার্ট!'

'কি হচ্ছে এখানে? কিছু মিস্ করছি আমি?' কিচেন থেকে জানতে চাইল ন্যানা, দারুন খাবারের গন্ধে মৌ মৌ করছে পুরো বাড়ি। সবকিছুতেই থাকা চাই গ্রান্ড মা'র। কোনদিন মিস করেছে কিছু,এমনটি হয়নি।

'হ্যাঁ। কলেজ বোল্।' বললাম।

'এই দুই পন্ডিতের সাথে লাগতে গেলে হেরে যাবে, আলেক্স, ' সতর্ক করল ন্যানা। 'ওদের প্রশ্নের কোনো শেষ নেই। খুব দ্রুতই এদের জ্ঞানের ভান্ডার এনসাইক্লোপিডিয়া ছুঁতে যাচ্ছে!'

'এন-সাই-ক্লোপি-ডিক!' হাসতে হাসতে বলল জেনী।

'কেকওয়াক!' বলে পুরোনা একটা নাচ নাচল সে, বেশ প্রাণবন্ত ধ্রুপদী নাচ। একদিন পিয়ানোতে বাজিয়ে শুনিয়েছিলাম ওকে। আধুনিক জ্যাজে'র পূর্বপুরুষ হলো কেকওয়াক। পশ্চিম আফ্রিকার লোকগীতি আর ইউরোপের ধ্রুপদী সংগীতের মিলিত প্রকাশ।

প্লান্টেশনের সময়, রাতে সবচেয়ে ভাল নাচত যে, তাকে একটা কেক উপহার দেয়া হত। সেই থেকেই 'দ্যাট টেক্স্ দ্য কেক' প্রবাদটা এসেছে।

এ সবকিছু তো বটেই, এমনকি উঁচু মানের ঠিক আসল নাচটাই পারে জেনী। জেমস ব্রাউনের বিখ্যাত 'এলিফেন্ট ওয়াক' আর মাইকেল জ্যাকসনের 'মুন ওয়াকও' নাচতে পারে সে।

ডিনার শেষে থালাবাসন ধুয়ে বেজমেন্টে বক্সিং প্র্যাকটিস করে নিলাম আমরা। শুধু স্মার্টই নয়, ড্যামন আর জেনী মারপিটও করতে পারে। স্কুলের কেউ পারতপক্ষে লাগে না ওদের সাথে। 'মাথার ব্যবহার আর একটা লেফ্ট হুক!' জেনী মাঝে মধ্যে শেখায় আমাকে। 'বেশ ভালো কম্বিনেশন।'

শেষমেষ লিভিং রুমে ক্লান্ত হয়ে বসলাম আমরা। ছোট বিড়ালটা— রোজী উঠে পড়ল জেনীর কোলে। টেলিভিশনে ওরিয়লের বেজবল খেলা দেখতে দেখতে আমার মাথায় আবার ঢুকে পড়ল গ্যারি সোনেজি।

যত খুনীর পেছনে লেগেছি আমি এ পর্যন্ত, সোনেজি তাদের মধ্যে ভয়ংকরতম। সে সিঙ্গেল মাইন্ডেড, অবসেস্ড কিন্তু পুরোপুরি মাথা নষ্ট, বেশ ক' বছর আগে তার সম্পর্কে ঠিক এই কথাটাই শুনেছিলাম জন হপকিন্স হসপিটালে। আক্রোশের আগুনে পোড়া ভীষণ শক্তিশালী কল্পনাশক্তি তার, ফ্যান্টাসিগুলোকে বাস্তবে করে দেখায় সে।

বেশ ক' মাস আগে আমাকে ফোন করে সোনেজি জানিয়েছিল, উপহার হিসেবে আমার বাড়ির সামনে একটা বিড়াল রেখে গেছে সে। সে জানে, বিড়ালটাকে গ্রহণ করেছি আমরা— নাম দিয়েছি রোজী। সে আরো বলেছিল, যতবার বিড়ালটাকে দেখব— আমি যেন মনে রাখি: *গ্যারি আছে এইখানে, এই বাড়িতে।*

আমার ধারণা, বাড়ির সামনে অসহায় বিড়ালটা দেখে এই মজাটুকু করেছে সোনেজি। মিথ্যা বলতে পছন্দ করে সে, আর সেই মিথ্যা কাউকে কষ্ট দিলে তো কথাই নেই। সোনেজির স্টেশনের ওই কান্ডগুলোর পর, রোজীকে নিয়ে ভয় পাচ্ছি আমি।

গ্যারি আছে এইখানে, এই বাড়িতে।

আর একটু হলে বিড়ালটাকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়েছিলাম, কিন্তু সকাল পর্যন্ত ভেবে চিন্তে নেয়া স্থির করলাম আমি। *গডড্যাম সোনেজি! কি চায় সে আমার কাছে? আমার পরিবারের কাছে?*

বাসায় দিয়ে যাওয়ার আগে কী করেছে সে রোজীকে নিয়ে?

অধ্যায় ৩০

বাচ্চাদের আর রোজীর কাছে নিজেকে প্রতারকের মতো মনে হল আমার। সকালে ষাট মাইল দূরের কোয়ানটিকোতে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে নিজেকে অমানুষ মনে হচ্ছিল খুব। ওদের সাথে প্রতারণা করছি আমি, অথচ এ ছাড়া আর কোনো উপায়ও নেই।

যাত্রার শুরুতে একটা মেটাল ওয়ার পেট ব্যাগে ভরে নিলাম রোজীকে, পরে বেচারীর আর্তনাদ আর আঁছড়া-আছড়ি দেখে মুক্ত করে দিলাম।

'একদম ভদ্র হয়ে চলবি এবার,' সতর্ক করে দিলাম আমি ওকে। 'আর না হয় নরকে পাঠিয়ে দেব একেবারে!।'

পুরোটা পথ আমার মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে রইল রোজী, করুণ মনে হচ্ছে নিজেকে। নির্ঘাত ড্যামন আর জেনীর কাছ থেকে এই কায়দা শিখেছে ওটা। এখনও জানে না, কিছুক্ষণ পর আমার উপর আরো রাগ করার আরো কারণ ঘটবে ওর। হয়তো বুঝতেও পারে, বিড়ালেরা নাকি বেশ আধ্যাতিক ক্ষমতা সম্পন্ন হয় শুনেছি।

আজকের সকালটাই হয়তো লালচে-বাদামী এই আবিসিনিয়ায়ান পশুটার শেষ দিন। জানি না, সেরকম কিছু হলে বাচ্চাদের কাছে কি জবাব দেব আমি।

'সীটে আঁচড়াবি না, খবরদার। আর মাথার উপরেও লাফ দিবি না।' শান্ত, আদরের স্বরে সতর্ক করে দিলাম আমি।

মিউ স্বরে সম্মতি জানাল রোজী। এফ.বি.আই হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত বেশ শান্তিতেই কাটাই সময়টা।

সাইন্টিফিক অ্যানালাইসিস সেকশনের শেট এলিওটের সাথে কথা বলেছি আমি। রোজী আর আমার জন্যে অপেক্ষা করছে সে। একহাতে রোজী আর অন্যহাতে খাঁচাটা নিয়ে প্রবেশ করলাম আমি।

বেশ কঠিন হবে এবারে ব্যাপারটা, আরো কঠিন করতেই কিনা কে জানে, পেছনের পায়ের উপর ভর করে আমার নাকটা একটু চেটে দিল রোজী। ওর সবুজ চোখদুটোতে তাকিয়ে রইলাম।

সাদা ল্যাব কোট, সাদা গ্লাভ্‌স, সোনালি গগলসে চোখ ঢাকা এলিওটের। রাজহাঁসের মতো লাগছে তাকে। একবার রোজী আর একবার আমাকে দেখে নিল শেট; 'উইয়ারড্‌ সাইন্স?'

'কী করবে এখন?' জানতে চাইলাম আমি। তার এই ল্যাব-চেহারা দেখে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছে আমার। বেশ সিরিয়াসলি কথা বলছে টেকনিশিয়ান।

'তুমি একটু অ্যাডমিনের কাছে যাও,' বলল সে, 'কাইল ক্রেইগ খুঁজেছে তোমাকে। ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার নাকি। অবশ্য, কাইলের যে কোন ব্যাপারই ইমার্জেন্সি— এক সেকেন্ডও অপেক্ষা করতে পারে না। মি. স্মিথ বলে কি একটা কেসে একেবারে পাগল অবস্থা তার। আমাদের সবারই তাই। এই মি. স্মিথ চরম ম্যানিয়াক।'

'রোজীকে নিয়ে কী করবে?' জানতে চাইলাম।

'প্রথমে, কিছু এক্স-রে। আশা করছি, কোন ওয়াকিং বম্ব নয় আমাদের ছোট্ট রোজী— আমাদের বন্ধু সোনেজির কোন অবদান নয়। এই পরীক্ষা পাস করলে, টক্সিকোলজিতে যাব আমরা। টিস্যু কিংবা শরীরে কোন বিষ আছে কি না, পরীক্ষা করে দেখছি। তুমি যাও। আংকেল কাইল তোমার অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছে। আমি আর রোজী ঠিক আছি। ওর দিকে লক্ষ্য রাখছি আমি, আলেক্স। বিড়াল নিয়েই তো কারবার আমাদের। বুঝতে পারছি তোমার অনুভূতি।'

মাথা নেড়ে গগলসটা টেনে নামাল শেট, রোজী গা ঘেঁষে এল তার। অন্তত এখন পর্যন্ত সব ঠিকই আছে।

জানি না, এরপরের ঘটনাবলি উদ্বিগ্ন করবে আমাকে, প্রায় পানি নিয়ে আসবে চোখে।

অধ্যায় ৩১

কাইল কি ভাবছে, জানতে এগুলাম আমি; যদিও আমার মনে হয়, কি বলবে সে আমার তা জানা আছে। ওর সাথে মোলাকাত করতে অস্বস্তি হয় আমার, ইচ্ছা-শক্তির লড়াইয়ে মাঝে-মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছি দু'জনে। মি.স্মিথ কেস নিয়ে কথা বলতে চায় সে। ভয়ংকর এক খুনী এই মি. স্মিথ— আমেরিকা আর ইউরোপ মিলিয়ে ডজন খানেকের বেশি মানুষ মেরেছে। কাইলের মতে, এরচেয়ে কুৎসিতভাবে খুন করতে আগে কখনও দেখেনি সে, অথচ অতিরঞ্জন তার স্বভাবের মধ্যে পড়ে না।

একাডেমী ভবনের টপ ফ্লোরে কাইলের অফিস, কিন্তু অ্যাডমিনের বেজমেন্টে ক্রাইসিস রুমে এখন সময় কাটছে তার। যতদুর শুনেছি, বিরাট বোর্ড, আধুনিক কম্পিউটার, ফোন আর একগাদা এফ.বি.আই.-কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে সভা চলছে। কাউকেই খুব একটা সুখী দেখাল না— ঢুকেই টের পেলাম।

বড় বোর্ডে লেখা রয়েছে— মি. স্মিথ ১৯— ভালো মানুষ ০, উজ্বল লাল হরফে।

'মনে হয়, আবার সুখের দিনে ফিরে গেছ বন্ধু। কোথাও যাবার নেই।' বললাম আমি। বড় ওয়ালনাট ডেস্কটাতে বসে আছে কাইল, প্রমাণাদির বোর্ডে হারিয়ে গেছে যেন।

আমার ইচ্ছা না থাকা সত্তেও কেসটা সম্পর্কে অনেকটা জেনেছি আমি। ক্যামব্রিজ, ম্যাসাচুসেটসে প্রথম খুনটা করেছিল মি. স্মিথ। এরপর ইউরোপে পাড়ি জমায় সে, এখন সেখানেই কাজ সারছে একে একে। সাম্প্রতিক ভিকটিম, লন্ডনের এক পুলিশ— মি. স্মিথ কেসে দায়িত্ব পাওয়া বেশ পরিচিত এক ইন্সপেক্টর ছিল সে।

এত অদ্ভুত, পেঁচানো আর বিশ্রী স্মিথের কান্ডগুলো যে, মিডিয়াতে ভীনগ্রহের প্রাণী হিসেবে বেশ একটা সিরিয়াস পরিচিতি পেয়ে গেছে সে। অবশ্য, যে কোন মানদন্ডেই 'স্মিথ' একজন অমানুষ। কোন মানুষের পক্ষে

করা সম্ভব নয়, এমন উন্মাদের মতো কার্যাবলি তার। এই থিওরীই চলছে এখন সবখানে।

'মনে হচ্ছিল, কোনদিন পৌঁছবে না তুমি।' আমাকে দেখে বলল কাইল।

আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত উঁচু করলাম আমি, 'কী করব, বলো— ব্যস্ত ছিলাম। সোনেজি ইতোমধ্যেই ওভারলোড করে রেখেছে আমাকে। আর তাছাড়া, কাজের কারনে পরিবারকে সময় না দেয়াটা ছেড়ে দিতে চাচ্ছি।'

মাথা নাড়ল কাইল। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বুঝতে পারছি। পুরো ছবিটা দেখতে পাই আমি, সহানুভূতি জানাই তোমার অনুভূতিগুলোকে। তবে, এখানে যখন চলেই এসেছ, মি. স্মিথ কেসটা নিয়ে একটু আলাপ করে নিতে চাই। আলেক্স, বিলিভ মি— এরকম কিছু আগে কখনও দেখনি তুমি। একটু হলেও আগ্রহী হতে বাধ্য হবে।'

'মনে হচ্ছে না। আসলে এখন চলে যাব আমি। এই মুহূর্তেই।'

'অবিশ্বাস্য জটিল একটা সমস্যা আমাদের হাতে, আলেক্স। আমি বলি, তুমি শুধু একটু শুনো। কেবল শুনেই দেখো না।' অনুনয় ঝড়ল কাইলের কণ্ঠে।

একটু থমকালাম আমি। 'ঠিক আছে, শুনব। কিন্তু ওই পর্যন্তই। এর সাথে নিজেকে জড়াব না আমি।'

আনুষ্ঠানিক একটা ইঙ্গিত করল কাইল আমার উদ্দেশ্যে। 'শুধু শোনো। শোনো আর মাথাটা খেলাও একটু। একদম খারাপ করে দেবে মাথা— আমারটা তো আগেই গেছে।'

এরপরে থমাস পিয়ার্স নামে এক এজেন্টের কথা শোনাল সে আমাকে। মি. স্মিথ কেসের চার্জে ছিল পিয়ার্স। এর পেছনের কারণ হল, বেশ কয় বছর আগে তার প্রেমিকাকে নিঃশংসভাবে হত্যা করেছিল মি. স্মিথ।

'আমার পরিচিত সবচেয়ে পরিপূর্ণ এবং ব্রিলিয়ান্ট ইনভেস্টিগেটর থমাস পিয়ার্স।' কাইল বলে চলে, 'প্রথম দিকে, যৌক্তিক কারণেই মি. স্মিথ কেসের আশেপাশেও যেতে দিই নি আমরা তাকে। নিজে থেকেই কাজ করেছিল সে। আমরা পারিনি, কিন্তু সে এগিয়ে গিয়েছিল অনেকটা। শেষমেষ সে বলল, এই কেসে কাজ করতে না দিলে ব্যুরো ছেড়ে দেবে সে। এমনকি একা একা কেসটা সমাধা করার হুমকি পর্যন্ত দিল।'

'তাকে কেসটা দিলে তোমরা?' জানতে চাইলাম আমি।

'খুবই পারসুয়েসিভ পিয়ার্স। শেষকালে ডিরেক্টরের কানে তুলল কথাটা। যথেষ্ট যুক্তিবাদী সে, সৃজনশীলও বটে। একটা সমস্যা এমন করে পর্যবেক্ষণ করে, যেমনটা কাউকে করতে দেখিনি আমি। পাগলের মতো কাজ করতে লাগল কেসটা নিয়ে, দিনে আঠেরো-বিশ ঘণ্টা।'

'কিন্তু এমনকি পিয়ার্সও কিছু করতে পারল না, তাই না?' বলে বড় বোর্ডটার দিকে ইঙ্গিত করলাম আমি।

নড্ করল কাইল। 'কিন্তু আমরা কাছাকাছি পৌঁছে গেছি, আলেক্স। তোমার কিছু সাহায্য একান্ত চাই আমি। আমি চাই, থমাস পিয়ার্সের সাথে দেখা কর তুমি। প্লিজ।'

'বলেছিলাম, শুনব।' বললাম কাইলকে। 'কিন্তু দেখা করতে পারব না আমি কারও সাথে।'

প্রায় চার ঘণ্টা পর কাইলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। মাথাটা সত্যিই খারাপ করে দিয়েছে সে এই মি. স্মিথ আর পিয়ার্স নিয়ে, কিন্তু আমি এই অনুরোধে ঢেঁকি গিলছি না।

রোজীকে খুঁজতে আবার এস.এ.এস.-এ ফিরে এলাম আমি। আমাকে দেখতে পেয়েছে শেট এলিওট— এখনও ল্যাব কোঁ, গ্লাভস আর সোনালি গগলস্ তার চোখে। ধীর পায়ে আমার কাছে এসে জানাল 'খারাপ সংবাদ'। এই শব্দটা শুনতে চাই নি আমি।

এরপর আমাকে অবাক করে দিয়ে হাসল শেট। 'ওর সম্পর্কে খারাপ কিছু পাইনি আমরা, আলেক্স। মনে হয়না, সোনেজি কিছু করেছে ওকে নিয়ে। কেবল ধারণার উপর কিছু পরীক্ষা করেছি আমরা। একটি উদ্বায়ী যৌগ- 'ন্যাডা' আছে কিনা দেখেছি। এছাড়াও, ওর দেহে অস্বাভাবিক কোনো অনুদ্বায়ী বস্তুর পরীক্ষাও চালিয়েছি— নেগেটিভ। ফরেনসিক সেরোলজী'র লোকেরা রক্ত নিয়ে গেছে। আর দুই দিনের জন্য ওকে আমাদের কাছে রেখে যেতে হবে তোমাকে— যদিও জানি, কিছুই পাওয়া যাবে না। ইচ্ছা হলে রেখে যেতে পার, খুব লক্ষ্মী ও।'

'জানি আমি।' মাথা নেড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি। 'দেখতে পারি ওকে?'

'সিওর। সারাটা সকাল তোমাকে খুঁজেছে। জানি না কেন, বেশ পছন্দ করে তোমাকে।'

'ও জানে, আমিও একটা ভালো বিড়াল।' হাসলাম আমি।

আমাকে রোজীর কাছে নিয়ে এল শেট। ছোট একটা খাঁচায় মনমড়া হয়ে বসে আছে ওটা। আমিই তো নিয়ে এসেছি বেচারাকে এখানে, তাই না? মনে হয়, আমারই পরীক্ষা হওয়া দরকার।

'কি করব বল,' যতদূর সম্ভব বোঝাতে চাইলাম ওকে। 'ওই ব্যাটা গ্যারি সোনেজিকে দোষ দে, আমাকে নয়। ওইভাবে তাকিয়ে থাকবি না।'

আমার কোলে এসে শেষমেষ গালটা একটু ঘঁষে দিল রোজী।

'বেশ সাহসী ভালো মেয়ে তুমি।' ফিসফিসালাম আমি. 'একটা দেনা রইল তোর কাছে, শোধ করে দেব।'

মৃদু গড়গড় আওয়াজ করে, খরখরে কাগজের মতো জিভটা দিয়ে আমার গালটা একটু চেটে দিল ওটা।

সুইট লেডী, রোজী ও' গ্রেডি।

অধ্যায় ৩২

লন্ডন, *ইংল্যান্ড।*

আশেপাশের সবার মতোই ভেঁজা, কালো একটা ওয়াটারপ্রুফ পড়ে আছে মি. স্মিথ। লোয়ার রিজেন্ট স্ট্রিট ধরে পিকাডেলি সার্কাসের দিকে চলেছে এই রক্তপিপাসু খুনী।

সার্কাসে যাচ্ছি, ও বয়, ও বয়! ভাবছিল সে। লন্ডনের ভারী বাতাসের মতোই পুরু তার ক্ষ্যাপাটে চিন্তাধারা।

শেষ বিকেলের ঘরমুখী জনতার কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না বলেই মনে হয়। কোন বড় শহরের নাগরিক সমাজই তার মত গরিবী হালতের কারও দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। এটা নিজের কাজে লাগায় মি. স্মিথ।

ডাফেল ব্যাগটা কাঁধে ফেলে হনহন করে এগিয়ে পিকাডেলী পৌঁছল সে অবশেষে, আরও বেশি ভীড় এখানে।

রাস্তার গতানুগতিক ট্রাফিকের দিকে মনোযোগী চোখে তাকাল সে, পাঁচটা বড় রাস্তার নিত্যদিনের ব্যাপার এটা। টাওয়ার রেকর্ড, ম্যাকডোনাল্ডস্, দি ট্রকাডেরো, সহ বহু নাম জানা-অজানা বিজ্ঞাপনের নিয়ন আলো দেখল। বাক্সপেটরা কাঁধে, ক্যামেরা হাতে উজবুকের দলের ছড়াছড়ি চারদিকে।

আর একটা মাত্র ভিনগ্রহের প্রাণী উপস্থিত এখানে— সে নিজে।

আচমকাই খুব একা বোধ করল মি.স্মিথ, এত মানুষের ভীড়ে কেবল সে—ই একা।

পিকাডেলী'র বিখ্যাত স্ট্যাচু 'ইরস'-এর নিচে লম্বা, ভারী ডাফেল ব্যাগটা রাখল সে সরাসরি। তারপরও কেউ তার দিকে এতটুকু মনোযোগ দিচ্ছে না।

ব্যাগটা ওখানেই রেখে পিকাডেলী ধরে হেইমার্কেটে চলে এল সে।

অল্প কিছু ব্লক বাকি থাকতে ফোন করল পুলিশকে, সবসময় তাই করে। মেসেজটা খুব সাধারণ, পরিষ্কার এবং বস্তুনিষ্ঠ। *তাদের সময় শেষ।*

'ইন্সপেক্টর ড্রিউ ক্যাবোঁ এখন পিকাডেলী সার্কাসে। একটা ডাফেল ব্যাগের মধ্যে শুয়ে আছে—যতটুকু অবশিষ্ট আছে তার। আনন্দ কর। চিয়ার্স।'

অধ্যায় ৩৩

পিকাডেলী সার্কাসে, ক্রাইম সিনের মাঝখানে থমার্স পিয়ার্সকে হেঁটে যেতে দেখল ইন্টারপোলের সোভ্রা গ্রিনবার্গ। এত ভীড়ের মাঝেও উঁচু হয়ে আছে পিয়ার্সের মাথা।

লম্বা মানুষ পিয়ার্স, লম্বা সোনালি চুলগুলো এক করে পনি টেইল বেঁধেছে সে মাথার পেছনে। সাধারণত কালো সানগ্লাস পড়ে সে। টিপিক্যাল এফ.বি.আই. এজেন্টের মতো লাগছে না তাকে— আসলে, জীবনে যত এজেন্ট দেখেছে গ্রিনবার্গ, তাদের কারো সাথেই মিল নেই পিয়ার্সের।

'এত উত্তেজনা কিসের?' কাছে আসতেই জানতে চাইল সে। 'সাপ্তাহিক খুনের কোটা পূরণ করেছে মি. স্মিথ। এতে অবাক কী।' তার মজ্জাগত হিউমার এখানেও উপস্থিত।

খুনের দৃশ্যপটের চারপাশে লোকজনের ভীড় দেখে মাথা নাড়ল সোভ্রা হতাশ ভঙ্গিতে। প্রেস রিপোর্টার, টেলিভিশন নিউজ ট্রাক গিজগিজ করছে সবখানে।

'লোকাল জিনিয়াসরা কী করেছে? পুলিশ?' জানতে চাইল পিয়ার্স।

'ওরা চিন্তা-ভাবনা করছে। স্মিথ এখানে এসেছিল, কোনো সন্দেহ নেই।'

'জানতে চাচ্ছি, কেউ কি ছোট্ট সবুজ একটা মানুষকে দেখেছে? ছোট ছোট দাঁতগুলো থেকে রক্ত ঝরছে?'

'এক্সাটলি, থমাস। হ্যাভ আ লুক?'

আকর্ষণীয় একটা হাসি হাসল পিয়ার্স। আমেরিকান এফ.বি.আই.-য়ের সাথে ব্যাপারটা মেলে না।

'এমনভাবে বললে যেন, *সামান্য চা'য়ের দাগ—হ্যাভ আ লুক?*

কালো কোঁকড়া চুলগুলো নাড়ল সোভ্রা। প্রায় পিয়ার্সের মতই লম্বা সে, কঠিন-কঠোর সুন্দরী। সবসময়ই পিয়ার্সের সাথে ভালো ব্যবহার করার চেষ্টা করে সে, ব্যাপারটা অবশ্য কঠিন নয় আদৌ।

'ভাবছি, শেষ পর্যন্ত আমিও ক্লান্ত হয়ে গেছি।' বলল মেয়েটা।'কেন, কে জানে?'

ইরসের ভেঁজা, এলুমিনিয়ামের স্ট্যাচুটার ঠিক নিচেই ক্রাইম সিন্— সেদিকে হেঁটে চলল দুজন। লন্ডনের অন্যতম ফেবারিট ল্যান্ডমার্ক এটা, *ইভনিং স্ট্যান্ডার্ড* দৈনিকের প্রতীকচিহ্ন। যদিও মানুষের ধারণা, এটা আসলে নর-নারীর কামভাবের বহিপ্রকাশ— আদতে কিন্তু খ্রিস্টান পরিশুদ্ধতার রূপক এটি।

নিজের আই.ডি. টা দেখিয়ে ইন্সপেক্টরের লাশ ভরা বডি ব্যাগটার দিকে এগুল থমাস পিয়ার্স।

'যেন কোনো গোথিক উপন্যাসে বেঁচে আছে,' বলল সোন্ড্রা গ্রিনবার্গ। পিয়ার্সর পাশে হাঁটুগেড়ে বসেছে সে। ওদের দুইজনকে একটা দলের মতই দেখায়, কিংবা এক জোড়া দম্পতির মতো।

'এখানেও স্মিথ কল করেছিল তোমাকে, লন্ডনে? ভয়েস মেইল রেখে গেছে?' পিয়ার্স জিজ্ঞেস করল তাকে।

নড করল গ্রিন বার্গ। 'দেহটা দেখে কী ভাবছ তুমি? নতুন কীল? দেহের টুকরোগুলো বেশ সাবধানতার সাথে, যত্ন করে ভরেছে স্মিথ। যেমন করে সুটকেসে রাখে মানুষ জিনিসপত্র।'

ভ্রু কুচকাল পিয়ার্স। 'উন্মাদ, গডড্যাম কসাই।'

'পিকাডেলীতে কেন? না হয় বুঝলাম, এ হল লন্ডনের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। কিন্তু ইরসের নিচে কেন?'

'আমাদের জন্য সূত্র রেখে যাচ্ছে সে, পরিষ্কার সূত্র। আমরা বুঝতে পারছি না,' দুঃখের সাথে মাথা নাড়তে লাগল থমাস পিয়ার্স।

'ঠিক বলেছ, থমাস। আমরা তো আর মঙ্গলের অধিবাসী নই।'

অধ্যায় ৩৪

অ*পরাধ ঘটে চলেছে অবিরত।*

অপরের দিন সকালে আমি আর স্যাম্পসন উইলমিংটন, ডেলাওয়ার-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। সোনেজি যেবার প্রথম খুন করেছিল এখানে, তখনই 'ডু পন্টের' জন্যে বিখ্যাত এ শহরটা ঘুরে দেখেছি আমরা, বেশ ক 'বছর আগে। আমার পুরোনো পোর্শেটাতে করেই গেলাম আজ।

ইতোমধ্যে বেশ কিছু ভালো খবর পেয়ে গেছি আমি। এই কেসটার বাজে একটা রহস্য দূর হয়েছে বলা যায়। সেইন্ট এনথনী'র ব্লাড ব্যাংকে খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি, পুরো এক পাইন্ট রক্ত খোঁয়া গেছে আমার সেখান থেকে। কেউ একজন চুরি করে ঢুকে নিয়ে গেছে রক্তটুকু। *গ্যারি সোনেজি? কে হবে এ ছাড়া? সে আমাকে বোঝাতে চাচ্ছে, জীবনে কিছুই আর নিরাপদ নেই আমার।*

ওয়াশিংটনে দুই স্কুলছাত্রকে কিডন্যাপ করার সময় 'সোনেজি' ছদ্মনামটা ব্যবহার করেছিল সে। পত্র-পত্রিকায় বেশ কাটতি পেয়েছিল নামটা— সেই থেকেই এফ.বি.আই. আর মিডিয়া এই নামেই ডাকে তাকে। তার আসল নাম গ্যারি মার্ফি। বউ মেরেডিথ— গ্যারি ডাকত 'মিসি', তাকে নিয়ে ওয়েলমিংটনে থাকত সে। রোনী নামে একটা মেয়ে আছে তার।

আদতে, অল্প বয়সে, সেলারে বন্দি অবস্থায় নিজেকে বিভিন্ন অপরাধে পারদর্শী কল্পনার করার সময় 'সোনেজি' নামটা গ্রহণ করেছে গ্যারি। প্রিন্সটনে, মার্টিন সোনেজি নামের এক স্কুল শিক্ষকের দ্বারা যৌন নিপিড়নের শিকার হয়েছিল বলে দাবি করে সে। আমার ধারণা, কাছের কোন আত্মীয় দ্বারা নির্যাতিত হয়েছিল সে।

সকাল দশটার কিছু পরে সেন্ট্রাল এভিনিউয়ে, গ্যারির বাড়ির কাছে পৌঁছলাম আমরা। ছোট এক বাচ্চা ছেলে রোলারস্কেটে খেলছে, এছাড়া সুন্দর রাস্তাটা একেবারে খালি। বাসার সামনের লনে প্র্যাকটিস করছে ছেলেটা। এলাকায় একটা পুলিশি পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক— সেটা হয়নি। অন্তত আমি তার কোনো নাম-নিশানা দেখতে পেলাম না।

রাস্তাজুড়ে পার্ক করা গাড়িগুলো সবই পুরোনো, আমেরিকান— শেভী, ওল্ডস্, ফোর্ড, কিছু ডজ র‍্যাম পিকআপ ট্রাক।

মেরেডিথ মার্ফি ধরছে না ফোন, এতে অবশ্য একটুও অবাক হলাম না আমি।

'মিসেস মার্ফি আর মেয়েটার জন্য সব থেকে খারাপ লাগে আমার, 'বললাম স্যাম্পসনকে। বাড়ির সামনে চলে এসেছি আমরা। 'গ্যারি যে কি চিজ, মিসেস মার্ফির কোনো ধারণাই ছিল না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল স্যাম্পসন। 'মনে পড়ে, তাকে বেশ সমাদর করত মিসেস। একটু বেশিই করে ফেলেছিল। বোকা বানাল গ্যারি।'

উজ্জ্বল আলো জ্বলছে বাড়িটাতে। ড্রাইভওয়েতে একটা শেভী ল্যামিনা পার্ক করা। গেল বার যখন এসেছিলাম, এরকমই শান্ত ছিল জায়গাটা, অবশ্য, কিছু সময়ের জন্য।

পোর্শে ছেড়ে বেরিয়ে সদর দরজার দিকে চললাম আমরা। আমার গ্লক পিস্তলের বাটটা ছুঁয়ে নিলাম একটু। বারবারই মনে হচ্ছে, সোনেজি বুঝি আমার আর স্যাম্পসনের জন্যে কোন একটা ফাঁদ পেতে বসে আছে।

আশেপাশের এলাকা, পুরো শহরটা দেখে মনে হয়ে যেন ১৯৫০-এ থমকে আছে। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় নিয়মিত, রং করা হয়েছে সম্প্রতি। এটা ছিল সাবধানী চরিত্রের পরিচয়। এর চেয়ে আদর্শ লুকোনোর জায়গা আর হতে পারে না। সেন্ট্রাল এভিনিউয়ে ছোট্ট সুন্দর একটা বাড়ি—সাদা ফেন্স ওয়ালা, পাথরের ওয়াকওয়ে দুভাগ করে রেখেছে সামনের লনটাকে।

'তো কি ভাবছ, কি করছে এই সোনেজি?' সদর দরজায় পৌঁছে গেছি আমরা। 'সে কিছুটা পাল্টে গেছে বলে মনে করছ? সে খুব একটা সাবধানী ছিল না কোনোকালেই, আমার যতদূর মনে পড়ছে। অনেকটা আবেগের বশে কাজ করে।'

তাই মনে হয় আমারও। 'সবকিছু তো আর পাল্টাতে পারে না। এখনও আগের মত কারও না কারো ভূমিকায় খেলে যাচ্ছে সে। কিন্তু এরকম পাগলাটে আচরণ করতে দেখি নি তাকে এর আগে। যেন ধরা পরলে কিছু আসে যায় না। কিন্তু, যা-ই করছে সবই পরিকল্পনা করা, বেঁচে যাচ্ছে বারবার।'

'আর কেন এটা ঘটছে, ড. ফ্রিউড?'

'সেটাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এজন্যেই আগামীকাল লরটন প্রিজনে যাচ্ছি আমরা। গ্যারি সোনেজির পক্ষেও বিচিত্র কিছু কান্ড ঘটছে এবারে।'

ডোরবেল বাজিয়ে অপেক্ষা করছি আমি আর স্যাম্পসন মিসেস মার্ফির জন্যে। এধরনের ছোট শহরে অভ্যস্ত নই আমি বা স্যাম্পসন কেউই, তবে একেবারে আনকোরাও নই। ওয়াশিংটনেও আমরা বেশ বেমানান। কালো গ্লাস আর কালো পোশাকে কোনো ব্লুজ ব্যান্ডের সদস্যের মতো দেখাচ্ছে আমাদের দুজনকে।

'হুমম। কেউ সাড়া দিচ্ছে না।' বললাম আমি।

'আলো জ্বলছে ভেতরে,' স্যাম্পসন বলল, 'কেউ নিশ্চই আছে। সম্ভবত 'মেন ইন ব্লাক'-দের সাথে দেখা করতে চাইছে না।'

'মিসেস মার্ফি।' জোরে বললাম আমি, যদি কেউ ভেতরে থেকে দরজার আওয়াজ না শুনে থাকে। 'মিসেস মার্ফি, দরজা খুলুন। আলেক্স ক্রস বলছি, ওয়াশিংটন ডিসি'র। কথা না বলে যাব না আমরা। '

'বাসায় কেউ নেই মনে হয়।' সন্দেহ প্রকাশ করল স্যাম্পসন।

বাসার চারধারে ঘুরে দেখল ও, পেছনে লেগে রইলাম আমি। সম্প্রতি কাটা হয়েছে লনটা, আগাছা পরিষ্কার করা। সবকিছু বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, নিষ্পাপ।

গতবার এখানে আসার স্মৃতি মনে পরে যাচ্ছে, বাজে স্মৃতি। রোনীর বার্থডে পার্টি ছিল সেটা, ভিতরেই ছিল গ্যারি সোনেজি কিন্তু পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় সে। একটা জাদুকর যেন লোকটা— প্রচন্ড চালাক এক হুডিনি।

এখন হয়তো ভেতরে আছে সোনেজি। কেন আমার মনে হচ্ছে, একটা ফাঁদে পড়তে যাচ্ছি?

পেছনের পোর্চে দাঁড়িয়ে রইলাম, বুঝছি না কি করা উচিত। বেল বাজালাম আবার। এই কেসটার সবকিছুই বেশ এলোমেলো। এখানে এসেছে সোনেজি? এই উইলমিংটনে? কেন? কেন খুন করল এতগুলো মানুষ পেন আর ইউনিয়ন স্টেশনে?

'আলেক্স!' চেঁচিয়ে ডাকল স্যাম্পসন, 'আলেক্স! এখানে। জলদি আস! তাড়াতাড়ি!'

দৌড়ে উঠান অতিক্রম করলাম আমি, মুখের কাছে চলে এসেছে যেন হৃদপিন্ড। চার হাত পায়ে উবু হয়ে আছে স্যাম্পসন ; সাদা রং করা একটা ডগহাউসের সামনে গুঁড়ি মেরে কি দেখছে সে? কি আছে ওটার ভেতরে?

কাছাকাছি যেতেই কালো ভনভনে মাছির মেঘটা দেখতে পেলাম আমি।

তারপর শুনতে পেলাম ওদের গুঞ্জন।

অধ্যায় ৩৫

'ওহ্, **গডড্যাম** ইট, আলেক্স, দেখ উন্মাদটা কী করে গেছে! দেখো কি অবস্থা করেছে মেয়েটার!'

তাকাতে চাইছিলাম না আমি, কিন্তু তাকাতে হবে আমাকে। স্যাম্পসনের পাশে উঁবু হয়ে বসলাম আমি, মাছি আর নোংরা পোকা-মাকড় তাড়াচ্ছি দুজন হাত দিয়ে। সাদা লার্ভা ছড়িয়ে আছে সবখানে— ডগহাউস, লন— সবখানে। একটা রুমাল বেঁধে নিলাম মুখে, তবুও ভয়ংকর পচা এই দুর্গন্ধ দূর হল না। চোখ জ্বালা করতে লাগল আমার।

'কি সমস্যা এই উন্মাদটার? কোত্থেকে পায় সে এইসব আইডিয়া?' স্যাম্পসন বলল।

কাপড় দিয়ে ঢাকা অবস্থায় ডগহাউসের ভেতর পড়ে আছে সোনালী একটা মাদী কুকুর, বলা ভাল, যা অবশিষ্ট আছে ওটার। কাঠের দেয়ালগুলোর চারধারে লেপটে আছে রক্ত, জবাই করা হয়েছে কুকুরটাকে।

কুকুরটার ঘারের সাথে শক্ত করে বাঁধা রয়েছে মেরেডিথ মার্ফির মাথা। বেশ ভালোভাবেই বেঁধে রাখা মাথাটা যদিও কুকুরটার শরীরের জন্য বেশ বড় হয়ে গেছে মেরেডিথ। পুরোনো দিনের মি. পটেটো হেড টয়-এর কথা মনে পড়ে গেল আমার। মেরেডিথ মার্ফির খোলা, নিষ্প্রাণ চোখ দুটো তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

প্রায় চার বছর আগে মেরেডিথ মার্ফির সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। বুঝতে পারছি না, কী করেছে সে সোনেজির সাথে। নিজের বউ সম্পর্কে কখনই খুব বেশি কিছু বলতো না সে, যখন সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম জেলে। খুব ছোট করে দেখতো সোনেজি তাকে, তার বলা ডাকনামগুলো মনে পড়ল আমার—'সিম্পল সাইফার', 'হেডলেস হাউসফ্রো' কিংবা 'ব্লন্ড কাউ' ইত্যাদি।

'এই অসুস্থ, কুত্তার বাচ্চাটার মাথায় কী খেলছে বলতে পার? বুঝতে পেরেছ কিছু?' রুমাল চাপা মুখের ভেতর থেকে বিড়বিড় করে বলল স্যাম্পসন।

আমার ধারণা ছিল, সাইকোটিক রাগের বহিঃপ্রকাশগুলো ব্যাখ্যা করতে পারি আমি, কিন্তু সোনেজির এবারের কান্ডগুলো আমার কাছে অস্বাভাবিক

লাগছে অতিমাত্রায়। খুনগুলো সব চরমধর্মী, ব্লাডি। ছন্নছাড়া ভাবে, বেশ নিয়মিত বিরতিতে ঘটছে যেন খুনগুলো।

ভয়ংকর একটা চিন্তা খেলছে মাথায়— হয়তো সোনেজি নিজেই তার রাগ দমন করতে পারছে না, একটা দুটো খুনের পরও নয়। খুনগুলো তাকে তৃপ্ত করছে না এবারে।

'ওহ, খোদা।' পায়ের উপর উঠে দাঁড়ালাম আমি, 'ওর ছোট মেয়ে রোনী। না জানি কী করেছে সে মেয়েটাকে নিয়ে।'

কাঠের লটটা খুঁজে দেখলাম দুজনে, বাড়ির উত্তর-পূর্ব দিকে। রোনী নেই। কোন দেহখন্ড কিংবা কুৎসিত কোনো সারপ্রাইজও নেই।

দুই গাড়ির গ্যারেজটাও খুঁজে দেখলাম আমরা, ব্যাক পোর্চে দুর্গন্ধওয়ালা ছোট জায়গাটাতেও দেখলাম। কিছু নেই। কোথায় রোনী? তাকে কী সাথে নিয়ে গেছে উন্মাদটা? কিডন্যাপ করেছে নিজের মেয়েকে?

বাড়ির দিকে ফিরে গেলাম আমি, পিছনে স্যাম্পসন। কিচেনের জানালাটা ভেঙ্গে, দরজার তালা খুললাম, তারপর দৌড়ে ঢুকলাম ভেতরে। সবচেয়ে খারাপ কথাটা ভাবছিলাম— খুন করেছে বাচ্চা মেয়েটাকে?

'আস্তে যাও, আলেক্স। ধীরে বন্ধু।' বিড়বিড় করে পিছন থেকে বলর স্যাম্পসন। জানে, বাচ্চারা আক্রান্ত হলে হুঁশ থাকে না আমার। ও ভাবছে এটাও সোনেজির কোন ফাঁদ হতে পারে। বেশ আদর্শ জায়গা এটা ফাঁদ পাতার জন্যে।

'রোনী!' চিৎকার করে ডাকলাম আমি। 'রোনী, এখানে আছ তুমি? রোনী, শুনতে পাচ্ছ আমাকে?'

ওর মুখটা মনে পড়ল আমার, শেষবার এখানে এসেছিলাম যে বার। ছবি আঁকতে বললে হুবহু পারব।

গ্যারি একবার আমাকে বলেছিল, রোনী তার জীবনের একমাত্র অর্থবহ কিছু, একমাত্র ভাল কিছু। আমি বিশ্বাস করেছিলাম তাকে। নিজের বাচ্চাদের প্রতি অনুভূতিগুলো থেকে বুঝতে চেয়েছিলাম আমি। মনে হয়, সোনেজির বিবেক আর অনুভূতি আছে এটা ভেবে বোকা বনেছি।

'রোনী! আমরা পুলিশ। বেরিয়ে এসো, হানি। রোনী মার্ফি, তুমি আছ এখানে? রোনী?'

'রোনী!' চিৎকার করছে স্যাম্পসনও, ওর গভীর কণ্ঠস্বর আমার চেয়ে অনেক ভারী।

প্রতিটি বন্ধ দরজা খুলে নিচের তলাটা দেখে নিলাম আমরা। নাম ধরে ডাকছি সারাক্ষণ। খোদা, প্রার্থনা করছি আমি — *গ্যারি, নিজের মেয়েকে নয়। ওকে মেরে প্রমাণ করতে হবে না, তুমি কতটা খারাপ। আমরা পেয়েছি তোমার মেসেজ. বুঝতে পেরেছি।*

কাঠের সিঁড়ির ধাপ দুটো করে টপকে দোতলায় উঠলাম, ছায়ার মতো পিছনে লেগে আছে স্যাম্পসন। ওর চেহারায় সাধারণত আবেগ ধরা পরে না, যদিও জানি, আমার মতই উদ্বিগ্ন সেও। কেউই কথা বলছি না আমরা।

ওর চোখে মুখে, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসে সেটা বুঝতে পারছি আমি। 'রোনী! এখানে আছ তুমি? লুকিয়ে আছ কোথাও?' ডাকল সে।

'রোনী, পুলিশ এসেছে, কোনো ভয় নেই। বেরিয়ে আস তুমি।'

মাস্টার বেডরুমটাকে তছনছ করেছে কে যেন। কেউ একজন এসেছিল এখানে, ধ্বংস করেছে রুমটাকে, প্রতিটি আসবাব ভেঙেছে, খাট-পালঙ্ক সব উল্টে রেখেছে।

'ওকে মনে আছে তোমার, জন?' বেডরুমটা চেক করতে করতে শুধালাম আমি।

'বেশ ভালোভাবে।' নরম স্বরে বলল স্যাম্পসন, 'ছোট্ট একটা মিষ্টি মেয়ে।'

'ওহ নো, নোওও...!'

আচমকা সিঁড়ি দিয়ে নেমে হলওয়েতে ছুটলাম আমি। কিচেনের ভেতরে ঢুকে ফ্রিজ আর চার বার্নারের স্টোভটার মাঝের খালি একটা জায়গার দরজা টেনে খুললাম।

সিঁড়ি বেয়ে বেজমেন্টে নেমে সেলার ঘরে চলে এলাম দুজনে।

বুকটা যেন ফেটে যাবে আমার, এত জোরে আওয়াজ করছে হৃদপিন্ড। এখানে আসতে চাই নি আমি, দেখতে চাই না সোনেজির হাতের কাজ, ওর নিকৃষ্ট কুকীর্তি।

ওর বাড়ির সেলার।

গ্যারির ছোটবেলার দুঃস্বপ্নের ঘর।

সেলার।

রক্ত।

ট্রেন।

মার্ফি বাড়ির সেলারটা ছোট আর পরিষ্কার। ঘুরে দেখতে লাগলাম আমরা। *ট্রেন চলে গেছে!* প্রথমবার এইখানে এসে একটা খেলনা ট্রেন সেট দেখেছিলাম।

ছোট মেয়েটার কোনো চিহ্নও দেখছি না। কিছুই অস্বাভাবিক নয় এখানে, খোলা ক্যাবিনেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ওয়াশার, আর কাপড় ড্রায়ারটা খুলে দেখছে স্যাম্পসন।

ওয়াটার হীটার আর ফাইবার গ্লাসের লন্ড্রি সিংকের কাছে রং না করা দরজা আছে একটা। কোন রক্ত নেই কোথাও, রক্তমাখা কাপড়ও নেই সিংকে। এখান থেকে বাইরে যাবার কোনো পথ আছে কি? বাবাকে দেখে ছোট মেয়েটা পালিয়ে যায়নি তো?

ক্লোজেট! টান মেরে দরজাটা খুলে ফেললাম আমি।

দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, মুখে পুরোনো কাপড় গোজা— রোনী মার্ফি আছে ওখানে! ও বেঁচে আছে! নীল চোখ দুটো বড় বড় হয়ে আছে মেয়েটার ভয়ে।

দারুন কাঁপছে ও। মেয়েটাকে মারেনি সোনেজি, মেরে ফেলেছে তার ছেলেবেলাটাকে। ঠিক যেমনি নিজের ছেলেবেলা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তার। বেশ ক 'বছর আগে ম্যাগি রোজ বলে একটা বাচ্চা মেয়ের এ হাল করেছিল সোনেজি।

'ওহ, সুইট গার্ল।' ওর বাঁধন খুলে দিতে দিতে ফিসফিস করে বললাম আমি। 'সবকিছু ঠিক আছে এখন। সব ঠিক আছে, রোনী। তুমি এখন ও'কে।'

যা বলতে পারি নি ওকে, তা হল— *তোমার বাবা ভালবাসত বলেই খুন করেনি তোমাকে— কিন্তু অন্য সবকিছু আর সবাইকে মেরে ফেলতে চায় সে।*

'ইউ আর ওকে, ইউ আর ওকে, বেবী। এভরিথিং ইজ ওকে।' মিথ্যা সান্তনা দিচ্ছিলাম আমি বাচ্চা মেয়েটাকে।

সবকিছু ঠিক আছে।

অধ্যায় ৩৬

অনেক বছর আগে ন্যানা আমাকে পিয়ানো বাজানো শিখিয়েছিল। সেই দিনগুলোতে পরিবারে যে কোনো উৎসবেই বাজানো হতো পুরোনো পিয়ানোটা। এক বিকেলে, স্কুল শেষের পর আমাকে একটু বুগি-উগি শেখাতে চাইলেন উনি। তখন মাত্র এগারো বছর বয়স আমার, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এই তো সেদিনের ঘটনা। এখন যেমন জেনী আর ড্যামনের সাথে পিয়ানো বেঞ্চে বসি আমি, তেমনি করে ন্যানা-মামা আমাকে শিখিয়েছিলেন।

'মনে হয়, জ্যাজ-এ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছ তুমি, আলেক্স। একটা সুন্দর জিনিস শেখাই তোমাকে। হয়ত যেখান থেকে তোমার মিউজিক ক্যারিয়ার শুরু হতে পারে, সেটাই দেখাবো আজ।'

প্রতিদিন আঙ্গুলের প্রাকটিস করাতেন আমাকে, এরপর বাজিয়ে শোনাতেন বিথোফেন, মোজার্ট, হ্যানডেল আর হেইডেন-এর কম্পোজিশন। জর্জটাউনে স্কুলে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত— এগারো থেকে আঠেরো বছর বয়স পর্যন্ত তার কাছে পিয়ানো শিখেছিলাম। ততদিনে দারুন জ্যাজ বাজানো শিখে গেছি, তারচেয়ে বড় কথা, কি বাজাতে ভাল লাগে আর কেনই বা লাগে— এ জ্ঞানও চলে এসেছে।

ডেলাওয়ার থেকে সেদিন বেশ দেরীতে ফিরে এসে ন্যানাকে পোর্চে পিয়ানো বাজাতে শুনলাম। বহু বছর ওরকম বাজাতে শুনিনি তাকে।

আমার আসার শব্দ টের পায়নি সে, দরজায় দাঁড়িয়ে তার কাজ দেখলাম আমি কিছু সময়। মোজার্ট বাজছিল পিয়ানোতে, এখনও নিজের পছন্দ সম্পর্কে সচেতন সে। একবার আমাকে বলেছিল, এটা বেশ দুঃখের ব্যাপার যে, কেউ জানে না কোথায় কবর দেয়া হয়েছে মোজার্ট-কে।

ও শেষ করতেই বলে উঠলাম আমি। 'ব্রাভো, ব্রাভো। অসাধারণ হয়েছে।'

আমার দিকে ফিরল ন্যানা। 'সিলী ওল্ড ওম্যান।' বলে চোখের একফোঁটা পানি মুছে ফেলল সে, আমার অবস্থান থেকে দেখা গেল না সেটা।

'মোটেও সিলী না।' আমি বললাম। পিয়ানো বেঞ্চে বসে ওর হাত দুটো টেনে নিলাম আমার হাতে। 'ওল্ড, ঠিক আছে। সত্যিই ওল্ড আর কাঁপুনে—তবে সিলী নয়।'

'আমি ভাবছিলাম,' বলল ও, 'মোজার্টের একুশ নম্বর কনসার্টোর কাজটুকু কত সুন্দর করেই না বাজাতাম আমি অনেক অনেক বছর আগে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, 'তো, একটু আবেগের কান্না কেঁদে নিলাম। ভালোই তো লাগছে।'

'বাধা দেয়ার জন্য দুঃখিত।' শক্ত করে ধরে রেখেই বললাম আমি।

'আমি তোমাকে ভালবাসি, আলেক্স।' ফিসফিসাল গ্রান্ডমা। 'এখনও "ক্লেয়ার দো ল্যুন" বাজাতে পার?'

ন্যানা-মামাকে পাশে রেখে বাজাতে লাগলাম আমি।

অধ্যায় ৩৭

ব্যস্ত-জীবন ধারা বয়ে চলল পরবর্তী সকালেও।

তার এজেন্ট থমাস পিয়ার্স সম্পর্কিত বেশ কিছু ফ্যাক্স পাঠিয়েছে কাইল ক্রেইগ। যে শহরগুলোতে খুন করেছে মি. স্মিথ— আটলান্টা, সেইন্ট লুইস, সিয়াটল, স্যান-ফ্রান্সিসকো, লন্ডন, হ্যামবুর্গ, ফ্রান্‌কফুর্ট এবং রোম— সে জায়গা থেকে করা হয়েছে ফ্যাক্সগুলো। গত বসন্তে ফোর্ট লওডেরডেল-এ এক মার্ডারারকে ধরতে সাহায্য করেছিল পিয়ার্স আমাকে।

শিরোনাম গুলো এরকম:

সেইন্ট লুইস-এ মানসিক ভারসাম্যহীন খুনীকে পাকড়াও করেছেন পিয়ার্স।
থমাস পিয়ার্স— আবার সফল তিনি।
সব প্যাটার্ন-কীলাররা পিয়ার্সের মতো ব্রিলিয়ান্ট নয়।
সবচেয়ে ভীতিকর হত্যাকারীর জম।

কাইলকে না জানা থাকলে মনে করতাম. ও হয়তো পিয়ার্স সম্পর্কে জেলাস করে তুলতে চাচ্ছে আমাকে। কিন্তু জেলাস হবার সময়টুকু পর্যন্ত নেই আমার।

পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে অপছন্দের জায়গা, লরটন জেলে দুপুরের কিছু পরে রওনা হলাম আমি।

এই হাই-সিকিওরিটি জেলের ভেতরে সব কিছু বেশ ঢিমে-তেতালা গতিতে চলে। যেন অদৃশ্য কোন হাত দিয়ে পানির নিচে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে আপনাকে। দিন, বছর আর কখনও দশক পেরিয়ে চলেছে এই ভাবে।

একটা অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ ফ্যাসিলিটির ভেতরে দিন রাত বাইশ-তেইশ ঘন্টা রাখা হয় কারাভোগীদের। যারা বাইরে থেকে আসে তাদের পক্ষে একঘেয়েমি ঠিক অনুভব করা সম্ভব নয়, কল্পনা করে নিতে হয়। গ্যারি সোনেজি বলেছিল কথাটা আমাকে, পানির নিচের উপমাটুক ও দিয়েছিল যেবার তার সাক্ষাতকার নিতে এখানে এসেছিলাম আমি।

আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছিল সে জেলের অভিজ্ঞতাটুকু দেয়ার জন্য, বলেছিল, কোন দিন সুযোগ এলে আমাকেও সেটা দিতে চায়। বার বারই কেন

জানিনা, মনে হচ্ছে সেই সময়টা যেন চলে এসেছে। কি হতে পারে সোনেজির প্রতিশোধ?

কল্পনা করতে পারছি না।

পঞ্চম তলায়, লরটনের ওয়ারেডেনের অফিসে যেতে যেতে পানিতে ডুবে আছি— এরকম একটা অনুভব হল আমার।

জোড়া খুনের আসামী জামাল আউত্রি-এর জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি। সে দাবি করেছে, সোনেজি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে তার কাছে। লরটনের ভেতরে তাকে সবাই 'রিয়েল ডিল' বলে ডাকে। একটা মাংসাশী জানোয়ার বিশেষ, তিনশ' পাউন্ডের দানব সে— বাল্টিমোরে দুই টিনেজ পতিতাকে মেরে ফেলেছিল।

টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসা হল তাকে আমার কাছে, ছোট-ছিমছাম অফিস কক্ষটায়। বিলি ক্লাব হাতে দুই আর্মড গার্ড পাহারা দিচ্ছে।

'তুমি আলেক্স ক্রস? অ্যাহ্, বিরাট ব্যাপার!' মধ্য-দক্ষিণের উচ্চারণে বলল জামাল আউত্রি।

তাচ্ছিল্যের হাসি তার ঠোঁটে। চোয়াল আর মুখের নিচের ভাগ ঝুলে আছে বিদ্রুপে। অদ্ভুত, অসমান শুয়োরের মতো কুঁতকুঁতে চোখ তার— তাকানো দুস্কর। এমন ভাবে হাসছে, যেন আজ পেরোলে মুক্তি পাচ্ছে, অথবা কোন লটারীর টিকিট জিতে গেছে।

গার্ড দুইজনকে জানালাম, আউত্রির সাথে একা কথা বলতে চাই আমি। শিকল দিয়ে বাঁধা সত্তেও দোনোমোনো করে চলে গেল দুই গার্ড। এই জানোয়ারটাকে নিয়ে অবশ্য একটুও দুশ্চিন্তা করছি না আমি। কোনো অসহায় বালিকা নই যে, ধরে পিটাবে সে।

'দুঃখিত, তোমার জোক্‌টা মিস করেছি আমি।' শেষমেষ বললাম তাকে। 'বুজছি না, হাসার মতো কি ঘটল এখানে।'

'অউ, ওটা বাদ দাও, ম্যান। ঠিকই বুঝেছ তুমি। শেষমেষ,' বলে চলল আউত্রি, 'ঠিকই বুঝতে পারবে। ওটা তোমার মধ্যেই আছে, ড্. ক্রস।'

শ্রাগ করলাম আমি। 'আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছ তুমি, আউত্রি। ঝেড়ে কাশো। তোমার জঘন্য কৌতুক কিংবা ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য এখানে আসি নি আমি। সেলে ফিরে যেতে চাইলে এখনই ঘুরে দৌড় দাও।'

হাসতে হাসতেই দুটো চেয়ারের একটায় বসল জামাল আউত্রি। 'আমাদের দুজনেরই কিছু না কিছু চাই।' বলল সে। চোখের দৃষ্টিতে সিরিয়াসনেস ফুটে উঠছে। উবে গেছে হাসি, অবয়বে কঠোরতা।

'বল, কি নিয়ে সওদা করতে চাও। দেখি কতদূর কি বলার আছে তোমার।' বললাম আমি। 'আমার পক্ষে যা করা সম্ভব, করব আমি।'

'সোনেজি বলেছিল বটে, তুমি একটা কঠিন চিজ, স্মার্ট ফর এ কপ। *আমার পক্ষে যা করা সম্ভব, করব আমি।' ভেঙচাল সে।*

ওর বড় মুখটা থেকে বেরোনো অবজ্ঞা উপেক্ষা করলাম আমি। ষোলো বছরের সেই মেয়ে দুটোর কথা ভাবছি, যাদের মেরেছে সে। ওদের দিকে ঠিক একইভাবে হেসেছিল সে হয়তো।

'কখনও কথা বলেছ সোনেজির সাথে? তোমার দোস্ত মানুষ ছিল সে।' জানতে চাইলাম।

মাথা নাড়ল আউত্রি, কুঁতকুঁতে চোখ জোড়া এক মুহূর্তের জন্যেও সরায়নি আমার চোখ থেকে।

'নোও, ম্যান। ওর দরকার হলে কেবল কথা বলতো। সোনেজি বরং বসে থাকবে তার সেলে, মঙ্গলগ্রহ বা আরো দূরের কোনো স্থানের কথা ভাববে। কোনো বন্ধু ছিল না তার, আমি বা আর কেউ না।'

চেয়ার ছেড়ে একটু ঝুঁকে এল আউত্রি আমার দিকে, কিছু বলতে চায় সে। অবশ্যই সে ভাবছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু। গলা নামালো, যেন কেউ আড়ি পেতে আছে আমাদের কথা শোনার জন্যে।

তাহলে সোনেজিকেও কেউ পছন্দ করে, ভাবলাম আমি।

অধ্যায় ৩৮

'দেখো, সোনেজির কোনো বন্ধু-বান্ধব ছিল না এখানে। কারও প্রয়োজন ছিল না তার। আচরণে একটা বিচিত্র ভাব ছিল— বুঝতে পারছ কি বলছি? কোনো কিছুর দরকার পড়লে তবেই আমার সাথে কথা বলতো সে।'

'কী ধরনের কাজ করতে সোনেজির জন্যে?' শুধালাম আমি।

'সাধারণ ব্যাপার। সিগার, নোংরা বই, ফ্রুট-লুপের জন্যে মাস্টার্ড এইসব। কেউ কেউকে দূরে সরিয়ে রাখতেও টাকা দিত সে। সবসময় টাকা থাকত ওর কাছে।'

ব্যাপারটা নিয়ে কিছু সময় ভাবলাম আমি। লরটনে কে টাকা দিত তাকে? ওর বউ টাকা পাঠাতো— এ আমি বিশ্বাস করি না। ওর দাদা অবশ্য এখনও বেঁচে আছে, নিউজার্সিতে থাকে। তিনি হয়তো দিতে পারেন। একটা মাত্র বন্ধু ছিল সোনেজির, তাও বাচ্চা বয়সে।

নোংরা ভাষায় এখনও বকবক করে চলেছে জামাল আউত্রি।

'বুঝে দেখ, ম্যান। আমার জন্য যে প্রতিরোধক গ্যারি নিয়ে এসেছিল, সেটা সেরা। এখানে যে কারও চেয়ে ভাল।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।' বললাম আমি। 'খুলে বল, জামাল। পুরো তথ্য চাই আমার।'

'*কোন কোন* সময়ে *কিছু* লোককে রক্ষা করতে পার তুমি। এটাই বলতে চাচ্ছি। শরীফ থমাস নামে আর এক আসামী ছিল এখানে। নিউইয়র্ক সিটির একদম ক্রেজি নিগার। গোফি আর কোকু-লকো নামে অন্য দুই নিগারের সাথে চলতো। এখন সে বাইরে, কিন্তু যখন সে ভেতরে আসবে, তোমাকে নিশ্চিত করতে হবে, যেন তোমাকে ছুঁতে না পারে সে।'

আউত্রির কথাবার্তা অন্য কোনো দিকে মোড় নিচ্ছে, নিঃসন্দেহে দরাদরি করার মতো কিছু একটা আছে তার কাছে। 'গ্যারি সোনেজির সাথে শরীফের কি সম্পর্ক?' জানতে চাইলাম আমি।

'সোনেজি তাকে মারতে চেয়েছিল। টাকাও দিয়েছিল। কিন্তু বেশ স্মার্ট লোক এই শরীফ। ভাগ্যবানও বলা যায়।'

'ওকে মারতে চাইবে কেন সোনেজি?'

ঠান্ডা চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল আউত্রি। 'আমাদের একটা ডিল হয়েছে, তাই না? কী পাচ্ছি আমি এর বদলে?'

'আমার পূর্ণ মনোযোগ। আমি আছি এখানে, জামাল— শুনছি তোমার কথা। শরীফ আর সোনেজির মধ্যে কী ঘটেছে, খুলে বল।'

'সোনেজি খুন করতে চাইছিল শরীফকে, কারণ ওর সাথে *শুয়েছিল* শরীফ। ব্যবহার করেছিল সোনেজিকে—তাও একবার-দুবার নয়। নিজেকে সবচেয়ে বড় উন্মাদ প্রমাণ করতে চাইত শরীফ।'

মাথা নেড়ে সামনে ঝুঁকে বসলাম আমি। একটা বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে না। 'অন্যান্য আসামীদের থেকে গ্যারিকে আলাদা রাখা হয়েছিল, তাই না? ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি। থমাস ওকে পেল কোথায়?'

'অ্যাহ্, ড্যাম! বলেছি তো, বেশ কিছু হয় এখানে। বাইরের দুনিয়ার সাথে মেলালে ভুল করবে, ম্যান। এইভাবেই চলছে এখানে এবং চলবে সবসময়।'

আউত্রির চোখে তাকালাম আমি। 'তো সোনেজিকে রক্ষা করার জন্য টাকা নিয়েছিলে ওর কাছ থেকে? শুধু এ-ই? না, আরো কিছু আছে?'

বুঝতে পারছি, একটু একটু করে তথ্য দিচ্ছে আউত্রি। আমার উপর ছড়ি ঘোরাতে পেরে বেশ তৃপ্ত।

'আরো আছে। গ্যারি সোনেজিকে অসুখটা দিয়ে গেছে শরীফ। সোনেজির শরীরে আছে এখন সেই জীবাণু। ও মরছে, ম্যান। তোমার ওল্ড ফ্রেন্ড গ্যারি সোনেজি মারা যাচ্ছে। খোদার তরফ থেকে ইশারা পেয়ে গেছে সে।'

একটা ঘুষির মতো লাগলটা সংবাদটা। প্রকাশ করলাম না আমি, পাছে জামাল এটা থেকে সুবিধা লুটতে চায়। এখন সোনেজির অনেক কাজ কর্মের ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। *অসুখটা দিয়ে গেছে শরীফ। এইডস্ হয়েছে তার। মরে যাচ্ছ গ্যারি সোনেজি। হারাবার আর কিছু নেই তার।*

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ন প্রশ্ন, আউত্রি কি সত্যি কথা বলছে?

মাথা নাড়লাম আমি। 'তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না, আউত্রি। কেনই বা করব?' বললাম তাকে।

আহত দেখাল আউত্রিকে, এটা তার অভিনয়ের অংশ। 'যা ইচ্ছা ভাবতে পার, তবে আমার কথা বিশ্বাস না করলে ঠকবে। আমাকে বলে গেছে গ্যারি। দুইদিন আগে যোগাযোগ করেছে সে, জানিয়েছে তার অসুখের কথা।'

বৃত্ত পূর্ণ করে ফেলেছি আমরা। যে মুহূর্ত থেকে এখানে ঢুকেছে, আউত্রি জানে, আমাকে পেয়ে গেছে সে। এখন তার মূল দাবি আমার শুনতে হবে। এবারে, কিছুক্ষণ শক্ত ব্যবহার করতে হবে এর সাথে।

'কেন সে তোমাকে বলবে যে, সে মারা যাচ্ছে?' অভিনয় করছি আমি।

'সোনেজি জানত, এখানে আসবে তুমি জিজ্ঞাসাবাদ করতে। ও তোমাকে চেনে, ম্যান— তুমি ওকে যতটা চেনো, তারচেয়ে অনেক বেশি। সোনেজি আমাকে বলে গেছে, তোমাকে যেন ব্যক্তিগত ভাবে কথাটা জানাই আমি। শুধু তোমার জন্য মেসেজটা দিয়েছে সে। *বলে গেছে তোমাকে জানাতে।*'

ধূর্ত হাসিটা আবার খেলে গেল জামাল আউত্রির ঠোঁটে। 'তো, কি মনে হয় ড. ক্রস? যে জন্যে এসেছ এখানে, পেয়েছ সেই খবর?'

যা জানার ছিল, তাতো জেনেছি আমি। মারা যাচ্ছে গ্যারি সোনেজি। চাইছে, ওকে অনুসরণ করে নরকে যাই আমি। উগ্র এক উন্মাদ সে এখন। কিছু হারাবার নেই, কাউকে ভয় পাবার নেই এখন গ্যারি সোনেজির।

অধ্যায় ৩৯

নরটন জেল থেকে ফিরে ক্রিস্টিন জনসনকে ফোন করলাম আমি। ওর সাথে দেখা করা দরকার, সরে থাকা দরকার এই কেসটা থেকে ; অন্তত কিছু সময়ের জন্যে হলেও। ম্যাকফারসন স্কোয়ারের জর্জিয়া ব্রাউন হাউসে ডিনারের অফার করতে একটু ভয় ভয় হচ্ছিল। আমাকে অবাক করে দিয়ে রাজী হয়ে গেল ক্রিস্টিন।

ক্লান্ত লাগছিল খুব, তবু একটা গোলাপ হাতে ওর বাসার সামনে উপস্থিত হলাম আমি— দারুন লাগছে অনুভূতিটুকু। সুন্দর করে হেসে গোলাপটা একটা পাত্রে পানি দিয়ে রেখে দিল ক্রিস্টিন— যেন কত দামী একটা জিনিস ওটা।

ধূসর রংয়ের একটা কাফ-লেঙ্থ স্কার্ট, তার সাথে ম্যাচ করা নরম-ধূসর একটা ভি গলা ব্লাউজ পড়েছে ও। অসাধারণ লাগছে। দুজনেরই আজকের দিনের কাজ-কর্ম নিয়ে কথা বললাম রেস্টুরেন্টে যেতে যেতে। নিজের চেয়ে ওকে অনেকটা বেশি পছন্দ করি আমি— আজ বুঝলাম।

বেশ ক্ষিধে পেয়েছিল দুজনেরই, পিচ বাটার দেয়া গরম বাটার মিল্ক বিস্কুট নিয়েছি শুরুতে। মনে হচ্ছে, আজকের দিনের সেরা সময়টা যেন আসতে শুরু করেছে। ক্যারোলিনা শ্রিম্প আর ওট্ অর্ডার দিয়েছে ক্রিস্টিন, আমি নিলাম ক্যারোলিনা পারলাও— লাল ভাত, হাঁসের মাংস, শ্রিম্প আর সসেজ।

'বহুদিন আমাকে কেউ গোলাপ দেয় নি,' ক্রিস্টিন বলল আমাকে। 'ভালো লাগছে খুব।'

'বেশ মায়া করে যেন কথা বলছ আজ।' খেতে শুরু করে বললাম।

মাথাটা একটু কাঁত করে, বাঁকা করে দেখল ও আমাকে। 'কেন বলছ এটা?'

'কেন আবার? আজকে রাতের জন্য ঠিক সেরা সঙ্গী বলা যাবে না আমাকে। এটাই তো ভয় পাও তুমি, তাই না? কাজ ছেড়ে দিতে পারব না আমি— এটাই তো ভয় তোমার।'

ওয়াইনে একটু চুমুক দিয়ে মাথা নাড়ল ও। শেষমেষ হাসল সুন্দর করে। 'ইউ আর সো অনেস্ট। তবে সেন্স অব হিউমার আছে তোমার— বলতে হয়।

সত্যি বলতে কি, একশ ভাগের কাজে নিজের একশ দশ ভাগ না দেয়া পর্যন্ত ক্ষান্ত দাও না তুমি।'

'আমি নাকি সমসময়ই দূরে দূরে, আত্মমগ্ন থাকি— বাচ্চারা বলে।'

চোখ বড় বড় করে ফেলল ক্রিস্টিন, এখনও হাসছে। 'তুমি আবার আত্মমগ্ন হলে কবে থেকে? বেশ ভালো সময় কাটছে এখানে। না এলে বাসায় বসে সুগার পাফ দিয়ে সারতাম ডিনার।'

'দুধ আর সুগার পাফ তো ভালো জিনিস। একটা মুভি না হয় বই নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে— খারাপ কি?'

'এটাই আমার পরিকল্পনা ছিল। শেষমেষ 'দি হর্স হুইসপার' পড়া শুরু করেছিলাম। তোমাকে ধন্যবাদ, ওই প্লানটা বরবাদ করে এখানে নিয়ে আসার জন্যে।'

'হয়তো মনে হতে পারে, আমি একটু ক্রেজি,' ডিনারের শেষে বলল ক্রিস্টিন। 'লওডি মিস ক্লওডি— আমার মনে হয়, সত্যিই ক্রেজি আমি।'

হাসলাম আমি। 'আমার সাথে এখানে এসেছ বলে?'

'না, আমাদের আর দেখা করা উচিত নয়— এটা বলেছি বলে ; তারপর আবার আজ এখানে এসেছি, সুগার পাফ আর হর্স হুইসপার বাসায় রেখে!'

সরাসরি ওর চোখে তাকালাম আমি। ইচ্ছা হল সারা রাতই তাকিয়ে থাকি ; অন্তত জর্জিয়া ব্রাউন আমাদের না তাড়িয়ে দেয়া পর্যন্ত। 'নতুন কি ঘটল? অন্যরকম কথা বলছ।'

'ভয় পাচ্ছি না এখন আর,' বলল ক্রিস্টিন। 'একদম না।'

'হুমম। মনে হয়, আমাদের দুজনের ক্ষেত্রেই তাই।'

'ভালো লাগছে শুনে। তার মানে তুমিও ভয় পাও!'

প্রায় মধ্যরাতের দিক জর্জিয়া ব্রাউন রেস্টুরেন্ট থেকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে এলাম ক্রিস্টিনকে। জন হ্যানসেন হাইওয়ে ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে কেবল একটা ইচ্ছাই হচ্ছিল আমার— একটু ছুঁয়ে দেখি ওর চুলগুলো, গালে হাত রাখি আর...

ওর দরজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে যেতে অনুভব করলাম, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হচ্ছে আমার। আলতো করে ওর কনুইটা ধরে রেখেছি। বাসার চাবিটা ক্রিস্টিনের হাতের মুঠোয়।

পারফিউমের সুগন্ধ পাচ্ছি আমি। এটার নাম গার্ডেনিয়া প্যাশন—ও বলেছিল আমাকে। সিমেন্টের মেঝেতে ঘষটানোর মৃদু শব্দ করছে আমাদের জুতো।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দুইহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরল ক্রিস্টিন। অদ্ভুত মোহনীয় ওর নড়াচড়া— বিস্মিত হলাম আমি একটু।

'একটা জিনিস বুঝতে চাই আমি।' বলল ও ফিসফিস করে।

এরপর চুমো খেল আমাকে। প্রথমে আলতো করে, তারপর সজোরে। দারুন নরম আর ভেঁজা ওর ঠোঁট— আরও ব্যগ্র আর দৃঢ় হচ্ছে ক্রমশ। ওর বুকজোড়ার স্পর্শ পেলাম ; পেট, লম্বা সুগঠিত পা ছুঁয়ে আছে আমাকে।

চোখ খুলে আমাকে দেখল ক্রিস্টিন, হাসছে ও। সহজ-স্বাভাবিক এই হাসিটা ভাল লাগে আমার। প্রচন্ড ভাল লাগে। কেউ পারে না অমন করে হাসতে।

আস্তে করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ও। টের পেতে আঁকড়ে ধরলাম আমি, ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করছে না। সম্ভবত ঠিক হল না ব্যাপারটা।

সামনের দরজা খুলে ধীরে পিছনে সরে গেল ক্রিস্টিন। এত দ্রুত ওকে ছেড়ে দিতে চাই না আমি, অনেক কিছু জানতে চাই, বুঝতে চাই ওর মনের কথা।

'প্রথম চুমুটা কোনো একসিডেন্ট ছিল না।' ফিসফিসাল ও।

'না, তা নয়।' বললাম আমি।

অধ্যায় ৪০

আবার সেলারে ফিরে এসেছে গ্যারি সোনেজি।
কার অন্ধকার, স্যাঁত-সেঁতে সেলার এটা?

৬৪ হাজার ডলারের প্রশ্ন।

কত সময় হল, তা সে জানে না, তবে খুব সকাল হবার কথা। দোতলার ঘরগুলো সব নিরব। এই পরিবেশ দারুন পছন্দ হচ্ছে তার— মৃত্যুর মতো শীতল।

অন্ধকার ভালবাসে সে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন এই তো সেদিনের কথা। তার সৎমা'র নাম ছিল ফিওনা মরিসন—বেশ সুদর্শনা ছিলেন মহিলা; সবাই ভাবত খুব ভালো মানুষ সে, ভালো বন্ধু ও প্রতিবেশী, একজন ভালো মা। সব মিথ্যা! একটা ঘৃণ্য জন্তুর মতই সোনেজিকে সেলারে বন্দি রাখত সে। মনে পড়ে, সেলারে বসে বসে কাঁপত সোনেজি, প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলত— নিজের গরম প্রশ্রাবের উপর বসে থেকে বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যেত। নিজেকে পরিবারের অংশ বলে কখনই মনে হয়নি তার। কারও মতই হয়নি সোনেজি। কেউ ভালবাসত না তাকে, ভালো বলতে কিছু ছিল না তার, কোন সত্তা ছিল না।

অন্ধকার সেলারে বসে এখন ভাবছে সোনেজি— কোথায় আছে সে আসলে?

কোন বাস্তবতায় বেঁচে আছে সে?

কোন ফ্যান্টাসিতে?

কোন ভৌতিক গল্প কাহিনীতে?

অন্ধকারে মেঝে হাতড়ে দেখল সে। হুমম। না পুরোনো প্রিন্সটনের সেলারে নেই সে এখন। এটা সে নিশ্চয় করে বলতে পারে। এখানকার ঠান্ডা সিমেন্টের মেঝে মসৃণ, গন্ধটাও আলাদা। ধুলোময়, স্যাঁতসেঁতে। কোথায় আছে সে?

ফ্ল্যাশ লাইটটা অন করল সোনেজি। আহ্!

কেউই বিশ্বাস করবে না এটা। ধারণাও করতে পারবে না, কার বাড়িতে, কার সেলারে বসে আছে সে।

মেঝে থেকে উঠে দাঁড়াল সোনেজি। সামান্য বমি বমি ভাব আর ব্যথা হচ্ছে শরীরে— উপেক্ষা করল সে। এমনিতেই হচ্ছে ব্যথাটা। উপরে যাওয়ার জন্যে এখন প্রস্তুত সে।

কেউ বিশ্বাস করবে না, এরপরে কী করতে চলেছে সে। কী অকল্পনীয় কাজ।

সবার চেয়ে বেশ কয়েক পা এগিয়ে আছে সোনেজি।

অনেক এগিয়ে।

সবসময়।

অধ্যায় ৪১

লিভিং রুমে প্রবেশ করে সনি টেলিভিশনটার ডিজিটাল ঘড়িতে সময়টা দেখে নিল সোনেজি। ভোররাত ৩টা বেজে ২৪ মিনিট। আরো একটা অসহ্য ঘন্টা। দোতালায় পৌঁছতে হাত আর হাঁটুর উপর ভর করে উবু হয়ে চলতে লাগল সে।

পরিকল্পনাটা ভাল। ড্যাম ইট, সে তো আর অর্থহীন, বোকা নয়। সেলারে বন্দি থাকার কথা ছিল না তার। পানিতে ভরে গেল তার চোখ, গরম আর পরিচিত অনুভূতিটা। সৎমা সবসময় বলতো সে একটা ছিঁচকাঁদুনে, ভীতুর ডিম। বিভিন্ন বিদ্রুপাত্মক নামে ডাকত মহিলা তাকে সবসময়।

গাল ভিজিয়ে দিয়ে শার্টের কলারে পৌঁছে গেছে চোখের পানি। মরছে সে, অথচ এই মৃত্যু তার প্রাপ্য নয়। এর কোনো কিছুই প্রাপ্য ছিল না তার। তাই কেউ না কেউকে এর মূল্য চুকাতে হবে।

পেটের উপর ভর করে সাপের মতো নড়ল সে বাড়ির ভেতর, নিঃশব্দ আর সাবধানী। শরীরের নিচের ফ্লোরবোর্ড পর্যন্ত এতটুকু শব্দ করছে না। অন্ধকার যেন তড়িৎশক্তি আর অগুনতি সম্ভাবনার বাণী শোনাচ্ছে।

নিজেদের বাড়ি আর অ্যাপার্টমেন্টে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটলে কতই না ভীত হয় লোকে— ভাবল সোনেজি। হওয়াই উচিত অবশ্য। বদ্ধ দরজার ওপাশে কেবল রাক্ষস ঘুরে বেড়ায়, জানালা দিয়ে মাঝে মাঝেই দেখে ওদের। ছোট, বড় সব শহরেই ওর মতো অনেক উঁকিমারা গ্যারি আছে। আরও বহু পেঁচানো পারভার্ট সুযোগের অপেক্ষায় আছে। তথাকথিত নিরাপদ ঘর-বাড়িগুলোতে মানুষজন আসলে দৈত্যের আহার।

উপর তলার দেয়ালগুলো সব সবুজ রং করা— লক্ষ্য করল গ্যারি। *সবুজ দেয়াল—কী ভাগ্য!* কোথায় যেন পড়েছিল সে, হাসপাতালের অপারেশন রুমের দেয়ালগুলো নাকি সবুজ হয়। দেয়ালগুলো সাদা হলে ডাক্তার আর নার্সেরা অপারেশনের সময় ছায়া দেখে আঁতকে ওঠে, রক্ত আর পুঁজের ভূত দেখে। এটাকে বলে ঘোস্টিং এফেক্ট। সবুজ দেয়াল রক্তকে ঢেকে দেয়।

কোনো উল্টোপাল্টা চিন্তা আর ঢুকতে দেয়া যাবে না মাথায়— যতই প্রাসঙ্গিক হোক, নিজেকেই বলল সোনেজি। আর কোন বাধা নয়, পুরোপুরি শান্ত, সাবধানে করতে হবে। পরবর্তী কয়েক মিনিট খুব বিপদজনক বিশেষ করে এই বাসাটা খুব বিপদজনক, আর এই জন্যেই খেলাটাতে এত মজা, এত চিন্তার অবকাশ আছে।

বেডরুমের দরজাটা অল্প একটু খোলা—ধীরে, ধৈর্য্যের সাথে একটু একটু করে ভেতরে ঢুকে পড়ল সোনেজি।

হালকা করে নাক ডাকছে একজন পুরুষ মানুষ। বেড সাইড টেবিলে আরেকটা ডিজিটাল ঘড়ি রাখা— ৩টা বেজে ২৩ মিনিট। সময় নষ্ট করে ফেলেছে সে।

পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেল সোনেজি। অবশেষে সেলার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে সে, ভীষণ রাগের স্রোত বইছে শরীরে। খেপে যাচ্ছে সোনেজি, এই রাগ তো যৌক্তিক।

বিছানায় শোয়া অবয়বের দিকে দ্রুত এগোল সোনেজি। দুই হাতে শক্ত করে একটা ধাতব পাইপ ধরে রেখেছে সে। মাথার উপর উঠাল পাইপটা কুঠারের মতো করে, এরপর সর্বশক্তিতে নামিয়ে আনল বিছানার মানুষটার উপরে।

'ডিটেকটিভ গোল্ডম্যান, সো নাইস টু মিট ইউ।' ফিসফিসাল সোনেজি।

অধ্যায় ৪২

কোনো না কোনো কাজ সবসময়ই জমে থাকে, ফুরসত পাওয়া বেশ দুস্কর আমার জন্যে।

পরের দিন সকালে নিউইয়র্কে তড়িঘড়ি করে যেতে হল আমাকে। একটা হেলিকপ্টার দিয়েছে এফ. বি. আই.। ভালো বন্ধু বটে কাইল ক্রেইগ, তবে কাজ করিয়ে নেবার বেলায় ষোলো আনা। এটা যে আমি বুঝি, তা কাইলও জানে। ও ভাবছে, মি. স্মিথ কেসটাতে কাজ করতে সম্মত হয়ে যাব আমি— দেখা করব এজেন্ট থমাস পিয়ার্সের সাথে। কিন্তু আমি জানি, মোটেও সেটা করব না আমি, এখন তো না-ই, হয়ত কখনই না। গ্যারি সোনেজির সাথে মোলাকাত করতে চাই আমি এখন।

ইস্ট টুয়েন্টি তে, সকাল আটটার আগে চিরব্যস্ত নিউইয়র্ক সিটি হেলিপ্যাডে পৌঁছলাম। অনেকে এটাকে বলে 'নিউইয়র্ক হেল্ পোর্ট '। শশব্যস্ত এফ.বি.আই. ড্রাইভ এবং ইস্ট রিভারের উপরে ঝুলে আছে ব্যুরোর কালো জেট-টা। নিচু হয়ে এল বাহনটা, যেন নিউইয়র্ক তার আপনার, এফ.বি. আই. আদিখ্যেতার আর একটা নমুনা। কেউই নিউইয়র্ক সিটি কে নিজস্ব বলে ভাবতে পারে না— সম্ভবত গ্যারি সোনেজি ছাড়া।

আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে ডিটেকটিভ কারমিন গ্রোজা দাঁড়িয়ে আছে। খালি জায়গায় পার্ক করা ওর মারকারী মারকুইস-এ চড়ে বসলাম আমরা। মেজর ডিগানের একজিটের উদ্দেশ্যে এফ.ডি.আর ড্রাইভওয়ে ধরে এড়িয়ে চলল গাড়ি। ব্রঙ্কস্ এর উপরে চলে আসতে কবি ওগডেন ন্যাশের একটা মজার লাইন মনে পড়ে গেল আমারঃ 'দ্য ব্রঙ্কস্, নো থোঙ্গস্ '। এরকম আরো অনেক মজার কিছু আসলে ঘটা দরকার আমার জীবনে।

হেলিকপ্টারের প্রপেলারের বিরক্তিকর শব্দটা আমার মাথার ভেতরে ঢুকে বসে আছে। উইলমিংটনের ডগহাউসের সেই ভয়ংকর মাছির গুঞ্জনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে শব্দটা। বেশ দ্রুত ঘটে চলেছে সবকিছু, আমাদের টালমাটাল করে ফেলেছে গ্যারি সোনেজি— যেমনটা সে চায়, ভালবাসে— ঠিক তেমনি করে।

একেবারে মুখের উপর চলে আসে গ্যারি সোনেজি, চাপ দিতে থাকে প্রচন্ড যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো বড় ভুল হচ্ছে। ভুলটা আমি করতে চাচ্ছি না, চাচ্ছি না ম্যানিং গোল্ডম্যানের মতো পরিণতি মেনে নিতে।

রিভার ডেলে ঘটেছে শেষ এই হত্যাকাণ্ড। ডিগান ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে নার্ভাস ভঙ্গিতে আমাকে জানাল ডিটেকটিভ গ্রোজা। তার কথা শুনে আমার প্রিয়, বেশ পুরোনো একটা লাইন মনে পড়ে গেল: 'নেভার মিস এ গুড চান্স টু দ্যা আপ।'

আদতে রিভার ডেল এরিয়া ম্যানহাটনেরই একটা অংশ, জানাল সে আমাকে, তবে বর্তমানে এটা ব্রঙ্কসের মধ্যে পড়ে। ব্যাপারটা আরো জটিল করতেই কী-না কে জানে, ম্যানহাটন কলেজের অবস্থান এখানেই, যদিও ম্যানহাটন বা ব্রঙ্কসের সাথে এর কোনোই যোগাযোগ নেই। ম্যানহাটনে পরিদর্শন করেছেন নিউইয়র্কের মেয়র রুডি জিউলিয়ানি— আমাকে আরো জানাল গ্রোজা।

বেশ কিছুক্ষণ নার্ভাস ডিটেকটিভের কথা শুনলাম আমি, এবারে মনে হল যথেষ্ট হয়েছে। এই সপ্তাহের শুরুতে ম্যানিং গোল্ডম্যানের পার্টনার হিসেবে যেই লোকটাকে দেখেছিলাম, তার সাথে এর বিস্তর ফারাক।

'তুমি ঠিক আছো?' শেষমেষ শুধালাম। কোন সঙ্গীকে হারাই নি আমি কখনও, তবে প্রায় গিয়েছিল স্যাম্পসন একবার। পেছনে ছুরি খেয়েছিল সে। নর্থ ক্যারোলিনার ঘটনা সেটা, আমার ভাতিজি নাওমিকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। সঙ্গী হারানো ডিটেকিটভদের মন মানানো একটা বেশ কঠিন কাজ— আগেও লক্ষ্য করেছি।

'ম্যানিং গোল্ডম্যানকে ঠিক পছন্দ করতাম না আমি', স্বীকার গেল গ্রোজা। 'কিন্তু একজন ডিটেকটিভ হিসেবে তাঁর অর্জনকে শ্রদ্ধা করি। এইরকম মৃত্যু কারও কাম্য হতে পারে না।'

'ঠিক। কারই কাম্য নয় এমন মৃত্যু। ' বললাম আমি। *কেউই নিরাপদ নয়* — ধনী, নির্ধন এমনকি পুলিশ পর্যন্ত নয়। আমার জীবনের একটা চরম সত্য এটা, এই সময়ের ভীতিকর একটা তথ্য।

অবশেষে জনাকীর্ণ ডিগান এক্সপ্রেস-ওয়ে ছেড়ে আরো ব্যস্ত ব্রডওয়েতে চলে এলাম। বেশ একটা নাড়া খেয়েছে ডিটেকটিভ গ্রোজা। নাড়া খেয়েছি আমিও, কিন্তু বুঝতে দিচ্ছি না।

কত সহজে একজন পুলিশের ঘরে অনুপ্রবেশ করা য়ায়, সেটাই দেখাচ্ছে আমাদের গ্যারি সোনেজি।

অধ্যায় ৪৩

রিভারডেলের একটা উঁচু জায়গা, ফিল্ডস্টোনে ম্যানিং গোল্ডম্যানের বাড়ি। ব্রঙ্কসের হিসেবে এলাকাটা আশ্চর্যজনকভাবে আকর্ষণীয়। সরু, সুন্দর আবাসিক সড়কটা দখল করে আছে পুলিশের ক্রুজার আর টেলিভিশন রিপোর্টারদের ট্রাক, ভ্যান। ফক্স টিভির একটা হেলিকপ্টার ঘুরছে মাথার উপর, উঁকি দিচ্ছে গাছপালার শাখা-প্রশাখার ভেতর দিয়ে।

চারপাশের অন্যান্য বাড়িগুলোর তুলনায় বেশ অনাড়ম্বর গোল্ডম্যান হাউস। তাসত্ত্বেও বেশ ছিমছিম, সুন্দর বাড়িটা। টিপিক্যাল পুলিশের বাড়ির মতো নয়, অবশ্য ম্যানিং গোল্ডম্যানও ঠিক টিপিক্যাল পুলিশ ছিলেন না।

'ম্যামারোনেক-এর একজন বড় ডাক্তার ছিলেন গোল্ডম্যানের বাবা।' বলে চলল গ্রোজা। 'উনি মারা যাবার পর বেশ কিছু টাকা হাতে আসে ম্যানিং এর। পরিবারের অচ্ছুৎ, বিদ্রোহী ছিল সে— *পুলিশ।* তার দুই ভাই ই ফ্লোরিডার ডেনটিস্ট।'

ক্রাইম সীনের ভাবভঙ্গি কোনোটাই ভালো লাগল না আমার। এখনও দুই ব্লক মতো দূরে আছি আমরা। প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি নীল-সাদা অফিশিয়াল গাড়ি এখানে। অতিমাত্রায় উপস্থিত সাহায্য, সেই সঙ্গে ঝামেলা।

'মেয়র সাহেব এসেছিলেন সকালে। ক্ষেপেছেন প্রচণ্ড।' গ্রোজা বলল। 'পুলিশের মৃত্যু নিউইয়র্কে বেশ বড় একটা ব্যাপার। বিগ নিউজ। প্রচুর সাংবাদিক।'

'বিশেষত একজন ডিটেকটিভ যখন নিজ বাসভবনে খুন হন।' মন্তব্য করলাম আমি।

গোল্ডম্যানের বাসা থেকে প্রায় এক ব্লক দূরে, গাছের সারি ঘেরা একটা রাস্তায় গাড়ি থামাল গ্রোজা। পাখি ডাকছে মাথার উপর, মৃত্যুর অবসম্ভাবিতার কথাই কী বলছে?

ক্রাইম সীনের দিকে হেঁটে যেতে যেতে একটা ব্যাপার পছন্দ হল আমার: কেউ চেনে না এখানে আমাকে। ওয়াশিংটনে বহু রিপোর্টার আমাকে চেনে। আর বড় কোন হোমিসাইড কেসে, বিশ্রী কোন ক্রাইমে হলে তো কথাই নেই।

গোল্ডম্যানের বাড়ির উদ্দেশ্যে হেঁটে চলতে চলতে উৎসাহী লোকজনের দৃষ্টি উপেক্ষা করলাম আমরা। গ্রোজা আমাকে ভেতরটা ঘুরিয়ে দেখাল। অবশেষে ম্যানিং গোল্ডম্যানের বেডরুমে চলে এলাম আমি— এখানেই নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে তাকে। এন.ওয়াই.পি.ডি. পুলিশদের সবাই মনে হল চেনে আমাকে, বুঝতে পারছে কেন আমি এখানে। সোনেজির নামটা বিড়বিড় করে বার-দুই বলতে শুনলাম আমি, খারাপ সংবাদ বাতাসের আগে যায়।

ইতোমধ্যেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে ডিটেকটিভের মরদেহ, এত দেরীতে এখানে পৌঁছেছি বলে মেজাজ খারাপ হল আমার। এন.ওয়াই.পি.ডি-র বেশ কিছু টেকনিশিয়ান ঘোরাফেরা করছে ইতস্তত। *চারদিকে ছিটকে আছে গোল্ডম্যানের রক্ত।* লেপ্টে আছে বিছানায়, দেয়ালে, মেঝের কার্পেটে, ডেস্ক আর বুককেসে এমন কি স্বর্ণের ছোট যিশুর মূর্তিটাতেও। এখন আমি জানি, কেন সোনেজি এভাবে রক্ত ছড়াতে পছন্দ করে; তার নিজের রক্ত প্রাণঘাতি এখন।

সোনেজিকে যেন অনুভব করতে পারছি আমি এই ঘরের ভেতরে। *যেন দেখতে পাচ্ছি* তাকে— শারীরিকভাবে এবং মনের জগতেও— তার উপস্থিতি বেশ জোড়ালভাবে অনুভব করতে পারছি আমি। ব্যাপারটা বিস্মিত করছে আমাকে। মনে পড়ল, ছুরি হাতে একবার আমার ঘরেও হানা দিয়েছিল সোনেজি। *এখানে কেন এসেছিল সে?* ভাবলাম আমি। *আমাকে সতর্ক করে দিচ্ছে? খেলছে আমার সাথে?*

'নিঃসন্দেহে একটা হাই-প্রোফাইল উপস্থিতি ঘোষণা করতে চাচ্ছে সে।' বিড়বিড় করে বললাম আমি। কারমিন গ্রোজার দিকে তাকিয়ে যোগ করলাম, 'সে জানত, নিউইয়র্কে গোল্ডম্যান এই কেসটা চালাচ্ছে। আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণে আছে।'

আরো একটা কিছু আছে। আরো কিছু একটা থাকতে বাধ্য। ঘরটায় ঘুরে বেড়ালাম আমি। ডেস্কের কম্পিউটারটা এখনও খোলা।

ছোট, শক্ত মুখো এক টেকনিশিয়ানের সাথে কথা বললাম আমি। 'ডিটেকটিভ গোল্ডম্যানকে যখন পেলে তোমরা, তখন থেকেই খোলা ছিল কম্পিউটার?' জানতে চাইলাম আমি।

'হ্যাঁ। অন ছিল ওটা।'

গ্রোজার পানে তাকালাম আমি। 'আমরা জানি, শরীফ থমাসকে খুঁজছে সে, নিউইয়র্কেই থাকে থমাস। এখনও এখানেই থাকার কথা। সম্ভবত, মেরে ফেলার আগে গোল্ডম্যানকে দিয়ে থমাসের ফাইলটা খুলিয়ে নিয়েছিল সোনেজি।'

এবারে কোন উত্তর করল না গ্রোজা। চুপচাপ, আত্মমগ্ন সে। আমি নিজেও ঠিক নিশ্চিত নই এ ব্যাপারে। তারপরেও, নিজের অনুভূতির প্রতি বিশ্বাস আছে আমার— অন্তত সোনেজির ক্ষেত্রে। তার রক্তাক্ত পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলেছি আমি, মনে হয় না খুব একটা দূরে আছি।

অধ্যায় ৪৪

ফরটি সেকেন্ড স্ট্রিটের মারিয়ন হোটেলে রাতের জন্যে আমাকে একটা রুম দিয়েছে বিস্ময়কর রকম আন্তরিক নিউইয়র্ক পুলিশ। শরীফ থমাসের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করছে তারা। কি করা যেতে পারে তা নিয়ে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বটে, কিন্তু সোনেজি আজ রাতের মত মুক্ত নিউইয়র্কে।

ওয়াশিংটনে বসবাস করলেও শরীফ থমাসের জন্ম ব্রুকলিনে। আমি মোটামুটি নিশ্চিত, তাকে অনুসরণ করেই এখানে এসেছে সোনেজি। লরটন প্রিজনের জামাল আউত্রির মাধ্যমে এটা কি আমাকে জানায় নি সে? থমাসের সাথে একটা বোঝা পড়া আছে তার। পুরোনো হিসাব বাকি রাখে না সোনেজি, আমার চেয়ে ভাল কে আর জানবে?

রাত আটটা ত্রিশে পুরোপুরি শ্রান্ত হয়ে পুলিশ প্লাজা ছেড়ে বেরুলাম আমি। স্কোয়াড কারে করে দিয়ে আসা হল আমাকে। একটা ডাফেল ব্যাগ নিয়ে এসেছি, জানতাম দিন দুই থাকতে হতে পারে। আশা করছি, তেমনটা হবে না। শান্ত-স্বাভাবিক নিউইয়র্ক পছন্দ করি আমি, কিন্তু এখন অবশ্যই ডিসেম্বরের ফিফথ এভিনিউয়ে ক্রিসমাস কেনাকাটার মতো পরিস্থিতি নয় অথবা নয় কোন ইয়াংকি সিরিজ গেমের সময়।

প্রায় নয়টার দিকে বাসায় ফোন লাগালাম আমি, অটোমেটিক অ্যানসারিং মেশিন উত্তর করল— জেনীর গলা। ও বলছে, 'ই. টি. বলছেন? *বাড়ি* ফোন করেছেন?'

এইরকম দুষ্ট আমার মেয়ে। নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল আমি ফোন করব। সব সময়ই বাইরে থাকলে ফোন করি আমি, যা-ই ঘটুক না কেন।

'কেমন আছে আমার মিষ্টি মেয়েটা? আমার ছোট্ট সোনামনি টা?' শুধু ওর কণ্ঠস্বরই উতলা করে তুলল আমাকে। দারুন মনে পড়ছে পরিবারের সবাইকে।

'স্যাম্পসন এসেছিল, খোঁজ নিয়ে গেছে আমাদের। আজ বক্সিং করার কথা আমাদের, ভুলে গেছ, ড্যাডি? ' মুখ দিয়ে শব্দ করছে জেনী, 'বিপ বিপ, ব্যাম, ব্যাম।' প্রায় নিখুঁত হল আওয়াজটা।

'ড্যামন আর তুমি প্রাকটিস করেছ আজ?' জানতে চাইলাম আমি, কল্পনা করার চেষ্টা করছি ওর চেহারাটা। ড্যামনের চেহারা। ন্যানা-মামার মুখটাও। যেখান থেকে কথা বলছে জেনী, সেই কিচেনটাও। সবার সাথে সাপারটা দারুনভাবে মিস করছি আমি।

'নিশ্চই। এক ঘুষিতে ওর ব্লক উড়িয়ে দিয়েছি আমি। রাতের মতো বন্ধ করে দিয়েছি ওর ঘরের আলো। কিন্তু তুমি না থাকলে কিছু ভালো লাগে না। একদম না। কার জন্য করব কিছু?'

'নিজের জন্যে করবে।'

'জানি, ড্যাডি। নিজের জন্যে 'শো' করেছি আমি, আর 'আমি' টা বলল— গুড শো।'

হেসে ফেললাম আমি। 'বক্সিং সেশনটা মিস করার জন্য খুব দুঃখিত। সরি, সরি, সরি।' গানের মতো সুরে সুরে বললাম।

'এইটাই বল তুমি সব সময়,' ফিসফিসাল জেনী, ওর গলার স্বরে আহত ভাবটা টের পাবার মতো। 'কোনোদিন দেখবে, এতে আর কাজ হবে না। কথা দিলাম। মনে রেখ, বলে দিলাম তোমায় কথাটা। রিমেমবার, রিমেমবার, রিমেমবার।'

নিউইয়র্কের হোটেল রুমে একাকী রুম সার্ভিস বার্গার খেতে খেতে আর টাইমস স্কোয়ার-এ চোখ বোলাতে জেনীর কথাগুলো মনে রাখলাম আমি। পুরোনো একটা জোক মনে পড়ে যাচ্ছে: *সিজোফ্রেনিয়াকেও হার মানায় একাকী সময়।* নিজের ছেলেমেয়েদের কথা ভাবলাম আমি, ভাবলাম ক্রিস্টিন জনসনের কথা, সোনেজি আর নিজের বেড রুমে মরে পরে থাকা ম্যানিং গোল্ডম্যানের কথা। *এঞ্জেলা'স অ্যাশেজ* থেকে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার চেষ্টা করে ক্ষান্ত দিলাম। ভাল লাগছে না কোনো কিছু।

মাথা ভার হয়ে যেতেই ফোন করলাম ক্রিস্টিনকে। প্রায় একঘণ্টা টানা কথা বললাম দুজনে— সহজ, স্বাভাবিক কথা। কিছু একট পাল্টে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে। এই উইকএন্ডে আমার সাথে কিছু সময় কাটাবে কি-না জানতে চাইলাম, নিউইয়র্কেও হতে পারে— যদি ততদিন থাকতে হয় এখানে। বেশ সাহস করেই বলেছি কথাটা। জানি না, এমন প্রস্তাব শুনে ক্ষেপে যায় কী-না।

আবার অবাক করল ক্রিস্টিন আমাকে— নিউইয়র্কে আসতে চায় ও! হাসতে হাসতে জানাল, এই জুলাই মাসেই কিছু ক্রিসমাস শপিং করে রাখতে চায় ও, যদি সময় দিতে পারি আমি।

সময় দেব— প্রমিজ করলাম আমি।

কিছু সময় নির্ঘাত ঘুমিয়েছিলাম— স্ট্রেইট জ্যাকেটের মতো গায়ে জড়ানো বেড শিট, অচেনা বেডে, অচেনা শহরে জেগে উঠলাম আমি পরদিন সকালে।

অদ্ভুত, অস্বস্তিকর একটা চিন্তা ঘুরছে মাথায়। গ্যারি সোনেজি অনুসরণ করছে আমাকে, আমি তাকে নই।

অধ্যায় ৪৫

সে *মৃত্যুদূত*—এগারো-বারো বছর বয়স থেকেই এটা জেনে এসেছে সে। সত্যি পারে কিনা দেখতে একজনকে খুন করেছিল তখন। পুলিশ খুঁজে পায়নি দেহটা। আজ পর্যন্ত না। শুধু সে জানে কোথায় মাটি চাপা দেয়া আছে সবকটা দেহ।

আচমকা বাস্তবে ফিরে এল গ্যারি সোনেজি, ফিরে এল নিউইয়র্ক সিটিতে।

ক্রাইস্ট, এইখানে দাঁড়িয়ে নিজের সাথে হাসছি আর কথা বলছি আমি—এইখানে, এই ইস্ট সাইডের বারে বসে!

ডাউড আর ম্যাকগোউয়ি'র বারম্যান লক্ষ্য করেছে তাকে, এখন কথা বলছে। লালচুলো এই ছোটলোক আইরিশটা ভাব করছে যেন বিয়ার গ্লাস পালিশ করছে, আদপে চোখের কোণা দিয়ে তাকেই দেখছে ব্যাটা। *হোয়েন আইরিশ আইজ আর স্পাইং!*

লাজুক হাসি হেসে মুহূর্তেই বারম্যানকে কাছে ডাকল সোনেজি। 'চিন্তা কোর না। নিজের সাথেই কথা বলছি আমি। একটু নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছি নিজের উপর, বলতে পার। কত হল বিল, মাইকেল?' বারম্যানের শার্টের ট্যাগে জ্বল জ্বল করছে নামটা।

এই নাটকীয়, একঘেয়ে অভিনয়ে কাজ হয়েছে মনে হচ্ছে, বিল দিয়ে চলে গেল সে। দক্ষিণে ফার্স্ট এভিনিউ ধরে কিছু ব্লক হেঁটে চলল সোনেজি, এরপর পশ্চিম দিকে ইস্ট ফিফটি স্ট্রিট ধরল।

একটা জায়গায় বেশ ভীড় জমে আছে, নাম টাটৌ। বেশ প্রমিজিং মনে হচ্ছে জায়গাটা। নিজের মিশনের কথা মনে পড়ল তার— আজ রাতে থাকার জন্যে একটা জায়গা চাই। নিউইয়র্কের নিরাপদ কোন স্থান। প্লাজা হোটেলটা আসলে ভালো পছন্দ ছিল না।

হৈ-হল্লা, কথাবার্তার আওয়াজে একেবারে নরক গুলজার হয়ে আছে টাটৌ-এর ভেতরটা। প্রথম তলায় সুপার ক্লাব, দ্বিতীয় তলায় নাচের জায়গা। *কি ঘটছে এখানে?* ভাবল সোনেজি। জানতে হবে তাকে। সম্ভবত তারুণ্যের উচ্ছ্বাস—সিদ্ধান্তে পৌঁছল সোনেজি। স্টাইলিশ বিজনেসম্যান আর ত্রিশ-

চল্লিশের মহিলারা আসে এখানে, কাজ সেরে একেবারে সরাসরি। আজ বৃহস্পতিবার রাত। উইকএন্ডের জন্য আকর্ষণীয় কিছু করতে মরিয়া এরা।

একটা ওয়াইন অর্ডার দিয়ে বারে দাঁড়ানো পুরুষ এবং মহিলাদের মাপল সোনেজি। বেশ চনমনে লাগছে সবাইকে, বোঝাই যায় দারুন মুডে আছে একেকজন। *আমাকে দেখ, আমাকে নাও, কেউ প্লিজ আমার দিকে তাকাও*—এই আবেদন সবার চোখে মুখে ফুটে আছে।

কোমড় জড়িয়ে ধরে রাখা দুই মহিলা ল' ইয়ারের সঙ্গে আলাপ জমাল সোনেজি। ফ্রেঞ্চ মুভি *লা সিরোমনি'* র কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে দুজন। গত এগারো বছর ধরে নাকি এরা পরস্পরের রুম মেট! জেসাস, দুইজনেরই বয়স ছত্রিশ মত হবে। বেশ জোরেই আওয়াজ করে চলেছে এদের ঘড়ি। সিক্সটি ফার্স্ট স্ট্রিটের ভার্টিকাল রেস্তোরাঁয় ধর্মীয় কাজ করে তারা, নাম থেরেসা আর জেসী। ব্রিজ হ্যাম্পটনের বাসিন্দা দুজনেই। তার জন্যে তো বটেই, এমনকি হলের যে কারও জন্যেই ভুল চয়েস এরা।

এগিয়ে গেল সোনেজি। একটু চাপ অনুভব করছে নিজের ওপর। পুলিশ ইতোমধ্যে জেনে গেছে ছদ্মবেশে আছে সে, শুধু জানে না কেমন দেখতে এই মুহূর্তে। গতকাল সে ছিল গাঢ় চুলের মধ্য-চল্লিশের এক স্প্যানিশ ভদ্রলোক, আজ সোনালি-চুলো দাঁড়ি-অলা একজন। টার্টো-এর জন্য দারুন মানানসই। কাল কি হবে, কেউ জানে না। তবে যে কোনো মুহূর্তে কোন ভুল হয়ে যেতে পারে। আর এরপরেই ধরা পরে যাবে সে, শেষ হয়ে যাবে খেলা।

একজন বিজ্ঞাপনী আর্ট ডিরেক্টর, লেক্সিংটন এভিনিউয়ে বিশাল অ্যাড ফ্যাক্টরি আছে —তার সাথে পরিচিত হলো সোনেজি। মূলত আটলান্টার সে, নাম জিন সামার হিল। প্রচুর সোনালি চুল, ছোটখাট, স্লিম ফিগারের অধিকারিনী মেয়েটা। একপাশে শুধু মালা গাঁথা একটা আদিবাসী পোশাক পড়েছে সে, পূর্ণ, উদ্ধত যৌবনের প্রকাশ স্পষ্ট তাতে। অদ্ভুত ব্যাপার, নিজের স্ত্রী মেরেডিথের কথা মনে পড়ল সোনেজির, *তার মিসি!* নিজের একটা জায়গা আছে জিন সামার হিলের সত্তর নম্বরে।

এই জায়গার অনুপাতে বেশ সুন্দরী সে ; ভুল জায়গায় সঙ্গির খোঁজে এসেছে, কিন্তু সোনেজি জানে, কেন ওর দৃষ্টি কেড়েছে মেয়েটা। খুব স্মার্ট সে, শক্ত চরিত্রের অধিকারিনী আর ব্যক্তিত্ব সম্পন্না। নিজের অজান্তেই বেশিরভাগ পুরুষকে ভীত করে ফেলে।

কিন্তু তাকে ভয় পাওয়াতে পারেনি জিন সামার হিল। বারে অপরিচিতের মতোই সহজ স্বাভাবিক কথা বলতে লাগল তারা। ঝুঁকি না নিলে কিছুই হয় না। বেশ বাস্তববাদী মেয়েটা—সুন্দরী কিন্তু ভালবাসার বেলায় দুর্ভাগা বলা যায়। সোনেজিকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে সে।

'তোমার সাথে কথা বলে মজা পেলাম,' জানাল জিন, তৃতীয় কী চতুর্থ ড্রিঙ্কের সময়। 'বেশ অমায়িক তুমি। আত্মকেন্দ্রিক, তাই না?'

'হ্যাঁ, একটু বোরিং বলতে পার,' সোনেজি বলল। ভাল করেই জানে, আর যাই হোক— বোরিং নয় সে। 'হয়ত এজন্যেই আমার বউ আমাকে ছেড়ে গেছে। ওর বসের প্রেমে পড়েছিল মিসি, ওয়াল স্ট্রিটের ধনী লোক সে। যে রাতে আমাকে বলেছিল কথাটা, সারারাত কেঁদেছি দুজনে। এখন বিগম্যান প্লেসে বড় একটা এপার্টমেন্টে থাকে সে, দারুন ফ্যান্সি জায়গা।' হাসল সোনেজি। 'তবে আমরা এখনও বন্ধু। এইতো, সম্প্রতি দেখা করে এসেছি ওর সাথে।'

তার চোখে তাকাল জিন। বেশ দুঃখী লাগছে চেহারাটা। 'জানো, তোমার কোন জিনিসটা বেশি ভালো লেগেছে?' বলল সে। 'সেটা হল, আমাকে দেখে ভয় পেয়ে যাওনি তুমি।'

হাসল গ্যারি সোনেজি। 'তা অবশ্য পাই নি।'

'আর আমিও তোমাকে ডরাই না, একটুও না।' ফিসফিসাল জিন সামারহিল।

'দ্যাটস্ দ্য ওয়ে ইট শুড বি।' সোনেজি বলল। 'শুধু আমার উপর আসক্ত হয়ে পড় না, ঠিক আছে?'

'চেষ্টা করব সাধ্যমত।'

টার্টো ছেড়ে জিন সামারহিলের বাড়ির দিকে চলল দুজন।

অধ্যায় ৪৬

ম্যানহাটনের ফরটি সেকেন্ড স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন চোখে কারমিন গ্রোজার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি। মারিয়ট হোটেলের সামনের দরজা থেকে অবশেষে তুলে নিল আমাকে ডিটেকটিভ। ওর গাড়িতে একলাফে চড়ে বসতেই ব্রুকলিনের উদ্দেশ্যে রওনা হল সেটা। অবশেষে একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে কেসটাতে— ভালো কিছু ঘটেছে শেষমেষ।

ব্রুকলিনের বেডফোর্ড- স্টুইভিসেন্ট সেন্টারের একটা ক্র্যাক-হাউসে দেখা গেছে শরীফ থমাসকে। গ্যারি সোনেজিও কি জানে এটা? ম্যানিং গোল্ডম্যানের কম্পিউটার ফাইল থেকে আর কি কি জেনে গেছে সে?

শনিবার সকালের ট্র্যাফিক খুবই কম, আনন্দ চেপে রাখতে হিমশিম খাচ্ছি আমরা। দশ মিনিটের কম সময়ে পশ্চিম থেকে পুব ম্যানহাটনে ছুটে চলে এলাম। ব্রুকলিন ব্রিজ হয়ে অতিক্রম করলাম ইস্ট রিভার, লম্বা এপার্টমেন্ট ভবনগুলোর মাথা থেকে মাত্র উঁকি দিকে শুরু করেছে সূর্য। অতুজ্জ্বল সোনালি আলোটা মাথা ধরিয়ে দিল আমার।

সাতটা ত্রিশের কিছু আগে বেড—স্টুই য়ে পৌঁছলাম। ব্রুকলিন এলাকার রাফ অধিবাসীদের কথা আগে শুনেছি, তবে সকালের এই সময়ে এলাকা পুরোপুরি ফাঁকা। ওয়াশিংটনের বর্ণবাদী পুলিশেরা এ ধরনের আন্ত-শহর এলাকাগুলোকে বেশ বিশ্রী নামে ডাকে। এগুলোকে তারা বলে 'সেলফ্ ক্লিনিং ওভেন'। শুধু দরজাটা বন্ধ কর— এটা আপনাতেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। পুড়ে যাবে। আন্ত-শহরের এই অবহেলিত প্রোগ্রামের আর একটা নাম দিয়েছে ন্যানা-মামা: জেনোসাইড।

লালের উপর হলুদ হরফে হাতে লেখা একটা সাইন পোস্ট আছে এলাকার শুঁড়িখানার সামনে— ফার্স্ট স্ট্রিট ডেলী এন্ড টোবাকো, ২৪ ঘন্টা খোলা। কিন্তু দোকানটা বন্ধ। এই হল ২৪ ঘন্টা খোলার নমুনা।

নির্জন ছাপড়াটার সামনে মেরুন রংয়ের একটা ভ্যান পার্ক করা। সিলভার টিনটেড জানালা, সাইড প্যানেলে 'মুনলাইট ওভার মিয়ামি' ছবির দৃশ্য পেইন্ট করা আছে। একাকী এক মাদকাসক্ত মহিলা হেঁটে চলেছে টলোমলো পায়ে। আমরা আসার পর এ-ই একমাত্র ব্যক্তি এখানে।

যে বাড়িটাতে থমাস শরিফকে দেখা গেছে, সেটা দোতলা ; বিবর্ণ, রংচটা ভাঙ্গা জানালা আছে কয়েকটা। মনে হয়, বহু আগেই পরিত্যক্ত হয়ে গেছে বাড়িটা। এখনও ভেতরে আছে থমাস। গ্রোজা আর আমি তৈরি হয়ে নিলাম। আশা করছি, যে কোন মুহূর্তে দেখা দেবে গ্যারি সোনেজি।

সামনের আসনের কোণাটায় পিছলে আড়াল নিলাম আমি। এতদূর থেকে একটা লাল ইটের দালানে লটকানো বিলবোর্ড নজরে এল: 'পুলিশ মারলে— ১০,০০০ টাকা।' মোটেও ভালো কথা নয়, তবে একটা সোজা ওয়ার্নিং।

বেলা নয়টার দিকে এলাকার লোকজন বেরুতে শুরু করল। হাত ধরাধরি রাস্তার মাথার পেনটেকোস্টাল চার্চের দিকে চলল দুই বুড়ি মহিলা, দারুন ময়লা সাদা রংয়ের পোশাক পড়নে। ন্যানা আর তার বান্ধবীদের কথা মনে পড়ে গেল আমার। আরও বেশি করে মিস করছি ওয়াশিংটনের ওদের।

ছয় কি সাত বছরের একটা মেয়ে দড়ি-লাফ খেলছে রাস্তার উপর। চুরি করে আনা ইলেকট্রিকের তার ব্যবহার করছে সে দড়ি হিসেবে— লক্ষ্য করলাম। অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফাচ্ছে মেয়েটা।

ছোট মেয়েটাকে খেলতে দেখে মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। কি ঘটবে এর ভাগ্যে? এই জায়গা থেকে ফিরে সুস্থ পরিবেশ বেঁচে থাকার কতটা সম্ভাবনা আছে তার? জেনী আর ড্যামনের কথা ভাবলাম আমি, এই শনিবার সকালে আমি কাছে নেই বলে 'আশাহত' হয়ে আছে তারা। *শনিবারে আমাদের কোন কাজ নেই, ড্যাডি। শনিবার আর রবিবারই তো শুধু আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি।*

খুব ধীরে বয়ে চলেছে সময়। পর্যবেক্ষণের সময় এতটা আস্তে যায় সমসময়ই। এলাকার মানুষজন সম্পর্কে একটা ভাবনা এল আমার মনে— *ট্রাজেডিও বোধ করি একধরনের আসক্তি।* কাটা শর্টস, আর হাতা-ছাড়া টী শার্ট পড়া সন্দেহজনক চেহারার দুই তরুণ আন-মার্কড একটা কালো ট্রাক চালিয়ে এল দশটার দিকে। দোকান দিয়ে বসল তারা— তরমুজ, শস্য-দানা, টোম্যাটো আর শাক-সবজি বিক্রি করছে রাস্তায়। নোংরা রাস্তার উপর তরমুজের উঁচু স্তূপ হল একটা।

প্রায় এগারোটা বাজতে চলল। চিন্তা হচ্ছে আমার। আমাদের ইনফরমেশন ভুলও হতে পারে। মাথার ভেতর উল্টা-পাল্টা ভাবনার স্রোত বইছে। হয়তো গ্যারি সোনেজি ইতোমধ্যেই বেরিয়ে গেছে বাড়ি ছেড়ে। ছদ্মবেশে দারুন পটু সে, হয়তো এখনও আছে আশে-পাশে।

গাড়ির দরজা খুলে বেরুলাম আমি। গরম হাওয়া ঝাপটা মারল মুখো— যেন কোন ব্লাস্ট ওভেনে পড়ে গেছি হঠাৎ। তাও, গাড়ির ভেতরের সংকীর্ণ জায়গার চেয়ে এ ঢের ভাল।

'কি করছেন?' জিজ্ঞেস করল গ্রোজা। সারাদিন গাড়িতে বসে থাকতে তৈরি সে— সবকিছু ছকবাঁধা ঠঙ্গে করতে চায়। কবে গ্যারি সোনেজি দেখা দেবে এ আশায় বসে আছে।

'ট্রাস্ট মি।' বললাম আমি।

অধ্যায় ৪৭

গায়ের সাদা শার্টটা খুলে কোমড়ে জড়িয়ে নিলাম আমি। চোখ সরু করে দৃষ্টি পরিষ্কার করতে চাইলাম।

পিছন থেকে ডাকল গ্রোজা, 'আলেক্স।' তাকে উপেক্ষা করে সামনের ভগ্নপ্রায় বাড়িটার দিকে এগুলাম। এখন অনেকটা রাস্তার ছেলেদের মতই দেখাচ্ছে আমাকে। বেশি একটা কঠিন নয় এ ধরনের অভিনয় করা। বহু দেখা হয়েছে প্রফেশন্যাল জীবনে। মরে যাবার আগে আমার আপন ভাইও একটা জাঙ্কি ছিল।

কানা গলির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে ভাঙ্গা দালানটা— ওপাশের একটা বাড়ি থেকে কাভার করা হচ্ছে। এটা বেশ পুরোনো অপারেটিং প্রসিডিউর: ওয়াশিংটন, বাল্টিমোর, ফিলাডেলফিয়া, মিয়ামি, নিউইয়র্ক— সবখানে একইরকম।

গ্রাফিটি রংয়ের সামনের দরজাটা খুলতেই টের পেলাম, বাইরের চেয়েও নিকৃষ্ট অবস্থা ভেতরে— যাকে বলে, সময় ফুরোনো কঙ্কাল। শরীফ থমাসের দেহেও আছে এইচ আই ভি ভাইরাস— মনে করিয়ে দিলাম নিজেকে।

দাগঅলা, নোংরা মেঝের ইতিউতি ছড়িয়ে আছে আবর্জনা। শূন্য সোডার ক্যান আর বিয়ারের বোতল। ওয়েন্ডি এন্ড রয়'-এর ফাস্ট ফুডের মোড়ক, কেনটাকি ফ্রায়েডের বাক্স। ভাঙ্গা ভায়াল। পাইপ মেরামতের হ্যাঙ্গার ওয়্যার।

এই ফালতু জায়গার মালিক একজনের বেশি নয়— ভাবলাম আমি। দুই কি তিন ডলারে একটা থাকার জায়গার বন্দোবস্ত করে দেবে সে। সিরিঞ্জ, পাইপ, কাগজ, বিউটেন লাইটার, এমনকি সোডা পপ্ আর সারভেজা পর্যন্ত বিক্রি করবে।

'ফাক্ ইট', 'এইডস্', 'জাঙ্কিস অব দি ওয়ার্ল্ড' ইত্যাদি লেখা রয়েছে দেয়ালজুড়ে। ভারী, ধোঁয়াটে একটা ভাব আছে ঘরের ভেতর— যেন সূর্যরশ্মিতে এলার্জি আছে জায়গাটার। ভীষণ দুর্গন্ধ চারপাশে, শহরের আবর্জনার ভাঁড়ার এর তুলনায় কিছুই না।

তবে অদ্ভুত রকম শান্ত আর নিরব জায়গাটা। সবকিছুই এক পলকে দেখে নিয়েছি আমি, কেবল শরীফ থমাসের পাত্তা নেই। গ্যারি সোনেজিও নেই।

মাটির দাগ অলা বাকারডি টী শার্ট পড়া, ল্যাটিন চেহারার এক এজেন্টের ছিল সকালের শিফটে ডিউটি ; তার শোল্ডার হোলস্টার বোঝা যাচ্ছে কাপড়ের উপর দিয়ে। প্রায় জেগে উঠেছে সে, নজর রাখছে চারধারে। তরুন চেহারা আর বেশ ভারী গোঁফ তার।

যতদূর মনে হচ্ছে, শরীফ থমাস এখনও ছেড়ে যায় নি বাড়িটা। যদি এখনও এখানে থেকে থাকে, তবে আজ ধরা পড়ছে সে। শরীফ কী মারা যাচ্ছে? নাকি লুকিয়ে আছে এমনি? সে কী জানে, সোনেজি খুঁজছে তাকে?

'কী চাচ্ছেন, চীফ?' নিচু স্বরে জানতে চাইল ল্যাটিন চেহারার পুলিশ। ছোট চীড়ের মতো তার চোখ দুটো।

'এইতো, শান্তি আর নিরবতা।' বললাম আমি। গম্ভিরভাবেই বলেছি, যেন কোন চার্চের ভেতর কথা বলছি।

ভাঁজ করা দুটো নোট দিলাম তাকে, টাকাটা নিয়ে চলে যেতে ঘুরল লোকটা। 'ওখানে।' দেখাল সে।

তাকে অতিক্রম করে মেইন রুমে দৃষ্টি দিলাম আমি, অনুভব করছি কেউ যেন জোরে খামচে ধরেছে আমার হৃদপিণ্ডটা।

প্রায় দশ কী বারোজন পুরুষ আর জনা দুই মেয়ে বসে, না হয় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে চরম ভেঁজা, পাতলা কয়েকটা ম্যাট্রেসের উপর। মুখের পাইপগুলো চেয়ে আছে সিলিঙ্গের দিকে, কিছুই জ্বলছে না। মনে হচ্ছে, যেন ধীরে ধীরে ধোঁয়া আর ময়লায় মিলিয়ে যাচ্ছে সবাই।

কেউই লক্ষ্য করেনি আমাকে। কে এই নরকে আসল বা গেল— তাতে এদের কারোই কোনো মাথাব্যথা নেই। এখন পর্যন্ত শরীফ থমাস বা সোনেজিকে চিহ্নিত করতে পারি নি আমি।

অমাবস্যার মতো অন্ধকার রুমটার ভেতর। খানিক পরপর জ্বলে উঠা ম্যাচ লাইট ছাড়া আর কোনো আলো নেই। ম্যাচের কাঠি ঘষটানোর আওয়াজ, এরপরেই হিসস্ করে লম্বা একটা শব্দ।

থমাসকে খুঁজছিলাম আমি, একইসঙ্গে অভিনয়ও করে চলেছি। ঠিক আরেকটা জাঙ্কি নেশাখোরের মতো। যেন একটা জায়গা খুঁজছি শান্তিতে নেশা করতে অথবা ঝিমুতে— কাউকে বিরক্ত করার ইচ্ছা নেই।

অন্ধকার, স্যাঁত- সেঁতে রুমটার শেষমাথায় নোংরা একটা ম্যাট্রেসের উপর বসে আছে থমাস— চিনতে পারলাম আমি অবশেষে। লরটনে দেখা ছবি থেকে চিনতে পেরেছি। জোর করে দৃষ্টি সরালাম ওর ওপর থেকে।

দারুন জোরে পাম্প করছে হৃদপিন্ড। সোনেজিও কী আছে এখানে? মাঝে-মধ্যে একটা ফ্যান্টম না হয় ভূত মনে হয় তাকে। পেছন দিকে কোনো দরজা আছে কী না কে জানে। থমাস সন্দেহ করতে শুরু করার আগেই একটা আসন নিয়ে বসে যাওয়া উচিত আমার।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে ধীরে পিছলে বসতে লাগলাম আমি, চোখের কোণা দিয়ে লক্ষ্য করছি শরীফ থমাসকে। এরপরে যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল ভাঙ্গা বাড়িটার ভেতর।

প্রচণ্ড শব্দে সামনের দরজা খুলে দুই ইউনিফর্মড পুলিশ নিয়ে ঢুকে পড়ছে গ্রোজা। এই হল কাউকে বিশ্বাস করার নমুনা। 'শুয়োরের বাচ্চা!' আমার পাশের নেশাগ্রস্ত লোকটা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ক্ষেপে গেছে আগন্তুকদের ওপর।

'পুলিশ! ডোন্ট মুভ!' চেচিয়ে বলল কারমিন গ্রোজা। 'কেউ নড়বেন না। শান্ত থাকুন।' রাস্তার পুলিশের মতই হল কথাগুলো।

শরীফ থমাসের ওপর আঁঠার মত সেঁটে আছে আমার দৃষ্টি। মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগেও যে ম্যাট্রেসটাতে আদুরে বিড়ালের মতো শুয়ে ছিল, এক ঝটকায় ওটা ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেছে সে। সম্ভবত মোটেও নেশাগ্রস্ত নয় সে, অভিনয় করছিল এতক্ষণ।

পেছনে, পেঁচানো শার্টের আড়াল থেকে গ্লকটা বের করে সামনে নিয়ে এলাম আমি। প্রাণপণ চাচ্ছি, যেন এই বদ্ধ ঘরের ভেতর ওটা ব্যবহার করতে না হয়।

ম্যাট্রেসের নিচ থেকে একটা শটগান উঁচু করে ধরল থমাস। আশেপাশের জাঙ্কিগুলো নেশার ঘোরে সরে যেতে পারছে না— চোখ বড় বড় হয়ে আছে ভয়ে।

প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল থমাসের ব্যারেল! ঝাঁপিয়ে মেঝেতে পড়ল গ্রোজা আর ইউনিফর্মড পুলিশ ম্যান তিনজন। সামনের কেউ গুলি খেয়েছে কী না বলতে পারছি না।

লাটিনো চেহারার সেই এজেন্ট চেঁচাচ্ছে— 'কাট্ দিস শিট্ আউট! কাট্ দিস শিট্!' মেঝেতে মাথা গুঁজে লাইন অব ফায়ার থেকে সরে থাকতে চাচ্ছে সে।

'থমাস!' গলার সর্বশক্তি দিয়ে চেঁচালাম আমি।

দারুন গতি আর সতর্কতার সঙ্গে পালাচ্ছে থমাস। দ্রুত, দারুন রিফ্লেক্স— নেশাখোরের মতো নয় মোটেও। শটগানটা আমার দিকে ঘোরাল সে, অদ্ভুত এক আলো জ্বলছে চোখে।

নিজের দিকে তাক করে রাখা শটগানের নলের চেয়ে ভয়াল আর কিছু হতে পারে না। আর কোন উপায় নেই আমার, গ্লক-এর ট্রিগার টেনে দিলাম আমি।

শরীফ থমাসের ডান কাঁধে যেন বজ্র আঘাত করল। দারুন জোরে বাঁ দিকে দিকে ঘুরে গেল সে— এখনও খাড়া আছে পায়ের উপর।

খুব ধীরে লক্ষ্য স্থির করতে চাইছে হাতের শটগান— ঘাগু লোক। আমিও তাই।

দ্বিতীয়বারে মতো ফায়ার করলাম আমি, গলা কিংবা নিচের চোয়ালের কাছাকাছি।

উড়ে গিয়ে কাগজের মতো পাতলা দেয়ালে আছড়ে পড়ল সে, কেঁপে উঠছে পুরো দালান। উল্টে গেল চোখের মণি দুটো, মুখটা খুলে গেছে শিথিলভাবে। দেয়ালে আঘাত করার আগেই মারা গেছে শরীফ থমাস।

গ্যারি সোনেজির সাথে একমাত্র সংযোগকে এই মাত্র মেরে ফেলেছি আমি।

অধ্যায় ৪৮

কারমিন গ্রোজাকে চিৎকার করতে শুনলাম রেডিও-তে, শব্দগুলো বরফ করে ফেলল আমাকে। 'অফিসার ডাউন এট ৪১২ ম্যাকন! *অফিসার ডাউন!'*

কোন অফিসারের মৃত্যু দৃশ্যে কখনও ছিলাম না আমি, তবে বাড়ির সামনে যেতে যেতে একজন ইউনফর্মড মারা যাবে— নিশ্চিত হলাম আমি। গ্রোজা এখানে এমনভাবে ঢুকল কেন? পেট্রলম্যানদেরই বা কেন নিয়ে এল সে? এখন আর এইসব ভেবে কী লাভ।

সামনের দরজার কাছে নোংরা মেঝেতে চিৎ হয়ে পরে আছে এক ইউনিফর্মড পুলিশ। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে তার— সম্ভবত শকে চলে গেছে— ধারণা করলাম আমি। মুখের কোণা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পরছে।

ভয়ংকর ভাবে নিজের কাজ করেছে কাছ থেকে করা শটগানের গুলি, আমারও একই অবস্থা করত যদি পাল্টা গুলি না করতাম। দেয়ালে আর দাগঅলা কাঠের মেঝেতে লেপ্টে আছে প্রচুর রক্ত। পেট্রলম্যানের শরীরের পাশে দেয়ালে ছোট ছোট গর্তের টাট্টু তৈরি হয়ে আছে। ওর জন্যে আর কিছু করার নেই কারই।

গ্রোজার পাশে এসে দাঁড়ালাম আমি, গ্লকটা এখনও রয়েছে হাতে। চোয়াল খুলে, আবার বন্ধ করছি বারবার, আগ বাড়িয়ে এসব ঘটনা ঘটানোর জন্যে ভীষন রাগ হচ্ছে গ্রোজার উপর। কথা বলার আগে বহু কষ্টে নিজেকে শান্ত করে নিতে হল।

আমার বাঁ দিকে ইউনিফর্ম পরা এক পুলিশ বিড় বিড় করে বলছে, 'ক্রাইস্ট, ক্রাইস্ট।'

বারবার কথাটা বলছে সে।

দারুন মানসিক আঘাত পেয়েছে লোকটা। কপাল আর মুখ ঘনঘন হাত দিয়ে মুছছে সে, যেন এই রক্তাক্ত দৃশ্য নেই হয়ে যাবে চোখের সামনে থেকে।

কয়েক মিনিটের মধ্যে চলে এল ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিস। আমাদের চোখের সামনে পেট্রলম্যানকে বাঁচানোর প্রাণান্ত চেষ্টা চালাল দুই মেডিক। মাত্র

মধ্য বিশ হবে বেচারার বয়স। ছোট করে কাটা লালচে চুল। নীল শার্টের সামনেটা ভিজে গেছে রক্তে।

রুমের শেষমাথায় শরীফ থমাসকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিল আরেক মেডিক। আমি অবশ্য আগে থেকেই জানি, মারা গেছে সে।

অবশেষে গ্রোজার উদ্দেশ্যে মুখ খুললাম আমি— নিচু, কঠোর স্বরে। 'থমাস শেষ— আমরা তা জেনে গেছি। কিন্তু সোনেজি যেন এটা জানতে না পারে। ওকে ধরার এটাই একমাত্র উপায় আছে আমাদের কাছে। সোনেজিকে বোঝাতে হবে, শরীফ থমাস বেঁচে আছে নিউইয়র্ক হসপিটালে।

সায় জানাল গ্রোজা। 'কথা বলছি আমি। থমাসকে একটা হসপিটালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রেসকে ব্যাপারটা জানাতে হবে, একটা সুযোগ বোধহয় আছে আমাদের কাছে।'

নার্ভাস, ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ডিটেকটিভ গ্রোজাকে। জানি আমাকেও ভালো দেখাচ্ছে না। বাইরের ওই বিলবোর্ডটার কথা মনে পড়ে গেল আমার— *পুলিশ মারলে ১০,০০০ ডলার পুরস্কার।*

অধ্যায় ৪৯

পুলিশের কারও পক্ষেই আগে থেকে বুঝে উঠতে পারার কথা নয়, কী ঘটতে চলেছে বা শেষমেষ কী ঘটবে। কারও পক্ষেই বুঝে উঠা সম্ভব ছিল না, ইউনিয়ন স্টেশনের ঘটনাবলির জের এই পর্যন্ত গড়াবে।

সমস্ত তথ্য, সব ক্ষমতা আছে গ্যারি সোনেজির কাছে। আবারো বিখ্যাত হয়ে গেছে সে, কেউকেটা হয়ে গেছে। দশমিনিট অন্তর টিভি সংবাদের বিষয় হয়ে গেছে।

তার ছবি দেখানো হচ্ছে সবকটা টিভি চ্যানেলে— অবশ্য কিছু আসে যায় না তাতে। আজ, কাল বা আগামীতে তাকে কেমন দেখাবে— কেউ জানে না। এই নিউইয়র্কে তাকে গ্রেফতার করা অসম্ভব একটা ব্যাপার, তাই না?

দুপুরের দিকে জিন সামারহিলের এপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরুল সে। পাগল হয়ে গেছে মেয়েটা ওর প্রেমে, একদম মিসি'র মতো। তারই চাবি দিয়ে মেয়েটাকে বন্দি করে এসেছে সে। সেভেনটি থার্ড স্ট্রিট ধরে পশ্চিমে চলল সোনেজি, এরপর ফিফটি স্ট্রিট ধরে দক্ষিণে। *আবার ট্র্যাকে ফিরে এসেছে ট্রেন।*

গ্রিক দেব-দেবীদের ছবিওয়ালা একটা কার্ড বোর্ড কনটেইনার থেকে এক কাপ কফি কিনল সোনেজি। নিউইয়র্কের জঘন্য, সস্তা কফি এটা— তবুও ধীরে ধীরে পুরোটা গলাধারণ করে ফেলল সে। এখানে, এই ফিফ্থ এভিনিউয়ে একটা কাণ্ড ঘটাতে ইচ্ছা করছে তার। সত্যিই করতে ইচ্ছা করছে, একটা ম্যাসাকার কল্পনা করল সে— সি.বি.এস, এ.বি.সি, সি.এন.এন, ফক্স টিভির লাইভ নিউজ হবে সেটা।

আলেক্স ক্রসকে আজ সকালে দেখা গেছে টিভিতে। সে আর এন.ওয়াই.পি.ডি. পুলিশ মিলে ধরে ফেলেছে শরীফ থমাসকে। যাক, তাওতো তার ইন্সট্রাকশন ফলো করতে পারছে তারা।

এই গর্দভ, ভদ্র-বেশি পথ-চলতি নিউইয়র্কবাসীদের দেখতে দেখতে ভাবছিল সোনেজি— কত স্মার্ট সে এদের তুলনায়। কত উজ্বল। এরা যদি শুধু একবার ঢুকে দেখতে পারত ওর মাথার ভেতরে!

কেউ পারেনি জীবনেও, পারবেও না কোনে দিন।

শুরুতেও না, মধ্যিখানে কিংবা শেষেও না।

ক্ষেপে যাচ্ছে সোনেজি, নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে তার রাগ। জনাকীর্ণ রাস্তায় হেঁটে যেতে যেতে মাথার ভেতর রক্তস্রোত অনুভব করল সে। টকটক ভাব গলার ভেতর, চোখে দেখতে পারছে না ঠিকমত।

গরম, বাষ্প উঠা পুরো কাপ কফি ছুঁড়ে মারল সে এক বিজনেসম্যানের উদ্দেশ্যে। হতচকিত, ক্রুদ্ধ চেহারাটার দিকে তাকিয়ে হাসল। চৌকো চোয়াল আর ঈগলের ঠোঁটের মতো টিকোলো নাক লোকটার, দামী শার্ট আর টাইটা ভিজিয়ে দিচ্ছে কফি। খ্যা খ্যা করে হেসে চলল সোনেজি।

যা চায়, তা-ই করতে পারে গ্যারি সোনেজি। তাই করে দেখায় সে সব সময়।

জাস্ট ইউ ওয়াচ।

অধ্যায় ৫০

সেদিন রাত সাতটায় প্লেন স্টেশনে আবার ফিরে এলাম আমি। শনিবার রাত, খুব বেশি যাত্রীর ভীড় নেই। ওয়াশিংটনের ইউনিয়ন স্টেশন আর এখানে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডগুলোর কথা কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ভেতর। অন্ধকার ট্রেন টানেলগুলো সোনেজির ছোটবেলার 'সেলার'— ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি আমি। সেলার ছেড়ে বেরুলেই পাগল হয়ে উঠে সে, বিস্ফোরিত হয় তার খুনে রাগ...

টানেলের সিঁড়ি ভেঙে ক্রিস্টিন জনসনকে উঠে আসতে দেখা গেল।

নিজের অজান্তেই এক টুকরো হাসি ফুটে উঠেছে আমার ঠোঁটে। পায়ের উপর ভর বদল করলাম, দারুন নার্ভাস লাগছে হঠাৎই। হালকা লাগছে মাথার ভেতরটা, উত্তেজনায় কাঁপছি একটু একটু— বহুদিন পর। ও সত্যিই এসেছে।

'সোর্জানার ট্রুথ স্কুল' লেখা ছোট একটা ব্যাগ বহন করছে ক্রিস্টিন, হালকা জিনিসপত্র নিয়েছে বেড়ানোর জন্যে। একাধারে দারুন সুন্দরী, গর্বিত আর আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে ওকে। শর্ট স্লিভ ড্রেস— গলায় মুক্তোর মালা, কালো লেদার প্যান্টের সঙ্গে ফ্লাট জুতো পায়ে। ঘুরে ওকে দেখছে মানুষ জন— লক্ষ্য করলাম আমি।

একধারে এসে চুমো খেলাম আমরা। অনুভব করছি ওর শরীরে উত্তাপ, ওর বাহুযুগল, স্তনের কমনীয়তা। হাতের ব্যাগটা মাটিতে ছেড়ে দিয়েছে ক্রিস্টিন।

ওর বাদামী চোখগুলো সরাসরি আমার চোখে রাখল ক্রিস্টিন—প্রথমে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে, ধীরে ধীরে সেখানে ফুটে উঠছে কোমল আলো। 'ভয় পাচ্ছিলাম, তুমি হয়তো আসবে না এখানে।' বলল ও। 'ভাবলাম, কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে শহর চষে বেড়াচ্ছ তুমি, আমি হয়তো বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকবো এই পেন স্টেশনের মধ্যিখানে।'

'সেটা আমি কখনই হতে দিতাম না।' বললাম ওকে। 'দারুন খুশি হয়েছি, তুমি এসেছ বলে।'

আরো ঘনিষ্ঠভাবে চুমো খেলাম আবার। ওকে ছাড়তে ইচ্ছা করছে না একদম, মনে হচ্ছে শক্ত করে ধরে রাখি এখানেই। এই মুহূর্তে একা চাই ওকে

আমার। একটু একটু কাঁপছে আমার পুরো শরীর— অদ্ভুত ভালো লাগার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ছে দেহময়।

'চেষ্টা তো করেছি,' বলে হাসল ক্রিস্টিন। 'কিন্তু তোমার থেকে দূরে থাকতে পারিনি। নিউইয়র্কে একটু ভয় ভয় লাগে আমার, তাও দেখ— চলে এলাম।'

'দারুন কাটবে সময়টা, দেখো।'

'প্রমিজ করছ? স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে?' আমাকে টিজ করছে ক্রিস্টিন।

'ঠিক তাই। আনফরগেটেবল। প্রমিজ করলাম।' বললাম আমি।

শক্ত করে ধরে রেখেছি, ছাড়ব না আজ ওকে।

অধ্যায় ৫১

শুরুটা অবশ্য 'আনফরগেটেবল'-ই হল।

শনিবার রাতের রেইনবো রুম, রাত আটটা বেজে ত্রিশ মিনিট। হাত ধরাধরি করে এলিভেটরে চড়ে উপরে চলে এলাম ক্রিস্টিন আর আমি। যেন এক লহমায় অন্য কোন জগৎ, অন্য এক যুগ কিংবা জীবনধারায় প্রবেশ করেছি দুজন। এলিভেটরের দরজার কাছে একটা রুপালী প্ল্যাকার্ডে লেখা রয়েছে: 'রেইনবো রুম। এম.জি.এম মিউজিকের জগতে স্বাগতম '। চোখ ধাঁধানো স্পটলাইটগুলো ক্রিস্টাল আর ক্রোমের উপরে পরে চমকাচ্ছে। অসাধারন, পারফেক্ট উপস্থাপনা।

'জানি না, এই জায়গার অনুপাতে সঠিক পোশাক পড়েছি কি না, তবে একটুও ভাবছি না আমি ওটা নিয়ে। আইডিয়াটা দারুন।' ঝকঝকে আউটফিটের বয়-বেয়ারাদের অতিক্রম করে এগিয়ে গেলাম আমরা। আমাদের যে ডেস্কে নিয়ে আসা হল, সেটা ডেকো বলরুমের উপরে, নিউইয়র্কের নান্দনিক ভিউ দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে। শনিবার রাতে জ্যাম-প্যাক হয়ে আছে জায়গাটা— প্রতিটি টেবিল এবং ড্যান্স ফ্লোর কানায় কানায় পূর্ণ।

সাধারণ কালো একটা শীথ পড়েছে ক্রিস্টিন। কিনকেডে দেখা সেই পুরোনো ফ্যাশনের নেকলেসটাই রয়েছে গলায়। জিনিসটা ওর দাদীর ছিল। আরামদায়ক ফ্ল্যাট জুতো ছেড়ে হাইহিল পড়েছে ও, আমি ছয় ফুট তিন হওয়াতে খারাপ দেখাচ্ছে না আমাদের। আগে বুঝিনি, প্রায় নিজের সমান উচ্চতার কোন মেয়ের সঙ্গ আমার ভালো লাগতে পারে।

কয়লা—ধূসর সামারওয়েট স্যুট, সাদা চকচকে শীর্ষ, নীল সিল্কের একটা টাই পড়েছি আমি। অন্তত আজকে রাতের জন্যে, মোটেও ওয়াশিংটনের ডিটেকটিভ পুলিশের মতো দেখাচ্ছে না আমাকে। সাউথ-ইস্টের ড. আলেক্স ক্রস নই আমি আজ, হয়তো জে গেটস্‌বী'র চরিত্রায়ন করা ডেনজেল ওয়াশিংটন হতে পারি! অনুভূতিটা ভালো লাগছে আমার— মনে হচ্ছে, শুধু আজ রাত নয়, সবসময় এমন থাকতে পারলে ভালো হতো।

ম্যানহাটনের আলোকজ্জ্বল পূর্বদিকে মুখ করা বিশাল একটা জানালার সামনের টেবিলে বসলাম দুজনে। পাঁচ সদস্যের একটা ল্যাটিন ব্যান্ড দল বাজাচ্ছে স্টেজে। ধীর লয়ের সুরের তালে তালে নাচছে ড্যান্স ফ্লোর। প্রচুর লোক সময় কাটাতে এসেছে আজ।

'জায়গাটা মজার, সুন্দর, অদ্ভূত আর আমার কাটানো সবচেয়ে স্পেশাল স্পট।' আমরা বসে পড়তে এক নিশ্বাসে বলল ক্রিস্টিন। 'আজ রাতে কত বিশেষন যে শুনতে পাবে, অনুমান করে নাও।'

'এখনও তো আমাকে নাচতেই দেখোনি তুমি। ' বললাম ওকে।

'জানি, ভালো নাচতে জান তুমি।' হেসে প্রত্যুত্তর করল ক্রিস্টিন। 'মেয়েরা সব সময় আগে থেকেই টের পায়— কে নাচতে পারে আর কে পারে না।'

ড্রিঙ্ক অর্ডার করলাম— আমার জন্যে স্ট্রেইট স্কচ আর ক্রিস্টিনের জন্যে হার্ভি শেরী। সওভিনন ব্লানক্ এর একটা বোতলও নিলাম আমরা, রেইনবো রুমের পরিবেশ উপভোগ করে পার করলাম পরবর্তী মুহূর্তগুলো।

ল্যাটিন দল চলে যেতে 'বিগ ব্যান্ড কম্বো' স্টেজ দখল করে নিল। সুইং বাজাল তারা, মাঝে মধ্যে ব্লুজও বাজল কিছুক্ষণ। বেশ ভালো নাচতে পারে কিছু মানুষ— তা সে ওয়ালজ্ই হোক কিংবা ট্যাঙ্গো।

ওয়েটার আমাদের ড্রিঙ্ক নিয়ে আসতে শুধালাম ক্রিস্টিনকে। 'আগে এসেছ এখানে?'

'নিজের বেডরুমে বসে *দি প্রিন্স অব টাইড* দেখার সময় এসেছিলাম বটে!' হাসতে হাসতে জানাল ক্রিস্টিন। 'তোমার কি খবর? কাম হিয়ার অফেন, সেইলর?'

'নিউইয়র্কে এক সিজোফ্রেনিক মার্ডারারকে তাড়া করার সময় এসেছিলাম একবার। ওই পিকচার উইন্ডোটা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ব্যাটা। ওই যে, ডান দিক থেকে তৃতীয়টা।'

হাসল ক্রিস্টিন। 'ঘটনাটা সত্যি হলেও অবাক হব না আমি। একদম না।'

'মুনগ্লো ' বাজতে শুরু করল ব্যান্ডে, অসাধারণ একটা গান ওটা— দাঁড়িয়ে পরে নাচে যোগ দিলাম আমরা। যেন চুম্বকের মত্ টেনে নিল আমাদের গানটা। ক্রিস্টিনের বাহু ধরে রাখা ছাড়া আর কোন কিছু চাই না আমি এখন। আর কিছু ভাবতেও পারছি না।

একটা সময়ে এসে একটু ঝুঁকি নিতে চাইলাম আমরা দুজন— দেখি না কি ঘটে। আমরা দুজনেই নিজেদের ভালোবাসার মানুষকে হারিয়েছি, জানি আঘাত পাবার অনুভূতিটুকু। তবু তো আজ এই পর্যন্ত এসেছি দুজনে, নাচছি হাতে হাত ধরে। আমার মনে পরে, সোজার্নার ট্রুথ স্কুলের সামনে ওকে দেখার প্রথম দিন থেকেই এটা চেয়েছি আমি।

এইতো, এখন কাছাকাছি ধরে রেখেছি ওকে ; আমার বাঁ হাত জড়িয়ে ধরে রেখেছে ওর কোমর। ডান হাত রয়েছে ওর হাতে। হালকা করে শ্বাস নিচ্ছে ও— টের পেলাম। দারুন নার্ভাস আজ ক্রিস্টিনও।

গুনগুন করে গাইতে লাগলাম আমি। মনে হচ্ছে, যেন ভেসে চলেছি। ওর ঠোঁট স্পর্শ করল আমারটা, চোখ বন্ধ। জামার নিচে ওর মসৃণ দেহ অনুভব করছি। বেশ ভালো নাচে ক্রিস্টিন।

'লুক এট মি।' ফিসফিসাল ও। চোখ খুলে তাকালাম আমি, অদ্ভুত এই অনুভূতি।

'কি ঘটছে, আলেক্স? *কী* এটা? এমন কোনদিন বোধ করিনি আমি।'

'আমি ও না। তবে, অভ্যস্ত হতে চাই খুব দ্রুত।' বললাম ওকে।

হালকা করে ওর গাল ছুঁয়ে দিলাম। মিউজিক যেন আমাদের শরীরে বইছে। অভিজাত, পূর্ণিমা রাতের কোরিওগ্রাফি। সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছি আমি।

একসাথে নড়ছে আমাদের শরীর। একসাথে নাচের এই বোধটুকু অসাধারণ। শান্ত, মসৃণ ভাবে ওর দেহের সাথে তাল মিলিয়ে সরছি আমি। ক্রিস্টিনের হাতের তালু যেন আঁকে গেছে আমার হাতে। হালকাচালে ওকে অর্ধবৃত্তে ঘোরালাম হাতের তলায়।

আবার ফিরে আসতেই আমার ঠোঁট দুটো খুঁজে নিল ওকে। জামার তলায় ক্রিস্টিনের শরীর গরম হয়ে উঠেছে— টের পেলাম। আবার চুমো খেলাম ওর ঠোঁটে। থেমে গেল গান। আরেকটা শুরু হতে যাচ্ছে।

'হুমম। তাল মেলানো কঠিন তোমার সাথে।' টেবিলে ফিরে যেতে যেতে শ্বাসের সাথে বলল ক্রিস্টিন। 'জানতাম, নাচতে পার। কিন্তু এতটা ভাল পার, এটা জানতাম না।'

'এখনও তো কিছু দেখোই নি। সাম্বা নাচা পর্যন্ত অপেক্ষা কর!' বললাম ওকে। এখনও ছাড়িনি হাতটা— চাইও না।

'আমার মনে হয়, আমিও সাম্বা পারি।' বলল ক্রিস্টিন।

অনেকক্ষণ নাচলাম আমরা, হাতে হাত ধরে রইলাম পুরোটা সময়। ডিনার খেলাম। প্রতিটি মুহূর্ত বকবক করে চললাম দুজনে, কি বলছি সেটাও মনে করতে পারছি না।

প্রায় রাত একটার দিকে প্রথমবারের মত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম আমি। ক্রিস্টিনের সাথে থাকার সময় এই নিয়ে দুইবার সময় কখন যে উড়ে চলে গেছে, টেরই পাইনি। আমাদের বিশাল বিল পরিশোধ করার সময় দেখি, পুরো রেইনবো রুম প্রায় খালি হয়ে গেছে। কোথায় গেল সবাই?

'কথা গোপন রাখতে পার তুমি?' লবী পেরিয়ে ওয়ালনাট প্যানেল এলিভেটরের দিকে যেতে যেতে ফিসফিস করে বলল ক্রিস্টিন। নরম, হলুদ

আলোর নিচে একা হয়ে গেলাম আমরা এলিভেটরের ভেতর। ওর হাত ধরে রেখেছি আমি।

'বহু কিছু সিক্রেট রাখতে হয় আমাকে।' বললাম।

'তো, শোনো', ছোট্ট একটা ধাক্কা খেয়ে নিচে নামল এলিভেটর। শক্ত করে আমাকে ধরে রেখেছে ক্রিস্টিন— বেরুতে দিচ্ছে না। 'অ্যাসটর-এ আমার জন্যে যে আলাদা একটা রুম নিয়েছ, তাতে খুব খুশি হয়েছি, আলেক্স।' বলল ও। 'কিন্তু তার কোন দরকার আছে বলে মনে হয় না।'

স্থির এলিভেটরে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। চুমো খাচ্ছি পরস্পরকে পাগলের মতো। বন্ধ হয়ে গেছে এলিভেটরের দরজা— আবার উপরে উঠতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। পুরোটা সময় ঠোঁট দুটো লেপ্টে রইল আমাদের।

'একটা কথা জান?' রকফেলার সেন্টারের নিচ তলায় পৌঁছতে শেষমেষ বলল ক্রিস্টিন।

'কী?' জানতে চাইলাম আমি।

'রেইনবো রুমে এলে এইসব তো ঘটতেই পারে, তাই না?'

অধ্যায় ৫২

এটা ভুলবার নয়। অনেকটা ন্যাট কিং কোল-এর গানের মত ; কিংবা নাটালী কোলের নতুন ভার্সন।

আমার হোটেল রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আমরা দুজন— অনেকটা বিমূঢ় হয়ে আছি আমি। ক্রিস্টিনের হাত ছেড়ে দিয়ে তালা খুলতে হল, অনুভূতিটা সব হারাবার মতো। হাত কাঁপছে, তালার ফুটোয় ঢুকল না চাবি। শান্তভাবে আমার হাতে হাত রেখে খুলে দিল ক্রিস্টিন।

যেন একযুগ পেরিয়ে গেল— এমনই মনে হচ্ছে আমার কাছে। জানি, কোনোদিন এই মুহূর্তগুলো ভুলে যাব না আমি।

কী ঘটছে আমার ভেতরে— শুধু আমি জানি। অন্তরঙ্গতার মেঘ আবারো ঘিরে ধরেছে আমাকে। বুঝতে পারিনি কতটা মিস করেছি এই অনুভূতিটা। নিজেকে, জীবনটাকে অবশ করে রেখেছিলাম এদ্দিন। ভুলেই গিয়েছিলাম, কত সুন্দর আর উপভোগ্য জীবন।

ধীরে খুলে গেল দরজাটা, মনে হচ্ছে আমাদের দুজনই যেন অতীতকে বিদায় দিয়ে বর্তমানে প্রবেশ করছি। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে ফিরল ক্রিস্টিন, ওর সিল্ক ড্রেস মৃদু খসখস শব্দ করছে।

অনিন্দ্য সুন্দর মুখটা ঝুঁকে এল আমার দিকে। আঙুলের ডগা দিয়ে চিবুকটা আলতো করে ধরলাম। মনে হচ্ছে, ও পেন স্টেশনে আসবার পর থেকেই যেন ঠিকমত শ্বাস নিতে পারছি না আমি।

'মিউজিশিয়ানের হাত। পিয়ানো বাদকের আঙুল।' বলল ক্রিস্টিন। 'তোমার ছোঁয়া দারুন লাগে, আলেক্স। সব সময় জানতাম— ভালো লাগবে। আর কোন ভয় নেই আমার মনে।'

'আমারও না।'

যেন নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল হোটেল রুমের ভারী কাঠের দরজাটা।

কোথায় আছি— এটা কোন ব্যাপারই না এখন আমাদের জন্য। বাইরের ঝিকমিক আলোর ফোয়ারা কিংবা ভেসে চলা নৌকা— সবমিলিয়ে যেন রেইনবো রুমের ড্যান্স হলের মত মনে হচ্ছিল পরিবেশটা।

উইকএন্ডে হোটেল পরিবর্তন করে অ্যাসটর-এ উঠেছি, ম্যানহাটনের ইস্ট সাইডে। স্পেশাল কিছু প্রয়োজন ছিল আমার, বারো তলার উপরে নদীর দিকে মুখ করা এই রুমটা ঠিক তাই।

দক্ষিণ-পূর্বে নিউইয়র্ক স্কাই লাইন টানল আমাদের দুজনকে, পিকচার উইন্ডোটার সামনে দাঁড়ালাম। নিরব, অদ্ভুতরকম সুন্দর ট্রাফিক চলে যাচ্ছে ব্রুকলিন ব্রিজের দিকে।

মনে পড়ল, আজ সকালেই একটা ক্র্যাক-হাউসে হানা দিয়েছিলাম শরীফ থমাসের খোঁজে। যেন কতকাল আগে ঘটেছে সেটা। থমাসের মুখ, নিহত পুলিশম্যানের চেহারা— সব মনে পড়ে যাচ্ছে একে একে, জোর করে মনোযোগ সরালাম। আজ, এই মুহূর্তে কোনো পুলিশ ডিটেকটিভ নই আমি। আমার গলায় ঠোঁট বোলাচ্ছে ক্রিস্টিন, হালকা চালে।

'কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলে একটু আগে? মিথ্যে বোল না।' ফিসফিসাল ক্রিস্টিন। 'অন্ধকার কোন জগতে হারিয়ে গিয়েছিলে তুমি।'

'কয়েক মুহূর্তের জন্য।' স্বীকার গেলাম আমি। 'কাজের একটা ফ্ল্যাশ-ব্যাক বলতে পার। এখন ঠিক আছি।' শক্ত করে আবার ধরলাম ওকে আমি।

কাগজের মতো হালকা চুমু খেল ও আমার গালে, এরপর ঠোঁটে। 'তুমি মিথ্যা বলতে পার না, তাই না আলেক্স? এমনকি ছোট-সাদা কোন মিথ্যেও না।'

'চেষ্টা করি না বলতে। মিথ্যা ভাল লাগে না আমার। তোমার কাছে যদি মিথ্যাই বলি, তবে আমি কে?' বলে হাসলাম আমি। 'আর লাভ কী বলে?'

'তোমার এই ব্যাপারটাই তো পছন্দ করি।' বিড়বিড় করে বলল ক্রিস্টিন।'পছন্দ করি আরও বহু কিছু। তোমার সাথে থাকার সময় প্রতিবার কিছু না কিছু জানতে পাই।'

ওর মাথার উপর দুষ্টামী করে একটু নেড়ে দিলাম আমি। চুমু খেলাম কপালে, গালে, ঠোঁটে আর গলার খোলা অংশটায়। একটু কাঁপছে ও, আমিও তাই। খোদাকে ধন্যবাদ— আমাদের কেউই এখন আর ভীত নই। ত্বকের নিচ ওর হৃদস্পন্দন অনুভব করা যাচ্ছে।

'কী সুন্দর তুমি।' ফিসফিস করে বললাম। 'জানো সেটা?'

'উহুঁ, অনেক বেশি লম্বা আমি ; অনেক পাতলা। তুমিই বরং বেশি সুন্দর। সবাই তাই বলে, নিজেও জানো সেটা।'

সবকিছু কেমন তড়িৎ আর সঠিক মনে হচ্ছে। যেন একটা মিরাকল, আমরা দুজন খুঁজে পেয়েছি পরস্পরকে। একসাথে আছি এখন। দারুন আনন্দিত, ভাগ্যবান মনে হচ্ছে নিজেকে যে ক্রিস্টিন একটা সুযোগ দিয়েছে আমাকে।

'ওই আয়নায় দেখ। কত সুন্দর তুমি।' ক্রিস্টিন বলল। 'দারুন সুইট চেহারা তোমার। তবে তুমি মানেই *সমস্যা*, তাই না আলেক্স?'

'আজ রাতে খুব একটা সমস্যা করব না তোমার!' বললাম আমি।

ওকে নগ্ন দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে আমার। ওর শিহরণের জন্যে করতে চাইছি অনেক কিছু। একটা অদ্ভুত, মজার শব্দ চলে এল মাথায়— *চরম পুলক।* আমার প্যান্টের সামনে দিয়ে হাত বুলিয়ে দারুন দৃঢ় পুরুষাঙ্গটা অনুভব করল ও।

'হুমম,' ফিসফিসিয়ে হাসল ক্রিস্টিন।

ওর পোশাক খুলে দিতে লাগলাম আমি। বহুকাল কারও সাথে এমনভাবে থাকতে চাই নি। মুখের উপর হাত বুলিয়ে প্রতিটি অংশ, প্রতিটি বাঁক মনে করে নিচ্ছি। দারুন নরম আর মসৃণ ওর ত্বক।

আবার নাচতে লাগলাম আমরা, হোটেল রুমের ভেতর। কোন মিউজিক নেই, কিন্তু নিজেদের ছন্দ আছে আমাদের। ওর কোমরের ঠিক পেছনে হাত জড়িয়ে ধরে আরও কাছে টানলাম।

আবার সেই পূর্ণিমা রাতের কোরিওগ্রাফি। ধীরে সামনে-পিছনে দুলছি আমরা ; সামনে পেছনে—দারুন আবেগী চাচাচা নৃত্য। দুই হাতের তালুতে ওর পেছনটা ধরলাম আমি। নড়েচড়ে নিজের পছন্দমত ভঙ্গিতে স্থির হল ও। আমারও ভাল লাগল ভঙ্গিমাটা— অদ্ভুত সেক্সি।

'তুমি দারুন নাচতে পার, আলেক্স। জানতাম, তুমি পারবে।'

নিচে হাতড়ে আমার বেল্ট টেনে খুলে ফেলল ক্রিস্টিন, ধীরে বের করে আনল উত্তেজিত পুরুষাঙ্গ। আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। ওর স্পর্শ দারুন লাগছে আমার কাছে— সবখানে, সব জায়গায়। চুমু দিতে লাগল ও নরম ত্বকে। সবকিছুই ইরোটিক, অপ্রতিরোধ্য আর অসাধারণ।

দুজনেই ব্যাপারটা ধীরে করতে চাই আমরা— তাড়াহুঁড়োর কোন স্থান নেই আজ রাতে। জলদি করলেই ভেস্তে যাবে সবকিছু— সেটা চাই না আমরা।

অসাধারণ এই জায়গায় এবারই প্রথম এসেছি দুজনে। জীবনে একবারই ঘটবে এটা— মনে রাখার মত করে।

আমার চুমুগুলো ধীরে মুছে দিচ্ছে ওর কাঁধ। অদ্ভুত সুন্দর বুক জোড়া উপর-নিচে করছে আমার শরীরের নিচে। শক্ত তলপেট, সুগঠিত পা জোড়া আঁকড়ে ধরে আছে আমাকে। হাতের তালুতে চেপে ওর বুকের আকৃতি পেতে চাইলাম। আচমকা, সবটুকু পেতে ইচ্ছা করল ; এখন— এইমুহূর্তে।

হাঁটুর উপর নিচু হয়ে ক্রিস্টিনের নরম পা বেয়ে উপরে-নিচে করতে লাগল আমার হাত দুটো, কোমরে পৌঁছে গেলাম ধীরে ধীরে। পায়ের উপর উঠে দাঁড়িয়ে ওর কালো শীথটার বাঁধন খুলে দিলাম— হাত বেয়ে পিছলে মাটিতে পরে গেল জামাটা। চকচকে কাপড়ের একটা স্তূপ হয়ে পরে রইল ক্রিস্টিনের গোড়ালির চারধারে।

সম্পূর্ণ নগ্ন এখন আমরা, চেয়ে আছি পরস্পরের দিকে। আমার চোখ দুটোতে তাকিয়ে আছে ক্রিস্টিন, আমি ওর। নির্লজ্জের মতো নিচে নেমে এল ওর দৃষ্টি, চলে গেল কোমড় ছাড়িয়ে। দারুন উত্তেজিত হয়ে আছি আমি এখনও, ওর ভেতরে প্রবেশ করতে চাইছি দারুনভাবে।

অর্ধেক পা পিছিয়ে গেল ও। শ্বাস নিতে পারছি না আমি। সহ্য করতে পারছি না আর, কিন্তু থামতে চাই না এখন। অনুভূতির প্লাবন আবার ফিরে এসেছে আমার মধ্যে।

একপাশে সরিয়ে দিল ক্রিস্টিন ওর চুলগুলো, গুজে রাখছে কানের পাশে। কী সাধারণ অথচ অপূর্ব ভঙ্গিমাটুকু।

'আবার কর ওটা।' হাসলাম আমি।

সেও হেসে আবার করল কাজটুকু। 'যা জনাব বলবেন।'

'ওখানেই থাক, আলেক্স।' ফিসফিসাল ক্রিস্টিন। 'একটুও নড়বে না। কাছে আসবে না, খবরদার— আগুন ধরে যেতে পারে! কী বলছি বুঝতে পারছ?'

'পুরো উইকএন্ডটা পুড়বে সেই আগুনে।' বলেই হাসতে লাগলাম আমি।

'তাই যেন হয়।'

ছোট একটা *ক্লিক* শব্দ শুনতে পেলাম আমি।

আমাদের রুমের দরজার?

ওটা বন্ধ করেছিলাম আমি?

কেউ আছে সেখানে?

জেসাস, নো।

অধ্যায় ৫৩

উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত— হোটেল রুমের দরজার দিকে ফিরে তাকালাম আমি। বন্ধ, তালা লাগানোই আছে ওটা। কেউ নেই ওখানে। চিন্তার কিছু নেই আর। এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ আমি এবং ক্রিস্টিন। খারাপ কোন কিছুই ঘটবে না আজ রাতে।

তবুও, সন্দেহ আর ভয়ের এক পশলা মুহূর্তগুলো আমার ঘাড়ের পেছনের ছোট চুলগুলোকে খাড়া করে ফেলেছে। সোনেজি'র এ ধরনের প্রভাব রয়েছে আমার উপর। *ড্যাম ইট, কী চায় সে আমার কাছে?*

'কি হলো, আলেক্স? কোথায় হারালে আবার?' আমাকে ছুঁল ক্রিস্টিন, বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। গালের উপর ওর আঙ্গুলের ছোঁয়া পালকের মতো লাগছে। 'আমার সাথে থাক না, আলেক্স।'

'এখানেই আছি আমি। মনে হল, কিছু একটা শুনতে পেলাম।'

'জানি। কিন্তু কেউ নেই ওখানে। তুমিই তো দরজাটা লক করলে আমার ঢুকে যাবার পর। উই আর ফাইন। ইটস্ ওকে, ইটস ওকে।'

আমার শরীরের সাথে চেপে ধরলাম ক্রিস্টিনকে, ওর ছোঁয়া যেন বিদ্যুত চমকের মতো লাগল। দারুন গরম। বিছানায় শুইয়ে দিলাম ওকে, দুই হাতের তালুর উপর ভর রেখে উপরে উঠে এলাম। মাথা নুইয়ে চুমু খেলাম ওর মিষ্টি মুখটায় ; আর তারপর একে একে দুই উন্মুক্ত বুকে। বোঁটা দুটো হালকা করে চুষে চলেছি, আদর করলাম ও দুটোকে জীভ বুলিয়ে। চুমু খেলাম ওর দুই পায়ের ফাঁকে, লম্বা পায়ে, শীর্ণ গোড়ালিতে, পায়ের পাতায়— সবখানে। *আমার সাথে থাক না, আলেক্স।*

বাঁকা হয়ে গেল ক্রিস্টিন, থেকে থেকে গুঙ্গিয়ে উঠছে শিহরণে। উজ্জ্বল হাসছে। আমার সাথেই শরীর নাচাচ্ছে ও, দারুন একট ছন্দ খুঁজে পেয়েছি আমরা। দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে শ্বাস-প্রশ্বাস।

'প্লিজ, আলেক্স। এখনই!' শ্বাসের ফাঁকে বলল ক্রিস্টিন, কলার বোনের কাছে আমার কাঁধ কামড়ে ধরেছে ও দাঁত দিয়ে। 'প্লিজ, *এখন* আলেক্স। তোমাকে *ভেতরে* চাই আমি।' প্রচন্ড জোরে আঁকড়ে ধরে আছে ও আমাকে।

জ্বলে উঠেছে আগুন। দেহের ভেতরে তার অস্তিত্ব টের পাচ্ছি। প্রথমবারের মতো ক্রিস্টিনের ভেতরে প্রবেশ করলাম আমি। ধীরে, পিছলে যতদূর সম্ভব ঢুকে গেলাম। বুকের খাচায় ভীষণ জোরে বাড়ি মারছে হৃদপিণ্ড। পা অবশ লাগছে আমার। দারুন শক্ত হয়ে আছে পেটের পেশী, পুরুষাঙ্গের দৃঢ়তা প্রায় ব্যাথা দিচ্ছে আমাকে।

সম্পূর্ণ ভেতরে ঢুকে পড়েছি আমি ক্রিস্টিনের শরীরের। ওখানে অনেক, অনেক সময় থাকতে চাই আমি। মনে হল, এর জন্যেই তো আমাকে তৈরি করা হয়েছে— এই মেয়েটার সঙ্গে বিছানায় থাকার জন্যে।

অ্যাথলেটিক্যালি, দারুন আকর্ষণীয় ভঙ্গিমায় আমার উপরে চড়ে বসল ক্রিস্টিন। বসে রইল সোজা, গর্বোদ্ধত ভাবে। ওইভাবেই, ধীরে ধীরে দোল খেতে লাগলাম আমরা। শরীরের শিহরণগুলো জমে গিয়ে বিস্ফোরিত হচ্ছে বারবার।

নিজের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আমি। চিৎকার করে চলেছি, *ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস।* এরপর টের পেলাম— আমাদের দুজনেরই সম্মিলিত কণ্ঠস্বর সেটা।

তারপর একটা জাদুকরী কথা শোনাল আমাকে ক্রিস্টিন। ফিসফিস করে বলল ও, *'ইউ আর দ্য ওয়ান।'*

তৃতীয় পর্ব

সেলার অব সেলারস্

অধ্যায় ৫৪

প্যারিস, ফ্রান্স।

পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক ডাঃ আবেল সান্তে লম্বা কালো চুলের অধিকারী; বাচ্চা ছেলেদের মতো চেহারা তার— রেজিনা বেকার নামের এক পেইন্টার গার্লফ্রেন্ড আছে। আবেলের মতে, দারুন আঁকে রেজিনা। মাত্রই ওর এপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়েছে সে, সিক্সথ স্ট্রিটের পেছনের রাস্তা ধরে ফুরফুরে মেজাজে বাড়ি ফিরছে। মধ্যরাত এখন।

শান্ত আর নির্জন পরে আছে সরু রাস্তাটা। এ সময়টা পছন্দ করে আবেল, চিন্তা-ভাবনা গোছানোর জন্যে কিংবা একেবারেই কিছু না ভাবার জন্যে সময়টা ভাল। আজ সকালেই নিজের এক পেশেন্টের মৃত্যু নিয়ে অনুতাপ করছিল আবেল সান্তে, মাত্র ছাব্বিশ বছরের একজন তরুনী ছিল বেচারী। বেশ ভাল স্বামী আর দুটি ফুটফুটে বাচ্চা রেখে গেছে মেয়েটা। মৃত্যু সম্পর্কে নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে আবেলের, তার ধারণা— বেশ ভাল সেটাঃ কেনই বা এই পৃথিবী ছেড়ে অনন্তে যোগ দেয়ায় ভীত থাকবে, যখন তুমি নিজেই এসেছ সেই অনন্ত থেকেই?

লোকটাকে দেখতে পাননি ডাঃ আবেল সান্তে; ভেজা ধূসর জ্যাকেট— একেবারে ছেঁড়া, আর ঢোলা একটা জিন্স পরা। রাস্তার চাল-চুলোহীনের মতই দেখাচ্ছে তাকে। আচমকাই তার কনুই ঘেঁষে দাঁড়াল সে, বাঁ দিকে।

'বিউটিফুল,' বলল লোকটা।

'দুঃখিত, ক্ষমা করবেন?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন আবেল সান্তে, নিজের চিন্তার জগত ছেড়ে বাস্তবে ফিরে এসেছেন।

'দারুণ একটা রাত। একটু আধটু হাঁটার জন্যে আমাদের শহরটা যাকে বলে, একেবারে পারফেক্ট।'

'জ্বী। ঠিক আছে, পরিচিত হয়ে সুখী হলাম,' আগন্তুকের উদ্দেশ্যে বললেন সান্তে। লোকটার ফ্রেঞ্চ আঞ্চলিক, সম্ভবত ইংরেজ বা আমেরিকান।

'ওর এপার্টমেন্ট ছেড়ে আসা উচিত হয়নি তোমার। রাতটা থেকে আসা উচিত ছিল। একজন ভদ্রলোক সবসময়ই রাত কাটিয়ে ফিরবে, যদি না গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ থাকে।'

আবেল সান্তের ঘাড় এবং পিঠ আড়ষ্ঠ হয়ে উঠল। ট্রাউজার পকেট থেকে হাতটা বের করলেন তিনি। দারুন ভয় পেয়ে গেছেন।

বাঁ হাতের ধাক্কায় সরিয়ে দিতে চাইলেন রাস্তার লোকটাকে।

'কি বলছেন আপনি? এখান থেকে চলে যাচ্ছেন না কেন?'

'তোমার আর রেজিনার কথা বলছিলাম। রেজিনা বেকার— পেইনটার মেয়েটা। ভালই কাজ করে, তবে দুঃখের বিষয়— খুব ভাল নয়।'

'ভাগ এখান থেকে।'

গতি বাড়ালেন আবেল সান্তে। আর মাত্র এক ব্লক দূরে তার বাড়ি। আগন্তুক লোকটা সহজেই তাল মেলাল তাঁর সাথে। বিশাল, দৌড়বিদের মতো স্বাস্থ্য লোকটার— আগেই লক্ষ্য করেছেন আবেল।

'দুই-একটা বাচ্চা পয়দা করা উচিত ছিল তোমার। এটা অবশ্য আমার মতামত।'

'ভাগ এখান থেকে। যাও!'

হাতের মুঠো দৃঢ় হয়ে উঠেছে আবেলের। পাগল নাকি এই লোকটা? মারামারি করতে চাইলে তৈরি আছেন তিনি। যদিও গত বিশ বছরে লড়েননি, কিন্তু শরীরটা বেশ মজবুত আছে এখনও।

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো এক ঘুষিতে তাকে ফেলে দিল আগন্তুক। যেন কোন ব্যাপারই না।

দারুন দ্রুত চলছে ডা: আবেলের নাড়ি। বাঁ চোখে, যেখানে ঘুষিটা লেগেছে— কিছুই দেখতে পারছেন না।

'পুরো মাথা খারাপ নাকি তোমার? পাগল হয়ে গেছ?' লোকটার উদ্দেশ্যে চেঁচালেন তিনি। ভেঁজা কাপড়েও শক্তিমান আর প্রভাবশালী মনে হচ্ছে তাকে।

'হ্যাঁ, অফ কোর্স,' উত্তর দিল আগন্তুক। 'অবশ্যই মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার। আমি *মি. স্মিথ*— আর এবারে তোমার পালা।'

অধ্যায় ৫৫

দারুন ভীত ইঁদুরের মতো নিউইয়র্ক বেলভিউ হসপিটালের নিচে, সরু টানেল ধরে দৌড়াচ্ছে গ্যারি সোনেজি। শুকনো রক্ত আর ডিজইনফেকটেন্টের কড়া গন্ধ অসুস্থ করে ফেলছে তাকে। মৃত্যু আর অসুস্থতার চিহ্ন পছন্দ নয় তার।

যাই হোক, আজকের মতো বেঁচে আছে সে। তারে পেঁচানো— উড়ে চলেছে। *সে মৃত্যুদূত। আর মৃত্যুদূত কোন ছুটি নিচ্ছে না নিউইয়র্কে।*

আজকের সকালের জন্যে নিজেকে সাজিয়েছে সোনেজি; ঝকঝকে, ইস্ত্রী করা সাদা প্যান্ট, সাদা ল্যাবরেটরি কোট, সাদা স্বিকার; গলার চারপাশে একটা ডোরাকাটা রূপালি চেইনে ঝুলছে হাসপাতালের আই. ডি. ছবিসহ।

সকালের রাউন্ডে এসেছে সে। বেলভিউ। *এটা তো তার রাউন্ডই বটে!*

এই সব কিছু থামাবার কোন উপায় নেই; নরক থেকে তার ট্রেনের যাত্রা, তার গন্তব্য, তার শেষ উল্লাস। কেউই পারবে না থামাতে, কারণ কেউই জানে না শেষ ট্রেনটা কোথাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে গেছে। শুধু সে জানে, একমাত্র সে-ই পারে ট্রেনটা থামাতে।

আঁধার কতটুকু সমাধা করেছে ক্রস, জানতে ইচ্ছা করছে সোনেজির। যদিও তার মাপের চিন্তাবিদ নয় আলেক্স ক্রস, তারপরেও বেশ কিছু ক্ষেত্রে এই ডিটেকটিভ-সাইকোলজিস্টের ইন্দ্রিয় সাড়া দেয়। সে কী ড. ক্রসকে অবজ্ঞা করে ফেলছে, আগে একবার যেমন করেছিল? ধরা পরে যাবে সে? হয়তো, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। তাকে ছাড়াও শেষ পর্যন্ত চলবে খেলা। এটাই তো এই খেলার সৌন্দর্য্য, তার শয়তানীর একটা নমুনা।

ম্যানহাটনের বিখ্যাত এই হাসপাতালের স্টেইনলেস স্টিলের এলিভেটরে চড়ে বসল গ্যারি সোনেজি, বেজমেন্ট থেকে। সংকীর্ণ এলিভেটরের ভেতরে এক জোড়া পোর্টারও উঠেছে তার সাথে। এক মুহূর্তের জন্য আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সোনেজি, এরা হয়তো ছদ্মবেশী নিইউয়র্ক পুলিশ!

হাসপাতালের প্রধান তলায় এন ওয়াই পি ডি' র একটা অফিস অবশ্য আছে। 'সাধারণ' পরিস্থিতিতে থাকে ওটা। *বেলভিউ। জেসাস, কী অসাধারণ পাগলখানা এটা। হাসপাতালের ভেতরে পুলিশ স্টেশন।*

সহজ, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে পোর্টার দুজনের দিকে তাকালো সোনেজি। *এরা পুলিশ হতে পারে না*— ভাবল সে। *ওরকম হতচ্ছাড়া নয় তাদের চেহারা।* দেখতে যেমন, এরা আসলে তা-ই— অলস, বেকুব— হাসপাতালের গরুর দল।

স্টেইন লেস স্টিলের একটা ট্রলী ঠেলে নিয়ে চলেছে একজন। কেমন করে যে এই হাসপাতাল থেকে মানুষ সুস্থ্ৎ হয়ে বাড়ি ফেরে, সেটা একটা বড় বিস্ময়। ম্যাকডোনাল্ডস রেস্টুরেন্টের বেয়ারাদের চেয়েও কম মানসম্পন্ন লোকেদের হাতে চলছে এই হসপিটাল; সম্ভবত তার চেয়েও নিচু মানের।

একজন রোগীর কথা জানে সোনেজি, যে আজ বেলভিউ থেকে জীবিত ফিরছে না। সংবাদের রিপোর্ট অনুয়ায়ী, শরীফ থমাসকে এখানে রেখেছে পুলিশ। ঠিক আছে, এই 'মরণের উপত্যকা' ছাড়ার আগে শাস্তি পাবে থমাস। এক রাজ্য কষ্ট পরে আছে তার জন্যে।

এলিভেটর থামতে ফার্স্ট ফ্লোরে নেমে এল গ্যারি সোনেজি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল সে। নিজেদের কাজে চলে গেছে দুই পোর্টার। এরা পুলিশ নয়, এরা গর্দভের চেয়েও গর্দভ।

ছড়ি, হুইল চেয়ার আর ধাতব ওয়াকারের ছড়াছড়ি চারপাশে। হাসপাতালের আবহ তার নিজের অসুস্থতাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। এক তলার হলটার রং অফ-হোয়াইট, দরজা আর জানালাগুলো হালকা গোলাপি। সামনে টিমটিমে আলো জ্বলা একটা কফি শপ, যেন কোন সাবওয়ের দোকান। *ওখানে যদি খাও*, ভাবল সোনেজি, *ওরা নির্ঘাত বেলভিউয়ে আটকে রাখবে তোমাকে!*

এলিভেটর থেকে বেরুতে সামনের স্টিলের পিলারে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল সোনেজি। *এক হাজার ছদ্মবেশের রাজা*— ভাবতে বাধ্য হল সে। এটা সত্যি। তার দাদী পর্যন্ত এখন চিনতে পারত না তাকে। আর যদি চিনেও ফেলতো— তো চেঁচিয়ে ফুসফুস ফাটিয়ে ফেলতো বুড়ি। বুঝত, নরক থেকে তাকে খতম করতে এসেছে সোনেজি।

করিডোর ধরে হাঁটতে হাঁটতে গুনগুন করে একটা 'রেগে' সুর ধরল সে: 'আমি শেরিফকে মেরেছি, ডে-পু-টি কে নয়।'

কেউ সন্দেহের চোখে দেখছে না তাকে। বেলভিউয়ে মানিয়ে গেছে গ্যারি সোনেজি।

অধ্যায় ৫৬

অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সোনেজির। আজকের সকালের সবকিছু মনে করতে পারবে সে। খুঁটিনাটি সমেত সবকিছু নিজের কাছে জানাতে পারবে। তার সবকয়টি খুনের ক্ষেত্রে এ কথা প্রয়োজ্য। সরু, উঁচু সিলিংয়ের হলওয়েটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল সে, যেন একটা ক্যামেরা লাগানো আছে তার মাথার জায়গায়। মনোযোগ দেয়ার ক্ষমতা তার দারুন। চারপাশের সবকিছু যেন দৈবিক ক্ষমতাবলে টের পেয়ে যায়।

কফি শপে বসা তরুণ নিগ্রোর সাথে বকবক করছে এক সিকিউরিটি গার্ড। এর সবাই মানসিক প্রতিবন্ধি, এই খেলনা— পুলিশগুলো সবসময়ই তাই হয়।

কোন ঝুঁকি নেই।

হতচ্ছারা বেসবলে ক্যাপের ছড়াছড়ি এখানে সেখানে। নিউইয়র্ক জ্যানকুইস। স্যান ফ্র্যান্সিসকো জিন্টস। স্যান জোসে শার্কস। একজন ক্যাপ মাথায় লোককে দেখেও মনে হয় না কোনদিন বেসবল মাঠে থুথু পর্যন্ত ফেলেছে কী না। অথবা, তার কোন ক্ষতি করতে পারে।

সামনেই হাসপাতাল পুলিশের অফিস। কোন আলো নেই। কেউ নেই এই মুহূর্তে। হাসপাতাল পেট্রোল পুলিশেরা সব গেল কোথায়? কোথাও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে তার জন্যে? কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে না কেন? বিপদের পূর্বাভাস?

অধৈর্য্য এলিভেটরের সামনে একটা লেখা জ্বলজ্বল করছে: 'আই ডি রিকয়ার্ড।' সেটা আছে সোনেজির কাছে। আজকের শো'র জন্যে সে হল ফ্রান্সিস মাইকেল নিকোলো, আর. এন।

দেয়ালে সাঁটানো আছে একটা ফ্রেমে বাঁধানো পোস্টার— 'রোগীর অধিকার এবং দায়িত্ব।' যেখানেই তাকাও, ঝাঁপসা প্লেক্সি গ্লাসের ওপাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে সাইন বোর্ড। এতো দেখি নিউইয়র্ক হাইওয়ের চেয়েও খারাপ: রেডিওলজি, ইউরোলজি, হেমাটোলজি। *আমিও অসুস্থ্যৎ।* পোস্টারগুলোর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছা করছে সোনেজির— *আর সবার মতো আমিও অসুস্থ। আমি মরে যাচ্ছি। কারও কোন ভাবনা নেই। কখনও ছিল না।*

কেন্দ্রীয় এলিভেটরে চড়ে চারতলায় পৌঁছল সে। কোন ঝামেলা হয়নি এ পর্যন্ত, কোন সমস্যা নেই। পুলিশ নেই। এলিভেটর থামতেই ছুটে বেরুল সে, শরীফ থমাসের দেখা পেতে মরিয়া হয়ে আছে। ওর চেহারার ভয় আর হতবিহ্বল ভাবটুকু দেখতে চায়।

চারতলার হলওয়েটাতে একটা খালি বেজমেন্ট ধরনের ভাব আছে। প্রতিটি শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। যেন পুরো দালানটাই কংক্রিট দিয়ে তৈরি।

শরীফ থমাসকে যেখানে রাখা হয়েছে বলে জানে, সেইদিকে উঁকি মেরে দেখল সোনেজি। দালানের শেষ মাথায় তার রুম। নিরাপত্তার জন্যে, তাই না? তো এই হল, মহপরাক্রমশালী নিউইয়র্ক পুলিশের অ্যাকশন। ফালতু। ভালভাবে চিন্তা করে দেখলে, আসলে সবই ফালতু।

মাথা নিচু করে শরীফ থমাসের হসপিটাল রুমের দিকে হাঁটতে লাগল গ্যারি সোনেজি।

অধ্যায় ৫৭

কারমিন গ্রোজা আর আমি হাসপাতালের প্রাইভেট রুমে বসে অপেক্ষা করছি গ্যারি সোনেজির জন্যে। বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে এখানে আছি আমরা। কেমন করে জানব, এই মুহূর্তে সোনেজি দেখতে কেমন? এটা একটা বড় সমস্যা, তবে আমরা আশাবাদী।

দরজায় কোন শব্দ পাইনি আমরা। হঠাৎই খুলে গেল ওটা। ঝড়ের বেগে ভেতরে প্রবেশ করল সোনেজি, শরীফ থমাসকে আশা করছে ভেতরে। গ্রোজা আর আমার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

চুলগুলো রূপালি-ধূসর রং করেছে, টেনে রেখেছে মাথার পেছনে। অনেকটা পঞ্চাশ কী ষাটের বুড়োর মতো দেখাচ্ছে তাকে, কিন্তু উচ্চাতাটা সোনেজিরই বটে। আমার দিকে তাকাতে বড় বড় হল তার হালকা নীল চোখ দুটো। এই চোখ দুটো দেখেই চিনতে পারলাম ওকে।

সেই চিরপরিচিত বিদ্রুপাত্মক হাসি হাসল সে, বহুবার দুঃস্বপ্নে দেখেছি আমি হাসিটা। সে ভাবে, আমাদের সবার চেয়ে অনেক উন্নত মস্তিষ্কের সে। *সে জানে* এটা।

মাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করল সোনেজি। 'আরও ভাল।'

'নিউইয়র্ক পুলিশ! ফ্রিজ, ' সতর্ক করে দিয়ে গম্ভির, দায়িত্বপূর্ণ কণ্ঠে বলল গ্রোজা।

বিদ্রুপের হাসিটা লেগে রইল সোনেজির ঠোঁটে, যেন এই আকস্মিক অভ্যর্থনার জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল সে, এ যেন তারই পরিকল্পনার অংশ। তার আত্মবিশ্বাস, উন্নাসিকতা বর্ণনার অতীত গভীর।

বুলেট প্রুফ ভেস্ট পড়ে আছে ও, শরীরের উপরের অংশে ফুলে থাকা জায়গা দৃষ্টি আকর্ষণ করল আমার। *সে প্রটেক্টেড। আমার যা-ই করি না কেন, তৈরি হয়ে এসেছে সে।*

বাঁ হাতে কিছু একটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। কি ঠিক বুঝতে পারছি না। হাত দুটো সামান্য উঁচু রেখেই রুমে ঢুকেছে সোনেজি।

ছোট, সবুজ একটা বোতল আমার আর গ্রোজার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে মারল সে। সামান্য একটু ঝাঁকি। কাঠের মেঝেতে আঘাত করার শব্দ হল, দ্বিতীয়

বার বাড়ি খেয়ে থামল বোতলটা। বুঝতে পারলাম আমি... কিন্তু অনেক দেরীতে, বেশ কয়েক সেকেন্ড দেরীতে।

'বোম্ব!' গ্রোজার উদ্দেশ্যে চেঁচালাম আমি, 'মাটিতে ঝাপিয়ে পড়। মাথা নিচু!'

বিছানার থেকে সরে ডাইভ দিয়ে পরলাম আমরা। দুটো চেয়ার দিয়ে বর্ম বানানোর চেষ্টা করছি। আলোর ঝলকটা দারুন উজ্জ্বল হল, সাদা তীব্র আলো— শেষটায় উজ্জ্বলতম হলুদ রংয়ের ঝাঁকি। স্প্লিন্টার ছুটছে দিকবিদিগ। চারপাশের সবকিছুতে আগুন ধরে গেছে এক লহমায়।

এক কী দুই সেকেন্ডের জন্যে অন্ধ হয়ে রইলাম আমি। তারপর মনে হল, যেন পুড়ে যাচ্ছি। আমার জুতো, ট্রাউজার— সবকিছুতে আগুন ধরে গেছে। হাত দিয়ে চোখ-মুখ আড়াল করলাম। 'জেসাস, গড,' আতঙ্কে চেঁচাচ্ছে গ্রোজা।

হিসহিস একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি, যেন গ্রিলে বেকন রান্না হচ্ছে। ওটা যেন আমার মাংস পোড়া না হয়— প্রার্থনা করে চললাম। গ্রোজা আর আমি কাশছি, যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে এখনই। আগুনের শিখা নাচানাচি করছে আমার শার্টে, এরপরেও সোনেজির কণ্ঠস্বর পরিষ্কার শুনতে পেলাম। হাসছে সে।

'নরকে স্বাগতম, ক্রস।' বলছে সে। 'পুড়ে যাও, বেবী। পোড়ো।'

অধ্যায় ৫৮

বিছানার কম্বল আর চাদর ছিড়ে ট্রাউজারের আগুন থামাতে লাগলাম আমি আর গ্রোজা। ভাগ্যবান বলা যায় আমাদের, অন্তত আমি তাই আশা করছি। আগুনের শিখাগুলো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলাম দুজনে, আমাদের পা আর জুতোর গুলো।

'থমাসকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে চাইছিল সে,' গ্রোজাকে বললাম, 'আরো একটা ফায়ার বম্ব আছে তার কাছে, অন্তত আরো একটা সবুজ বোতল দেখেছি আমি হাতে।'

হাসপাতালের করিডোর ধরে পরিমড়ি করে সোনেজির পিছু ধাওয়া করছি আমরা। বাইরে আরো দুই ডিটেকটিভ পরে আছে, আহত। একটা *দানব* এই সোনেজি।

বাঁকানো সিঁড়ি ধরে ওকে অনুসরণ করছি আমরা। পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে জোরে। চোখ জ্বালা করছে আমার. তবে দেখতে পাচ্ছি ঠিকই।

টু-ওয়ে রেডিওটা দিয়ে অন্য ডিটেকটিভদের সতর্ক করে দিচ্ছে গ্রোজা। 'সাসপেক্টের কাছে ফায়ার বোমা আছে! সোনেজির হাতে বোমা আছে! সাবধান।'

'কী চায় এই ব্যাটা?' দৌড়ের উপরই জানতে চাইল গ্রোজা। 'কি করবে সে এখন?'

'আমার মনে হয়, মরতে চায় সে।' ফুঁপিয়ে শ্বাস টেনে বললাম। 'বিখ্যাত হতে চায়। একটা বিচ্ছিরি কিছু ঘটিয়ে। এটা তার পন্থা। এইখানে, এই বেলভিউয়ে।'

সবার মনোযোগ গ্যারি সোনেজির চির আরাধ্য বস্তু। ছেলেবেলা থেকেই 'শতাব্দির বিখ্যাত অপরাধসমুহ'-এর ভক্ত সে। এত কোন সন্দেহ নেই, এখন মরতে চায় গ্যারি সোনেজি। কিন্তু বিরাট কোন ঝামেলা ঘটিয়ে তবেই। নিজের মৃত্যু নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইছে সে।

লবী ফ্লোরে অবশেষে পৌঁছলাম আমরা, শ্বাসকষ্টে ভুগছি আমি দারুনভাবে। ধোঁয়া ঢুকে গেছে ভেতরে, কিন্তু এমনিতে ভাল আছি। মাথাটা কেমন ঘোলা হয়ে গেছে- কী করব বুঝে উঠছি না।

প্রায় ত্রিশ গজ সামনে লবীতে ঝাপসা একটা নড়াচড়া ঠাওর করলাম।

নার্ভাস লোকেদের ভীড় ঠেলে সামনে এগুতে চাইছি, বের হতে চাইছি ভবন ছেড়ে। উপরের অগ্নিকাণ্ডের কথা জানাজানি হয়ে গেছে। এমনিতেও বেলভিউয়ে সবসময় মানুষজনের আনাগোনা লেগেই তাকে, এখন আবার ভেতরে বোমা ফাটার মত ঘটনা ঘটে গেছে।

হাসপাতালের সামনের স্টুপে পৌঁছলাম অবশেষে। ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে। ধূসর আর বিশ্রী অবস্থা বাইরে। সোনেজির খোঁজে এদিক-সেদিক চাইলাম আমি।

হাসপাতালের কর্মচারী এবং দর্শনার্থীর একটা ছোট দল সামনের শেডের নিচে দাঁড়িয়ে হাই তুলছে, সিগারেট টানছে। উপরের ইমার্জেন্সি সম্পর্কে অবগত নয় এরা, অথবা এ তাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। ভবন থেকে বাইরে যাওয়ার ইট বিছানো রাস্তাটা হাসপাতালে যাওয়া-আসা করা লোকের ভীরে জনাকীর্ণ। ছাতার কারণে দৃষ্টি বাঁধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

কোন চুলোয় গেল গ্যারি সোনেজি? কোথায় অদৃশ্য হতে পারে সে? বাজে একটা চিন্তা চলে এল মাথায়— আবার তাকে হারিয়ে ফেলেছি আমি। এটা সহ্য করা মুশকিল।

বাইরে, ফার্স্ট এভিনিউয়ে নোংরা দাগঅলা রং চঙে ছাতার নিচে বসে জাইরস, হট ডগ আর নিউইয়র্ক স্টাইল বিস্কুট বিক্রি করছে রাস্তার দোকানীরা।

কোথাও নেই সোনেজি।

খুঁজে চললাম আমি। পাগলের মতো রাস্তার এ মাথা, ও মাথায় চোখ বোলালাম। তাকে ছেড়ে দিতে পারি না আমি। এরচেয়ে ভাল সুযোগ আর কখনও পাব না। ভীরের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা হল হঠাৎ। অর্ধেক ব্লক পর্যন্ত দেখতে পারছি এখন।

ওইতো সে!

সাইডওয়াক ধরে ছোট একটা পথচলতি দলের সাথে হেঁটে চলেছে সোনেজি, উত্তর দিকে যাচ্ছে। ওর পেছনে ছুটলাম আমি। গ্রোজা এখনও লেগে আছে সাথে। দুইজনেই নিজেদের অস্ত্র বের করে নিলাম আমরা। যদিও, এই ভীরে গুলি করা সম্ভব নয়। অনেক মা, শিশু, বৃদ্ধ আর রোগীরা আসা-যাওয়া করছে হাসপাতাল থেকে।

ডানে, বাঁয়ে আর পেছনে দেখল সোনেজি। সে দেখে ফেলেছে আমাদের। আমি নিশ্চিত।

বেশ চাতুর্য্যের পরিচয় দিচ্ছে, সবসময় ভীড়ের সাথে থাকছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি তার মানসিক অসারতার ইঙ্গিত দেয়। নিজের তীক্ষ্ণতা আর চিন্তার ক্ষমতা হারাচ্ছে সে। *এজন্যেই এখন মরতে চায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে সে নিজের উপর। সহ্য করতে পারছে না এটা।*

ইন্টারসেকশনের অর্ধেকটা বন্ধ করে রেখেছে এক কন্ এড কর্মী। মাথার হ্যাটে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছে। তার চারপাশ ঘুরে পার হচ্ছে গাড়ির স্রোত, একটানা হর্ন বাজাচ্ছে সবাই।

ভীড়ের মধ্যে থেকে আচমকাই বেরিয়ে এল সোনেজি। কী হচ্ছে এটা? পিচ্ছিল রাস্তা ধরে দৌড়ে ফার্স্ট স্ট্রিটের দিকে যাচ্ছে সে। এলোমেলো পা পড়ছে তার, দৌড়াচ্ছে উর্ধ্বশ্বাসে।

দ্রুত ডানে মোচর খেল সোনেজি। *একটু উপকার কর আমাদের সবার, পরে যা মাটিতে!*

যাত্রী উঠানোর জন্যে থেমে দাঁড়ানো একটা সিটি বাসের সামনে থামল সে।

এখনও পিছলাচ্ছে, টলোমলো পায়ে কোনো রকম টিকে আছে। পরে যেতে যেতে সামলে নিল সে। এরপরই ঝট করে উঠে পড়ল বাসে।

দাঁড়ানোর পর্যন্ত জায়গা নেই বাসটার ভেতর। হাত নেড়ে, চিৎকার করে কিছু বলছে সোনেজি অন্য যাত্রীদের উদ্দেশ্যে— দেখতে পেলাম আমি। *জেসাস, গড, একটা বোমা হাতে সিটি বাসে উঠে প ড়ছে সে।*

অধ্যায় ৫৯

আমার পেছনে স্খলিত পায়ে হাঁটছে ডিটেকটিভ গ্রোজা। ঘাম, ধুলোয় ভিজে গেছে মুখ— কালো চুলগুলো চকচকে করছে। দুইহাত জোরে জোরে নাচাল সে, পাগলের মতো ডাকছে গাড়ির উদ্দেশ্যে। পুলিশের একটা সেডান পাশে এসে দাঁড়াতেই উঠে বসলাম আমরা।

'ঠিক আছো তুমি? ' শুধালাম ওকে।

'মনে তো হয়। আছি। চল যাওয়া যাক।'

ফার্স্ট এভিনিউ ধরে বাসটাকে অনুসরণ করে চললাম আমার, তীব্র স্বরে বাজছে সাইরেন— ট্রাফিকের ভীড় ঠেলে এঁকে বেঁকে চলছে। অল্পের জন্যে একটা ক্যাব এর গায়ে লাগল না ধাক্কাটা।

'তুমি নিশ্চিত, আরো একটা বোমা আছে ওর কাছে?'

নড করলাম আমি। 'অন্তত একটা। নিউইয়র্কের সেই পাগল বোমাবাজের কথা মনে আছে? মনে হয়, সোনেজি নকল করছে তাকে। ম্যাড বম্বার তো ভীষণ বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল সে সময়।'

সবকিছুই কেমন ক্রেজি আর পরাবাস্তব লাগছে। দারুন জোরে নেমে এসেছে বৃষ্টি— ঝমঝম আওয়াজ করছে সেডানের ছাদে পরে।

'তার কাছে জিম্মি আছে, ' রেডিওতে কথা বলছে গ্রোজা। 'ফার্স্ট এভিনিউ ধরে চলা একটা সিটি বাসে আছে এই মুহূর্তে। ধারণা করছি, একটা বোমা রয়েছে সাথে। এম-১৫ বাস। সব গাড়ি লেগে থাকুন ওটার পেছনে, বাধা দেবেন না। আই রিপিট, এম ১৫ বাসে একটা বোমা সহ আছে সে।'

গুণে দেখলাম, ইতোমধ্যেই অর্ধ-ডজন নীল-সাদা পুলিশ কার লেগে গেছে। লাল বাতিতে থামছে বাসটা, কিন্তু কোন যাত্রী তুলছে না। বৃষ্টিতে দাঁড়ানো লোকগুলো ভীষণ ক্ষেপে হাত নাচাচ্ছে, ওদের না তুলে নেয়ায় গুষ্ঠি উদ্ধার করছে চালকের। তাদের কেউ জানে না, কত ভাগ্যবান তারা বাসে উঠতে পারেনি বলে।

'কাছে যাওয়ার চেষ্টা কর,' ড্রাইভারকে বললাম আমি। 'কথা বলতে চাই ওর সাথে। দেখি, সেও কথা বলতে চায় কী না। সুযোগ নিতে দোষ নেই।'

গতি বাড়ল পুলিশ সেডানের, ভেঁজা রাস্তায় পিছলাচ্ছে চাকা। ক্রমেই কাছে চলে আসছি আমরা বাসটার। দেখতে দেখতে উজ্জ্বল নীল বাহনটার পাশে চলে এলাম। একটা পোস্টার *ফ্যান্টম অব দি অপেরা*'র বিজ্ঞাপন করছে মোটা হরফে। *সত্যিকারের এক ফ্যান্টম এখন ওই বাসের ভেতরে।* আবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে গিয়েছে সোনেজি। নিউইয়র্ককে নিয়ে খেলছে সে এখন।

গাড়ির সাইড উইন্ডোটা নামালাম আমি। বৃষ্টি আর বাতাস ঝাপটা লাগল মুখে, কিন্তু গ্যারি সোনেজিকে দেখতে পাচ্ছি আমি বাসের ভেতর। *জেসাস, এখনও অভিনব কাজ করে চলেছে সে—* কারো বাচ্চাকে আঁক করেছে, একহাতে ধরে রেখেছে গোলাপী-নীল একটা কাপড়ের স্তূপ। চেঁচিয়ে আদেশ করছে, মুক্ত হাতটা রাগের আতিশয্যে ঘোরাচ্ছে কেবল।

যতটা সম্ভব গাড়ির বাইরে দেহ বের করে দিলাম আমি। 'গ্যারি!' চিৎকার করে ডাকছি। 'কী চাও তুমি?' শব্দ জটের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠল আমার গলা। *'গ্যারি! আলেক্স ক্রস বলছি।'*

বাসের ভেতরের যাত্রীরা তাকাচ্ছে আমার দিকে। দারুন আতঙ্কিত হয়ে আছে তারা, হয়তো তার চেয়ে বেশি।

ফরটি সেকেন্ড স্ট্রিটে এসে আচমকা বাঁয়ে মোড় নিল বাসটা, ভয়ংকর বিদজনক গতিতে।

গ্রোজার দিকে তাকালাম আমি। 'নিয়মিত রুট?'

'হতেই পারে না।' বলল সে। 'নিজের রাস্তা ধরে চলেছে সে খোদাই জানে, কোন্ মুল্লুকে।'

'কী আছে ফরটি সেকেন্ড স্ট্রিটে? সামনে কি? কোথায় যেতে পারে সোনেজি?'

অধৈর্য্য ভঙ্গিতে হাত নাচাল গ্রোজা, 'সামনে টাইমস স্কোয়ার। শহরের সব নেশাখোর আর বদমাশদের জায়গা। থিয়েটার ডিস্ট্রিক্টও সেখানে। পোর্ট অথরিটি বাস টার্মিনাল। গ্রান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছাকাছি চলে এসেছি প্রায়।'

'ও, গ্রান্ড সেন্ট্রালেই যাচ্ছে সে,' ঘোষণা করলাম আমি। 'আমি নিশ্চিত। এইভাবেই মরতে চায় সে— ট্রেন স্টেশনে!' আর একটা সেলার; সিটি ব্লক জুড়ে পরে থাকা অসাধারণ জায়গা সোনেজির কাছে। *দি সেলার অব সেলারস।*

ইতোমধ্যেই বাস ছেড়ে নেমে গিয়েছে সোনেজি, ফরটি সেকেন্ড স্ট্রিট ধরে ছুটছে সে। গ্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনের দিকে ছুটছে— তার *বাড়ির* দিকে। এখনও বাচ্চাটাকে ধরে আছে সে, এক হাতের উপর হালকা ভাবে ঝুলছে ওটা। এর জীবনের কোন দামই নেই সোনেজির কাছে।

গডড্যাম হীম টু হেল! বাড়ির আঙ্গিনায় চলে এসেছে সে। কি চায়, একমাত্র সে-ই জানে।

অধ্যায় ৬০

লোকজনের ভীড় *ঠেলে* ফরটি সেকেন্ড স্ট্রিট ধরে ছুটছি আমি। দারুন ব্যস্ত গ্রান্ড সেন্ট্রাল স্টেশন সামনেই। প্রচুর লোক তাদের দৈনন্দিন কাজে এসেছে শহরের এই স্টেশনে। জানেই না, কী চরম খারাপ হতে যাচ্ছে তাদের দিনটা।

গ্রান্ড সেন্ট্রাল হল নিউইয়র্ক সেন্ট্রাল, দি নিউইয়র্ক, নিউ হেভেন, হার্টফোর্ড ট্রেন এবং আরো কিছু গাড়ির নিউইয়র্ক স্টপেজ। তিনটে আই আর টি সাবওয়ে লাইনেরও স্টপেজ এটা। লেক্সিংটন এভিনিউ, টাইমস স্কোয়ার- গ্যান্ড সেন্ট্রাল কাটল্ এবং কুইন। ফরটি সেকেন্ড এবং ফরটি ফিফথ স্ট্রিটের মধ্যে তিন ব্লক জুরে এর বিস্তৃতি। উপরের লেভেলে আছে একচল্লিশ নম্বর ট্র্যাক; আর নিচে ছাব্বিশ নম্বর, নাইন্টি সিক্সথ স্ট্রিটের কাছে এসে মিলে গেছে দুটো পথ— চার রেলের একটা একক পথ হয়ে গেছে।

নিচের লেভেলটা একটা বিরাট প্রকোষ্ঠ মতো, বিশ্বের অন্যতম বড়।

গ্যারির সেলার।

জ্যাম-প্যাক লোকের ভীড় *ঠেলে* এগুতে থাকলাম আমি। একটা ওয়েটিং রুমের ভেতর হয়ে খোলা, চমৎকার প্রধান কোর্সে চলে এলাম। চারদিকে ইমারত নির্মানের কাজ চলছে। প্যান অ্যাম এয়ারলাইন, আমেরিকান এক্সপ্রেস আর নাইকি'র বিশাল কাপড়ের পোস্টার দেয়াল জুড়ে। আমার দাঁড়ানোর স্থান থেকে ট্র্যাকে বেরুবার অনেকগুলো দরজা দেখা যাচ্ছে।

আমার কাছে পৌঁছল ডিটেকটিভ গ্রোজা। অ্যাড্রিনালিনের স্রোতধারা বইছে দুজনের শরীরেই। 'এখনও বাচ্চাটা আছে তার সাথে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল গ্রোজা। নিচের লেভেলে তাকে নামতে দেখেছে একজন।

বেশ সুখপ্রদ একটা ছুটোছুটি চলছে, তাই না? সেলারে ফিরছে গ্যারি সোনেজি। ভবনের ভেতরে থাকা হাজার হাজার লোকের জন্যে এটা মোটেও ভাল কথা নয়। একটা বোমা আছে তার কাছে, আরো বেশিও হতে পারে।

গ্রোজাকে নিয়ে আরো খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নামছি আমি, একটা আলো জ্বলা সাইন জানাল: ওয়েস্টার বার রয়েছে এই লেভেলে। পুরো স্টেশন জুড়েই

ব্যাপক নির্মাণ আর উন্নয়নের কাজ চলছে— ঝামেলা আরো বেড়েছে এতে। ভীড়ের মাঝে ভ্রাম্যমান দোকানি আর ফেরীঅলাকে মাড়িয়ে চলেছি আমরা। ট্রেন যাত্রার আগ পর্যন্ত বহু কিছু খেতে পার তুমি এখানে, কিংবা ট্রেন উড়ে যাবার আগ পর্যন্ত! সামনে একটা হফরিট্জ কাঁলারি দোকান। হয়তো এই রকম কোন দোকান থেকেই পেন স্টেশনে ব্যবহার করা ছুড়িটা কিনেছিল সোনেজি।

নিচের লেভেলে পৌঁছলাম আমি এবং ডিটেকটিভ গ্রোজা। প্রশস্ত একটা আরকেডে ঢুকেছি আমরা— আরো রেলওয়ে ট্র্যাকে ঢোকার দরজা দেখা যাচ্ছে চারধারে। বিভিন্ন সাইনপোস্ট, সাবওয়ে ধরে টাইমস স্কোয়ার কাঁলে প্রবেশের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে।

টু-ওয়ে রেডিওটা কানের সাথে সেঁটে রেখেছে গ্রোজা। স্টেশনের চারপাশ থেকে প্রতি মুহূর্তের আপডেট রিপোর্ট পাচ্ছে সে। 'টানেলে পৌঁছে গেছে সোনেজি, কাছাকাছিই আছি আমরা।' জানাল গ্রোজা আমাকে।

পাথরের কয়েক ধাপ টপকে হুঁড়মুড় করে নামলাম আমি। পাশাপশি দৌঁড়াচ্ছি দুজন। মারাত্মক গরম নিচে, ঘামে চুপচুপ হয়ে গেছি একদম। কাঁপছে পুরো ভবনটা। আমাদের পায়ের তলায় নড়ছে ধূসর পাথরের পুরো দেয়াল এবং মেঝে। নরকে পৌঁছে গেছি এখন, একমাত্র প্রশ্ন— কোন স্তরে?

অবশেষে গ্যারি সোনেজিকে দেখতে পেলাম সামনে, তারপর আবার হারিয়ে গেল। এখনও বাচ্চাটাকে ধরে আছে সে; অথবা হয়তো গোলাপী-নীল কম্বল ওটা— মুড়ে রেখেছে হাতে।

দৃষ্টি পথে আবার চলে এল সোনেজি। তারপর আচমকা থেমে, ঘুরে দাঁড়িয়ে টানেলের ভেতরে তাকিয়ে রইল একভাবে। কিছু নিয়েই আর ভীত নয় সে— ওর চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি সেটা।

'ড. ক্রস,' চেঁচিয়ে বলল সোনেজি। 'পথনির্দেশ দারুন ভাবে অনুসরণ করতে পার তুমি।'

অধ্যায় ৬১

সোনেজির অন্ধকার গোপনীয়তাটুকু এখনও কাজ করে চলেছে, এখন মূর্ত সেটা: যা-ই মানুষকে দারুনভাবে রাগিয়ে দেয়, সান্ত্বনার অতীত দুঃখ দেয়, কষ্ট দেয়— তাই করে সে।

আলেক্স ক্রসকে এগিয়ে আসতে দেখল সোনেজি। *লম্বা, উন্নাসিক কালো হারামজাদা। মরতে তৈরি হয়ে এসেছিস তো, ক্রস?*

ঠিক যখন তোর জনম সার্থকতার পথে চলেছে। বাচ্চারা বড় হচ্ছে। তোর সুন্দরী প্রেমিকাও আছে।

কিন্তু সেটাই ঘটতে চলেছে। আমার সাথে খারাপ আচরণের জন্যে মরবে তুমি। কিছুই করার নেই কারও।

কংক্রিটের ট্রেন প্লাটফর্ম অতিক্রম করে এদিকে হেঁটে আসছে আলেক্স। মোটেও ভীত দেখাচ্ছে না তাকে। নিশ্চিত ভঙ্গিতেই হাঁটে ক্রস, ওর শক্তি আর বোকামী— দুটোই এটা।

যেন শূন্যতায় ভেসে চলেছে সে— মনে হতে লাগল সোনেজির। দারুন মুক্ত বোধ করছে, যেন কোনো কিছুই আর ছুঁতে পারবে না তাকে। যা চায়, তাই করতে পারে সে। হতে পারে যা সে হতে চায়। সারা জীবন ধরে এটাই চেয়ে এসেছে সোনেজি।

ক্রমশ কাছে চলে আসছে ক্রস। একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে তার দিকে। সব সময়ই প্রশ্ন করা তার স্বভাব।

'কি চাও তুমি, গ্যারি? কি চাও আমাদের কাছে?

'মুখ বন্ধ রাখ, হারামির বাচ্চা! কী চাই আমি?' চেঁচিয়ে প্রত্যুত্তর করল সোনেজি। 'তোকে চাই। ধরতে পারলাম শেষ পর্যন্ত।'

অধ্যায় ৬২

সোনেজির বলা কথাটা শুনতে পেয়েছি আমি, এখন আর কিছু যায় আসে না এতে। আমাদের মধ্যেকার এই রেষরেষির আজ শেষ দিন। ওর দিকে এগিয়ে চলেছি আমি।

তিন কি চার ধাপ অতিক্রম করলাম পাথরের সিঁড়ি বেয়ে। দৃষ্টি সরাতে পারছি সোনেজির ওপর থেকে। এবার আর হাল ছাড়ব না।

হাসপাতালের আগুনের ধোঁয়া এখনও রয়েছে আমার ফুসফুসের অভ্যন্তরে। ট্রেন টানেলের ঝড়ো বাতাস সাহায্য করছে না এতটুকু, দারুন কাশতে লাগলাম।

আজই কী শেষদিন হতে চলেছে সোনেজির? বিশ্বাস করতে পারছি না আমি যেন। *ধরতে পারলাম শেষ পর্যন্ত*— বলে কী বোঝাতে চাইল সে?

'কেউ নড়বে না! খবরদার! এক পা-ও না!' চিৎকার করে বলল সোনেজি, একটা অস্ত্র আছে তার কাছে— সেই বাচ্চাটা। 'কে নড়বে, আর কে নড়বে না— সেটা আমি বলব। এটা তোমার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, ক্রস; *কোন কিছু করার চিন্তা থাকলে বাদ দাও।*'

থেমে গেলাম আমি। কেউ নড়ছে না একচুল। অদ্ভুত নৈশব্দ নেমে এল প্লাটফর্মে, গ্রান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনের পেটের গভীরে অবিস্মরণীয় এই নাটক মঞ্চায়িত হতে চলেছে। সোনেজির কাছাকাছি কম করে হলেও, বিশ জন মতো লোক আছে; বোমা ফাটলে এরা হতাহত হবে।

বাসের বাচ্চাটাকে উঁচু করে ধরেছে সে, সবার মনোযোগ ধরে রেখেছে। ট্রেন টানেলের চওড়া দরজায় বড় বড় চোখ করে পঙ্গুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে ডিটেকটিভ এবং ইউনিফর্মড পুলিশ। এ মুহূর্তে অসহায় আমরা সবাই, সোনেজিকে ছুঁতে পর্যন্ত অক্ষম। তার কথা শুনতেই হবে আমাদের।

ছোট, দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে একটা বৃত্ত রচনা করে হাঁটল সে। মৃদু কাঁপছে শরীর। অদ্ভুত, নিঃস্ব লোকের পদচার না যেন। একহাতে ধরে রেখেছে বাচ্চাটাকে, যেন একটা পুতুল। জানি না, কেমন লাগছে তার মায়ের।

একটা ঘোরের মধ্যে আছে সোনেজি। পাগলের মতই লাগছে তাকে, হয়ত সে তা-ই। 'মহান ড. ক্রস এখন এখানে,' প্লাটফর্ম থেকে বলছে সে। 'কতটুকু জানো তুমি? কী *ভাব* নিজেকে? আজ না হয় আমিই প্রশ্ন করি।'

'তেমন কিছু জানি না আমি, গ্যারি,' বললাম, যতটা নিচুস্বরে বলা যায়। জনতার কথা ঘূর্ণাক্ষরেও মাথায় আনছি না— এ জনতা এখন *গ্যারির।* 'যতদূর মনে পরে, এখনও শ্রোতা ভালবাস তুমি।'

'ওহ্, ইয়েস, ড. ক্রস। মনোযোগী শ্রোতা দারুন পছন্দ আমার। অসাধারণ কিছু একটা করলে, অথচ কেউ দেখল না— এ কেমন কথা বল? তোমাদের সবার চোখের দৃষ্টি, শঙ্কা, ঘৃণা— দারুন ভাল লাগে।' এখনও ঘুরছে সোনেজি, যেন মজার কোন খেলা এটা। 'তোমরা সবাই আমাকে মারতে চাও। সবাই তোমরা একেকজন *খুনী!'* তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল সে।

হাতে অস্ত্র বেরিয়ে এসেছে, এক হাতে বাচ্চাটাকে ঝুলিয়ে রেখে এখনও ঘুরে ঘুরে চলছে সোনেজি। কাঁদছে না ছোট বাচ্চাটা, হাত পা ঠান্ডা হয়ে এল আমার— মরে যায়নি তো! ট্রাউজারের পকেটে হয়তো বোমাটা আছে। থাকতেই হবে। খোদা মালুম, বাচ্চার কম্বলে জড়িয়ে রেখেছে নাকি।

'আবার ফিরে এসেছ *সেলারে,* তাই না?' একটা সময়ে আমি ভাবতাম, সোনেজি হয়ত সিজোফ্রেনিক। এখন জানি, তা সে নয়। কিন্তু নিশ্চিত করে কিছু ভাবতে পারছি না।

মাটির তলার প্রকোষ্ঠের দিকে মুক্ত হাতটা দিয়ে ইঙ্গিত করল সোনেজি। প্লাটফর্মের শেষ মাথার দিকে ধীরে হাঁটছে সে। কেউ থামাতে পারবে না তাকে। 'ছেলেবেলায় সব সময় স্বপ্ন দেখতাম, কবে বেরুবো ওটা ছেড়ে। একটা বড়, দ্রুতগতি ট্রেনে চেপে চলে আসব গ্রান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে। পালিয়ে যাব দূরে কোথাও, সবকিছু ছেড়ে।'

'তা তুমি করেছ। জিতে গেছ তুমি। এজন্যেই কী আমাদের এখানে নিয়ে আসনি, যেন ধরতে পারি তোমাকে?'

'আমার কথা শেষ হয়নি। তোমার সাথে বোঝাপড়া বাকি আছে, *ক্রস!'* যেন গর্জে উঠল কোন জানোয়ার।

আবার পাগলামী শুরু হয়েছে। পেটের ভেতরটা অজানা আশঙ্কায় মোচড় খেল আমার। 'আমার সাথে কিসের বোঝাপড়া? বারবার হুমকি দিয়ে কোন লাভ হবে না। কিছুই করার মুরোদ নেই তোমার।'

থেমে দাঁড়াল সোনেজি। প্লাটফর্মের পেছন দিকে চলা থামাল সে। প্রতিটি চোখ অনুসরণ করছে তাকে, বিশ্বাস করতে পারছে না নিজের চোখকে। নিজেকে পরাবাস্তব জগতের প্রতিনিধি মনে হল আমার।

'এখানেই শেষ নয়, ক্রস। তোমার জন্যে ফিরে আসব আমি, কবর থেকে হলেও। থামাতে পারবে না কেউ। মনে রেখ! ভুলে গেলে চলবে না!'

এরপর যা করল সোনেজি, স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি। বাঁ হাতের এক ঝাঁকিতে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছে সে বাচ্চাটাকে! উলট-পালট খেতে থাকা শিশুটার দিকে দম বন্ধ করে চেয়ে রইলাম প্রতিটি লোক।

প্লাটফর্মের পনেরো ফুট নিচে দাঁড়ানো একজন দর্শনীয় ঠঙ্গে লুফে নিল তাকে, দেখেও চোখ সড়ছে না কারও!

এরপর, কাঁদতে লাগল শিশুটা।

'না, গ্যারি!' সোনেজির উদ্দেশ্যে চেঁচালাম আমি। আবার ছুটতে শুরু করেছে উন্মাদটা।

'মরার জন্যে তৈরি আছ তো, ড. ক্রস? ' পাল্টা হুঙ্কার ছাড়ল সে। '*আর ইউ রেডী?'*

অধ্যায় ৬৩

প্লাটফর্মের পেছন দিকে, রূপালি- ধাতব একটা দরজার আড়ালে হারিয়ে গেল সোনেজি। অসম্ভব দ্রুত, আকস্মিক তার নড়াচড়া। গুলির আওয়াজে প্রকম্পিত হয়ে উঠল এলাকা— ফায়ার করেছে গ্রোজা! মনে হয় না লাগাতে পেরেছে।

'প্রচুর টানেল আর রেল লাইন আছে ও দিকটায়', জানাল গ্রোজা, 'বিশ্রী একটা গোলক ধাঁধায় আটকে পড়তে যাচ্ছি আমরা।'

'কি করা?' দৌড়ের উপরই বললাম, 'সোনেজির পছন্দের জায়গা। চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

এক স্থাপনা কর্মীর হাত থেকে ফ্ল্যাশ লাইটটা ছিনিয়ে নিলাম আমি। টেনে বের করলাম গ্লকটা। সতেরোটা গুলি আছে। গ্রোজার কাছে আছে একটা .৩৫৭ ম্যাগনাম। আরও ছয়টা হল। কয়টা গুলি লাগবে সোনেজিকে খতম করতে? সে কি মরবে না কখনও?

'ভেস্ট পরে আছে হারামজাদা।' জানাল গ্রোজা।

'হুম, দেখেছি।' বললাম আমি। গ্লকের সেফটিটা বন্ধ করে নিলাম। 'একটা বয় স্কাউট-এর মতো সবসময়ই তৈরি থাকে সে।'

সোনেজির প্রস্থানের দরজাটা এক টানে খুলে ফেললাম— কবরের অন্ধকার যেন সেখানে। গ্লকটা সামনে উঁচিয়ে ধরে সামনে এগিয়ে গেলাম আমি। একটা *সেলার* বটে এটা, সোনেজির প্রাইভেট সুবিশাল কক্ষ।

মরার জন্যে তৈরি আছ তো, ড. ক্রস?

কিছুই এখন করার নেই কারও।

এঁকে বেঁকে, যতদূর সম্ভব ঝুঁকে যেতে চাইছি আমি। টানেলের দেয়ালে নাচানাচি করছে ফ্ল্যাশ লাইটের আলো। সামনেই ঝাঁপসা, ঘোলাটে আলো দেখা যাচ্ছে, ফ্ল্যাশটা বন্ধ করে দিলাম। ভীষণ জ্বলছে বুকের ভেতরটা। শ্বাস নিতে পারছি না ঠিকমত, সম্ভবত ক্লস্ট্রোফোবিয়ার কিছুটা ভূমিকা আছে এতে।

সোনেজির সেলার পছন্দ করতে পারছি না আমি। ছোটবেলায় নিশ্চই এতটা আতঙ্কই লাগত গ্যারির। সেটাই কী বোঝাতে চাচ্ছে সে আমাদের? অভিজ্ঞতাটুকু দিতে চাইছে?

'জেসাস,' আমার পেছনে বিড়বিড় করছে গ্রোজা। ওর কী অনুভূতি হচ্ছে, জানি আমি— ভীত, সম্মোহিত। টানেলের ভেতরে কোথাও একটানা গর্জন করছে বাতাস। সামনের কিছুই ভালো ঠাওর করা যাচ্ছে না।

নিজের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করতে হবে তোমাকে অন্ধকারে, সামনে এগুতে এগুতে ভাবলাম আমি। বালক বয়সে সেটা রপ্ত করে ফেলেছে সোনেজি। আমাদের পেছনে, বহুদূর থেকে ভেসে আসছে কণ্ঠস্বর। দেয়ালে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে। এই অন্ধকার নরকে কেউ চাইছে না সোনেজির শিকারে পরিণত হতে।

কালো পাথরের দেয়ালের ওপাশে তীক্ষ্ণ শব্দ করে চলেছে দুরাগত ট্রেনের চাকা। আমাদের অবস্থানের ঠিক পাশাপাশি আছে সাবওয়েটা। একরাশ আবর্জনা আর বর্জ্যের স্তূপের পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়ছে, যতই সামনে এগুচ্ছি।

রাস্তার লোকেদের ঘর-বাড়ি এ জায়গা। এন ওয়াই পি ডি' এর একটা হোমলেস বিভাগ আছে তাদের জন্যে।

'কিছু দেখলে?' ভয় আর অনিশ্চয়তা গ্রোজার কণ্ঠে।

'না। কিছুই না।' ফিসফিসিয়ে বললাম আমি। শব্দ করতে চাইছি না। আরো বড় করে শ্বাস টানলাম, দেয়ালের ও পাশ থেকে শোনা গেল ট্রেনের হুঁইসেল।

টানেলের কিছু অংশ আলোকিত করে রেখেছে ঝাপসা আলো। পায়ের নিচে জমে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ, ফাস্ট ফুডের ছেঁড়া বাক্স, ছেঁড়া—নোংরা কাপড়-চোপড়। পায়ের ধারেই বিশাল আকৃতির দুই ইঁদুর দেখতে পেলাম, খাবারের সন্ধানে ছুটছে।

ঠিক মাথার উপরে চিৎকার করে উঠল কে যেন। ঘার-গর্দান শক্ত হয়ে গেছে আমার। ওটা গ্রোজার কণ্ঠস্বর! পরে গেছে সে! কীসে আঘাত লাগল, বুঝতে পারছি না। নড়ছে না সে, শব্দ করছে না একটুও।

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। প্রথমটায় নজরে এল না কিছু। অন্ধকার যেন ধোঁয়ার মতো ঘিরে ধরছে আমাকে।

সোনেজির মুখের এক ঝলক দেখতে পেলাম হঠাৎই। একটা চোখ আর মুখের অর্ধেকটা বেরিয়ে এসেছে অন্ধকার ফুঁড়ে। গ্লকটা উঁচু করার আগেই আমাকে আঘাত করল সে। আদিম, মাংসাশী কোন জানোয়ারের মতো হুঙ্কার ছাড়ছে।

প্রচণ্ড জোরে মারল সে আমাকে। মাথার বাঁ পাশে ভয়াবহ একটা ঘুষি। ওর শক্তির একটা পরিমাপ পেলাম আমি, উন্মাদ হয়ে গেছে লোকটা। কানের ভেতর ঝাঁ ঝাঁ করছে, চোখে দেখতে পারছি না কিছু। পা ভাঁজ হয়ে গেল আপনা থেকেই। প্রথম আঘাতেই আমাকে প্রায় কুপোকাত করে ফেলেছে সে। হয়ত জিতেই যেত। কিন্তু আমাকে শাস্তি দিতে চায় সোনেজি, প্রতিশোধ নিতে চায়।

আমার মুখের সামান্য দূর থেকে আবারো হুঙ্কার ছাড়ল সে।

পাল্টা মার ওকে, নিজেকেই বললাম। *এখনই আঘাত কর, না হয় কখনই আর পারবে না।*

কাছাকাছি মারামারিতে প্রচণ্ড দক্ষ সোনেজি, ভয়ংকর শক্তি ধরে সে। দুই হাতে আমাকে জাপটে ধরল, শ্বাস ফেলছে মুখের উপর। দুই হাতের চাপে চেপ্টে মেরে ফেলতে চাইছে আমাকে। সাদা আলোর নাচন অনুভব করলাম চোখের সামনে। উঁবু হয়ে পরে যাচ্ছি।

আবার গর্জাল সোনেজি। মাথা দিয়ে সজোরে আঘাত করলাম আমি। একটু থমকে গেল সে, আলগা হয়ে গেল হাতের বাঁধন। এক সেকেন্ডের জন্যে বেরুতে পারলাম তার নাগপাশ ছিঁড়ে।

জীবনের জোরালতম ঘুষিটা হাঁকালাম ওর উদ্দেশ্যে, চোয়ালের হাড় ভাঙ্গার শব্দ বেশ তৃপ্তি দায়ক শোনাল কানে। পড়ে যায়নি সোনেজি! কী করতে হবে, একে ফেলে দিতে হলে?

আবার ধেয়ে এল সে, এবারে বাম গাল লক্ষ্য করে হাঁকালাম আমি। হাতের মুঠোর নিচে তুবড়ে গেল হাড়— টের পেলাম। গুঙ্গিয়ে উঠল সোনেজি। কিন্তু মাটিতে পড়ল না এবারেও! এগিয়ে আসছে টলতে টলতে।

'আমাকে ব্যথা দিতে পারবি না, ' শ্বাসের সাথে টেনে টেনে বলল সে। 'মরতে যাচ্ছিস তুই। কিছুতেই ঠেকাতে পারবি না। কিছুতেই না।'

আবারও আমার উপর ঝুঁকে এল সোনেজি। অবশেষে গ্লকটা চলে এসেছে আমার হাতে, বের করতে পেরেছি। *আঘাত কর ওকে, এখনই মেরে ফেল।*

গুলি করলাম আমি। যদিও এক লহমায় ঘটে গেল সবকিছু, আমার কাছে মনে হল যেন ধীর গতির কোন ছায়াছবি দেখছি। মনে হল, সোনেজির শরীরে বুলেটের গতিপথ অনুভব করতে পারছি আমি। নিচের চোয়ালের ভেতরে ঢুকে গেল গুলিটা, জিভ আর দাঁত নেই হয়ে গেল নিমিষেই।

তার ভূতুড়ে অবয়বের অবশিষ্টাংশ এগুলো আমার দিকে, ধরে রাখতে চাইল; খামচে ধরতে চাইছে আমার মুখ, গলা। ঠেলে সরিয়ে দিলাম আমি। *আঘাত কর ওকে, এখনই মেরে ফেল।*

টলোমলো পায়ে কয়েক পা এগুল সোনেজি অন্ধকার টানেলের অভ্যন্তরে। জানি না, কিভাবে পারছে সে এটা। ওকে কিছু করার শক্তি আর অবশিষ্ট নেই আমার ভেতর; জানি, আর কিছু করতে হবেও না।

পাথরের মেঝেতে পরে গেল সোনেজি। ভারী বস্তার মতো আছড়ে পড়ল সে। মাটিতে আঘাত করার সাথে সাথেই তার পকেটে রাখা বোমাটা বিস্ফোরিত হল। আগুনের গোলায় ঢাকা পড়ে গেল গ্যারি সোনেজি। আশে পাশের প্রায় একশ ফুট এলাকা দিনের মতো আলোকিত হয়ে উঠল।

কিছু সময় চীৎকার করল সে, এরপর নিরবতায় পুরে খাক হয়ে গেল গ্যারি সোনেজি— নিজের সেলারে জ্বলন্ত এক মশালের মতো। নির্ঘাত সরাসরি নরকে গেছে ব্যাটা।

শেষ হয়েছে সবকিছু।

অধ্যায় ৬৪

জাপানীদের একটা প্রবাদ আছে— জয় হাসিলের পর হেলমেটের বাঁধন শক্ত কর। কথাটা মনে রাখতে চাইছি আমি।

মঙ্গলবার সকালেই ওয়াশিংটনে ফিরে এলাম আমি। সারাটা দিন কাটিয়েছি বাসায়— ন্যানা, বাচ্চারা আর রোজী বিড়ালটার সাথে। সকালটা শুরু হল আমাকে নিয়ে বাচ্চাদের 'বুব্বাহ্ গোসলের' মধ্যে দিয়ে। এরপর থেকে বেশ ভালই চলছে সবকিছু। হেলমেটটা শুধু শক্ত করে বাঁধিই নি, ওটা খুলেই ফেলেছি মাথা থেকে।

সোনেজির মর্মান্তিক মৃত্যু কিংবা তার দেয়া হুমকি নিয়ে ভাবতে চাচ্ছি না আমি। এরচেয়েও খারাপ সময় গিয়েছে আমার জীবনে। অনেক খারাপ। মরে গেছে সোনেজি— আমার জীবনের একটা দুঃস্বপ্ন দূর হল। নিজের চোখে তাকে নরকে যেতে দেখেছি আমি।

তারপরেও তার কন্ঠস্বর, তার হুমকি, সতর্কবার্তা শুনতে পাচ্ছি আমি দিনের বিভিন্ন সময়ে।

এখানেই শেষ নয়, ক্রস। তোমার জন্যে ফিরে আসব আমি, কবর থেকে হলেও। থামাতে পারবে না কেউ। মনে রেখ! ভুলে গেলে চলবে না!

কাইল ক্রেইগ ফোন করেছিল, কোয়ানটিকো থেকে: আমাকে সাধুবাদ জানিয়েছে সে। এখনও একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলছে কাইল। সেই মি. স্মিথ কেসটাতে আমাকে জড়াতে চাইছে সে এখনও। কোন মতেই সেটা করব না আমি। এই মুহূর্তে মি. স্মিথের মতো কারো পেছনে লাগার সাধ্য নেই আমার। তার সুপার এজেন্ট থমাস পিয়ার্সের সাথে আমার মোলাকাত করিয়ে দিতে চাইছে কাইল। পিয়ার্স সম্পর্কিত ফ্যাক্সগুলো আমি পড়েছি কী না জানতে চেয়েছে। *পড়িনি।*

সে রাতে ক্রিস্টিনের বাড়িতে গেলাম আমি। জানি, এফ.বি.আই. এর নাকানি-চুবানি খাওয়া মি. স্মিথ কেসে না জড়িয়ে ঠিক কাজটি করছি। রাতটা ক্রিস্টিনের ঘরে কাটালাম না বাচ্চাদের কথা ভেবে। কিন্তু ইচ্ছা হচ্ছিল খুব। চাচ্ছিলামও মারাত্মকভাবে। 'তুমি কিন্তু প্রমিজ করেছ, আমার দুজনেই আশি

বছরে বুড়ো-বুড়ি না হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। কথা ঠিক থাকে যেন।' বিদায় নেয়ার সময় আমাকে বলল ক্রিস্টিন।

বুধবারে, সোনেজির কেসটার কাগজ-পত্র বন্ধ করতে অফিসে যেতে হল আমাকে। ওকে মেরেছি বলে একটুও রোমাঞ্চিত নই আমি, খুশি হয়েছি ব্যাপারটা শেষ হয়েছে বলে। কেবল এই জঘন্য পেপার-ওয়ার্ক ছাড়া!

কাজ শেষে ছয়টার দিকে বাড়ি পৌঁছলাম। আরো একটা 'বুব্বাহ-গোসলের' মুডে আছি, হয়তো কয়েকটা বক্সিং লেসন, ক্রিস্টিনের সাথে একটা রাত...

বাসার সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম আমি— যেন নরক ভেঙে পড়ল।

অধ্যায় ৬৫

ন্যানা আর বাচ্চারা লিভিংরুমের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। আরও আছে স্যাম্পসন, কিছু ডিটেকটিভ সহযোগী, প্রতিবেশী, আন্টি, আংকেলেরা— তাদের বাচ্চা কাচ্চা সমেত! পুরো দলের সাদর সম্ভাষণ সূচনা হল জেনী আর ড্যামনের কণ্ঠে: 'সারপ্রাইজ, ড্যাডি! সারপ্রাইজ পার্টি!' আর এরপরেই পুরো দল যোগ দিল ঐকতানে: 'সারপ্রাইজ, আলেক্স— সারপ্রাইজ!'

'কে আলেক্স? ড্যাডি-টাই বা কে?' বেশ একটা ভাব নিলাম। 'কিসের ঝামেলা চলছে এখানে?'

রুমের শেষ মাথায় ক্রিস্টিন কে দেখতে পারছি আমি, হাসছে ও। ওর উদ্দেশ্যে হাত নাড়লাম আমি; এদিকে পেছনে, কাঁধে ধাক্কা মেরে কোলাকুলিতে ব্যস্ত বন্ধু, শুভ্যানুধ্যায়ীদের দল।

ড্যামনকে দেখ মনে হল— বেশ সম্মান নিয়ে আছে, তো একটানে ওকে কোলে তুলে নিলাম। (মনে হয়, এটাই শেষ বছর— এরপর আর ওকে কোলে নেয়া সম্ভব হবে না আমার পক্ষে), সবাই মিলে রুণহুংকার ছেড়ে বেশ জমিয়ে ফেলেছে পার্টিটা।

কোন মানুষের মৃত্যু অবশ্যই আনন্দ করার বিষয় নয়, কিন্তু এই কেসের ক্ষেত্রে আমার মনে হয় দারুন পরিকল্পনা হয়েছে পার্টিটা। ভয়াল এবং দুঃখের দিনগুলোকে পেছনে ফেলার এক দারুন উপলক্ষ। কেউ একজন ভীষণ বিশ্রীভাবে হাতে লিখে একটা ব্যানার ঝুলিয়ে দিয়েছে লিভিং রুম আর ডাইনিং এরিয়ার মাঝামাঝি। ওতে লেখা: *অভিনন্দন, আলেক্স! পরবর্তী জীবনে সাফল্য কামনা করছি, গ্যারি এস.!*

পেছনের উঠানে নিয়ে এল স্যাম্পসন আমাকে। আরও অনেক বন্ধু-বান্ধব ঘাপটি মেরে ছিল ওখানে। ঢোলা কালো শর্টস, কমব্যাট বুট জুতো আর কালো জামা পরেছে স্যাম্পসন। পুরোনো একটা হোমিসাইড টুপি পড়েছে সে, কানে ঝুলছে রূপালি দুল। পার্টির জন্যে একেবারে তৈরি। আমিও তাই।

পুরো ওয়াশিংটনের ডিটেকটিভেরা জমায়েত হয়েছে আমাকে শুভেচ্ছা জানাতে; অবশ্য আমার খাবার আর পানীয়ও সাবার করার মতলবে আছে এরা সবাই!

কাবাব, ঘরে বানানো রুটি, রোল আর দারুন হটসস বোতল সাজনো হয়েছে থরে থরে। দেখেই জীভে পানি চলে এল আমার। এলুমিনিয়ামের পাত্র গুলো ভরে আছে বিয়ার, সোডা আর বরফ। গোল একটা পাত্রে কর্ন, রঙ্গিন ফলের সালাদ এবং বোলভর্তি সামার পাস্তাও তৈরি।

একটা হাত শক্ত করে ধরে চেঁচাল থম্পসন; নচেৎ এই হট্টগোল আর সিডি প্লেয়ারে টনি ব্র্যাক্সটনের চিৎকারে কিছু শোনা মুশকিল। 'পার্টি কর, সুগার। সবাই কে হ্যালো বল। শেষ পর্যন্ত থাকার পরিকল্পনা আছে আজ আমার।

'পরে কথা বলব,' বললাম ওকে। 'দারুন বুট, দারুন শর্টস আর অসাধারন পা!'

'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। ওই হারামজাদাকে সাবড়েছ তুমি, আলেক্স। ঠিক কাজটি করেছ। ও ব্যাটার শয়তানী পাছাটা পুড়ে খাক হোক নরকে গিয়ে। দুঃখিত, তোমার সাথে থাকতে পারিনি।'

উঠানের গাছটার নিচে নির্জন একটা কোণায় দাঁড়িয়ে ক্রিস্টিন। আমার প্রিয় টিয়া আন্টির সাথে কথা বলছে ও, আমার ভাতৃবধূ সিলাও রয়েছে সাথে। সবার শেষে শুভেচ্ছা জানানোটা অবশ্য ক্রিস্টিনের স্বভাবের সাথে মেলে।

টিয়া আর সিলাকে চুমু খেলাম আমি, এরপর জড়িয়ে ধরলাম ক্রিস্টিনকে। ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। 'এখানে, এই পাগলামীতে যোগ দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।' বললাম। 'তুমিই হচ্ছ সবচেয়ে বড় সারপ্রাইজ।'

চুমু খেল ও আমাকে। আলাদা হলাম আমরা। আসলে দুজনেই একটু আড়ষ্ট বোধ করছি ড্যামন আর জেনী কাছে পিঠে থাকাতে। এরকম ভাবে একসাথে আমাদের দেখেনি ওরা।

'ওহ্ হো,' বিড়বিড় করে বললাম আমি। 'ওদিকে তাকাও।'

দুই খুঁদে শয়তান মিলে দেখছে আমাদের। চোখ মারল ড্যামন, ছোট-ব্যস্ত আঙ্গুল তুলে 'ওকে' দেখাল ক্রিস্টিন।

'ওরা আমাদের তুলনায় অনেক, অনেক এগিয়ে,' হাসতে হাসতেই ক্রিস্টিন বলল। 'বোঝা উচিত ছিল আমাদের, আলেক্স।'

'অ্যাই, তোমরা বিছানায় যাচ্ছ না যে, বড়? ঘুমোনোর সময় হয়েছে না?' দুষ্টামী করে বললাম।

'মাত্র তো ছয়টা বাজে, ড্যাডি!' ঠোঁট উল্টে কপট অভিমানী সুরে বলল জেনী; হাসছে। সবাই তাই।

বেশ উন্মত্ত, হৈহুল্লোরের পার্টি হল, সবার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে উল্লাস। সোনেজির ভূত অবশেষে নেমে গেছে আমার ঘাড় থেকে। পুলিশে আমার কিছু বন্ধু-বান্ধবের সাথে কথা বলতে দেখলাম ন্যানাকে।

যেতে যেতে পাশ থেকে শুনলাম ন্যানা বলছে: ' দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা— এমন কোন ইতিহাস নেই, যা আমার অজানা। তবে গুলতি থেকে আজকের উজি পর্যন্ত বহু কিছু জানতে বাকি আছে বটে', তার হোমিসাইড ডিটেকটিভ শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে ন্যানা। ওরাও সোৎসাহে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, যেন কত কি বুঝে ফেলেছে এতক্ষনে।

চারদিকে চলছে নাচ—মারসালিস থেকে হিপ হপ— কিছুই বাদ নেই। ন্যানাও দেখি নাচল কিছুক্ষণ। পেছনের উঠানে বারবিকিউ'র দায়িত্বে আছে স্যাম্পসন। গরম আর মশলাদার সসেজ, বারবিকিউ চিকেন, ইন্ডিয়ান পার্টির চেয়েও বেশি পরিমানে রেড মিট।

কিছু বাজিয়ে শোনানোর জন্য আমাকে ধরল সবাই মিলে। 'সো ওয়াভারফুল' আর জা ডা— জা ডা, জা ডা, জা ডা, জিং জিং জিং! এর জ্যাজ সংস্করণ বাজালাম আমি।

'এটা একটা বোকা মেলোডি,' আমার পাশ থেকে বলল জেনী। 'কিন্তু খুব শান্তির আর আবেদনময়ী লেগেছে আমার কাছে।'

সূর্বাস্তের পর বয়ে চলল রাত, ক্রিস্টিনের সাথে ধীর লয়ের কিছু নাচ নাচলাম আমি। আমাদের শরীরের বোঝাপড়া এখনও অটুট আছে। একদম রেইনবো রুমের সেই রাতের মতো। আমার বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবারের সাথে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে ও। ওরাও যে ক্রিস্টিনকে অনুমোদন করেছে— এ ব্যাপারে বাজি লাগতে পারি আমি।

চাঁদের আলোয় সিল-এর একটা গানের সাথে নাচলাম আমরা। *'না, বাঁচব না আমরা— যদি না তুমি এ-ক-টু পাগল হও..'*

'সিল বেচারা খুউউব খুশি হয়ে যেত তোমার গানটা শুনতে পেলে,' আমার কানে ফিসফিসাল ক্রিস্টিন।

'মমম। নিশ্চই হত।'

'কী দারুন মসৃণ নাচ তুমি।' গালে গাল মেলাল ক্রিস্টিন।

'শুধু তোমার সাথে।'

হেসে আমার পাশে ঘুষি হাকাল ও। 'মিথ্যে বলবে না! স্যাম্পসনের সাথে *নাচতে* দেখেছি আমি তোমাকে।'

'হ্যাঁ, তাতে কিছু আসে যায় না। ওটা ছিল সস্তা যৌনতা।'

হাসিতে ফেটে পরল ক্রিস্টিন। ওর পেটের কাঁপন অনুভব করছি আমি। ওটা মনে করিয়ে দিল, কতটা জীবনীশক্তি ধরে এই মেয়ে। আমার মনে হতে

লাগল, নিজের বাচ্চা চাই এ মেয়েটার। রেইনবো রুম আর অ্যাসটর-এ আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। মনে হয়, যেন কতদিন থেকে চিনি ওকে। *ও তোমারই জন্যে— আলেক্স।*

'সকালে স্কুল আছে আমার,' শেষমেষ বলল ক্রিস্টিন আমাকে। ইতোমধ্যে মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। 'গাড়ি নিয়ে এসেছি আমি। একদম ঠিক আছি। বাচ্চাদের ককটেল খেয়েছি শুধু। তুমি মজা কর, আলেক্স। আমি নিজেই যেতে পারব।'

'ঠিক তো?'

দৃঢ় শোনাল ক্রিস্টিনের গলা। 'অবশ্যই। আমি ভাল আছি। যেতে পারব।'

দীর্ঘক্ষণ ধরে চুমু খেলাম আমরা। অবশেষে বাতাসের অভাবে থামতে হল এবারের মতো। মুখ তুলতে হাসলাম দুজনেই। ওর গাড়ির কাছ পর্যন্ত হেঁটে এলাম আমি। 'কমপক্ষে গাড়িটা চালিয়ে নিতে দাও আমাকে।' হাত দুটো ওর কোমরের চারপাশে রেখে বাধা দিলাম। 'বলছি তো, আমি চাই সেটা।'

'না, সেক্ষেত্রে এখানেই থাকবে আমার গাড়ি। *প্লিজ,* উপভোগ কর না পার্টিটা। বন্ধুদের সাথে থাক। আমার সাথে কাল তো দেখা হচ্ছেই। আমার ভাল লাগবে সেটা। না শুনতে রাজি নই আমি।'

আবার চুমু খেলাম আমরা, এরপর ক্রিস্টিন ওর গাড়িতে উঠে রওনা হল মিচেলভিল-এর উদ্দেশ্যে।

এখনই ওকে মিস করতে শুরু করেছি আমি।

অধ্যায় ৬৬

ক্রিস্টিনের শরীরের ছোঁয়া এখনও বোধ করছি। সুবাস পাচ্ছি ওর নতুন ডোনা-কারান পারফিউমের, ওর জাদুকরী কণ্ঠস্বর গান শোনাচ্ছে আমার মাথার ভেতর। জীবনে কখনও আপনি খুব ভাগ্যবান বোধ করবেন, মনে হবে বিশ্ব চরাচর যেন আপনারই সেবাই নিয়োজিত! বাড়ির ভেতরে চলতে থাকা পার্টিতে ফিরে গেলাম।

স্যাম্পসন সহ আমার আরও কিছু ডিটেকটিভ বন্ধু এখনও বেশ মজা করে চলেছে। সোনেজিকে ওরা নাম দিয়েছে 'ক্ষ্যাপা প্রেমিক!' মর্গের লোকজন উত্তেজিত পুরুষাঙ্গ সমেত মৃতদেহগুলোকে এই নামে ডাকে! *আসলেই* পার্টি চলছে এখানে।

বেশ অনেকটুকু বিয়ার সাবড়ে দিলাম স্যাম্পসন এবং আমি। এরপর সবাই চলে যাওয়ার অনেক পরে কিছু বি এন্ড বি হুইস্কি মেরে দিলাম দুজনে মিলে।

'এটাকেই বলে পার্টি,' দুইটা জন বলল আমাকে। 'গান গাও, নাচ— যা খুশি কর।'

'সত্যিই দারুন। এখন খাড়া আছি আমরা, তাই না? হয়ত বসে আছি এই মুহূর্তে। বেশ ভাল লেগেছে কিন্তু এখন কেমন যেন বোধ করছি।'

দাঁত বের করে হাসল স্যাম্পসন। কেমন যেন বাঁকা দেখাচ্ছে ওর চেহারাটা। বিশাল কনুই দুটো হাঁটুর উপর রেখেছে। ওর বাহু কিংবা পায়ে, এমকি মাথায় পর্যন্ত দিয়াশলাই কাঠি ধরানো সম্ভব।

'তোমাকে নিয়ে আমরা গর্বিত, ম্যান। আমরা সবাই। নিঃসন্দেহে একটা বিশ হাজার পাউন্ডের গরিলা নামিয়ে ফেলেছ কাঁধ থেকে। বহুদিন তোমাকে এমন হাসতে দেখি না। যতই দেখছি মিস ক্রিস্টিন জনসনকে, ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি আমি।'

বারান্দার সিঁড়িতে বসে আছি আমরা, ন্যানার বুনো ফুলের বাগানটা দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। গোলাপের সমারোহ, গার্ডেন লিলি'র ওধারে বেশ মৌজ করে চলেছে অন্যান্যরা খাবার আর পানীয় নিয়ে।

বেশ রাত এখন। আমার সেই বাচ্চা বয়স থেকেই দেখে আসছি এই ফুলের বাগানটা। ফুলের সুবাস আর সারের গন্ধ কেমন যেন স্বস্তিদায়ক।

'মনে পরে, যে সামারে প্রথম দেখা হয়েছিল আমাদের?' জানতে চাইলাম স্যাম্পসনের কাছে, 'তুমি আমাকে তরমুজ-পাছা বলে গাল দিয়েছিলে, একদম মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিল আমার। জানো তো, আমার পেছনটা বেশ শক্ত!'

'ন্যানার বাগানে, ওই ব্রায়ার ঝোপটার নিচে বেশ একদফা মারপিট করেছিলাম দুজনে। বুঝতেই পারিনি, লেগে যাবে। কেউ তখন সাহস করত না আমার সাথে লাগতে— এখনও করে না। সেই সময়ে পর্যন্ত নিজের সীমাবদ্ধতা জানতে না তুমি।'

স্যাম্পসনের উদ্দেশ্যে হাসলাম আমি। অবাক লাগে ওর অনুভূতিপ্রবণ চোখ দুটো দেখলে। 'আবার তরমুজ পাছা বলে দেখ, এখনই লেগে যাব!'

মাথা নেড়ে হাসতে লাগল স্যাম্পসন। বহুদিন ধরে ওকেও হাসতে দেখি নি আমি। অদ্ভুত ভালো লাগছে রাতটা। অনেক দিন পর।

'আমি সত্যিই মিস ক্রিস্টিনকে পছন্দ করি। কোন সন্দেহ নেই, বিশেষ একজনকে খুঁজে পেয়েছ। আমি নিশ্চিত।'

'হিংসে হচ্ছে?'

'নিশ্চই। সত্যি হিংসা হচ্ছে। সবকিছু আছে ক্রিস্টিনের। ওর মতো মিষ্টি আর সুন্দর মেয়ের জন্যে যা খুশি করতে পারি আমি। তুমি সহজ একজন মানুষ, আলেক্স। সবসময় তাই ছিলে। যখন ছোট একটা তরমুজ পাছা ছিল, তখনও। প্রয়োজনে কঠোর, কিন্তু আবেগ প্রকাশও কম কর না। যা কিছু হোক, ক্রিস্টিন তোমাকে দারুন পছন্দ করে। তোমার মতোই।'

পোর্চের নড়বড়ে ধাপ কয়টা বেয়ে নমে গেল স্যাম্পসন। শিগগিরই পাল্টাতে হবে সিঁড়িটা।

'খোদা চাইলে, হেঁটে বাড়ি ফিরব। আসলে, ওয়াকারের ওখানে যাচ্ছি। লাস্যময়ী নায়িকা পার্টি ছেড়ে চলে গেছে বহু আগেই, তবে চাবীটা দয়া করে দিয়ে গেছে সে। সকালে এস নিয়ে যাব গাড়িটা। হাঁটতে না পারলে, গাড়ি না চালানোই শ্রেয়।'

'না চালানোই শ্রেয়,' একমত হলাম আমি। 'পার্টির জন্যে ধন্যবাদ।'

হাত নড়ে বিদায় জানাল স্যাম্পসন, একটা স্যালুট করল। বাড়ির কোনা ঘুরে হারিয়ে গেল সে।

চাঁদের আলোয় একা পোর্চে দাঁড়িয়ে ন্যানার ফুলের বাগানের দিকে চেয়ে রইলাম আমি, হাসছি বোকার মত।

স্যাম্পসনের ডাক শুনতে পেলাম, এরপরেই ভেসে এল ওর ভারী হাসির শব্দ।

'শুভ রাত্রি, তরমুজ-পাছা।'

অধ্যায় ৬৭

পুরো জেগে উঠলাম আমি, কিসে ভয় পেয়েছি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার প্রথম সচেতন চিন্তা ছিল: *নিজের বিছানায় হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে আমার।*

মাথার ভেতরটা শূন্য আর ধোঁয়াটে লাগছে— এখনও পার্টির প্রভাব যায়নি পুরোপুরি। ভীষণ জোরে বুকের খাঁচায় বাড়ি মারছে হৃদপিণ্ড।

মনে হল বাড়ির ভেতরে কোথাও হতে নিচু, গভীর একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম। এখন নেই শব্দটা। খুব ভারী কিছু একটা, লাঠি হতে পারে— কিছু একটাকে আঘাত করেছে হলওয়েতে।

অন্ধকার এখনও সয়ে আসেনি চোখে। কান পেতে শুনলাম আমি।

দারুন ভয় পেয়েছি। গ্লকটা কাল রাতে কোথায় রেখেছি মনে করতে পারছি না। কিসে করল এমন ভারী আওয়াজ?

সমস্ত মনোযোগ একীভূত করে শুনতে চাইলাম আমি।

কিচেনে আওয়াজ করে চলেছে রেফ্রিজারেটর।

প্রধান সড়কে গিয়ার পরিবর্তন করল দূরবর্তী একটা ট্রাক।

এখনও, ওই শব্দটার কিছু একটা চিন্তিত করছে আমাকে। *কোন শব্দ কি হয়েছিল আদৌ?* ভাবলাম আমি। *তীব্র মাথা ব্যথার প্রথম লক্ষণ নয় তো?*

কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিছানার অপর পাশ হতে উঠে দাঁড়াল একটা ছায়ামূর্তি।

সোনেজি! কথা রেখেছে সে! চলে এসেছে এখানে!

'আগগগঘ্!' চেঁচিয়ে উঠে বিরাট একটা লাঠি জাতীয় কিছু বাগিয়ে ধরল আততায়ী।

গড়িয়ে সরে যেতে চাইলাম আমি, কিন্তু মন আর দেহ সাড়া দিল না। বেশি পান করে ফেলেছি কাল রাতে।

প্রচণ্ড জোরে কাঁধে লাগল আঘাতটা! অবশ হয়ে গেল পুরো শরীর। চিৎকার করতে চাইছি আমি, কিন্তু গলা দিয়ে কোন স্বর ফুটছে না। নড়তে পারছি না একটুও।

নিচে, কোমরের কাছে আবারও আঘাত করল ছায়ামূর্তি।

কেউ একজন পিটিয়ে মেরে ফেলতে চাইছে আমাকে। জেসাস, গড। সেই শব্দটার কথা মনে হল। *প্রথমে কী ন্যানার রুমে গিয়েছে সে? ড্যামন আর জেনী'র কাছে? কী ঘটছে এটা?*

সামনে হুমড়ি খেয়ে তার হাত ধরে ফেললাম আমি। মুচড়ে দিতে চাইলাম প্রচন্ড জোরে। আঁতকে উঠার মত আওয়াজ এল— নিঃসন্দেহে একজন পুরুষের কণ্ঠস্বর।

সোনেজি? তা কি করে হয়? গ্রান্ড সেন্ট্রার স্টেশনের টানেলে তাকে মরতে দেখেছি আমি। কি ঘটছে আমার সাথে? আমার ঘরে এটা কে? উপরতলায়ই বা ওটা কে আওয়াজ করল?

'জেনী? ড্যামন?—' বহু কষ্টে স্বর ফুটল আমার গলায়। চিৎকার করে ডাকতে চাইছি ওদের। *'ন্যানা? ন্যানা?'*

আততায়ীর বুকে, বাহুতে আঁচড়ে দিতে লাগলাম আমি। সপসপে কি যেন লাগছে আঙ্গুলে— বোধহয় রক্ত। বহু কষ্টে মাত্র একটা হাত নিয়েই লড়ছি আমি।

'কে তুমি? কি চাও? *ড্যামন, ড্যামন!'* চেঁচালাম আমি, এবারে আরো জোরে।

অনুপ্রবেশকারী টেনে হাত ছুটিয়ে নিতে বিছানার বাইরে হুমড়ি খেয়ে পরে গেলাম, প্রচণ্ড জোরে মেঝেটা আঘাত করল মুখে। অবশ লাগছে চেহারাটা।

পুরো শরীরে যেন আগুন ধরে গেল আমার। কার্পেট ছেড়ে উঠে বসতে চাইছি।

ব্যাট, স্লেজ হ্যামার নাকি গরুর লাঠি— জানি না, কি ওটা— প্রচন্ড গতিতে নেমে এল আমার উপরে। ভেঙ্গে দু টুকরো হয়ে গেল। ব্যাথায় চোখেমুখে অন্ধকার দেখলাম। *ওটা একটা কুঠার!*

মেঝেতে, আমার চারপাশে রক্তের গন্ধ পাচ্ছি আমি। আমার রক্ত?

'বলেছি তো, আমাকে থামানোর কোন উপায় নেই!' হুঙ্কার করে বলছে ছায়ামূর্তি। 'বলিনি তোকে?'

তাকালাম আমি, মনে হল আমার উপর ঝুঁকে থাকা চেহারাটা চিনতে পারছি। *গ্যারি সোনেজি? ওটা কী সোনেজি? তা কেমন করে হয়? না, এটা হতে পারে না!*

বুঝতে পারছি, মারা যাচ্ছি আমি। কিন্তু মরতে চাই না এখন। দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাইছি আমি। বাচ্চাদের আর একবার দেখতে চাইছি। আর একবারের মতো।

জানি, আততায়ীকে ঠেকানোর সামর্থ্য নেই আমার এই মুহূর্তে। এই ভয়াল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারব না আমি।

ন্যানা, জেনী, ড্যামন আর ক্রিস্টিনের কথা ভাবলাম। দারুন গুমরে উঠছে বুকের ভেতরটা।

এরপর খোদার হাতে সবকিছু ছেড়ে দিলাম আমি।

চতুর্থ পর্ব

থমাস পিয়ার্স

অধ্যায় ৬৮

ওয়াশিংটনের ইস্ট ক্যাপিটল স্ট্রিট ধরে খোশ মেজাজে সিটি বাস চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ম্যাথিউ লুইস। আনমনে একটা মারভিন গ্যায়ের গান শিস দিয়ে বাজাচ্ছে সে, 'হোয়াটস গোইং অন'। রাতের নৈঃশব্দ ভেঙ্গে এগিয়ে চলেছে বাসটা।

গত উনিশ বছর ধরে এই কাজ করে আসছে সে, আনন্দচিত্তে। একাকীত্ব উপভোগ করে সে। লুইস বরাবরই বেশ ভাবুক ধরনের— ওর বন্ধুরা আর বিশ বছরের বিবাহিতা স্ত্রী, অ্যালভা তাই বলে। ইতিহাসের ভক্ত সে, সরকারি কাজকর্ম এবং সমাজবিজ্ঞানেও আগ্রহ আছে। মাতৃভূমি জ্যামাইকা তার অন্যতম প্রিয় বিষয়— সে সম্পর্কিত সব খোঁজখবরই রাখে লুইস।

গত ক'মাস ধরেই ভার্জিনিয়ার এক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের আত্মোউন্নয়ন বিষয়ক প্রচারণা শুনে আসছে সে রেডিও তে। ভোর পাঁচটার দিকে, ইস্ট ক্যাপিটল ধরে চালিয়ে যেতে যেতে বেশ ভালো একটা লেকচার শুনছিল— 'দি গুড কিং— অর্থনৈতিক মন্দার পরবর্তী আমেরিকান শাসন ব্যবস্থা' হল শিরোনাম। কোনো কোনো সময় ভাল লেকচার হলে দুই কি তিনটা একরাতেই শুনে ফেলে সে, নয়ত একই লেকচার বারবার শোনে।

চোখের কোনা দিয়ে হঠাৎ একটা নড়াচড়া দেখল লুইস। স্টিয়ারিং হুইলটা ধরে মোচর লাগালো প্রাণপনে। তীক্ষ্ণ শব্দে আর্তনাদ করে উঠল ব্রেকগুলো। পিছলে, কাঁত হয়ে পরে ইস্ট ক্যাপিটল স্ট্রিট ধরে আড়াআড়ি হয়ে থামল বাসটা।

জোর হিসহিস আওয়াজ ছাড়ছে ইঞ্জিন। খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ— কোন গাড়ি আসছে না ওপাশ থেকে। যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল সবুজ বাতি।

ঝটকা মেরে বাসের দরজা খুলে নেমে এল ম্যাথিউ লুইস। যেই হোক বা যা-ই হোক— সে আশা করছে লাগেনি বাসটা। দৌড়ে রাস্তা ধরে চলল সে।

অনিশ্চিত লাগছে, জানে না কি দেখতে পাবে। বাসের ভেতরে রেডিওর আওয়াজ ছাড়া চারিদিক নিশ্চুপ। এরচেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না— নিজের মনেই ভাবল লুইস।

এরপরেই কালো এক বৃদ্ধা মহিলাকে রাস্তায় পরে থাকতে দেখল সে। লম্বা, নীল ডোরাকাটা একটা বাথরোব পরা। খোলা রোবের ভেতর থেকে লাল রংয়ের রাতের পোশাক উঁকি দিচ্ছে। পা খালি মহিলার। প্রচণ্ড জোরে ডাক ছাড়তে লাগল লুইসের হৃদপিন্ড।

মহিলাকে সাহায্য করতে ছুটল সে, কি দেখবে ভেবে আতঙ্ক বোধ করছে। হেড লাইটের আলোতে বুঝতে পারল— লাল নয় রাতের পোশাকটা, রক্ত লেপ্টে আছে বৃদ্ধার সারা গায়ে। বিভৎস, ভীতিজাগানিয়া দৃশ্য। হয়ত রাতের রুটে দেখা সবচেয়ে ভয়াল অবস্থা নয়, তবে তার কাছাকাছি।

চোখ খোলা রয়েছে বৃদ্ধারঃ এখনও সচেতন। দুর্বল, শুকনো একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে তার দিকে। *নির্ঘাত পারিবারিক ভায়োলেন্স,* লুইস ভাবল। *কিংবা হয়ত বাসায় ডাকাতি ঘটেছে।*

'দয়া কর সাহায্য কর আমাদের,' ফিসফিস করে বলল ন্যানা মামা। 'দয়া কর সাহায্য কর আমাদের।'

অধ্যায় ৬৯

পুরোটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে ফিফথ স্ট্রিট! ব্যারিকেড দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে যানবাহন! নিজের কালো নিশান গাড়িটা ফেলে আলেক্স ক্রসের বাড়ির উদ্দেশ্যে ছুটল জন স্যাম্পসন। প্রায় নিজের ভাবা পরিচিত রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে আছে পুলিশ ক্রুজার এবং অ্যামবুলেন্স।

জীবনে এত জোরে আর কখনও দৌড়ায়নি স্যাম্পসন, ঠান্ডা একটা ভয় চেপে ধরেছে তাকে। সাইডওয়াকের পাথরে লেগে ভারি আওয়াজ করছে জুতোজোড়া। শ্বাস নিতে পারছে না স্যাম্পসন, জানে— এখন থেমে গেলে আর এগুতে পারবে না সে। গতরাতের মাথা ধরা এখনও ছেড়ে যায়নি, তবে একবারে ভোঁতা নয় অনুভূতি।

অবিন্যস্ত, শোরগোলে পরিপূর্ণ দৃশ্যপটে এখনও আসছে মেট্রো পুলিশের কর্মকর্তাগণ। উৎসাহী লোকের ভীড় ঠেলে চলল স্যাম্পসন। ওদের প্রতি তার বিরক্তি প্রবল হয়ে উঠল। যেদিকেই তাকাও— কাঁদছে মানুষজন। এদেরকে চেনে সে, আলেক্সের বন্ধু-প্রতিবেশী। ফিসফিস করে উচ্চারণ করছে অনেকে আলেক্সের নাম— শুনতে পেল স্যাম্পসন।

ক্রসের বাড়ির চারপাশ ঘিরে থাকা পরিচিত কাঠের বেড়াটার কাছে পৌঁছতেই এমন একটা কথা শুনতে পেল— পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠল তার। সাদা চুনকাম করা দেয়ালটা ধরে নিজেকে সামলাল সে।

'ভেতরের সবাইকে মেরে ফেলেছে। ক্রসের পুরো পরিবার,' দাগঅলা মুখের এক মহিলা বিলাপ করছে জনতার ভীড়ে। টিভি শো *কপস্* এর কোন চরিত্র যেন, একটু বোধ-বুদ্ধি বলতে কিছু নেই।

বক্তার খোঁজে ঘুরল স্যাম্পসন। ভীষন রেগে গেছে। মহিলাকে জ্বলন্ত একটা চাউনি দিয়ে ঠেলে-ধাক্কিয়ে হলুদ রংয়ের ক্রাইম সীন ফিতে অতিক্রম করল।

সামনের বারান্দার ধাপক'টা দুই লাফে অতিক্রম করে আর একটু হলেই ধাক্কা খাচ্ছিল ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিসের কর্মীর সাথে— একটা স্ট্রেচার বহন করছিল দুজন।

বরফের মতো জমে গেল স্যাম্পসন, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। ছোট্ট জেনী শুয়ে আছে স্ট্রেচারে— আরো ক্ষুদ্র দেখাচ্ছে ওকে। পা ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে, হুড়মুড় করে পরে গেল সে। তার দেহের চাপে কেঁপে উঠেছে পুরো বাড়ি।

স্যাম্পসনের গলা দিয়ে নরম একটা গোঙানী বেরিয়ে এল। এখন আর শক্তিমান নয় সে, সাহসী নয়। বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে তার— বহু কষ্টে কান্না চেপে রাখছে।

ওকে দেখতে পেয়েই কাঁদতে লাগল জেনী। 'আংকেল জন। আংকেল জন,' আহত, দুর্বল স্বরে তাকে ডাকল মেয়েটা।

জেনী মারা যায়নি, ও বেঁচে আছে, ভাবল স্যাম্পসন, শব্দগুলো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইল ওর মুখ থেকে। সবাইকে চেঁচিয়ে সংবাদটা জানাতে ইচ্ছা করছে তার। *ভুয়া গুজব আর মিথ্যা কথা বন্ধ কর।* এক লহমায় সবকিছু জানতে চাইছে স্যাম্পসন— সেটা যদিও সম্ভব নয়।

জেনীর উপর ঝুঁকে এল স্যাম্পসন। ওকে নিজের মেয়ের মতোই জেনে এসেছে সে। রক্তে মাখামাখি হয়ে আছে তার রাতের পোশাক। রক্তের গন্ধটা বেশ তাজা— বমি পেল স্যাম্পসনের।

শক্ত করে বাঁধা চুলের ফাঁক বেয়ে আরো রক্তের ধারা চুইয়ে পড়ছে। নিজের সুন্দর চুলগুলো নিয়ে মেয়েটা সবসময়ই বেশ গর্বিত ছিল। *ওহ খোদা। এটা কেমন করে ঘটল?* গতরাতে জেনীর গাওয়া 'জা-ডা' গানটা মনে পড়ছে।

'তুমি ঠিক আছো, সোনা,' ফিসফিস করে বলল স্যাম্পসন। শব্দগুলো জমে যাচ্ছে কান্নায়। 'এক মিনিটের মধ্যে তোমার কাছে ফিরে আসছি আমি। তুমি ঠিক আছো, জেনী। উপরে যেতে হবে আমাকে। এখনই ফিরে আসছি, প্রমিজ।'

'ড্যামনের কি হয়েছে? ড্যাডি কোথায়?' নিরবে কাঁদছে জেনী।

চোখদুটো বড় বড় হয়ে আছে ভয়ে, আতঙ্কে। বুকটা ভেঙ্গে যেতে চাইল স্যাম্মসনের। কী সুন্দর একটা পুতুল। কেমন করে পারল কেউ এটা করতে?

'সবাই ঠিক আছে, সোনা। ওরা সবাই ঠিক আছে,' আবারো কোনরকমে বলল স্যাম্পসন। জীভ সরছে না তার, মুখের ভেতরটা শুকনো খরখরে। অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল শব্দ ক'টা। *সবাই ঠিক আছে, সোনা।* ওর নিজের প্রার্থনাও তাই।

ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিসের লোকেরা সাধ্যমত চেষ্টা করল স্যাম্পসনকে সরিয়ে দিতে; অবশেষে জেনীকে অপেক্ষারত অ্যামবুলেন্সের কাছে নিয়ে গেল তারা। আরো অ্যামবুলেন্স এবং পুলিশ ক্রুজার আসছে বাড়ির সামনে।

পুলিশ ডিটেকটিভ আর স্ট্রিট অফিসারে গিজগিজ করছে বাড়ির ভেতরটা।তাদের ঠেলে সরিয়ে ঢুকল স্যাম্পসন। প্রথম অ্যালার্মের সময়েই

কাছাকাছি সব পুলিশ ছুটে গেছে ক্রসের বাড়ির আঙ্গিনায়। এত পুলিশ একসাথে কখনও দেখেনি সে।

প্রতিবারের মতো এবারেও দেরি করে ফেলেছে সে। আলেক্স ওকে বলত *'লেট'* জন স্যাম্পসন। সি ওয়াকার নামে এক মেয়ের সাথে রাত কাটিয়েছে সে, আর এজন্যেই পৌঁছতে পারে নি সময়মত। বন্ধ করা ছিল ওর বীপার—আলেক্সের বাসার পার্টির পর বন্ধ করে নিয়েছিল। ছুটি কাটাচ্ছিল।

কেউ একজন জানত, আজ আলেক্সের প্রহরী থাকবে না, ভাবল স্যাম্পসন। ইতোমধ্যেই হোমিসাইড ডিটেকটিভের কার্যধারা শুরু করে ফেলেছে। *কে জানত? কে করল এই জঘন্য কাজটা?*

ঠিক কি ঘটেছে এখানে?

অধ্যায় ৭০

পেঁচানো, সরু সিঁড়িটা বেয়ে দোতলায় পৌঁছল স্যাম্পসন। আশেপাশের শোরগোল, পুলিশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবকিছু ছাপিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে তার। চেঁচিয়ে ডাকতে চাইছে আলেক্সের নাম— ওকে দেখতে চাইছে বেডরুমগুলোর কোন একটায়।

বেজায় পান করা হয়ে গেছে গতরাতে। টলমল করছে পা। যেন রাবারের তৈরি। ছুটে ড্যামনের রুমে ঢুকতেই একটা কাতর শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। একটা স্ট্রেচারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ছেলেটাকে। দেখতে একদম বাবার মতো হয়েছে ড্যামন, একবারে ছোটবেলার আলেক্সের মতো।

জেনীর তুলনায় বেশি খারাপ অবস্থা ওর। মুখের একপাশে আঘাতের চিহ্ন। এক চোখ ফুলে ঢোল। চারপাশে বেগুনি আর লালের বিচ্ছিরি কালশিটে দাগ। ছেঁড়া, ফাঁটা অগুনতি কাটার দাগ।

গ্যারি সোনেজি মারা গেছে— গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে। আলেক্সের বাসায় এই ভয়ংকর কান্ড সে করতে পারে না।

কিন্তু সে তো প্রতিজ্ঞা করে গেছে!

কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না স্যাম্পসন। প্রার্থনা করছে, এ সবকিছু যেন এক দুঃস্বপ্ন হয়। যদিও জানে, তা নয় এটা।

কাঁধে শক্ত হাতে ধরে ঝাঁকি দিল ডিটেকটিভ র‍্যাকিম পাওয়েল। 'ড্যামন ঠিক আছে, জন। কেউ একজন বাড়িতে ঢুকে খুব করে পিটিয়ে গেছে ওদের। মনে হয়, হাতেই মেরেছে। একেবারে জানে মেরে ফেলতে চায়নি। কিংবা হয়ত ব্যাটা কাপুরুষের বাচ্চা সাহস করে উঠতে পারে নি অতটা। কী যে ঘটেছে, খোদা মালুম। ড্যামন ঠিক আছে। তুমি ঠিক আছো তো?'

অধৈর্য্যভাকে ঠেলে তাকে সরিয়ে দিল স্যাম্পসন। 'আলেক্সের কি হয়েছে? ন্যানা?'

'দারুন মারা হয়েছে তাকে। রাস্তায় এক বাস ড্রাইভার পেয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেইন্ট টোনী-তে। এমনিতে সচেতন আছেন, তবে বয়স হয়েছে

তো। এই বয়সে এমন ধকল সইবে কি না কে জানে। ব্লুমেই গুলি খেয়েছে আলেক্স, জন। সবাই ওর সাথে আছে।'

'কে কে আছে ওখানে?' গুঙিয়ে উঠল স্যাম্পসন। প্রায় কেঁদে ফেলল সে, জীবনে প্রথমবারের মত। এই মুহূর্তে নিজের অনুভূতি গোপন করতে পারছে না।

'ক্রাইস্ট, কে নেই?' মাথা নাড়তে নাড়তে বলর র‍্যাকিম। 'ইমার্জেন্সি মেডিকেল সার্ভিস, আমরা, এফ.বি. আই.। কাইল ক্রেইগও এখানে।'

র‍্যাকিমকে ফেলে বেডরুমের দিকে ছুটল স্যাম্পসন। *বাড়ির সবাই মারা যায়নি— কিন্তু গুলি খেয়েছে আলেক্স। কেউ একজন এসেছিল ওকে মারতে! কে হতে পারে?*

রুমের ভেতরে ঢুকতে চাইছে স্যাম্পসন— কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হল সে: সম্ভবত এফ.বি.আই. এর লোক।

কাইল ক্রেইগ আছে ভেতরে। এতটুকু জানে সে। এফ.বি.আই. পৌঁছতে দেরী করেনি। 'কাইলকে বল, আমি এসেছি,' দরজার লোকটাকে বলল স্যাম্পসন। 'বল স্যাম্পসন এসেছে।'

ভেতরে চলে গেল একজন এফ.বি.আই. এজেন্ট। পরমুহূর্তেই লোকজনের ভীড় ঠেলে হলঘরে বেরুল কাইল ক্রেইগ।

'কাইল, কি ঘটছে?' তার সাথে কথা বলতে চাইল স্যাম্পসন। '*কাইল* কি হয়েছে?'

'দুইবার গুলি করা হয়েছে ওকে। মেরেছেও প্রচণ্ড,' বলল কাইল। 'তোমার সাথে কথা বলা দরকার, জন। *শোনো* আমার কথা।'

অধ্যায় ৭১

নিজের ভেতরের ভয়, চরম আশঙ্কা আড়াল করতে চাইছে স্যাম্পসন। লুকিয়ে রাখতে চাইছে মানসিক অশান্তি। সরু হলওয়েতে গাদাগাদি করে আছে পুলিশ কর্মকর্তা, ডিটেকটিভের দল। দুজন কাঁদছে। বাকিরা চেষ্টা করছে অনুভূতি আড়াল করতে।

এইসব কিছুই ঘটার কথা ছিল না!

বেডরুমের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল স্যাম্পসন। মনে হচ্ছে, এ যাত্রা নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না সে। এখনও কি সব বলে চলেছে কাইল, ঠিকমত বুঝে উঠতে পারছে না। এফ.বি.আই-এর কাজকর্মের ধারা গোলমেলে লাগছে তার কাছে।

বড় করে শ্বাস টানল সে। কাঁপুনি উঠে গেছে শরীরে। নোনা পানির একটা ধারা নামছে গাল বেয়ে। কাইল বা আর কেউ দেখুক— কিছু আসে যায় না। বুকের গভীরে কোথাও যেন ভীষণ রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে তার। দগদগে হয়ে আছে স্নায়ুর প্রান্ত। এমন কোনদিন বোধ করে নি স্যাম্পসন।

'আমার কথা শোনো, জন,' কাইল বলল, কিন্তু শুনছে না স্যাম্পসন।

ধপাস করে দেয়ালে হেলান দিল সে, কাইলের কাছে জানতে চাইল কেমন করে এত দ্রুত পৌঁছল সে। সবকিছুর মত এবারেও উত্তর তৈরী আছে কাইলের। কিছুই অর্থবহ মনে হচ্ছেনা স্যাম্পসনের কাছে, একটি শব্দও না।

তার কাঁধের উপর দিয়ে কিছু একটার দিকে তাকিয়ে আছে সে। বিশ্বাস করতে পারছে না স্যাম্পসন। এফ.বি.আই.—এর হেলিকপ্টার উড়তে দেখল জানালা দিয়ে। ফিফথ্ স্ট্রিটের ওধারে একটা খোলা জায়গায় নামছে যান্ত্রিক ফরিংটা। অদ্ভুত থেকে অদ্ভুততর লাগল পরিস্থিতি।

মাথা নিচু রেখে রোটর ব্লেডের নিচ দিয়ে বেরিয়ে এল একজন, ক্রসের বাসভবনের দিকে ছুটে এগুচ্ছে। আঙ্গিনার ঘাঁসের উপর দিয়ে যেন উড়ে এল সে।

লম্বা—শুকনো মত লোকটা, ছোট গোল কাচের সানগ্লাস চোখে। লম্বা সোনালি চুলগুলো এক করে পনি টেইল বেঁধেছে মাথার পেছনে। মোটেও এফ.বি.আই.-এর অবয়ব বলা চলে না।

নিঃসন্দেহে একটা বিচিত্রতা আছে তার হাবভাবে। ব্যুরোর তুলনায় একেবারে আলাদা। উৎসাহী জনতার ভীড় ঠেলে বেশ রাগী চেহারা নিয়ে এগুল সে। মনে হল, যেন এ এলাকার কর্তৃত্ব তারই হাতে।

এ কে? কী ঘটছে এখানে? ভাবল স্যাম্পসন।

'কে এই লোক, কাইল?' কাইল ক্রেগের উদ্দেশ্যে বলল স্যাম্পসন। 'হু ইজ দ্যাট? এই পনিটেইল অ্যাস্‌হোল-টা কে?'

অধ্যায় ৭২

আমার নাম থমাস পিয়ার্স, কিন্তু সংবাদ মাধ্যমের লোকজন 'ডক' নামেই চেনে। এক সময় হার্ভার্ডে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। গ্রাজুয়েশনও করেছি, কিন্তু একটি দিনও কোন হাসপাতালে চাকরি করি নি, ব্যক্তিগত প্রাকটিসও করিনি কোনদিন। এ মুহূর্তে এফ.বি.আই. এর 'ব্যবহার পরিবর্তন ইউনিটে' কর্মরত। বয়স তেত্রিশ আমার। সত্যি কথা বলতে, একমাত্র টিভি শো *ই আর* এর কোনো পর্ব ছাড়া আর কোথাও আমাকে 'ডক'-এর মতো দেখায় না।

এই সকালেই সুদুর কোয়ানটিকো থেকে ওয়াশিংটনে উড়ে এসেছি। ডঃ আলেক্স ক্রস এবং তার পরিবারের উপর বর্বর হামলার ইনভেস্টিগেশনে সহায়তা করার জন্য হুকুম করা হয়েছে আমাকে। পরিষ্কার করে বললে, বেশ কয়েকটি কারনেই এ মামলায় জড়িত হতে চাইছিলাম না আমি। সবচেয়ে বড় কথা, এই মুহূর্তে এর চেয়ে ভয়ানক জটিল মি. স্মিথ কেস নিয়ে কাজ করছিলাম আমি। আমার সব শক্তি শুষে নিতে চাইছে যেন কেসটা।

আমি জানি, আলেক্স ক্রসের উপর হামলার পর এত দ্রুত এখানে আমার উপস্থিতিতে অনেকে নাখোশ হবেন। নিশ্চিতভাবেই জানি, আমাকে সুযোগ-সন্ধানী বলবে তারা। সেটা অবশ্য সত্যের খুব একটা অপলাপ হবে না।

এ সম্পর্কে আমার কিছু করার নেই। ব্যুরো থেকে আমাকে পাঠানো হয়েছে। সবকিছু ভুলে থাকতে চাইলাম। অন্তত চেষ্টা তো করতে পারি। একটা কাজে এসেছি, ভিন্ন কোন দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে ড. ক্রস আমার জন্য ঠিক তাই করতো।

এখানে আসার পর থেকেই একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ফিফথ স্ট্রিটের চারধারে জমায়েত হওয়া অন্য সবার মতই হতচকিত, বিরক্ত দেখাচ্ছে আমাকে। হয়ত তাদের কারো কারো কাছে মনে হতে পারে, বেশ রেগে আছি আমি। আসলেই তাই। আমার পুরো মাথা ভার হয়ে আছে বিশৃঙ্খলা, অজানার প্রতি ভয়, আর ব্যর্থতার আশঙ্কায়। 'টোস্ট' নামক মানসিক অবস্থার প্রায়

কাছাকাছি আছি। দিনের পর দিন, সপ্তাহ, মাস পার হয়ে গেছে মি. স্মিথ কেসে। আর এখন এই নতুন উপদ্রব।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সেমিনারে ড. ক্রসের ভাষন শুনেছিলাম একবার। বেশ দাগ কেটেছিল মনে। আশা করছি, বেঁচে যাবে সে। কিন্তু ভেতরের সংবাদ ভাল নয়। আশার আলো দেখা যাচ্ছে না।

আমাকে কেন নিয়োগ দেয়া হয়েছে এখন বুঝতে পারছি। ড. ক্রসের উপর বর্বর হামলা একটা বিশাল সংবাদ— ওয়াশিংটন পুলিশ এবং ব্যুরোর উপর দারুন চাপ আসবে। এইখানে, এই ফিফথ স্ট্রিটে আমার আগমনের কারণ একটাই— চাপ সরিয়ে দেয়া।

পরিচ্ছন্ন, সাদা-বেড়া দেয়া ক্রস বাসভবনের দিকে যেতে যেতে সাম্প্রতিক ভায়োলেন্সের অস্বস্তিকর গন্ধ ঝাপটা মারল নাকে। কিছু পুলিশকে দেখলাম চোখ লাল হয়ে আছে, কেউ কেউ তো মনে হয় ঘোরের মধ্যে রয়েছে। সবকিছুই কেমন অদ্ভুত, হতবুদ্ধিকর।

আমি কোয়ানটিকো ছেড়ে আসতে আসতে আলেক্স ক্রস মারা যায়নি তো। ভদ্র—শান্ত এ বাড়ির ভেতরে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্খিত এবং ভয়ংকর ঘটনার কথা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাকে জানান দিচ্ছে। আশা করছি, আর কেউ যেন অপরাধের দৃশ্যপটে না থাকে। তা হলে, কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই সবকিছু বুঝে নিতে পারব।

তা করতেই তো এখানে আনা হয়েছে আমাকে। ভয়ংকর এই অপরাধ-দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করতে। ভোররাতে ঘটে যাওয়া ভায়োলেন্সের সবটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে। দ্রুত, দক্ষতার সাথে কারন উদঘাটন করে ফেলতে।

চোখর কোনা দিয়ে কাইল ক্রেইগকে বাসা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। সবসময়ের মতই তাড়ার মধ্যে আছে সে। দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। *এই শুরু হল।*

দ্রুত পদক্ষেপে ফিফথ স্ট্রিট অতিক্রম করল কাইল। কাছে আসতে হাত মেলালাম দুজনে। ভাল লাগছে ওকে দেখে। কাইল সব সময়ই বেশ চটপটে, গোছানো চরিত্রের মানুষ। যাদের সাথে কাজ করে তাদের প্রতি বেশ সদয়। কাজ করিয়ে নেবার বেলায় সিদ্ধহস্ত।

'মাত্র আলেক্সকে সরিয়ে নিয়েছে ওরা,' বলল সে। 'এখনও টিকে আছে।'

'অবস্থা কেমন? বল তো কাইল?' সবকিছু জেনে নিতে হবে আমাকে। ঘটনার সবটুকু জানতেই তো আমার এখানে আসা।

চোখ দুটো ছোট করল কাইল। 'ভাল নয়। ওরা বলছে, নিশ্চিতভাবেই বাঁচবে না আলেক্স।'

অধ্যায় ৭৩

ক্রসের বাসার দিকে হেঁটে যেতে যেতে প্রেসের লোকেদের কাছে বাঁধা-প্রাপ্ত হলাম আমরা। ইতোমধ্যেই দুইডজন সাংবাদিক এবং ক্যামেরাম্যান পৌঁছে গেছে দৃশ্যপটে। শকুনের মত আমাদের ঘিরে এল তারা— যেতে দিচ্ছে না। কাইল ক্রেইগকে চেনে তারা, সম্ভবত আমাকেও চেনে।

'এত দ্রুত কেন এফ.বি.আই. -কে ডাকা হল?' হট্টগোলের শব্দ ছাপিয়ে চেঁচাল একজন। মাথার উপরে আরো দুটো হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। এ ধরনের এলাহী-কারবার পছন্দ এদের। 'আমরা জানতে পেরেছি, সোনেজি কেসের সাথে এর একটা সম্পর্ক আছে। সেটা সত্যি?'

'আমাকে কথা বলতে দাও এদের সাথে,' আমার কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল কাইল।

মাথা নাড়লাম আমি। 'এরা আমার সাথেই কথা বলতে চাইছে। বুঝে ফেলবে আমার পরিচয়। তারচেয়ে আমাকেই দাও এর ভার।'

ভ্রূ কোঁচকাল কাইল। এরপর নড করল ধীরে ধীরে। সাংবাদিকদের দঙ্গলের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে নিজের অধৈর্য ভাবটা দমন করতে চাইলাম।

মাথার উপর হাত উঁচু করে তাদের দুই একজনকে শান্ত করলাম আমি। দারুন চোখসর্বস্ব হয় সংবাদ-মাধ্যম— কি প্রিন্ট মিডিয়া, কি টিভি মিডিয়া। বেশ মূল্য দিয়েই সেটা বুঝেছি আমি। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছায়াছবি দেখে এরা। দৃশ্যমান সংকেত বেশ কাজে দেয় এদের কাছে।

'আমি আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেব,' স্বেচ্ছাসেবীর মতো পাতলা একটা হাসি দিলাম। 'যতদুর সম্ভব।'

'প্রথম প্রশ্ন, আপনি কে?' সামনের সাড়ির লাল দাঁড়ি এবং স্যালভেশন আর্মি রুচির কাপড় পরা একজন জানতে চাইল। জনপ্রিয় সাহিত্যিক থমাস হ্যারিসের মতো চেহারা তার, বলা যায় না সে-ও হতে পারে!

'সহজ প্রশ্ন,' উত্তরে বললাম। 'আমি থমাস পিয়ার্স। বিহেবারাল চেঞ্জ ইউনিটের সঙ্গে আছি।'

বেশ কিছু সময় চুপ রইল সাংবাদিকের দল। যারা আমাকে চেনে না, তারা অন্তত নামটা জানে। ক্রস কেসে আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে—

এইটাই একটা বড় সংবাদ। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ ঝিলিক মারতে লাগল। এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি এতদিনে।

'আলেক্স ক্রস কি এখনও বেঁচে আছেন?' কেউ একজন জানতে চাইল। ভাবছিলাম, এইটাই *প্রথম* প্রশ্ন হবে। তবে কি না, সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনো ঠিক ঠিকানা নেই।

'ড. ক্রস বেঁচে আছেন। দেখতেই পারছেন, মাত্র পৌঁছেছি আমি। এর বেশি জানা নেই আমার। এ পর্যন্ত আমাদের কোন সন্দেহভাজন নেই, কোন থিওরি নেই, কোন সূত্র বা বলার মত কোন বিশেষ কিছু নেই,' বললাম।

'মি: স্মিথ কেসের কী খবর,' এক মহিলা সাংবাদিক চেঁচিয়ে জানতে চাইল। গাঢ় চুলের উপস্থাপিকাদের মতো চেহারা তার। 'মি. স্মিথ কেসটা কি এ মুহূর্তে স্থগিত রাখছেন আপনি? একই সাথে দু দুটো বড় কেসে কেমন করে কাজ করবেন? কী হল, ডক?' বলে হাসল মহিলা। চেহারার চেয়ে অনেক বেশি ধূর্ত এবং স্মার্ট সে।

আঁতকে উঠে চোখের মণি ঘোরালাম আমি। পাল্টা হাসছি। 'কোন সন্দেহভাজন নেই, কোন থিওরি নেই, কোন সূত্র বা বলার মত কোন বিশেষ কিছু নেই,' ভাঙ্গা রেকর্ডের মতো একই কথা বললাম আবার। 'ভেতরে যেতে হবে আমাকে। ইন্টারভিউ শেষ। আপনাদের সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ। আপনাদের উদ্বেগ নিখাদ, জানি আমি। আলেক্স ক্রস আমারও অত্যন্ত পছন্দের ব্যক্তি।'

'আপনি কী বললেন, পছন্দের ব্যক্তি *ছিলেন?*' পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল এক রিপোর্টার।

'এখানে আপনাকে কেন নিয়ে আসা হল, মি. পিয়ার্স? মি. স্মিথ যুক্ত আছে?'

প্রশ্নকর্তার দিকে বাঁকা চোখে না তাকিয়ে পারলাম না। মাথার ভেতরে অস্বস্তিকর একটা চিন্তা খেলছে। 'এখানে আমাকে এ জন্যে নিয়ে আসা হয়েছে, কারণ বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে আমার ভাগ্য বরাবরই বেশ ভালো। ঠিক আছে? হয়তো, আবারও ভাগ্যবান হব আমি। এ মুহূর্তে ভেতরে যেতে হবে আমাকে। কিছু জানতে পেলে আপনাদের জানাব, প্রতিজ্ঞা করছি। আমি মনে করি না, মি. স্মিথ কাল রাতে আক্রমণ করেছিল ড. ক্রসকে। আর বলেছি, আলেক্স ক্রসকে *পছন্দ করি*— বর্তমান কাল,'

কাইল ক্রেইগকে এক হাতে ধরে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে এলাম। বাড়ির দিকে রওনা হতেই দাঁত বের করে হাসল সে।

'দারুন দেখালে যা হোক,' বলল কাইল। 'ওদের মাথা একেবারে ঘোলা করে দিয়েছে।'

'ফোর্থ স্টেটের পাগলা কুত্তা একেকটা,' কাঁধ ঝাকালাম। 'ঠোঁট আর গালে রক্ত লেগে আছে। ক্রস আর ওর পরিবারের জন্য একবারে দরদ উথলে

উঠছে। বাচ্চা দুটো সম্পর্কে একটা প্রশ্নও করল না। এডিসন বলেছিল: 'এক শতাংশের এক বিলিয়নও জানি না আমরা কোন কিছু সম্বন্ধে!' প্রেসের ওরা ব্যাপারটা কোনোদিনও বুঝল না। সবকিছু সহজ করে চায় এরা। সত্যের বদলে সাধারণ মনোভাব জানতে চায়।'

'ডিসি পুলিশের সাথে আর একটু ভাল ব্যবহার কোর,' হালকা চালে বলল কাইল। হয়ত সতর্ক করে দিচ্ছে। 'এটা বেশ আবেগঘন সময় ওদের জন্যে। ওই যে, পোর্চে দাঁড়িয়ে ডিটেকটিভ জন স্যাম্পসন। আলেক্সের জানের দোস্ত।'

'দারুন,' বিড়বিড় করে বললাম। 'যাকে এই মুহূর্তে দেখতে চাই না আমি।'

ডিটেকটিভ স্যাম্পসনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। মাত্র শুরু হতে যাওয়া এক ঝড়ের মতো লাগছে তাকে। *এখানে আসার কথা ছিল না আমার। কথা ছিল না এ সবকিছুরও।*

কাঁধে হালকা করে চাপড় মেরে দিল কাইল। 'এই কেসে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন। সোনেজি প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিল— এমন কিছু ঘটবে,' আচমকাই বলল সে আমাকে। 'এরকমটা *ধারণা করেছিল সে।*'

কাইল ক্রেইগের দিকে চেয়ে রইলাম আমি। সহজ, সাধারণ ঢঙে যেন বজ্রপাত ঘটাল সে। অনেকটা *কোয়ালুডের* স্যাম শেপার্ডের মতো।

'আবার বল তো। শেষের অংশটা?'

'আলেক্সকে সতর্ক করে গেছিল গ্যারি সোনেজি। মৃত্যুর পরও ফিরে আসবে সে। বলেছিল, তাকে থামানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। মনে হচ্ছে, কথা রেখেছে সে। আমি চাই, কেমন করে সে এটা পারল জানাও তুমি। কেমন করে সম্ভব এটা? এইজন্যেই তুমি এখানে, থমাস।'

অধ্যায় ৭৪

সহ্যের প্রান্তসীমায় পৌছে গেছি আমি ইতোমধ্যেই। প্রায় বেদনাদায়ক পর্যায়ে আছে সচেতনতার কাঁটা। বিশ্বাসই হচ্ছে না, এইখানে— ওয়াশিংটনে এই কেসে ফেঁসে গেছি। *গ্যারি সোনেজি কেমন করে এটা করল, আমাকে সেটা বের করতে হবে!* বলতে হবে, কেমন করে এটা পারল সে। ব্যাস, এটাই!

প্রেসের লোকেরা অন্তত একটা কথা ঠিকই বলে। আমি এই মুহূর্তে এফ.বি.আই.-এর সবচেয়ে আলোচিত এজেন্ট— সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকে ব্যবহার করা উচিত ভয়াল, ভায়োলেন্ট অপরাধ তদন্তে। তা করা অবশ্য হচ্ছে না। প্রচুর ব্যথাতুর স্মৃতি, ইসাবেলার অনেক কথা মনে পরে যায় তাতে। *ইসাবেলা এবং আমার। আরেক জীবনের— অন্য কোনো সময় এবং স্থানে।*

ষষ্ঠ একটা ইন্দ্রিয় আছে আমার, মোটেও অস্বাভাবিক কিছু নয়। অন্য অনেকের তুলনায়, এমনকি অন্যান্য পুলিশের চেয়েও দ্রুত এলোমেলো তথ্য বা সূত্র সাজাতে পারি আমি। বিশেষ সময়ে কিছু 'অনুভব' করতে পারি— বেশ শক্তিশালী সেই অনুভূতি। বিভিন্ন সময়ে আমার এই ইন্দ্রিয় শুধু এফ.বি.আই. কেই নয়, ইন্টারপোল এবং স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে পর্যন্ত সহায়তা করেছে।

ফেডারেল ব্যুরোর বিখ্যাত তদন্ত-প্রক্রিয়ার তুলনায় আমার ব্যবস্থা ভিন্ন। তবে যাই হোক, কোন রকম 'অনুভবের' চেয়ে ধ্রুপদি তদন্ত ধারায় বিশ্বাস করে ব্যুরোর 'ব্যবহার পরিবর্তন ইউনিট।' ইন্দ্রিয় আর অনুভবের বিশাল জগতের ক্ষেত্র থেকে সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য উপসংহারে আসতে ভালবাসি আমি।

এফ.বি.আই. এবং আমার মাঝে দুই মেরুর ভিন্নতা। তবে যোগ্যতাবলেই আমাকে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছে তারা। যতক্ষণ পর্যন্ত না কেবারে কেঁচে ফেলছি সবকিছু। সেটা অবশ্য যখন তখন হতে পারে। এখন হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

কোয়ানটিকোতে মি.স্মিথ কেসটা নিয়ে জোর খাটছিলাম। বিচিত্র আর জটিল সব তথ্যাবলি এক করে রিপোর্ট প্রেরণ করছিলাম, এই সময় ডাক পড়ে

এই ক্রস কেসে। কোয়ানটিকো-তে এসেছি এক দিনও হয় নি। এর আগে ইংল্যান্ডে মি. স্মিথের ধারাবাহিক হত্যাকান্ডের পেছনে লেগেছিলাম।

আর এখন আমি ওয়াশিংটনে। বিরাট আলোড়ন তোলা ক্রস পরিবারের উপর বর্বর হামলার তদন্তে নিয়োজিত। পৃথিবীতে আমার একমাত্র সম্পদ, ইসাবেলার দেয়া ট্যাগ হেউয়ার ৬০০০ ঘড়িটার দিকে তাকালাম। ক্রস বাসভবনের সামনের উঠানটুকু যখন পেরুলাম, ঘড়িতে তখন আটটা বেজে ক' মিনিট। এ ব্যাপারটার কিছু একটা ভাবাচ্ছে আমাকে। কী, সে সম্পর্কে ঠিক নিশ্চিত নই।

জরুরি মেডিকেল সার্ভিসের একটা তোবড়ানো ভ্যানের পাশে থামলাম। আলো জ্বলছে ছাদে, দরজা হাট হয়ে খোলা। ভেতরে তাকিয়ে একটা ছোট ছেলেকে দেখতে পেলাম— এ নিশ্চয় ড্যামন ক্রস।

দারুন মার খেয়েছে ছেলেটা। হাত, মুখ রক্তে মাখামাখি। কিন্তু সচেতন সে, নরম স্বরে কথা বলে চলেছে তাকে সাহায্য করতে থাকা মেডিকদের সাথে।

'বাচ্চাগুলোকে মেরে ফেলল না কেন? এভাবে ওদের আঘাত করারই বা কি কারণ?' কাইল বলল। এ ব্যাপারে অবশ্য আমার দৃষ্টিভঙ্গিও একই।

'এটা তার উদ্দেশ্য ছিল না,' বললাম আমি। প্রথমে এই কথাটাই এল আমার মাথায়, অনুভূতিতে। 'ক্রসের ছেলেমেয়েদের একটা প্রতিকী বার্তা দিতে চাইছে সে, আর কিছু নয়।'

পরমুহূর্তে কাইলের দিকে ফিরলাম। 'জানি না আসলে, কাইল। হয়তো ভয় পেয়ে গেছিল। অথবা হয়তো তাড়ায় ছিল— যদি ক্রস জেগে যায়।' এক মুহূর্তেই এসব চিন্তা খেলে গেল মাথায়। *মনে হল যেন, কিছু সময়ের জন্য আততায়ীর সাথে দেখা হয়েছে আমার।*

পুরোনো বাড়িটার দিকে তাকালাম আমি। 'ঠিক আছে, চল বেডরুমে দেখে আসি। যদি কিছু মনে না কর। টেকনিশিয়ানেরা দেখবার আগেই আমি একটু পরখ করে নিতে চাই। জানিনা কেন, আমার মনে হচ্ছে, আলেক্স ক্রসের রুমে কিছু একটা পাওয়া যাবে। নিঃসন্দেহে এটা গ্যারি সোনেজি বা তার ভূতের কাজ নয়।'

'কেমন করে বুঝলে সেটা?' আমার চোখের দিকে তাকালো কাইল। 'নিশ্চিত হচ্ছ কেমন করে?'

'সোনেজি হলে, বাচ্চাদুটো আর দাদীকে মেরে ফেলতো।'

অধ্যায় ৭৫

কোনার **বেডরুমটার** সবখানে মাখামাখি হয়ে আছে আলেক্স ক্রসের রক্ত। তার বিছানার ঠিক নিচেই জানালা দিয়ে বেরুনো বুলেটের ফুটোটা লক্ষ্য কললাম আমি। বেশ পরিষ্কার গ্লাসের গোল ধারটুকু: বিছানার সরাসরি ওপার থেকে দাঁড়িয়ে গুলি করেছে আততায়ী। ছোট, সাধারণ বেডরুমটার ছবি মনে মনে এঁকে নিলাম।

আরও 'প্রমাণ' আছে। সেলারের কাছে একটা জুতোর ছাপ পাওয়া গেছে। মেট্রো পুলিশ আক্রমণকারীর দাঁড়ানো অবস্থার একটা ছবি তৈরিতে ব্যস্ত। চারপাশে কালো মানুষের পাড়া। মাঝরাতের দিকে নাকি দেখা গেছে একজন শেতাঙ্গ পুরুষকে। এই মুহূর্তে, সেই ভার্জিনিয়া থেকে এখানে আসার জন্যে আনন্দিত বোধ করলাম আমি। প্রচুর কাঁচামাল আছে এখানে। চিন্তা করে বের করার বহু রসদ। এলোমেলো বিছানা, হাতে সেলাই করা বালিশ— যেটার উপর ক্রস শুয়েছে বলে অনুমান। দেয়ালে তার ছেলেমেয়ের ছবি।

সেইন্ট এনথনি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে আলেক্স ক্রস কে। রহস্যময় আততায়ী চলে যাবার পর থেকে এই রকমই আছে কক্ষটা।

কোন উদ্দেশ্য নিয়ে রুম ছেড়ে চলে *গেছে সে? এটা আমাদের উদ্দেশ্যে তার প্রথম বার্তা?*

নিঃসন্দেহে তাই।

ক্রসের ছোট ওয়ার্ক-ডেস্কটাতে রাখা কাগজপত্র পরীক্ষা করলাম আমি। গ্যারি সোনেজির সম্পর্কে নোট। এলোমেলো করে রেখে গেছে আততায়ী। কি কারনে?

ডেস্কের উপরে দেয়ালে একটা ছোট কবিতা আঁঠা দিয়ে আটকে রেখেছে কেউ একজন— *ধন-দৌলত পাপকে মোচন করে/দরিদ্ররা একটা পিনের মতই নগন্য।*

পুশ নামে একটা উপন্যাস পড়ছিল ক্রস। ছোট এক টুকরো হলুদ কাগজ গোঁজা বইটার ভেতর। পড়লাম আমি—*প্রতিভাবান ঔপন্যাসিককে তার অসাধারণ বইটা সম্পর্কে জানান!*

রুমে যে সময়টুকু কাটালাম, তা যেন এক ফুৎকারে শেষ হয়ে যাচ্ছে। বেশ ক'কাপ কফি খেলাম। *টুইন পিকস* নামের ব্যাতিক্রমী টিভি অনুষ্ঠানের একটা বাক্য মনে পরে গেল আমার—'ড্যাম ফাইন কাপ অব কফি, অ্যান্ড হট!'

প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে ক্রসের বেডরুমে আছি, ফরেনসিক তথ্যে হারিয়ে গেছি। বিশ্রী, বিরক্তিকর এক ধাঁধা এটা, তবে উপভোগ্য। এই কেসের সবকিছুই কেমন তীব্র আবেগঘন।

বাইরে, হলওয়েতে ভারী পদশব্দের আওয়াজে মনোযোগ টুটে গেল। মুখ তুলে চাইলাম আমি। ঝট করে খুলে গেল বেডরুমের দরজা, বাড়ি খেল দেয়ালে।

কাইল ক্রেইগ মাথা ঢুকিয়ে দিল ফাঁক দিয়ে। তার চোখমুখ সন্ত্রস্ত। চকের মতো সাদা হয়ে আছে, নিশ্চই কিছু একটা ঘটেছে। 'আমাকে এখনই যেতে হচ্ছে। কার্ডিয়াক এরেস্ট হয়েছে আলেক্সের!'

অধ্যায় ৭৬

'আমিও যাব সাথে,' কাইলকে বললাম। ওর চেহারাই বলে দিচ্ছে, সঙ্গ প্রয়োজন তার। আলেক্স ক্রসকে মৃত্যুর আগে দেখতে চাই আমি। তাই মনে হচ্ছে অবস্থাদৃষ্টে।

সেইন্ট এনথনি হাসপাতালে যেতে যেতে একটু একটু করে ক্রসের ভেতরের ইনজুরি সম্পর্কে জেনে নিলাম। কার্ডিয়াক এরেস্টের একটা কারণ আমার মাথায় উঁকি দিচ্ছে।

'মনে হয়, প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে এটা ঘটছে। অনেক রক্ত দেখেছি বেডরুমে। চাদরে, দেয়ালে, মেঝেতে একেবারে মাখামাখি। রক্তের প্রতি সোনেজির একটা মোহ ছিল, তাই না? এই সকালে কোয়ানটিকো ছাড়ার আগে তেমনই শুনেছি আমি।'

কিছু সময় নিশ্চুপ রইল কাইল। এরপরে যে কথাটা জিজ্ঞেস করল সে, আগেই সেটা অনুমান করেছি আমি। কোন কোন সময় অন্য সবার চেয়ে এক-দুই ধাপ আগে চিন্তা করবার ক্ষমতা আছে আমার।

'এই যে এখন আর ডাক্তারী কর না, খারাপ লাগে না মাঝে মাঝে?'

ভ্রূ কুঁচকে মাথা নাড়লাম। 'সত্যিই না। ইসাবেলা মারা যাবার পর থেকেই সূক্ষ্ম আর অত্যাবশ্যক কিছু একটা ভেঙ্গে গেছে আমার ভেতর। ওটা মেরামত করা সম্ভব নয়, কাইল, অন্তত আমার তাই ধারণা। ডাক্তার হওয়া আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। ঘা শুকানোর ব্যাপারটা এখন আর বিশ্বাস করি না আমি।'

'আমি দুঃখিত,' আস্তে করে বলল কাইল।

'আমিও— তোমার দোস্ত আলেক্স ক্রসের জন্যে,' বললাম তাকে।

১৯৯৩ সালের বসন্তে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন করেছিলাম আমি। আমার জীবনটা কেবলই ঊর্ধ্বগতিতে ছুটছিল, ঠিক তখনই যে মেয়েটাকে আমি জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসতাম— ক্যামব্রিজে আমার অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে খুন করা হল ওকে। ইসাবেলা ক্যালাইস ছিল আমার প্রেমিকা, আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। 'মি. স্মিথের' প্রথম দিকের শিকার সে।

এই খুনের পরে ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে আর যাই নি আমি। ওখানকার ইন্টার্ন ডাক্তার ছিলাম। আর যোগাযোগ করিনি। জানতাম আমার পক্ষে মেডিসিন প্রাকটিস করা সম্ভবপর নয়। ইসাবেলার সাথে সাথে আমার জীবনটাও যেন শেষ হয়ে গিয়েছে— অন্তত আমি তাই ভাবি।

সেই খুনের আঠারো মাস পরে এফ.বি.আই. -এর 'বিহেবারাল চেঞ্জ কমিউনিকেশন' ইউনিটে নেয়া হল আমাকে। অনেকে ওটাকে বলে 'বি এস গ্রুপ।' এটাই দরকার ছিল আমার, এ-ই করতে চাইছিলাম। বিএসইউ-তে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতেই মি. স্মিথ কেসটা দেয়া হল আমাকে। উর্ধ্বস্থনরা অবশ্য বিরোধিতা করেছিল তখন। শেষমেষ কাজটা পেয়েছি আমি।

'হয়ত একদিন মতো পরিবর্তন করবে তুমি,' বলল কাইল। আমার ধারনা, ব্যক্তিগতভাবে সে তাই মনে করে। ওর ধারণা, সবাই তার মতো করে ভাবে: পরিষ্কার যুক্তি, সর্বনিম্ন আবেগ দিয়ে।

'মনে হয় না,' প্রায় হালকাচালে, তর্কের ভেতরে না গিয়ে বললাম। 'অবশ্য কে বলতে পারে?'

'হতে পারে, স্মিথ কে ধরে ফেলার পর,' এখনও নিজের যুক্তি ছাড়ছে না কাইল।

'হুমম। হয়ত তখন চিন্তা করে দেখব।'

'তুমি কী মনে কর স্মিথ—' শুরু করেছিল সে। তারপর আবার থেমে গেল মি. স্মিথ-এর ওয়াশিংটন ঘটনার সাথে যোগাযোগটা অসার মনে হতে।

'না,' বললাম আমি তাকে। 'আমি মনে করি না, এই আক্রমণটা মি. স্মিথ-এর কাজ। সেক্ষেত্রে এরা সবাই মৃত আর খন্ড-বিখন্ড হয়ে পরে থাকত।'

অধ্যায় ৭৭

সেইন্ট এনথনি হাসপাতালে পৌঁছে কাইলকে ছেড়ে দিলাম। এদিক ওদিক ঘুরে 'ডক' সাজলাম কিছুক্ষণ। হাসপাতালে কাজ করা খুব একটা খারাপ নয় বোধহয়। আলেক্স ক্রসের সাম্প্রতিক অবস্থা এবং তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে খোঁজ-খবর করলাম যতটা পারি।

ট্রমা এবং গানশট আঘাত সম্পর্কে আমার জ্ঞানের পরিধি দেখে বিস্মিত হল স্টাফ নার্স এবং ডাক্তারেরা। কিন্তু কেমন করে এতকিছু জানি, এই নিয়ে খুব একটা বাড়াবাড়ি করল না তারা। আলেক্স ক্রসের জীবন বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সবাই। বহু বছর এই হাসপাতালের কাজ করেছে আলেক্স, এখানকার কেউই তার মৃত্যু সহজভাবে নেবে না। এমনকি বেয়ারারা পর্যন্ত সম্মান করে তাকে, 'রেগুলার ব্রাদার' বলে ডাকে আলেক্সকে।

যা ভেবেছিলাম, প্রচুর রক্তপাতই আলেক্সের কার্ডিয়াক এরেস্টের জন্যে দায়ী। কর্তব্যরত ডাক্তারের ভাষ্য অনুয়ায়ী এখানে নিয়ে আসার কিছু সময়ের মধ্যেই মারাত্মক অ্যারেস্টের সম্মুখীন হয় সে। রক্তচাপ দারুনভাবে নেমে যায় তার: উপরে ৬০ নিচে ০।

ডাক্তারের মতে, ভেতরের ইনজুরি রিপেয়ারের জন্যে অপারেশন করতে হলে সম্ভবত মারা যাবে সে; আর কোন অপারেশন না করলে নি:সন্দেহে এখনই মারা যাবে। যতই শুনছি, ততই নিশ্চিত হচ্ছি আমি— এ যাত্রা আর টিকছে না ক্রস। মায়ের বলা একটা পুরোনো কথা মনে পরে গেল আমার— 'বিধাতা করুন, এই দেহটা যেন স্বর্গে পৌঁছে যায়, শয়তান এটা টের পাবার আগেই যে সে মারা গেছে।'

সেইন্ট এনথনির চারতলায় শোরগোলে পরিপূর্ণ হলওয়েতে আমার সাথে দেখা করল কাইল। এখানকার সবাই চেনে আলেক্সকে। সবাইকেই বেশ বিমর্ষ এবং অসহায় দেখাচ্ছে। হাসপাতালের দৃশ্য আসলে বরাবরই বেশ আবেগঘন এবং ট্রাজিক— ক্রসের বাসভবনের তুলনায় এখানে শোকের মাতম বেশি।

এখনও বিবর্ণ দেখাচ্ছে কাইলকে, কুঞ্চিত ভ্রূরুতে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হাসপাতালের করিডোর ধরে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সে। 'কি খুঁজে পেলে?

জানি, এদিক-ওদিক খোঁজ খবর করছিলে তুমি,' বলল কাইল। ঠিকই বুঝেছে আমার মিনি ইনভেস্টিগেশন সেরে নিয়েছি। ও আমার স্টাইলটা জানে। আমার মূলমন্ত্রও অজানা নয় তার: কোনো ধারনা কোর না, কেবল জিজ্ঞেস কর।

'সার্জারি চলছে। টিকবে না বলেই মত সবার,' খারাপ সংবাদটা দিলাম ওকে একদম নিরাবেগ থেকে। এইভাবেই বলতে চেয়েছি আমি। 'ডাক্তারেরা তাই বিশ্বাস করে। তো, ওরা জানেটা কী?' যোগ করলাম শেষে।

'ওটাই ভাবছ তুমি?' জানতে চাইল কাইল।

ছোট, কালো বিন্দু ওর চোখের মণিদুটো। ওকে এমন আচরন করতে দেখি নি আমি কখনও। কাইলের পক্ষে বেশ আবেগঘন বলতে হয় ব্যাপারটা। ও এবং ক্রস যে কতটা কাছের মানুষ— বুঝতে পারলাম।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ মুদলাম আমি। যা ভাবছি, তা ওকে বলব কী না বুঝছি না। শেষমেষ খুললাম চোখদুটো। 'যদি না বাঁচে, বরং সেটাই ভাল হবে ওর জন্যে।' বললাম।

অধ্যায় ৭৮

'আমার সাথে এস,' বলল কাইল। টেনে নিয়ে চলল তার সাথে। 'একজনের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। এস।'

কাইলকে অনুসরন করে তিনতলার একটা কক্ষে পৌছলাম। এই রুমের রোগী একজন কৃষ্ণাঙ্গিণী বৃদ্ধা।

তার মাথা ব্যান্ডেজ দিয়ে মোড়ানো। যেন পাগড়ির মত। ড্রেসিং এর ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একগাছি ধূসর চুল। মুখের ফাঁড়া জায়গাগুলোয় টেলফা ব্যান্ডেজ বাঁধা।

দুটি আই ভি লাইন খোলা হয়েছে, *চ্যানেল* বলে ওগুলোকে। একটা দিয়ে রক্ত দেয়া হচ্ছে, অন্যটা ফ্লুইড এবং অ্যান্টি-বায়োটিক দেয়ার জন্যে। একটা কার্ডিয়াক মনিটরের সঙ্গে সংযোগ রাখা হয়েছে।

আমাদের দিকে এমনভাবে চাইল মহিলা, যেন অনুপ্রবেশ করেছি। পরমুহূর্তেই কাইলকে চিনতে পেরে বদলাল চোখের ভঙ্গি।

'আলেক্স কেমন আছে? সত্যি কথাটা বল আমাকে,' কর্কশ, প্রায় ফিসফিস কণ্ঠে বলল মহিলা। তারপরেও কঠোরতা বজায় থাকল বলার ভঙ্গিতে। 'কেউ সত্যিটা বলছে না আমাকে। তুমি বলবে কাইল?'

'ওর অপারেশন চলছে, ন্যানা। বের না করা পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না,' কাইল বলল, 'তখনও হয়তো বলা যাবে না।'

ছোট হয়ে বৃদ্ধার চোখদুটো। দুঃখের সাথে মাথা নাড়ছে।

'সত্যি কথাটা জানতে চেয়েছি আমি। অন্তত এইটুকু আমার পাওনা। এখন কেমন আছে আলেক্স? কাইল, ও কি বেঁচে আছে?'

জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কাইল। গভীর দুঃখ বোধের নিরুপায় বহিঃপ্রকাশ। বহু বছর ধরে সে এবং আলেক্স ক্রস একসঙ্গে কাজ করে আসছে।

'আলেক্সের অবস্থা আশঙ্কাজনক,' যতটা সম্ভব কোমলভাবে বললাম আমি। 'এর অর্থ হচ্ছে—'

' *আশঙ্কাজনক* শব্দটার অর্থ জানা আছে আমার,' বললেন বৃদ্ধা। 'সাতচল্লিশ বছর স্কুলে পড়িয়েছি। ইংরেজি, ইতিহাস, বুলিয়ান এলজেবরা।'

'আমি দুঃখিত,' বললাম। 'অহেতুক বাড়িয়ে বলতে চাইনি।' দুই এক মুহূর্ত চুপ থেকে তার প্রশ্নের উত্তর দিতে আবার মুখ খুললাম।

'ভেতরের আঘাতগুলো খুবই মারাত্মক। ইনফেকশন ছড়িয়ে পরেছে ক্ষতগুলো থেকে। পেটের আঘাতটা বেশি ভয়ংকর। যকৃত ছেদ করে কমন যকৃত ধমনী ছুঁয়েছে সেটা। এটাই বলা হয়েছে আমাকে। এইমুহূর্তে পাকস্থলির কাছে আটকে আছে গুলিটা— চাপ দিচ্ছে স্পাইনাল কর্ডের উপর।'

আঁতকে উঠলেন মহিলা। তবে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন তিনি, অপেক্ষা করছেন আমি শেষ করা পর্যন্ত। আমি ভাবলাম, যদি আলেক্স ক্রস এই ভদ্রমহিলার কাছাকাছি দৃঢ় চরিত্রের মানুষও হয়, তবে সে ডিটেকটিভ হিসেবে নির্ঘাত অসাধারন কিছু।

বলে চললাম আমি।

'ধমনী ফুটো হয়ে যাবার কারণে প্রচুর রক্ত হারিয়েছে আলেক্স। পাকস্থলি এবং ক্ষুদান্ত্রের ভেতরের নির্ঘন্ট নিজেই *ই. কোলাই* ব্যাকটেরিয়ার উল্লেখযোগ্য বাসস্থান। পেট-গহ্বরের প্রদাহ হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে; এমনকি অগ্নাশয়ের প্রদাহ পর্যন্ত হতে পারে। এ সবই প্রাণঘাতি। গুলির আঘাত হল তার *ইনজুরি*, আর ইনফেকশন হল তার জটিলতা। দ্বিতীয় গুলিটা বাম কবজি ফুরে বেরিয়ে গেছে, হাড় ছোঁয়নি। রেডিয়াল ধমনীটাও রক্ষা পেয়েছে। এইসব জানতে পেরেছি আমরা এ পর্যন্ত। এটাই সত্যি।'

এ পর্যায়ে এসে থামলাম আমি। প্রতিটি মুহূর্ত আমি তাকিয়েছিলাম ভদ্রমহিলার চোখে, তার চোখও সরল না একটুও।

'ধন্যবাদ,' হাল ছেড়ে দেয়া মানুষের ঢঙে বললেন অবশেষে। 'আমাকে বুঝ দিতে চাওনি দেখে ভাল লাগল। তুমি কী এই হাসপাতালের ডাক্তার? কথা শুনে তেমনটি মনে হয়েছে।'

মাথা নাড়লাম আমি। 'না, তা নই আমি। আমি এফ.বি.আই. থেকে এসেছি। অবশ্য ডাক্তার হওয়ার জন্যেই পড়াশোনা করেছিলাম।'

বড় বড় হয়ে গেল ভদ্রমহিলার চোখ দুটো, আমরা এখানে আসার সময় থেকে আরো সতর্ক। অদ্ভুত প্রাণশক্তির এক আধার আছে বৃদ্ধার— ধারণা করলাম।

'আলেক্স একজন ডক্টর *এবং* সে একজন ডিটেকটিভও বটে।'

'আমি নিজেও একজন ডিটেকটিভ।' বললাম।

'আমি ন্যানা মামা। আলেক্সের দাদী। তোমার নাম কি?'

'থমাস,' বললাম তাকে। 'আমার নাম থমাস পিয়ার্স।'

'ঠিক আছে। সত্যি কথা বলার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

অধ্যায় ৭৯

প্যারিস, ফ্রান্স।

যদিও পুলিশ বাহিনী এটা কোনো মতেই স্বীকার করবে না, *কিন্তু প্যারিস এই মুহূর্তে মি. স্মিথের দখলে। একটা দমকা ঝড়ের মতই শহরের দখল নিয়েছে সে। শুধু সে-ই জানে কি কারণে।* তার ভীতিজাগানিয়া অবস্থানের খবর পৌঁছে গেছে সেইন্ট মিচেল বুলেভার্দ ধরে, আর এরপর র‍্যু দো ভওজিরার্ড-এ। এধরনের ঘটনা *'ত্রেও লুক্সে'*-তে ঘটবার কথা নয়।

সেইন্ট মিচেল বুলেভার্দের সস্তা যৌনসামগ্রির বিপণীবিতানগুলো ট্যুরিস্ট এবং পারিসিয়ানদের সমানভাবে আকর্ষণ করে। দি প্যানথিওন এবং সুদর্শন জার্দিনস দো লুক্সেমবার্গো রয়েছে কাছেপিঠেই। জঘন্য হত্যাকান্ডের স্থান নয় এটা।

নামি-দামী দোকানের কেরানিরা প্রথমে দৌড়ে ছুটল এগারো নং র‍্যু দো ভওজিরার্ড-এ। তারা মি. স্মিথ নয়তো তার হাতের কাজ দেখতে চায়। নিজের চোখে দেখতে চায় *এলিয়েনকে।*

দোকানদার এমনকি দোকান মালিকেরা পর্যন্ত নিজেদের কাপড়ের দোকান এবং কাফে ছেড়ে ছুটল। যারা র‍্যু দো ভওজিরার্ড ধরে ছুটল না, তারা পর্যন্ত নিচের সাদা কালো পুলিশ এবং আর্মি বাসের পাণে চেয়ে রইল। বিচিত্র এই দৃশ্যের অনেক উপরে উড়ে চলেছে কবুতরের দল। থেকে থেকেই বাকবাকুম ডাক ছাড়ছে। সম্ভবত তারাও বিখ্যাত এই অপরাধীকে দেখতে চায়।

সেইন্ট মিচেলের ওধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সরবোন্ গির্জা, সামনের চ্যাপেলসহ। বিশাল ঘড়িটার সামনে পাথুরে সিঁড়ির ধাপ। প্লাজায় পার্ক করা দ্বিতীয় বাসভর্তি সৈনিক। এদিক ওদিক উঁকি ঝুঁকি মারছে ছাত্ররা র‍্যু চ্যাম্পোলিওন ধরে। মিশরীয় হায়োরোগিফ্লিক্সের চাবিকাঠি আবিষ্কারের জনক ফেঞ্চ ইজিপ্টলজিস্ট জন ফ্রান্সিস চ্যাম্পোলিওন-এর নামে দেয়া হয়েছে সরু রাস্তাটা।

র‍্যুনো ফউকস নামের এক ইন্সপেক্টর র‍্যু চ্যাম্পোলিওনে জনতার ভীড় দেখে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। সাধারণ জনতার মি. স্মিথের প্রতি এই

অসুস্থ আগ্রহটা বুঝতে পারছেন তিনি। অজানার প্রতি ভয়, বিশেষত হঠাৎ, অস্বাভাবিক মৃত্যু মানুষের আকর্ষণ তৈরী করেছে এই বিভৎস কর্মকান্ডে। মি. স্মিথের জনপ্রিয়তার মূল কারণ তার কাজ-কর্মের অধরা ভাবটুকু। আসলেই *এলিয়েন*-এর মতো কাজকর্ম তার। স্মিথ যা রুটিন ধরে করে চলেছে, খুব কম মানুষই তা করার কথা চিন্তা করবে।

পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন ইন্সপেক্টর। লিসী সেইন্ট লুইস কোনায় ঝুলে থাকা সাইনটা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আজ 'ট্যুর দো ফ্রান্স ফেমিনা' এবং 'ফর্মেশন দো আর্টিসটেস'-এর প্রচারণা করছে ওটা। আরো উন্মাদনা, ভাবলেন তিনি। জোর করে একটা অট্টহাসি ঠেকালেন।

ফুটপাতের এক শিল্পীকে চক দিয়ে তার শিল্পকর্ম আঁকতে দেখলেন ইন্সপেক্টর। পুলিশ ইমার্জেন্সির একটা মাথাব্যথা সে। পাবলিক ঝর্নার ধারে নোংরা বাসন-কোসন ধুতে থাকা মহিলার ক্ষেত্রেও তাই বলা যায়।

ওদের জন্যে সেরা কাজ। আধুনিক যুগের বিচারে ফউকসের সত্যতা পরীক্ষায় পাস করেছে তারা।

ধূসর সিঁড়িপথটা ধরে নীল রং করা দরজার উদ্দেশ্যে হেঁটে যেতে যেতে তার ইচ্ছা করল র‍্যু দো ভওজিরার্ডে জমায়েত হওয়া জনতার উদ্দেশ্যে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলে, 'তোদের ছোট্ট ছকবাঁধা জীবনে ফিরে যা। সিনেমা চ্যাম্পোলিওন-এ গিয়ে কোন ছায়াছবি দেখ। এর সাথে তোদের কারও কোন সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র কৌতুহলউদ্দিপক এবং যোগ্য লোকেদের ধরে মি. স্মিথ— তোদের চিন্তা করার কিছু নেই।'

আজ সকাল থেকে এল ইকোল প্র্যাতিক দো মেডেসিন-এর এক তরুণ সার্জন নিখোঁজ রয়েছে। মি.স্মিথের প্যাটার্ন ঠিক থাকলে আজ কালের মধ্যেই মৃত, খন্ড-বিখন্ড অবস্থায় পাওয়া যাবে তার লাশ। এইরকমই ঘটেছে অন্য সব শিকারের ক্ষেত্রে। কেবল এই একটা ব্যাপার এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে— *খন্ড-বিখন্ড মৃত্যু।*

সার্জেনের দামী এপার্টমেন্ট ভবনের ভেতর ঢুকতে নিচু পদস্থ কিছু অফিসারের উদ্দেশ্যে মাথা ঝাঁকালেন ইন্সপেক্টর। জায়গাটা অসাধারণ, অ্যান্টিক আসবাবে বোঝাই, দামী শিল্পকর্মসহ এপার্টমেন্টটা মুখ করে আছে সরবোন-এর দিকে।

তো, এল ইকোল প্র্যাতিক দো মেডেসিন-এর সোনালি পুত্রের ভাগ্যে খারাপ কিছু ঘটেছে। হুমম, ডা. আবেল সান্তের জন্য খারাপ সংবাদ।

'কিছুই নেই? কোন ধস্তা-ধস্তির নমুনা?' একজনকে শুধালেন তিনি বাড়িতে ঢুকে পরতে।

'এক বিন্দু ও না। আগেরগুলোর মতই। তবে সে চলে গেছে। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে মি.স্মিথের কবজায় পরে।'

'সম্ভবত মি.স্মিথের মহাকাশযানে আছে এখন,' আরেকজন জানাল। হাল ফ্যাশনের সানগ্লাস পরা এক লম্বাচুলো তরুণ অফিসার।

ঝট করে ঘুরলেন ফউকস। 'ইউ! ভাগো এখান থেকে! রাস্তার ওই পাগল লোকগুলো আর গডড্যাম কবুতর গুলোর সাথে মজা কর! মি.স্মিথ *তোমাকে* তার *মহাকাশযানে* নিলে খুশি হতাম, কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি— তার মান আরো অনেক উঁচুতে।'

এই অংশটুকু বলে অফিসারটিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে মি.স্মিথের হাতের কাজ দেখতে চললেন তিনি। একটা *প্রোসেস ভার্বাল* লিখতে হবে তাকে। এই পাগলামীর মধ্যে থেকে কিছু একটা অর্থ খুঁজে বের করতে হবে। পুরো ফ্রান্স, সমগ্র ইউরোপ উন্মুখ হয়ে আছে সাম্প্রতিক খবরের জন্যে।

অধ্যায় ৮০

এফ.বি.আই হেডকোয়ার্টারের অবস্থান ওয়াশিংটনের পেনসিলভানিয়া এভিনিউয়ে, নয় এবং দশ নম্বর স্ট্রিটের মাঝামাঝি। বিকেল চারটা থেকে প্রায় সাতটা পর্যন্ত কাইল ক্রেইগসহ অর্ধ ডজন এজেন্টের সাথে গোল টেবিল বৈঠকে ব্যস্ত রইলাম। কৌশল নির্ধারক অপারেশন কনফারেন্স কক্ষের ভেতরে ক্রসের উপর আক্রমণের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হল।

সাতটার দিকে খবর পাওয়া গেল, প্রথম ধাপের অপারেশন থেকে বেঁচে ফিরেছে ক্রস। আনন্দের হুল্লোড় বয়ে গেল টেবিল জুড়ে। কাইলকে বললাম, সেইন্ট এনথনি হাসপাতালে আর একবার যেতে চাই আমি।

'আলেক্স ক্রসের সাথে দেখা করা প্রয়োজন আমার,' বললাম তাকে। 'কথা না বলতে পারলেও, ওর সাথে দেখা করা জরুরি। যে কোন মূল্যে।'

বিশ মিনিট পর সেইন্ট এনথনির এলিভেটরে চড়ে ছয় তলায় পৌছলাম। ভবনের অন্যান্য অংশের তুলনায় এখানটা বেশ শান্ত। এত উপরে হওয়ার কারণেই বোধহয় বেশ ভৌতিক আবহাওয়া এখানে।

প্রায় অন্ধকার মেঝের প্রাইভেট রিকভারি কক্ষের ভেতরে প্রবেশ করলাম। দেরী করে ফেলেছি। ইতোমধ্যে স্যাম্পসন পৌছে গেছে সেখানে।

অতন্দ্র প্রহরীর মতো বন্ধুর বিছানার পাশে দাঁড়ানো স্যাম্পসন। লম্বা, শক্তিশালী মানুষ সে, প্রায় ছয় ফুট ছয় উচ্চতা। কিন্তু এই মুহূর্তে গতদিনের ধকলের কারণেই বোধহয়, দারুন ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। মনে হয়, এখনই ভেঙ্গে পড়বে।

অবশেষে আমার দিকে তাকাল স্যাম্পসন, ক্লান্ত ভঙ্গিতে একবার মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে আবার ক্রসের দিকে মনোযোগ ফেরাল সে। দুঃখবোধ এবং রাগের বহিঃপ্রকাশ তার দৃষ্টিতে। আমার মনে হল, কী ঘটতে চলেছে এখানে, আগেই অনুমান করতে পারছে সে।

এতগুলো যন্ত্রের সাথে সংযোগ করা রয়েছে আলেক্স ক্রসের দেহ, দেখে চমক লেগে যায়। তার বয়স চল্লিশের শুরুর দিকে বলে জানতাম। এখন আরো অনেক তরুণ দেখাচ্ছে— একমাত্র সুসংবাদ বলতে এটাই।

বিছানার প্রান্তে রাখা বিভিন্ন চার্টগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম আমি। গভীর থেকে মাঝারি মাত্রার রক্তক্ষরণ হয়েছে তার, রেডিয়াল ধমনী ছিঁড়ে যাবার কারণে। ফুসফুস কোলাপস্, ছেঁড়া-ফাটা এবং অগুনতি রক্ত পিন্ড জমাট বেঁধে আছে দেহের ভেতর। বা হাতের কবজি ভেঙে গেছে। রক্তে সংক্রমণ হয়ে গেছে, আঘাতের প্রাবল্য তার 'যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর' আশঙ্কাকে জিইয়ে রেখেছে।

সচেতন আছে আলেক্স ক্রস। সরাসরি তার বাদামী চোখে তাকালাম আমি। *কি গোপনিয়তা লুকিয়ে আছে ওই দুই চোখে? কি জানে সে? আততায়ীর চেহারা কি দেখতে পেয়েছে সে? কে এমনটা করল তার সাথে? সোনেজি নয়। কার এত সাহস হল তার বেডরুমে প্রবেশ করার?*

কথা বলতে পারছে না ক্রস। চোখ দুটোও ভাষাহীন। স্যাম্পসনের সাথে আমার উপস্থিতির কোন সচেতনতা নেই। বোধহয় স্যাম্পসনকেও চিনতে পারছে না। দুঃখজনক।

সেইন্ট এনথনিতে দারুন সেবা পাচ্ছে ড. ক্রস। হাসপাতালের বিছানায় তার নামাঙ্কিত একটা স্টিকার আছে। প্লাস্টার ছাঁচে মোড়া আঘাতপ্রাপ্ত কবজিটা, একটা ট্র্যাপিজ বারে ঝোলানো রয়েছে বাহু। দেয়ালে লাগানো একটা চেম্বারের সাথে সংযোগ দেয়া সিলিন্ডার থেকে পরিষ্কার টিউব বেয়ে অক্সিজেন পাচ্ছে সে। নাড়ির গতি, তাপমাত্রা, রক্তচাপ এবং ইসিজি রিডিং উঠছে খুদে মনিটরে।

'ওকে একা ছেড়ে যাচ্ছ না কেন?' বেশ ক'মুহূর্ত পর বলল স্যাম্পসন। 'আমাদের দুজনকেই ছেড়ে দাও না। কিছুই করার নেই তোমার এখানে। দয়া করে চলে যাও।'

সায় দিলাম আমি। তারপরেও বেশ কয়েক সেকেন্ড এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আলেক্স ক্রসের চোখে। দুর্ভাগ্যজনক, কিছুই বলতে পারবে না সে।

শেষমেষ ক্রস এবং স্যাম্পসনকে একা রেখে ফিরে এলাম আমি। আবার আলেক্স ক্রসকে দেখতে পাব না বলে সন্দেহ হচ্ছে আমার। অলৌকিক কোন কিছুতে আর বিশ্বাস করি না আমি।

অধ্যায় ৮১

সেদিন রাতে, অন্যদিনের মতই মি. স্মিথ কে মাথা থেকে তাড়াতে পারছিলাম না। আজ আবার আলেক্স ক্রস এবং তার পরিবার যুক্ত হয়েছে সাথে। হাসপাতালের এবং ক্রেসের বাড়ির দৃশ্যগুলো কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার ভেতর। কে অনুপ্রবেশ করেছিল ও বাড়িতে? গ্যারি সোনেজির ছদ্মবেশ কে নিল? এটা ছাড়া আর কোন সমাধান মাথায় আসছে না।

এলোপাথারি চিন্তা-ভাবনা গুলো ছোটাছুটি করছে মাথায়, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে চাইছে। অনুভূতিটা ভাল লাগছে না আমার— বুঝতে পারছি না এরকম চাপের ভেতর, প্রায় ক্লস্ট্রোফোবিক পরিস্থিতিতে কোন তদন্ত করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে কি না। দুটো তো নয়ই।

নরক থেকে এসেছি চব্বিশ ঘন্টা হতে চলল। লন্ডন থেকে আমেরিকা উড়ে এসেছি আমি। ডিসি-তে জাতীয় এয়ারপোর্টে নেমে কোয়ানটিকো, ভারজিনিয়াতে গিয়েছি প্রথমে। এরপর ছুটতে হয়েছে ওয়াশিংটনে। আর প্রায় রাত দশটা পর্যন্ত এখানে ব্যস্ত আছি ক্রসের ধাঁধা নিয়ে।

অবস্থা আরো খারাপ করতে কি না জানি না, হিলটনে আমার হোটেল কক্ষে এসে আবিষ্কার করলাম ঘুমাতে পারছি না। এমন অশান্ত হয়ে আছে মাথার ভেতরটা, ঘুমাতে চাইছে না শরীর।

এফ.বি.আই হেডকোয়ার্টাসে সেই রাতে শোনা চিন্তা—ভাবনা ভাল লাগেনি আমার কাছে। চিরাচরিত ছকে আটকে আছে তারা: যেন জড় বুদ্ধি কোন ছাত্রের মত শ্রেণীকক্ষের ছাদ পরখ করছে ধীরে ধীরে। আদতে, বেশির ভাগ ইনভেসটিগেটরেই আমাকে আইনস্টাইনের পাগলামির সংজ্ঞা মনে করিয়ে দেয়। হার্ভার্ডে প্রথম শুনেছিলাম উক্তিটা: *'একই কাজ বারবার করে যাওয়া, প্রতিবার ভিন্ন ফলের আশায়।'*

আলেক্সে ক্রসের বেডরুমে, যেখানে বর্বর হামলা চালানো হয়েছে তার উপর— সেখানে বারবার ফিরে যাচ্ছে আমার মন। কিছু একটা খুঁজছি আমি— কী সেটা? দেয়ালে, পর্দায়, চাদরে সবখানে লেপ্টে ছিল আলেক্স ক্রসের রক্ত। *কিছু কি মিস করছি আমি? কিছু একটা?*

ঘুমাতে পারছি না, চুলোয় যাক সব।

কাজকে নেশা হিসেবে নিয়েছি আমি। এটা আমার প্রতিষেধক। আক্রমণের দৃশ্যপটের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং চিত্র সাজানো হয়ে গেছে মাথার ভেতর। উঠে আরো কিছু নোট নিলাম। আমার পাওয়ারবুক সবসময় তৈরি আছে। পেটের ভেতরটা গুলিয়ে উঠছে থেকে থেকে, ব্যথায় যেন ছিঁড়ে যাবে মাথা।

টাইপ করলাম: *গ্যারি সোনেজি কি এখনও বেঁচে থাকতে পারে না? এখনই সবকিছু বাতিল করে দেয়া উচিত হবে না। এমনকি সবচেয়ে বিদঘুটে চিন্তাও।*

প্রয়োজনে সোনেজির দেহ উত্তোলন করে দেখতে হবে।

ক্রসের লেখা বই 'অ্যালং কেইম স্পাইডার' পড়ে দেখতে হবে।

লরটন জেলে, যেখানে রাখা হয়েছিল সোনেজিকে— পরিদর্শন করতে হবে।

এক ঘন্টা পরে পাশে সরিয়ে রাখলাম আমার কম্পিউটার। প্রায় রাত দুটো বেজে গেছে। মারাত্মক ঠান্ডা লাগার মতো করে দপদপ করছে মাথা। তেত্রিশ বছর বয়সেই বুড়োর মত লাগছে নিজেকে।

ক্রসের রক্তাক্ত শোবার ঘর মনের পর্দায় চলে আসছে বারবার। কেউ বুঝবে না, এমন দৃশ্য মাথার ভেতর নিয়ে বেঁচে থাকা কতটা কষ্টের। সেইন্ট এনথনি হাসপাতালে দেখা আলেক্স ক্রসকে মনে পরছে বারবার। এরপর মি.স্মিথের শিকারদের কথা স্মরণে পরে যাচ্ছে। সে তাদেরকে বলে তার 'গবেষণা'র বিষয়।

ভয়াল সেই দৃশ্যগুলো একের পর এক খেলে যাচ্ছে আমার মনের পর্দায়। প্রতিবারে সেই একই উপসংহারে পৌঁছাচ্ছে তা, বারবার সেই একই অবস্থানে।

আর একটা বেডরুম দেখতে পাচ্ছি এখন। ক্যামব্রিজে আমার এবং ইসাবেলার এপার্টমেন্ট ভবনের।

পরিষ্কার মনে পরে গেল সরু হলওয়ে ধরে সেই বিভৎস রাত্তিরে ছুটে চলার কথা। আমার হৃদপিণ্ডটা যেন বের হয়ে আসতে চাইছিল গলা দিয়ে, একটা মুঠো করা হাতের চেয়েও বড় সেটা। প্রতিটি জোরকদম আমার মনে আছে। মনে আছে ঠিক যা যা দেখেছিলাম।

শেষ পর্যন্ত ইসাবেলাকে দেখতে পেলাম আমি। মনে হল, এ যেন এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন।

আমাদের বিছানায় শুয়ে আছে ইসাবেলা— মৃত। যে বিভৎস কসাইয়ের মত আচরণ করা হয়েছে ওর সাথে, এরপরে কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব

নয়। কেউ বাঁচেও নি— আমাদের দু'জনের কেউ না। মাত্র তেইশ বছর বয়সে খুন করা হয়েছে ওকে, জীবনের ঊষালগ্নে। একজন মা, স্ত্রী কিংবা ওর আজীবনের আরাধ্য নৃবিজ্ঞানী কিছুই হতে পারেনি সে। নিজেকে থামাতে পারিনি আমি। কিছুই করার ছিল না। ইসাবেলার যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, নিচু হয়ে সেটুকু ধরে রেখেছিলাম। *যতটুকু অবশিষ্ট ছিল।*

এর কোনো কিছু আমি কেমন করে ভুলে যাব? কি করে বন্ধ করব আমার মনে জমে থাকা দৃশ্যাবলি?

সহজ উত্তর— পারব না আমি সেটা।

অধ্যায় ৮২

আবারো শিকারে বেরিয়েছি আমি— পৃথিবীর নির্জনতম এক যাত্রায়। ইসাবেলার মৃত্যুর পর থেকে এই করে আসছি গত চার বছরে।

সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠতেই ফোন লাগালাম সেইন্ট এনথনি হাসপাতালে। এখনও জীবিত আছে আলেক্স ক্রস, তবে কোমায়। সংকটজনক বলে অভিহিত করা হচ্ছে তার অবস্থা। জন স্যাম্পসন কি এখনও তার বিছানার পাশে জেগে বসে আছে— ভাবলাম আমি। তাই সন্দেহ করছি।

সকাল নয়টার মধ্যেই ক্রসের বাসভবনে পৌঁছে গেলাম। দৃশ্যপটটা আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে চাই, প্রতিটি তথ্য, যত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রই হোক— জেনে নিতে চাই। এ পর্যন্ত যা কিছু জেনেছি বা মনে করছি জেনেছি, সবকিছু গুছিয়ে রাখার চেষ্টা করলাম। কোয়ানটিকো-তে প্রচলিত একটা নীতি মনে পরে গেল— সব সত্যিই আসলে অর্ধ-সত্যি, হয়তবা তা-ও নয়।

প্রায় বন্ধুবৎসল এক 'ভূত' কবর ছেড়ে বেশ পরিচিত একজন পুলিশ এবং তার পরিবারকে আক্রমণ করল। ভূতটা আগেই ড. ক্রসকে বলে গেছে, সে ফিরে আসবে। এটা থামানোর নাকি কোনো উপায় নেই। নির্দয় আর ফলপ্রসূ প্রতিশোধ যাকে বলে।

যে কারণেই হোক, ব্যর্থ হল আততায়ী। পরিবারের কোনো সদস্য তো নয়ই, এমনকি আলেক্স ক্রস পর্যন্ত নিহত হল না। এই আঁধার সবচেয়ে চমকপ্রদ এবং অদ্ভুত ব্যাপার হল এটা। এতেই লুকিয়ে আছে চাবিকাঠি!

এগারোটা বাজার কিছু পূর্বে আলেক্স ক্রসের বাড়ির সেলারে পৌঁছলাম। সব তলায় আমার পর্যবেক্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এফ.বি.আই. এবং মেট্রো পুলিশের কারিগরি বিভাগকে কোনো কক্ষে হাত না দিতে অনুরোধ করেছিলাম। আমার তথ্য সংগ্রহ, কার্যধারা সবই ধাপে ধাপে এগোয়।

উপর তলায় এবং পেছনের উঠানে যখন পার্টি চলছিল, তখন আক্রমণকারী (পুরুষ না মহিলা?) মাটির তলার ঘরে অপেক্ষায় ছিল। সেলারের প্রবেশমুখে অর্ধেক পদচিহ্ন পাওয়া গেছে তার। নয় নম্বর মাপের। এগোনোর

জন্যে বিশেষ কিছু নয়। অনুপ্রবেশকারী না চাইলে আমাদের আর কিছু করা সম্ভব নয়।

একটা ব্যাপার ধরা পরল আমার চোখে। *ছেলেবেলায় একটা সেলারে বন্দি করে রাখা হতো গ্যারি সোনেজিকে। পুরো বাড়ির পারিবারিক কার্যক্রমের বাইরে ছিল সে। সেলারে যৌন নিপীড়ন করা হতো তাকে। ঠিক ক্রসের বাড়িতে যা ঘটেছে।*

নিঃসন্দেহে সেলারে লুকিয়ে ছিল আততায়ী। এটা দৈবাৎ কিছু হতে পারেনা।

সে কি আলেক্স ক্রসকে করা গ্যারি সোনেজির সতর্ক বার্তা সম্পর্কে জানত? এ সম্ভাবনাটাও বেশ বিরক্তিকর। এখনই কোনো রকম থিওরী কিংবা আগ বাড়িয়ে কিছু ধারণা করতে চাই না আমি। যতটুকু সম্ভব তথ্য চাই আমার। সম্ভবত চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র ছিলাম বলেই যে কোনো কেস একজন ক্লিনিক্যাল বৈজ্ঞানিকের ঢঙ্গে নিই আমি।

তথ্য সংগ্রহ কর আগে। যতটুকু পার।

বেশ নির্জন সেলারের অভ্যন্তরে। চারপাশের সবকিছুর প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারছি। অনুমান করতে চাইলাম, আততায়ী কি ভাবছিল আততায়ী অন্ধকারে এখানে বসে থেকে। উপরে পার্টি চলছিল, এরপরে যখন হৈ-হুল্লোরের শেষে আলেক্স ক্রস তার শোবার ঘরে ফিরে গেল— তখন কি করছিল সে?

আক্রমণকারী একজন কাপুরুষ।

রাগে উন্মাদ হয়ে নয়, পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছিল সে।

কোনো আবেগী অপরাধ নয় এটা।

প্রথমেই বাচ্চাগুলোকে মেরেছে সে, তবে একেবারে মেরে ফেলেনি। আলেক্স ক্রসের দাদীকে পর্যন্ত হালকা ভাবে মেরেছে সে। *কেন?* শুধু আলেক্স ক্রসের মরার কথা ছিল। সেটাও তো ঘটেনি।

আক্রমণকারী কি ব্যর্থ হয়েছে? এখন কোথায় সে?

ওয়াশিংটনে? ক্রসের বাসভবন নিরীক্ষা করছে এ মুহূর্তে? নাকি সেইন্ট এনথনি হাসপাতালে পুলিশ প্রহরায় থাকা আলেক্স ক্রসকে দেখছে?

পুরোনো একটা কয়লার চুলো পার হতেই দেখলাম সামান্য খোলা আছে ধাতব দরজাটা। রুমালে ধরে পুরোটা খুলে ভেতরে উঁকি দিলাম। ভালো দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে। পেন লাইটটা জ্বালিয়ে নিলাম। হালকা ধূসর বর্ণের কিছু ছাই পরে আছে মেঝেতে। কিছু একটা পুড়িয়েছে কেউ এখানে। পত্র-পত্রিকা হতে পারে।

এই গ্রীষ্মে আগুন জ্বালানোর প্রয়োজন হল কেন? ভাবলাম আমি।

স্টোভের কাছেই কাজের টেবিলে একটা বেলচা পরে আছে। ওটা দিয়ে ছাইগুলো সরিয়ে রাখলাম আমি।

স্টোভের তলানিটা আঁচড়ে দেখলাম সাবধানে।

ক্লিঙ্ক শব্দ পেলাম একটা— ধাতুর সাথে ধাতুর ঘর্ষণে।

একগাদা ছাই-ভস্ম তুলে নিলাম বেলচাটা দিয়ে। কিছু একটা উঠে এসেছে ছাইয়ের সাথে। শক্ত, ভারি কিছু একটা। খুব একটা আশা করছি না যদিও। যে কোনো কিছু বা যা-ই হোক না কেন— তথ্য চাই আমার। পুরোনো স্টোভের ছাই হলেও কিছু যায় আসে না। টেবিলের উপরে ছাই ঝেড়ে ফেলে হাত দিয়ে সমান করলাম।

ছোট বেলচাটা কিসে আঘাত করেছে দেখতে পেলাম। বেলচার আগাটা দিয়ে নতুন পাওয়া প্রমাণটা দেখতে লাগলাম খুঁচিয়ে। অবশেষে বলার মতো কিছু একটা পেয়েছি আমি। ছোট একটা অকাট্য প্রমাণ।

আলেক্স ক্রসের ডিটেকটিভ শিল্ড ওটা। পুড়ে কয়লা হয়ে গিয়েছে।

কেউ চেয়েছিল জিনিসটা দেখতে পাই আমরা।

খেলতে চায় আততায়ী! ভাবলাম আমি। এতো দেখছি ইঁদুর-বিড়াল খেলা।

অধ্যায় ৮৩

ইলে দো ফ্রান্স।

এমনিতে ডাঃ আবেল সান্তে শান্ত-শিষ্ট চরিত্রের মানুষ। তার পান্ডিত্যের জন্যে চিকিৎসক সমাজে বেশ পরিচিত তিনি। খুব ভদ্র-নম্র মানুষ তিনি, একজন ভালো ডাক্তার।

এই মুহূর্তে কোথায় আছেন, এটা ভুলতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন সান্তে। বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের অন্য যে কোনো স্থান এর চেয়ে শ্রেয়তর।

বিগত বেশ কিছুক্ষণ নিজের বাল্যকালের আনন্দমুখর, প্রায় অলস দিনগুলোর খুঁটিনাটি স্মরণ করে কাটিয়েছেন সান্তে, রেন্স-এ থাকতেন যখন। এরপরে সরবোন ইউনিভার্সিটির দিনগুলোর কথা স্মরণ করলেন; ভাবলেন লা ইকোল প্রাতিক দো মেডেসিন-এর দিনগুলোর কথা; যখন গলফ আর টেনিস খেলতেন। সাত বছর ধরে রেজিনার সাথে প্রেম করছেন তিনি। তার প্রিয়তমা, মিষ্টি রেজিনা।

যেখানে অবস্থান করছেন, তার বদলে অন্য যে কোনো স্থানে থাকতে চাইছেন তিনি। বর্তমানে নয়, অতীত কি ভবিষ্যতে থাকতে হবে তাকে এখন। *ইংলিশ পেশেন্ট* নামের ছায়াছবি এবং উপন্যাসটার কথা মনে পড়ল তার। এখন কাউন্ট অ্যালমাসি তিনি— নয় কি? তবে অ্যালমসির পোড়া মাংসের তুলনায় তার নির্যাতনটুকু আরো খারাপ। তিনি এখন মি. স্মিথের হাতে।

রেজিনার কথা ভাবলেন তিনি। এখন উপলব্ধি করছেন কতটা ভালোবাসেন মেয়েটাকে। আরো আগেই বিয়ে করে ফেলা উচিত ছিল। কি বাজে, বিশাল ভুল হয়ে গেছে!

কত তীব্র ভাবেই না এখন বেঁচে থাকতে চাইছেন তিনি। আরো একবার দেখতে চাইছেন রেজিনাকে। এই পরিস্থিতিতে, এই মুহূর্তে জীবনটা দারুন মূল্যবান মনে হচ্ছে তার কাছে।

না, এভাবে ভাবলে চলবে না। চিন্তাটা বাস্তবে নিয়ে এল তাকে। বর্তমানে। *না, না, না— অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে মনটাকে। অন্য যে কোনোখানে।*

ছোট একটা প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখা হয়েছে তাকে, কেউই যেখানে খুঁজে পাবেনা তাকে কোনোদিনও। পুলিশ, ইন্টারপোল, পুরো ফ্রেঞ্চ আর্মি অথবা আমেরিকান আর্মি বা ইংলিশ বা ইসরায়েল— কেউ না!

প্যারিস এবং পুরো ফ্রান্স জুড়ে বয়ে যাওয়া রাগ, সমালোচনার ঝড় অনুমান করতে পারছেন ডাঃ সান্তে। বিখ্যাত চিকিৎসক এবং শিক্ষক অপহৃত! *লে মন্দে*-র শিরোনামটা এ ধরনের কিছু একটা হবে। অথবা, প্যারিসে মি.স্মিথের নয়া কান্ড।

সে সত্যিই একটা ভীতিকর চরিত্র! পুলিশ এবং সামরিক বাহিনী গরুখোঁজা করছে এ মুহূর্তে— এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। অবশ্য, যত সময় পার হচ্ছে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ততই তিরোহিত হচ্ছে। মি. স্মিথের অন্যান্য শিকারের পরিণতি নিয়ে রচিত আর্টিকেল পড়েছেন তিনি। ভালো করেই জানেন, কি ঘটেছে তাদের ভাগ্যে।

আমি কেন? খোদা শক্তিমান, এই বিদায়ের সুর সহ্য করতে পারছেন না সান্তে।

আর এক সেকেন্ডর জন্যেও অপ্রশস্ত এই জায়গায় উল্টো ঝুলে থাকতে পারছেন না তিনি।

সহ্য করতে পারছেন না। এক সেকেন্ডও না!

আর এক সেকেন্ডও না!

আর এক সেকেন্ডও না!

শ্বাস নিতে পারছেন না তিনি।

এখানেই মারা যাচ্ছেন।

এইখানে, এই বিশ্রী বাক্সটার ভেতরে। প্যারিসের সন্নিকটে ইলে দো ফ্রান্সের এই জঘন্য বাড়িটার দুই তলার মাঝামাঝি।

এক বান্ডেল নোংরা কাপড়ের মতই চেপে তাকে এই বাক্সটার ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলে গেছে মি. স্মিথ। খোদা জানে কতক্ষণ আগে। মনে হচ্ছে, বেশ কয়েক ঘণ্টা হতে চলল। কিন্তু নিশ্চিত করে বলতে পারছেন না ডাঃ আবেল সান্তে।

তীব্র ব্যথার স্রোত আসছে। আবার চলে যাচ্ছে। ঘাড়, কাঁধ, বুকে বর্ণনার অতীত ব্য থা হচ্ছে তার, সহ্যসীমার বাইরে এই ব্যথা। জীবনে কখনও যদি ক্লস্ট্রোফোবিক নাও হন, আজ হয়েছেন তিনি।

কিন্তু এ-ই শেষ নয়। সবচেয়ে খরাপ ব্যাপরটা হল— পুরো ফ্রান্স এবং বিশ্ব যা জানতে উন্মুখ হয়ে আছে, সেটা জানেন তিনি।

মি. স্মিথের পরিচয় সম্পর্কিত বেশ কিছু কথা জেনে গেছেন সান্তে। জানেন, কেমন করে কথা বলে সে। তার ধারণা মি. স্মিথ কোন দার্শনিক অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বা ছাত্র।

এমনকি মি. স্মিথকে দেখেছেন তিনি।

বাক্সের ভেতরে উল্টো করে রাখা অবস্থায় স্মিথের শক্ত, নীল চোখ, তার নাক, ঠোঁট দেখে ছেন তিনি।

মি. স্মিথ লক্ষ্য করেছে তা।

আর কোনো আশা নেই তার।

'নরকে পুড়ে মর, স্মিথ। তোর জঘন্য সিক্রেট জানি আমি। সবকিছু জানি। তুই একটা শুয়োর এলিয়েন! *তুই মানুষ না!'*

অধ্যায় ৮৪

'তুমি সত্যিই ভাবছ, ওই কুত্তার বাচ্চাটাকে ধরতে পারব আমরা? এত বোকা সে?'

সরাসরি জানতে চাইল স্যাম্পসন আমার উদ্দেশ্যে। পুরো কালো পোশাক পরে আছে সে, রে-ব্যান সানগ্লাস চোখে। মনে হলো যেন এখনই শোক পালন করা শুরু করে দিয়েছে সে। এফ.বি.আই. এর একটা বেলজেট হেলিকপ্টারে চড়ে ওয়াশিংটন থেকে নিউজার্সির প্রিন্সটন কারাগারে যাচ্ছি আমরা। একসাথে কাজ করার কথা আমাদের কিছু সময়ের জন্যে।

'ভাবছ গ্যারি সোনেজি করেছে কাজটা কোনো না কোনো ভাবে? ভাবছ সে একটা হুডিনি? এখনও বেঁচে আছে সে?' বলে চলল স্যাম্পসন। 'কি ভাবছ আসলে?'

'জানি না এখনও,' দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি। 'এখনও তথ্য সংগ্রহ করছি। এইভাবেই কাজ করে অভ্যস্ত আমি। না, সোনেজি এটা করেছে এ আমি বিশ্বাস করি না। এর আগে পর্যন্ত একাই কাজ করেছে সে। সবসময়।'

নিউজার্সিতে বেড়ে উঠেছে সোনেজি, জানি আমি। এরপরে সময়ের অন্যতম ভয়ানক খুনীতে পরিণত হয়। মনে হচ্ছে, সোনেজির যুগ এখনও শেষ হয়নি। এই রহস্যের একটা অংশ এখন সে-ও।

সোনেজি সম্পর্কে আলেক্স ক্রসের বহু নোট আছে। মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পড়েছি, তাতেই বেশ উপভোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানা হয়ে গেছে। ইতোমধ্যেই আমার ধারণা জন্মে গেছে, আলেক্স ক্রস একজন ডিটেকটিভের চেয়ে ভালো মনোবিদ। তার ধ্যান—ধারণা এবং চিন্তাগুলো শুধু ধূর্ত এবং সৃজনশীলই নয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক। বেশ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে এতে, বেশিরভাগ মানুষই সেটা বুঝতে পারে না; বিশেষত মধ্যম বা উচ্চ পদস্থ লোকেরা।

পড়া থামিয়ে মুখ তুললাম আমি।

'বিভিন্ন খুনীকে ধরার ক্ষেত্রে ভাগ্য আমার সহায় ছিল অতীতে। শুধু একজন ছাড়া, যাকে আমি *সত্যিই* আটক করতে চাই।' বললাম স্যাম্পসনকে।

মাথা নাড়ল সে। দৃষ্টি আটকে আছে আমার চোখে। 'এই মি. স্মিথ এখন বেশ বড় *নায়ক*, তাই না? পুরো ইউরোপ, বিশেষত লন্ডন, প্যারিস, ফ্রাংকফুর্ট-এ।'

কেসটা সম্পর্কে স্যাম্পসন জানে দেখে একটুও অবাক হলাম না। ট্যাবলয়েডগুলো মি. স্মিথকে নতুন আইকন বানিয়ে ফেলেছে। বেশ চটকদার তাদের প্রতিবেদনগুলো। মি. স্মিথ একজন এলিয়েন বলে মতামত তাদের। এমনকি *নিউইয়র্ক টাইমস* এবং লন্ডনের *টাইমস* ম্যাগাজিন পর্যন্ত গল্প ছাপিয়েছে, পুলিশ বাহিনী নাকি বিশ্বাস করে মি. স্মিথ একজন মহাজাগতিক প্রাণী— পৃথিবীতে মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে এসেছে!

'স্মিথ শয়তান ই.টি,-তে পরিণত হয়েছে এখন। টিভি এপিসোড *এক্স ফাইলসের* ভক্তকুলের কাছে দারুনভাবে জনপ্রিয়। কে জানে, হয়ত মি. স্মিথ সত্যিই মহাশূন্যের কোন স্থান থেকে এসেছে; কোনো সমান্তরাল জগৎ থেকে। সাধারণ মানুষের সাথে তার কিছুই মেলে না— এ কথা আমি বলতে পারি। খুনের দৃশ্যপট ঘুরে এসেছি।'

মাথা ঝাঁকাল স্যাম্পসন। 'গ্যারি সোনেজিরও সাধারণ জনতার কিছুর সাথেই মিল ছিল না,' ভারী, অদ্ভুত রকম শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'সোনেজিও অন্য গ্রহের কেউ ছিল। সে ছিল এ এল এফ— এলিয়েন লাইফ ফর্ম।'

'স্মিথের মতো মানসিক প্রোফাইল তার ছিল কি না— এ ব্যাপারে আমি অবশ্য নিশ্চিত নই।'

'এ কথা কেন বলছ?' চোখ সরু হয়ে গেল স্যাম্পসনের। 'ভাবছ *তোমার* গণহত্যাকারী আমাদেরটার চেয়ে বেশি চালাক?'

'তা বলছি না। অবশ্যই যথেষ্ট চালাক ছিল গ্যারি সোনেজি, তবে ভুল করতো সে। এ পর্যন্ত কোনো ভুল করেনি স্মিথ।'

'আর এজন্যেই এই রহস্যটা সমাধান করতে পারবে তুমি? কারণ গ্যারি সোনেজি ভুল করে?'

'কোন ধারণার মধ্যে যাচ্ছি না,' বললাম। 'তার চেয়ে বেশি কিছু জানি আমি। তুমিও জান সেটা।'

'আলেক্সের ঘরে কোনো ভুল করেছে সোনেজি?' হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল স্যাম্পসন। অন্তর্ভেদি দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

শব্দ করে শ্বাস ফেললাম আমি। 'কেউ একজন করেছে।'

প্রিন্সটনের বাইরে ল্যান্ড করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে কপ্টার। এয়ারফিল্ড ধরে রাজ্যের হাইওয়েতে চলে গেল সবু গাড়ির সারি। নিচে থেকে আমাদের দেখছে মানুষজন। ধারণা করে নেয়া চলে, এখান থেকেই শুরু সবকিছুর। যে

বাড়িটাতে গ্যারি সোনেজি বড় হয়েছে, এখান থেকে ছয় মাইলেরও কম দূরত্ব সেটার। দানবের মূল গুহা এটাই।

'তুমি নিশ্চিত, এখনও বেঁচে নেই সোনেজি?' আবার জানতে চাইল জন স্যাম্পসন। 'একদম নিশ্চিত এ ব্যাপারে?'

'না,' শেষমেষ বললাম আমি। 'কোনো ব্যাপারেই একদম নিশ্চিত নই আমি।'

অধ্যায় ৮৫

কিছু অনুমাণ কোর না, কেবল প্রশ্ন কর।

ছোট ব্যাক্তিগত এয়ারফিল্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের ছোট চুলগুলো খাড়া হয়ে যাচ্ছে অনুভব করলাম আমি। *কিছু একটা ধোঁকা আছে এখানে? ক্রসের কেসটা নিয়ে কিছু একটা ভুল করছি আমি?*

ছোট ফিতের মতো ল্যান্ডিং স্ট্রিপের ওধারে একরের পর একর পাইন বন আর পাহাড়। এলাকার এই অসাধারণ সৌন্দর্য, সবুজের এই সমারোহ জিয়ানের একটা কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে আমায়: 'যখন রঙের খেলা সর্বাপেক্ষা সুন্দর, ক্ষমতাও তখন সর্বোচ্চ।' এই কথাটা বোঝার পর থেকে পৃথিবীটাকে আর একভাবে দেখিনি কোনোদিন।

এখানেই বেড়ে উঠেছে গ্যারি সোনেজি, ভাবলাম। *এমন কি হতে পারে না, এখনও বেঁচে আছে সে? না, আমি তা বিশ্বাস করি না। কিন্তু কোন যোগাযোগ কি থাকতে পারে না?*

দুই ফিল্ড এজেন্টের সাথে দেখা দেখা হল— আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে একটা নীল লিংকন সেডান নিয়ে এসেছে তারা। প্রিন্সটন থেকে রকিহিল, সেখান থেকে ল্যাম্বার্টভিলে গেলাম আমরা— সোনেজির দাদার সাথে দেখা করতে। মাত্র এক সপ্তাহেরও কম সময় আগে এখানে ঘুরে গেছে আলেক্স ক্রস এবং স্যাম্পসন— জানি আমি। এরপরেও, কিছু প্রশ্ন আছে যা একান্তই আমার। কিছু থিওরি মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করে নেয়া প্রয়োজন।

পুরো এলাকাটা নিজের চোখে একবার দেখে নিতে চাই আমি, যেখানে বেড়ে উঠেছে গ্যারি সোনেজি, যেখানে তার পাগলামি শুরু এবং প্রতিপালিত হয়েছে সেখানটা। মূলত, একজন আনকোরা সাক্ষীর সাথে কথা বলতে চাই — স্যাম্পসন বা আলেক্স ক্রস সময় কটায়নি এমন কেউ।

কিছু অনুমান কোর না, কেবল প্রশ্ন কর... সবাইকে।

লম্বা, চুনকাম করা একটা পোর্চে বসে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন ওয়াল্টার মার্ফি, গ্যারির দাদা। পঁচাত্তর বছর বয়স। ঘরে ডেকে আমাদের বসালেন না তিনি।

ফার্মহাউসের সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ছে এখান থেকে। চারদিকে গোলাপের সমারোহ। কাছের বার্নটা ঢাকা পরে আছে সুইম্যাক এবং পয়জন আইভির ছায়ায়। ভদ্রলোক নিজেই বোধহয় পরিচর্যা করেন এগুলোর।

দাদার ফার্মে গ্যারি সোনেজিকে অনুভব করতে পারছি আমি, সবখানে।

তাঁর মতে, গ্যারি সোনেজি যে খুন করতে পারে, এ তিনি বিশ্বাস করেন না। কখনই না।

'মাঝে মধ্যে যা ঘটেছে, তা বিশ্বাস করি আমি। তারপরই আবার সবকিছু কেমন অবাস্তব এবং অবোধ্য মনে হয়।' বললেন মার্ফি। মধ্য দুপুরের দমকা হাওয়া তার লম্বা সাদা চুলগুলো উড়িয়ে দিচ্ছে।

'গ্যারি বড় হবার পর ওর কাছে ছিলেন আপনি?' সাবধানী ভঙ্গিতে জানতে চাইলাম আমি। তার শরীরের কাঠামো পর্যবেক্ষণ করলাম — বেশ শক্ত-পোক্ত আছেন এখনও। বেশ চওড়া এবং ভারী হাত, এখনও বেশ ভালোরকম শারীরিক ক্ষতি করতে পারবেন যে কারও।

'সেই বাচ্চা বয়স থেকে শুরু করে ওয়াশিংটনে দুই স্কুল ছাত্রকে কিডন্যাপের অভিযোগে গ্রেপ্তার হবার আগ পর্যন্ত বহু কথা বলেছি ওর সাথে।'

অভিযোগ!

'বেশ বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন?' বললাম আমি। 'ধারণাই করতে পারেননি এমনটা করতে পারে সে?'

সরাসরি আমার চোখে তাকালেন মার্ফি। প্রথমবারের মতো। জানি, আমার কণ্ঠের প্রগলভ সুরটা তার ভালো লাগেনি। কতটা ক্ষেপিয়ে তুলেছি আমি ওকে? কতটুকু টেম্পার আছে তার?

ঝুঁকে পরে আরো মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলাম আমি। প্রতিটি ভঙ্গি, প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছি। *তথ্য সংগ্রহ করতে হবে আমাকে।*

'সব সময়েই মানিয়ে চলতে চাইতো গ্যারি। আর সবার মতই,' হঠাৎ করেই বললেন বৃদ্ধ। 'ও পছন্দ করতো আমাকে, সে যা-ই হোক না কেন— মেনে নিয়েছিলাম তো।'

'গ্যারির কোন ব্যাপারটা মেনে নিয়েছিলেন আপনি?'

ফার্মের চারধারের পাইন বনের দিকে দৃষ্টি সরালেন মার্ফি। *গ্যারি সোনেজিকে ওই বনের ভেতর যেন অনুভব করতে পারছি আমি। যেন ওখান থেকে দেখছে সে আমাদের।*

'কখনও কখনও বেশ আক্রমনাত্মক হয়ে উঠতো সে, মেনে নিতাম আমি। বেশ ধার ছিল ওর জীভে— দুধারী। উন্নাসিক, অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ একটা ভাব ছিল ওর মাঝে।'

ওয়াল্টার মার্ফির দিকে এখনও চেয়ে আছি আমি। চাপে রাখতে চাইছি বৃদ্ধকে। 'আর যখন সে কাছে পিঠে থাকতো না? তখন?'

গাছপালার সারি থেকে পরিষ্কার নীল চোখ দুটো সরল বৃদ্ধের। 'সবসময়ই কাছাকাছি ছিলাম আমরা। ওরা যতই বলুক, ভালবাসা কিংবা কোনো অনুভূতি ছিল না ওর কারোর জন্যে— বিশ্বাস করি না আমি। কোন সময়েই তার টেম্পার আমাকে আঘাত করে নি।'

বেশ চমকপ্রদ খবর, কিন্তু আমার ধারণা মিথ্যে বলছেন বৃদ্ধ। অন্যরকম ভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছেন তিনি।

'গ্যারির এই রাগের বিস্ফোরণগুলো সবসময়ই কি পূর্বপরিকল্পিত ছিল?' জানতে চাইলাম।

'ভাল করেই তো জানো, নিজের বাপ আর সৎমাকে পুড়িয়ে মেরেছিল সে। তার সৎ ভাই বোনও ছিল তখন বাড়িতে। স্কুলে থাকার কথা ছিল গ্যারির। হাইটসটাউনের শিশু স্কুলের বেশ ভাল ছাত্র ছিল সে। বন্ধু-বান্ধব হচ্ছিল মাত্র ওর।'

'স্কুলের কোনো বন্ধুর সাথে কখনও দেখা হয়েছে আপনার?' দ্রুতলয়ে করা আমার প্রশ্নটা যেন অস্বস্তি ফেলে দিল বৃদ্ধকে। নাতির মতো টেম্পার নেই তো তার?

ঝিলিক খেলে গেল মার্ফির চোখে। দৃশ্যত রেগে গেছেন তিনি। কোনো ভুল নেই। সত্যিকারের ওয়াল্টার মার্ফি বেরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

'না, স্কুলের কোনো বন্ধুকে এখানে নিয়ে আসেনি সে। আমার মনে হয়, তুমি বলতে চাইছ আদতে কোনো বন্ধু ছিল না তার, সাধারণ থাকার ভান করছিল গ্যারি। এটাই কি তোমার তুচ্ছ পর্যবেক্ষণ? তুমি কি ফরেনসিক মনোবিজ্ঞানী? এটাই কি তোমার খেলা?'

'ট্রেন?' বললাম আমি।

দেখতে চাচ্ছি কতদূর যেতে পারেন বৃদ্ধ। বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষা। এক মুহূর্তের সত্য এবং নির্নয়।

কা'মন ওল্ড ম্যান। ট্রেন?

আবারো অনিন্দ্য-সুন্দর বৃক্ষরাজির দিকে দৃষ্টি ফেরালেন তিনি। 'মমম। ভুলে গেছিলাম। বহুদিন কিছু ভাবিনি ট্রেন নিয়ে। ফিওনার আসল ছেলের বেশ সুন্দর একটা খেলনা ট্রেন সেট ছিল। গ্যারিকে এমনকি কাছে পর্যন্ত দেয়া হতে না ওই রুমের। ওর দশ কি এগারো বছর বয়সে উধাও হয়ে গেল খেলনাটা। পুরো সেটটা।'

'কি হয়েছিল আসলে খেলনাটার?'

প্রায় হেসে ফেললেন ওয়াল্টার মার্ফি। 'সবাই জানতো, গ্যারি চুরি করেছে খেলনাটা। নষ্ট করে ফেলেছিল, না হয় লুকিয়ে রেখেছিল কোথাও। পুরো গ্রীষ্ম

কালটা ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করল ওরা, কিন্তু একটা কিছুও বের করতে পারে নি গ্যারির মুখ থেকে। পুরোটা সময় সেলারে বন্দি হয়ে রইল গ্যারি, তাও কিছু বলল না।'

'এটা ছিল তার সিক্রেট। আর সবার উপরে গ্যারির 'পাওয়ার',' আরো একটা 'তুচ্ছ পর্যবেক্ষণ' জানালাম আমি।

গ্যারি এবং তার দাদাকে নিয়ে বাজে একটা চিন্তা খেলছে মাথায়। সোনেজিকে জানছি আমি, সেইসঙ্গে যে-ই আক্রমন করে থাকুক ওয়াশিংটনে ক্রসের বাসায়, তাকেও জানতে পারছি। কোয়ানটিকোতে, হেডকোয়ার্টারে অবশ্য কপিক্যাট থিওরি নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। পার্টনারের লাইনে চিন্তা করছি আমি, যদিও সবসময় একাই কাজ করতো সোনেজি।

কে ঢুকেছিল ক্রসের বাসভবনে? আর কেনই বা?

'এখানে আসার পথে ড. ক্রসের কিছু ডিটেকটিভ লগ পড়ছিলাম,' দাদাকে বললাম আমি। 'পুনরাবৃত্ত একটা দুঃস্বপ্ন ছিল গ্যারির। এখানে, আপনার ফার্মেই তার সূচনা। এটা কি জানতেন? আপনার ফার্ম নিয়ে তার দুঃস্বপ্নের কথা?'

মাথা নাড়ালেন ওয়াল্টার মার্ফি। চোখ পিট পিট করছে তার। নিঃসন্দেহে কিছু একটা লুকোচ্ছেন।

'এখানে একটা কাজ করার জন্যে আপনার অনুমতি চাই আমি।' শেষমেষ বললাম। 'দুটো বেলচা দরকার আমার। শাবল হলেও চলবে। যদি থাকে।'

'আর যদি না থাকে?' হঠাৎ কণ্ঠস্বর চড়ালেন মার্ফি। প্রথমবারের মতো সরাসরি অসহযোগিতা করলেন।

এরপরেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম আমি। অভিনয় করছেন বৃদ্ধ। এ জন্যেই গ্যারি সোনেজি সম্পর্কে এত কিছু জানেন। গাছপালার সারির দিকে বারবার তাকিয়ে পরবর্তী কথাবার্তা তৈরি করে নিচ্ছেন বৃদ্ধ। *দাদাজী একজন পাকা অভিনেতা! তবে গ্যারির মত ভাল নয়, এই যা।*

'সেক্ষেত্রে একটা সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে আসব আমরা।' বললাম তাকে। 'কোন সন্দেহ নেই। তল্লাশি আমরা করবই।'

অধ্যায় ৮৬

'কি হচ্ছে এসব?' বার্ন ছাড়িয়ে একটু ফাঁকা মতো জায়গায় দাঁড়ানো ধূসর ফিল্ডস্টোন ফায়ারপ্লেসের দিকে এগুতে এগুতে জানতে চাইল স্যাম্পসন। 'তোমার ধারণা এই ভাবে ওই দানবটাকে ধরেছিলাম আমরা? ওর বুড়ো দাদাকে অপমান করে?'

দুজনেই পুরোনা ধাতব বেলচা বহন করছি আমরা। একটা কুঠারও আছে আমার হাতে।

'বলেছি তো— *তথ্য* চাই। প্রশিক্ষণ পাওয়া একজন বিজ্ঞানী আমি। আধ ঘন্টার জন্য আস্থা রাখ আমার উপর। যা দেখা যায়, তার চেয়ে কঠোর লোক ওই বুড়ো।'

বহু বছর আগে পারিবারিক পিকনিকের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল ফিল্ডস্টোন ফায়ারপ্লেসটা। সাম্প্রতিক কালে আর ব্যবহার করা হয়নি। সুইম্যাক এবং অন্য লতাপাতার দল ঘিরে রেখেছে ওটাকে, যেন লুকিয়ে রাখতে চায়।

ফায়ারপ্লেসের একটু সামনেই পচে যাওয়া কাঠের একটা পিকনিক টেবিল আছে, দুধারে বেঞ্চ পাতা। পাইন, ওক এবং সুগার মেপলের ছড়াছড়ি চারদিকে।

'পুনরাবৃত্ত একটা দুঃস্বপ্ন ছিল গ্যারির। সেজন্যেই এখানে আসা। এইখানে দেখতো সে স্বপ্নটা। গ্রান্ডপা ওয়াল্টারের ফার্মে, ফায়ারপ্লেস এবং পিকনিক টেবিলের পাশে। বেশ আতঙ্কজনক স্বপ্ন। লরটন জেলে নেওয়া আলেক্স ক্রসের নোটে বহুবার এসেছে এই স্বপ্নের কথা।'

'যেখানে রান্না-বান্না করার কথা ছিল সোনেজির।' স্যাম্পসন বলল।

তার রসিকতায় হাসলাম আমি। বহুদিন পর হালকাচালে কেউ একজন কথা বলল আমার সাথে। দারুন ভালো লাগছে।

ফায়ারপ্লেস এবং ফার্ম হাউসের দিকে চলে যাওয়া বিশাল ওক গাছটার মাঝামাঝি একটা স্থান ঠিক করলাম। বেশ জোরে, গভীর করে কুঠার চালালাম মাটিতে। *গ্যারি সোনেজি। তার শক্তিশালী ঘোর, তার শয়তানী। তার দাদা। আরো অনেক তথ্য।*

'তার বিচিত্র স্বপ্নের জগতে,' বলে চললাম স্যাম্পসনকে, 'বাচ্চা বয়সে ভয়ংকর একটা খুন করেছে সোনেজি। *সম্ভবত* এখানে মাটি চাপা দিয়েছিল সে লাশটা। নিজেও নিশ্চিত ছিল না সে। কখনও কখনও স্বপ্নের সাথে বাস্তবের তফাত করতে পারত না সোনেজি। চল দেখি, আর একটু খুঁজে দেখি সোনেজির প্রাচীন গোরস্থান। হতে পারে, তার সর্বপ্রথম দুঃস্বপ্নের জগতে প্রবেশ করতে যাচ্ছি আমরা।

'ওই জগতে যেতে চাই আমি— তাই বা কে বলল,' হাসতে হাসতে বলল স্যাম্পসন। আমাদের মধ্যকার আড়ষ্টতার মেঘ একটু হলেও কেটে যাচ্ছে। ভাল লক্ষণ।

মাথার উপরে তুলে ধরে সজোরে নামালাম আবার কুঠারটা। বার বার করে চললাম কাজটা, যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা ছন্দ তৈরি হল।

বেশ অবাক মনে হল স্যাম্পসনকে আমাকে ওভাবে কুঠার চালাতে দেখে। 'এরকম কাজ আগেও করেছ তুমি, বয়,' বলে আমার পাশে নিজেও কুঠার চালাতে লাগল সে।

'এল তোরো, ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকতাম আমরা। আমার বাবা, দাদা, তার বাবা সবাই ছিলেন ছোট শহরের ডাক্তার। তবে পারিবারিক ঘোড়ার ব্যবসাটাও ধরে রেখেছিলেন। সেখানে ফিরে আমারও প্রাকটিস করার কথা ছিল, কিন্তু মেডিকেল ট্রেনিং শেষ করিনি আমি।'

কঠোর পরিশ্রম করছি দুজনে। পরিচ্ছন্ন কাজ: পুরোনো লাশ খুঁজছি, গ্যারি সোনেজির অতীতের কোন ভূতকে। গ্রান্ডফাদার মার্ফির চালিয়াতি প্রমাণ করতে হবে।

শার্ট খুলে ফেললাম আমরা। কিছু সময়ের মধ্যেই ঘামে-ধুলোয় একসা হয়ে গেল শরীর।

'তোমাদের ক্যালিফোর্নিয়ার ফার্মটা কেমন ছিল? ভদ্রগোছের, ছোট-খাটো?'

ভদ্রগোছের, ছোট-খাটো ফার্মের কথা মনে হতেই হাসি চাপলাম আমি। 'বেশ ছোট্ট ছিল ফার্মটা। চালিয়ে রাখতে হিমশিম খেতাম আমরা। পরিবারের বিশ্বাস ছিল, ডাক্তারী করে ধনী হওয়া সম্ভব নয়। বাবা বলতেন "অন্য লোকের দুঃখশোকের উপর লাভ কোরো না।" ওটাই বিশ্বাস করতেন তিনি।

'হাহ্। তোমাদের পুরো পরিবারই এরকম বিচিত্র নাকি?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পার।'

অধ্যায় ৮৭

ওয়াল্টার মার্ফির উঠানে খনন চালাতে চালাতে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় আমাদের নিজেদের ফার্মের কথা ভাবছিলাম আমি। বড় লাল গোলাঘর আর ছোট কোরাল দুটোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে পরিষ্কার।

ছয়টা ঘোড়া ছিল আমাদের। দোঁ-আশলা স্ট্যালিয়ন ছিল দুটো— ফ্যাডল এবং রিথস্টার নাম। প্রতিদিন সকালে আঁচড়ি, পিচফর্ক আর ছোট, হাতে-ঠেলা কার্ট নিয়ে স্টলগুলো পরিষ্কার করতাম আমি। এরপরে চলে যেতাম সার তৈরির গর্তে। চুন এবং খর রেখে আসতাম, ধুয়ে ভরে রাখতাম ওয়াটার বাকেটগুলো; ছোটখাটো মেরামতের কাজও করতাম। প্রতি সকালে এই ছিল আমার রুটিন। বেলচা এবং কুঠারের ব্যবহার জানব না আমি?

প্রাচীন ওক গাছটার কাছে, মার্ফির উঠানে একটা ছোট নালা মতো তৈরি করতে প্রায় তিন ঘন্টা লেগে গেল আমার এবং স্যাম্পসনের। গ্যারি সোনেজির স্মৃতিকথায় বারবার উঠে এসেছে এই ওক গাছটার কথা।

লোকাল পুলিশকে ডাকবেন ওয়াল্টার মার্ফি— প্রায় নিশ্চিত ছিলাম আমি। কিন্তু তা ঘটেনি। ভাবছিলাম, হঠাৎ করে কোথাও হতে উদয় হবে সোনেজি। তা-ও হল না।

‘একটা ম্যাপ রেখে যায়নি সোনেজি— খুবই খারাপ কথা।’ উজ্জ্বল সূর্যের নিচে গরমে হাঁসফাস করছে স্যাম্পসন।

‘স্বপ্নটা সম্পর্কে বেশ স্পেসিফিক ছিল সে। মনে হয়, সে চাইছিল আলেক্স ক্রস আসুক এখানে। আলেক্স বা অন্য কেউ।’

‘অন্য কেউ তো এসেছে। এই যে, আমরা। হট শিট, এই যে, আমার পায়ের নিচে কিছু একটা আছে,’ বলল স্যাম্পসন।

তার নির্দেশিত জায়গাটার কাছে চলে এলাম আমি। দুজনে মিলে খুড়ছি এখন। পাশিপাশি ঘেমে নেয়ে গেলাম। *তথ্য* নিজেকে মনে করিয়ে দিলাম। *সব উত্তরের চাবিকাঠি হল তথ্য। সমাধানের পথ।*

এরপর ফায়ারপ্লেসের কাছে, ছোট গর্তে লুকোনো জিনিসগুলোকে চিনতে পারলাম আমি।

'জেসাস ক্রাইস্ট, বিশ্বাস হচ্ছে না আমার। ওহ্, গড, জেসাস!' আঁতকে উঠল স্যাম্পসন।

'জীব-জন্তুর হাড়গোড়। দেখে মনে হচ্ছে, মাঝারি আকারের কোনো কুকুরের খুলি এবং পায়ের হাড়।' বললাম ওকে।

'এতগুলো!'

আরো দ্রুত খুড়তে লাগলাম দুজনে। শব্দ করে শ্বাস ফেলছি, কষ্ট হচ্ছে প্রচণ্ড। এত সময় ধরে গ্রীষ্মের খরতাপে পরিশ্রম করছি— প্রায় নব্বইয়ের ঘরে তাপমাত্রা। কোমর পর্যন্ত উঁচু হয়ে আছে মাটি।

'শিট! আবার! এগুলোকে চিনছ? এনাটমি ক্লাসে দেখেছ কখনও?' জানতে চাইল স্যাম্পসন।

মানুষের হাড়গোড় এগুলো। 'কাঁধ এবং চোয়ালের হাড়। সম্ভবত কোনো ছোট ছেলে বা মেয়ের।' জানালাম তাকে।

'তো এই হল বাচ্চা গ্যারির কুকীর্তি? তার প্রথম খুন? কোনো বাচ্চাকে?'

'নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। গ্রান্ডপা ওয়াল্টারকে ভুলে যেও না। আরো খুঁজে দেখি। গ্যারি হলে, কোনো চিহ্ন রেখে যাবে। তার মূল্যবান সুভিন্যির। খুবই দামী জিনিস তার কাছে।'

খুড়ে চললাম আমরা। মুহূর্ত পরেই আরো কিছু একটা খুঁজে পেলাম। নৈঃশব্দ ভাঙ্গছে কেবল আমাদের শ্বাসের আওয়াজ।

আরো বড় কোনো প্রাণীর, হতে পারে হরিণ কিংবা মানুষেরই ভাঙ্গা হাড় পাওয়া গেল।

আরো একটা জিনিস আছে। গ্যারির ছোটবেলার একটা চিহ্ন। টিন-ফয়েল দিয়ে যত্ন করে মুড়ে রাখা হয়েছিল জিনিসটা— সাবধানে খুললাম আমি।

একটা লায়োনেল খেলনা ট্রেন, নিঃসন্দেহে সৎ ভাইয়ের থেকে চুরি করা।

খেলনা সেই ট্রেন— রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ডের ধারাবাহিকতার সূচনা হয়েছে যা দিয়ে।

অধ্যায় ৮৮

ক্রিস্টিন জনসন জানতো সোজার্নার ট্রুথ স্কুলে যেতে হবে তাকে। আদৌ কি কোনো কাজ করতে পারবে কি না, জানে না সেটা। উদ্বেগে, চিন্তায় ভার হয়ে আছে মাথাটা। হয়তো কাজকর্মে আলেক্সের কথা ভুলে থাকতে পারবে সে।

মর্নিং ওয়াক শেষ করে লরা ডিক্সনের প্রথম গ্রেডের ক্লাসের সামনে দাঁড়াল সে। ওর বেশ ভাল বন্ধু লরা, তার ক্লাসগুলোও বেশ চিত্তাকর্ষক। তাছাড়া, প্রথম গ্রেডের বাচ্চাগুলো এমনিতেও বেশ সুন্দর। 'লরা'র বাচ্চারা,' না হয় 'লরা'র ফুটফুটে বিড়াল ছানা' বলে ওদের সম্বোধন করে ক্রিস্টিন।

'ওহ, দেখো দেখো, কে এসছে! কি ভাগ্য আমাদের!' দরজায় ক্রিস্টিনকে দেখে বলল লরা। মাত্র পাঁচ ফুট উচ্চতার ছোটখাটো মহিলা সে, তবে বুক এবং পেছন দিকটা বেশ ভারী। প্রতুত্তরে না হেসে পারল না ক্রিস্টিন। একমাত্র সমস্যা বলতে, কান্না পেয়ে যাচ্ছে তার। এতক্ষণে বুঝতে পারছে, কাজের জন্যে তৈরি নয় সে পুরোপুরি।

'গুড মর্নিং, মিসেস জনসন!' হুল্লোড় করে উঠল বাচ্চার দল। দারুন ওরা। কত মিষ্টি।

'তোমাদেরকেও সুপ্রভাত!' হেসে বলল ক্রিস্টিন। এইখানে, এই বাচ্চাদের মাঝে ভালো সময় কাটে তার। বড় করে একটা 'বি' এঁকেছে লরা বোর্ডে। এছাড়াও ব্যাটম্যানের হাতে আঁকা স্কেচ করা রয়েছে চক দিয়ে।

'থেম না, কাজ কর বাচ্চারা। এমনিতে একটু তাজা হয়ে নিতে এসেছি আমি,' বলল ক্রিস্টিন। ''বি' ইজ ফর বিউটিফুল, বিগিনিংস, বেবিজ।"

হাসল পুরো ক্লাস। থ্যাঙ্ক গড, ওদের সবার সাথে একাত্মতা বোধ করছে সে। এই সময়গুলোতেই নিজের কোনো ছেলেমেয়েকে দারুন মিস করে সে। প্রথম গ্রেডের বাচ্চাগুলোকে দারুন ভালবাসে ক্রিস্টিন। বত্রিশ বছর বয়সে মা হবার সময় তো হয়েছেই তার।

এরপরেই, হঠাৎ করে কয়েক দিন আগের ভয়ংকর দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। এমবুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আলেক্সকে! প্রতিবেশিদের

ডাকে সেখানে গিয়েছিল সে। সচেতন ছিল আলেক্স। বলছিল, 'ক্রিস্টিন, দারুন সুন্দর লাগছে তোমাকে! সব সময়ের মতই।' এরপরেই ওকে নিয়ে গেল তারা।

সেই সকালের দৃশ্য আর আলেক্সের শেষ কথাটা মনে হতেই কাঁপল ক্রিস্টিন। চীনাদের একটা প্রবাদ কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়: *সমাজই অপরাধ তৈরি করে, অপরাধী কেবল সেটা করে দেখায়।*

'তুমি ঠিক আছো?' ক্রিস্টিনকে দরজায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে দেখে ওর পাশে এল লরা ডিক্সন।

'এক্সকিউজ আস, লেইডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান,' বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে বলল লরা। 'বাইরে একটু কথা বলব আমি এবং মিসেস জনসন। তোমরাও নিজেরা নিজেরা কথা বলতে পার। অবশ্যই শান্ত হয়ে। ঠিক আছে?'

এরপর ক্রিস্টিনের বাহু ধরে নির্জন হলওয়েতে নিয়ে এল সে।

'খুব খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে?' জানতে চাইল ক্রিস্টিন। 'মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, তাই না লরা?'

ওকে জড়িয়ে ধরে রাখল লরা। বান্ধবীর পুষ্ট-উষ্ণ দেহ আরামদায়ক লাগছে ক্রিস্টিনের।'শক্ত থাকার ভান কোরো না। নতুন কিছু জানতে পেরেছ? বল, আমাকে।' বলল লরা।

ওর চুলগুলো নিয়ে খেলল ক্রিস্টিন। লরাকে ধরে রাখতে ভীষণ ভালো লাগছে তার। 'এখনও সঙ্কটাপূর্ণ। কোনো ভিজিটর ঢুকতে দিচ্ছে না। এফ.বি.আই. এর অথবা মেট্রো পুলিশের কর্মকর্তা না হলে নয়।'

'ক্রিস্টিন, ক্রিস্টিন,' নরম গলায় বলল লরা। 'কি যে করি তোমাকে নিয়ে।'

'আমি ঠিক আছি, লরা। একদম ঠিক আছি। সত্যি।'

'তুমি খুব শক্ত মেয়ে। আমার দেখা সেরা মেয়ে তুমি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' এখন একটু ভালো বোধ করছে ক্রিস্টিন। তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না অনুভূতিটা।

অফিসে ফিরে চলল সে।

পুবদিকের করিডোরটা অতিক্রম করতেই অফিস রুমের পাশে কাইল ক্রেইগকে দেখতে পেয়ে দ্রুত এগোল সে। *ভাল কোনো খবর নয়,* নিজেকেই বলল ক্রিস্টিন। *ওহ খোদা, না! কাইল এখানে কেন? কি বলতে এসেছে সে?*

'কি ব্যাপার, কাইল?' কেঁপে গেল তার গলা।

'তোমার সাথে কথা আছে, ক্রিস্টিন,' বলল কাইল ক্রেইগ। ওর হাতটা তুলে নিলে হাতে। 'দয়া করে শোনো। অফিসরুমের ভেতরে চল।'

অধ্যায় ৮৯

সেই রাতে প্রিন্সটনের মারিয়ট হোটেলে আমার কক্ষে অ.বারো অনিদ্রায় ভুগছিলাম। দুটো কেস যুগপৎভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। ট্রেন সম্পর্কিত একটা বাচ্চাদের বই পড়ছিলাম কয়েক অধ্যায়। কেবল *তথ্য* সংগ্রহের জন্যে।

ট্রেন-সম্পর্কিত শব্দ ভান্ডারের সাথে নিজেকে পরিচিত করে নিচ্ছিলাম: প্রকোষ্ঠ, স্টেপ বাক্স, রুমেট, এনানশিয়েটর, দ্য ডেডম্যান কন্ট্রোল। আমি জানি, রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে ট্রেনে।

আলেক্স ক্রসের বাসায় কোন খেলা খেলেছে গ্যারি সোনেজি?

কে ছিল তার পার্টনার?

হোটেল কামরার ডেস্কে রাখা আমার পাওয়ার বুকটা নিয়ে কাজ শুরু করলাম আমি। বসতে না বসতেই কম্পিউটারের বিশেষ অ্যালার্মটা বেজে উঠল বিপ্ শব্দে। একটা ফ্যাক্স এসেছে আমার কাছে।

সাথে সাথেই বুঝলাম কে করেছে— মি. স্মিথ। গত এক বছর ধরে নিয়মিত আমার সাথে যোগাযোগ রাখছে সে। কে কাকে অনুসরন করছে আসলে? নিজেকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি আমি।

গড়পড়তা স্মিথ বার্তা ওটা। পুরোটা পড়লাম আমি।

প্যারিস, বুধবার।

দার্শনিক ফওকাল্ট তাঁর নিয়ানুবর্তিতা এবং শাস্তি গ্রন্থে জানিয়েছেন, আধুনিক যুগে ব্যক্তিগত শাস্তির পথ ছেড়ে সার্বিক একটা শাস্তির পথে হাঁটছি আমরা। অন্ততঃ আমি বিশ্বাস করি, দুর্ভাগ্যজনক একটা ঘটনার দিকে যাচ্ছি আমরা সবাই। এই পথে চিন্তা করে কোথায় পৌঁছতে চাইছি দেখতে পাচ্ছ তুমি? বুঝতে পারছ, আমার শেষ মিশন কি হতে পারে?

এইখানে, ইউরোপে তোমাকে দারুন মিস করছি। তোমার মূল্যবান সময় এবং ক্ষমতার উপযুক্ত নয় আলেক্স ক্রস।

তোমার সন্মানে এই প্যারিসে একজনকে কতল করতে যাচ্ছি— একজন ডাক্তারকে! একজন ডাক্তার, সার্জন— ঠিক যেমনটা এক সময় হতে চেয়েছিলে তুমি।

তোমারই, মি. স্মিথ।

অধ্যায় ৯০

প্রায় বছর অতিক্রান্ত হতে চলল এইভাবে আমার সাথে যোগাযোগ রাখছে নরপিশাচটা। দিনের যে কোনো সময় আসে ই-মেইল গুলো। এফ.বি.আই. কে সেগুলো দেখিয়েছি আমি। সমসাময়িক আরো কারও মতো নয় মি. স্মিথ।

কোয়ানটিকোতে 'ব্যবহার পরিবর্তন ইউনিটে' পাঠিয়ে দিলাম আমি মেসেজটা। এখনও রাত জেগে কাজ করে চলেছে এজেন্টরা সেখানে। অধ্যবসায় এবং হতাশাবোধের চিত্রটা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি আমি। আমার ফ্রান্স যাত্রা অনুমোদন করা হয়েছে।

কোয়ানটিকোতে মেসেজটা পাঠিয়ে দেয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারিয়টে আমার হোটেল রুমে ফোন করেছিল কাইল। আবারো একটা সুযোগ দিয়েছে আমাকে মি. স্মিথ। এক কি দুই দিনের। প্যারিসে কিডন্যাপ করা ডাক্তারকে উদ্ধারের একটা সুযোগ দিচ্ছে সে আমাকে।

হ্যাঁ, সত্যিই আমি বিশ্বাস করি গ্যারি সোনেজির তুলনায় বহুগুণে চতুর মি. স্মিথ। তার মানসিকতা এবং কার্যধারা গ্যারি সোনেজির আদিম পদ্ধতির কাছে অসাধারণ।

কম্পিউটার এবং ট্রাভেল ব্যাগটা হাতে নিতে জন স্যাম্পসনকে দেখতে পেলাম। বাইরে, হোটেলের পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে আছে সে। মধ্যরাত অতিক্রান্ত হয়েছে কিছুক্ষণ। ভাবছি, সেই রাতে প্রিন্সটনে কি করছিল সে।

'এসব কি হচ্ছে পিয়ার্স? কোথায় যাচ্ছ তুমি?' ভারি, জোরাল কণ্ঠে বলল স্যাম্পসন। আমার চেয়ে অনেক লম্বা সে। ভবনের আলোতে ত্রিশ কি চল্লিশ ফুট দূরত্বে পড়ছে তার দেহের ছায়া।

'মিনিট ত্রিশেক আগে যোগাযোগ করেছিল স্মিথ। প্রতিটি খুনের আগে এরকম করে সে। স্থান জানিয়ে দিয়ে খুনটা থামানোর চ্যালেঞ্জ জানায়।'

নাকের পাটা ফুলে উঠল স্যাম্পসনের। এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ছে। একটা কেসই ঘুরছে কেবল তার মাথায়।

'তো এখানে যা করছিলে, ছেড়ে দিচ্ছ তুমি? আমাকে বলেও যেতে চাচ্ছিলে না, তাই না? রাতের অন্ধকারে প্রিন্সটন ছাড়তে পারলেই হল।' শান্ত আর বিরূপ দৃষ্টি তার চোখে। ওর বিশ্বাস হারিয়েছি আমি।

'জন, একটা মেসেজ রেখে গেছি আমি তোমার জন্যে। ফ্রন্ট ডেস্কে। কাইলের সাথেও কথা হয়েছে। দিন কয়েকের মধ্যেই ফিরে আসছি আমি। বেশি সময় নেয় না স্মিথ, জানে, এতে বিপদ হতে পারে তার। আর তা ছাড়া, এই কেসটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে সময় দরকার আমার।'

ভ্রূ কুঁচকে এখনও রাগত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে স্যাম্পসন। 'বলেছিলে লরটন জেলে যাওয়াটা জরুরি। বললে, ওখানকার কাউকে দিয়েই কাজটা করিয়ে নিয়েছে গ্যারি। ওর নাকি পার্টনার আছে লরটনে।'

'এখনও লরটন জেলে ঘুরে আসতে চাই আমি। কিন্তু, এই মুহূর্তে একটা খুন ঠেকাতে হবে আমাকে। প্যারিসে এক ডাক্তারকে অপহরণ করেছে স্মিথ। খুনটা আমাকে উৎসর্গ করতে চায় সে।'

আমার কোনো কথাতেই প্রভাবিত হল না স্যাম্পসন।

যে ব্যাপারটা আমাকে উদ্বিগ্ন করছে, সেটা তাকে বলতে পারলাম না আমি। কাইলকেও বলিনি।

ইসাবেলার বাড়ি ছিল প্যারিসে। ওর মৃত্যুর পর ওখানে আর যাইনি আমি।

মি. স্মিথ জানে সেটা।

অধ্যায় ৯১

দারুন সুন্দর এই জায়গাটা— মি. স্মিথ চাইছে বরবাদ করে দিতে, ধ্বংস করে দিতে চাইছে তার মনের গভীরে। মাটির গভীরে গ্রোথিত দেয়াল, সাদা জানালা এবং কান্ট্রি লেস দেয়া পর্দা সহ বেশ শান্ত আর অলস স্টোন হাউসটা। ছোট বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগান। একটা লম্বা কাঠের টেবিল পাতা রয়েছে নিঃসঙ্গ আপেল গাছটার নিচে, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশির সাথে বৈকালিক সময় কাটানোর জন্যে চমৎকার জায়গা।

ফার্ম হাউসের প্রশস্ত কিচেনে বসে *মন্দ* খবরের কাগজের পাতাগুলো বিছালো মি. স্মিথ সাবধানে। সিডি প্লেয়ারে তারস্বরে বাজছে প্যাটি স্মিথের গান। *সামার ক্যানিবলস* গাইছে গায়িকা, আনন্দে বুদ হয়ে আছে স্মিথ।

পত্রিকার প্রথম পাতার শিরোনামটাও যেন চেঁচিয়ে চলেছে— *প্যারিসে এক সার্জনকে বন্দি করেছে মি. স্মিথ!*

হ্যাঁ, তাই করেছে সে। তাই করেছে।

জনতার মনোযোগ কেড়ে নিয়েছে এই ধারণাটুকু যে, মি. স্মিথ এক এলিয়েন, পৃথিবীতে এসেছে কোন অচিন্তিত কারনে। মানব চরিত্রের কোন লক্ষণ নেই তার মধ্যে, খবরের কাগজের লোকেদের তাই মতো। তাকে বর্ণনা করা হয়েছে— 'পৃথিবীর কেউ নয়' অথবা 'কোনো রকম মানবিক আবেগের বাইরে।'

তার নামটা— মি. স্মিথ— মূলত এসেছে 'ভ্যালেনটাইন মাইকেল স্মিথ' নামে মঙ্গলগ্রহ বাসী এক চরিত্রের কাছ থেকে। রবার্ট হেইনলিনের সায়েন্স ফিকশন উপন্যাস *স্ট্রেঞ্জার ইন আ স্ট্রেঞ্জ ল্যান্ড*— এর নায়কের নাম এটা। বেশ বিখ্যাত উপন্যাস। ক্যালিফোর্নিয়াতে যখন ধরা পরে যায় চার্লস ম্যানসন, একমাত্র এই বইটা ছিল তখন তার ব্যাকপ্যাকে।

কিচেনের মেঝেতে পরে থাকা অচেতন সার্জেনকে মনোযোগ দিয়ে দেখল সে। এফ.বি.আই.-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 'সৌন্দর্যকে মূল্য দেয় স্মিথ। মানবিক শিল্পরসিক চোখ আছে তার। লাশগুলোকে যেভাবে সাজায় সে, তা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়।'

মানবিক শিল্পরসিক চোখ আছে তার। হ্যাঁ, তা বটে। একসময় সৌন্দর্য ভালবাসতো সে, বেঁচে থাকতো সৌন্দের্যে অবগাহন করে। লাশের শৈল্পিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে একটা বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে সে... *তার অনুসারীদের।*

প্যাটি স্মিথের গান শেষ হতেই শুরু করল *দি ডোরস*-এর মিউজিক। পিপল আর স্ট্রেঞ্জ— অদ্ভুত সুন্দর গানটা।

কিচেনের চারপাশে দৃষ্টি বোলালো স্মিথ। পুরো দেয়াল জুড়ে রয়েছে পাথরের ফায়ারপ্লেস। আরেক পাশে সাদা টাইল— দেয়ালে শোভা পাচ্ছে তামার পাত্র, সাদা বোউল, প্রাচীন জ্যাম-জার ইত্যাদি। সে জানে এসবই, সব কিছু জানে সে। পিতলের নব ওয়ালা একটা কালো কাস্ট আয়রন স্টোভ। বিশাল সাদা রংয়ের একটা পোর্সেলিন সিঙ্ক। সিঙ্কের পাশেই কসাই টেবিলের ঠিক উপর ঝুলছে দারুন একটা কিচেন ছুড়ির সেট। সুন্দর, একেবারে নিখুঁত।

শিকারের দিকে তাকাতে চাইছে না সে, তাই না?

জানে, তাই করছে সে। সব সময় তাই করে।

অবশেষে নিচে দৃষ্টি দিল স্মিথ, তার শিকারের দিকে।

তো, এই হল আবেল সান্তে।

লাকি নাম্বার নাইনটিন।

অধ্যায় ৯২

পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক সফল সার্জন আজকের শিকার। ফ্রেঞ্চ ঘরানার সৌন্দর্যের অধিকারী তিনি, কৃশকায় শরীরের বেশ সমর্থ পুরুষ। দেখেই মনে হয় একজন 'সম্পানিত নাগরিক' বা একজন ভালো ডাক্তার।

মানুষ আসলে কি? মানবিকতা জিনিসটাই বা আসলে কি? মি. স্মিথ ভাবে। এখনও এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর চায় সে, বারোটি দেশ ঘুরে এতকিছু করার পরও।

মানুষ আসলে কি? প্রকৃতপক্ষে, এই কথাটার মানে কি?

আজ ফ্রান্সের এই কিচেনে কি সেই উত্তরটা পাবে সে? দার্শনিক হেইডেগারের মতে যা আমরা করতে চাই, তার মাধ্যমেই বেরিয়ে আসে সত্তার পরিচয়। কিছু নিয়ে পরিকল্পনা করেছিল হেইডেগার? আসলে মি. স্মিথ কি চায়? ভাল প্রশ্ন এটা।

দেহের পেছনে এক করে বাঁধা রয়েছে ফ্রেঞ্চ সার্জনের হাতজোড়া। মাথার দিকে হাঁটু ভাজ করে গোড়ালি বাধা আছে কবজির সাথে। দড়ির বাকি অংশ একটা ফাঁস তৈরি করে ঘাড়ের চারপাশে জড়ানো।

ইতোমধ্যেই আবেল সান্তে বুঝে ফেলেছেন কোনো রকম নড়াচড়া, ধাক্কা-ধাক্কি করলে গলায় দম বন্ধ করা চাপ পরবে। ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে ব্যথাতুর এবং অবশ হয়ে যাবে পা। তখন ওগুলোকে লম্বা করার ইচ্ছাটা তীব্র হয়ে পড়বে। তেমনটি করলে নিজেকেই ফাঁস পড়াবেন তিনি।

মি. স্মিথ তৈরি। শিডিউল ধরে কাজ করছে সে। শরীরের উপরভাগে শুরু করে ধীরে ধীরে নিচে করতে হয়ে অটোপসি। সঠিক ক্রম হল: ঘাড়,স্পাইন, বুক। এরপরে পেট, পেলভিক অর্গান এবং যৌনাঙ্গ। মাথা এবং মগজ দেখতে হয় সবার শেষে— রক্তপাতের কারণে দৃষ্টি যেন বাধা প্রাপ্ত না হয়, সে জন্যে।

চিৎকার করে চললেন ডা. সান্তে। কেউ শুনল না তার আর্তনাদ। তার চিৎকারটা হল অপার্থিব, নিজেও প্রায় চেঁচিয়ে উঠল স্মিথ।

ধ্রুপদি 'ওয়াই' আকারে ইনসিশন দিয়ে বুকের ভেতরে প্রবেশ করল সে। প্রথম কাঁটা হবে এক কাঁধ থেকে অপর কাঁধ পর্যন্ত। বুকের উপর দিয়ে স্টারনামকে ছুঁয়ে। এরপরে পুরো পেটের উপর দিয়ে পিউবিস পর্যন্ত।

ভদ্র-নম্র সার্জন আবেল সান্তের কি করুণ মৃত্যু।

অমানুষিক, নিজের মনেই ভাবল মি. স্মিথ।

আবেল সান্তে— সবকিছুর চাবিকাঠি সে-ই। পুলিশের ওস্তাদ তদন্তকারীরা পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে এটা বুঝতে। কি ডিটেকটিভ, কি তদন্তকারী— কোনো কিছুরই লায়েক নয় ওই শালারা। এত সহজ একটা ব্যাপার— শুধু যদি একবার তার মাথায় ঢুকে দেখতে পারত ওরা।

আবেল সান্তে।

আবেল সান্তে।

আবেল সান্তে।

শেষ হল অটোপসি। কিচেন ফ্লোরে শুয়ে রইল স্মিথ হতভাগ্য ডাক্তার সান্তের দেহাবশেষ নিয়ে। প্রতিটি শিকারের সাথে এ-ই করে সে। রক্তাক্ত লাশটা নিজের দেহের সাথে জড়িয়ে ধরে রাখল সে। ফিসফিস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে অবিরত। এরকমটাই ঘটে সবসময়।

এরপরে শব্দ করে ডুকরে কাঁদতে লাগল মি. স্মিথ। 'আমি খুব দুঃখিত। আমি খুব দুঃখিত। দয়া করে ক্ষমা কর আমাকে। কেউ একজন ক্ষমা কর, প্লিজ,' গোঙাতে লাগল সে পরিত্যক্ত ফার্মহাউসে বসে।

আবেল সান্তে।

আবেল সান্তে।

আবেল সান্তে।

কেউই কি বুঝছে না এটা?

অধ্যায় ৯৩

আটলান্টিকের উপর দিয়ে আমেরিকান এয়ারলাইন্সের বিমানে চড়ে ইউরোপ যেতে যেতে খেয়াল করলাম, শুধু আমার আসনের উপরের ল্যাম্পটাই জ্বলছে।

মাঝে মধ্যে স্টুয়ার্ড এসে জিজ্ঞেস করে যাচ্ছে, কফি বা মদ কিছু লাগবে কি না। কিন্তু পুরোটা সময় ধরেই রাতের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি।

কোনো কালেই মি. স্মিথের মতো গণহত্যাকারী ছিল না। কেউই এতটা ভিন্নতার সাথে তার শিকারকে নিয়ে খেলেনি কোনোদিন। কোয়ানটিকোতে 'ব্যবহার পরিবর্তন বিজ্ঞান' ইউনিট এবং আমি একমত হয়েছি এ ব্যাপারে। এমনকি, নটখটে ইন্টারপোল পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমাদের সাথে একমত হয়েছে।

ফরেনসিক মনোবিজ্ঞানীদের কনিউনিটি বিভিন্ন পুনরাবৃত্ত, প্যাটার্ন খুনগুলোকে নিয়ে গবেষণা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে। প্লেনে যেতে যেতে সেই রিপোর্টটাতে চোখ বুলিয়ে নিলাম আমি।

সিজয়েড পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার টাইপে, তাদের মতে, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্তর্মুখি এবং অভিন্ন মনোভাব থাকে। এই নরপিশাচটা একদমই একক ধরনের। সম্ভবত পরিবার ছাড়া আর কোনো বন্ধু কি আত্মীয়-পরিজন নেই তার। গ্রহণযোগ্য ভাবে আবেগ প্রদর্শনে অপারগতা আছে এর। অলস সময়ে বিচ্ছিন্ন কাজগুলো করে সে। যৌনতার প্রতি এক বিন্দু আগ্রহও নেই তার।

নার্কিসিস্ট ভিন্ন ধরনের হয়। নিজেকে ছাড়া আর কোনো কিছু বা কারও প্রতি আগ্রহ নেই তাদের। যদিও কখনও কখনও দেখায় যেন অন্যের জন্যে তার কত চিন্তা। সত্যিকারের নার্কিসিষ্ট রা দুঃখবোধ করে না। নিজেকে নিয়ে বেশ উঁচু ধারণা থাকে তাদের, তিরষ্কার করা হলে ভীষণ ক্ষেপে উঠে। মনে করে, বিশেষ ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য তারা। নিজেদের সাফল্য, ক্ষমতা, সৌন্দর্য্য, ভালবাসা নিয়ে শ্রেষ্টত্বের ভুয়া ধারণা থাকে এদের।

অ্যাভয়ডেন্ট পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার টাইপের মানুষজন সাধারণত অন্য কারো সাথে যুক্ত হয় না, যদি না তার মনে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ থাকে, তাকে

গ্রহণ করে নেয়া হবে। সামাজিক মেলামেশা এবং চাকরি-বাকরি থেকে দূরে সরে থাকে এরা। শান্ত চরিত্রের, অল্পতেই বিব্রত বোধ করে। এদেরকে 'লুকানো বিপদ' বলা যেতে পারে।

স্যাডিস্টিক পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার টাইপের মানুষ ধ্বংসাত্মক মানসিকতার। নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যে ভায়োলেন্স এবং নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেয় এরা। শারীরিক এবং মানসিক ব্যথা ভালবাসে এরা। শুধু ব্যথা দেয়ার জন্যে মিথ্যা কথা বলে। ভায়োলেন্স, নির্যাতন এমনকি অপরের মৃত্যু ঘটানোর প্রবণতা থাকে এদের মধ্যে।

আটলান্টিকের বহু উপরে প্লেনে বসে থেকে এসবই ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাথায়। আমাকে সবচেয়ে আনন্দিত করছে মি. স্মিথ সম্পর্কে আমার উপসংহারটা, মাত্রই কোয়ানটিকোতে কাইল ক্রেইগকে জানিয়েছি সেটা।

বিভিন্ন সময়ে ধরে চলা লম্বা এবং জটিল এই তদন্তে আমি দেখেছি, *চারটি ব্যাক্তিত্বের খুনীরই চিহ্ন আছে মি. স্মিথের মাঝে।* এই মনে হয়, একটি ডিজঅর্ডার টাইপে খাপে খাপ মিলে যায় সে, পরমুহূর্তেই এমন কিছু একটা করে বসে— সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হবেন আপনি। এমনও হতে পারে, সম্পূর্ন নতুন প্রজাতীর, পঞ্চম ধরনের এক সাইকোপ্যাথ খুনী সে।

সম্ভবত ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো ঠিকই বলে— মি. স্মিথ আসলেই কোনো *এলিয়েন।* আমার পরিচিত কোনো মানুষের মতো নয় সে, এটুকু জানি আমি। *ইসাবেলাকে খুন করেছে সে।*

প্যারিসগামী ফ্লাইটে এই জন্যেই চোখের পাতা এক করতে পারি নি। এই জন্যেই কখনই আর ঘুমাতে পারব না আমি।।

অধ্যায় ৯৪

ভালবাসার মানুষকে চোখের সামনে খুন হতে দেখার কথা কে ভুলতে পারে? পারি নি আমি। চার বছরেও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে আছে সবকিছু। কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়, অথচ সবই সত্যি। ঠিক এমন করেই ঘটেছিল সবকিছু, এভাবেই বর্ণনা করেছিলাম ক্যামব্রিজ পুলিশের কাছে।

প্রায় দুপুর দুটা বাজছিল তখন, চাবি দিয়ে ইনম্যান স্ট্রিটে আমাদের দুই রুমের এপার্টমেন্টের সামনের দরজা খুলে ঢুকলাম আমি। হঠাৎ থেমে গিয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল কিছু একটা উল্টো-পাল্টা ঘটেছে এপার্টমেন্টের ভেতরে।

ভেতরের যা দেখেছিলাম সেদিন, সব মনে আছে। এর কোনো কিছুই ভুলে যেতে পারবো না আমি। বসার ঘরের পোস্টারে লেখা ছিল: *ভাষার ক্ষমতা মুখনিঃসৃত বাক্যের চেয়ে বেশি।* ভাষার ওপর বেশ দখল আছে ইসাবেলার— শব্দের খেলা খুব ভালবাসে সে। আমিও তাই। এ এক অদ্ভুত যোগাযোগ আমাদের মাঝে।

ইসাবেলার বেশ প্রিয় একটা রাইস নগুচি পেপার ল্যাম্প।

বাঁধাছাদা করা মহা মূল্যবান পেপারব্যাক উপন্যাস। বাসা থেকে নিয়ে এসেছে ও। পরিচ্ছন্ন করে বাধাই করা সবকটা।

আমার সাথেই পাশ করা কিছু মেডিকেল গ্রাজুয়েটের সঙ্গে কয়েক গ্লাস ওয়াইন খেয়েছিলাম জিলিয়ানস্-এ। হার্ভার্ডের বছরের পর বছর প্রেশার-কুকারের মতো চাপের মধ্যে থাকতে থাকতে অবশেষে মুক্তি উপভোগ করছিলাম সবাই। এই বসন্তে কে কোন হাসপাতালে কাজ করব তাই নিয়ে তুলনা করছিলাম আমরা। সবাই প্রতিজ্ঞা করেছি, যোগাযোগ রাখব, যদিও প্রত্যেকেই জানি সেটা হয়ত সম্ভব হবে না।

মেডিকেল স্কুলের আমার প্রিয় তিন বন্ধু ছিল সেখানে। মারিয়া জেইন রুওক্কো, বোস্টনের চিলড্রেন হাসপাতালে কাজ করবে ও; ক্রিস শার্প, বেথ ইসারায়েলে কাজ করতে যাচ্ছে সে; মাইকেল ফ্রেসকো— নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ইন্টার্নশিপের বৃত্তি পেয়েছে ও। আমার ভাগ্যটাও ভাল বলা

যায়। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষানবিশ হাসপাতাল ম্যাসাচুসেটস জেনারেল এ কাজ করব আমি। ভবিষ্যত উজ্জ্বল বলা যায়।

মাথার ভেতরটা হালকা লাগছিল ওয়াইনের প্রভাবে, তবে যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখনও মাতাল হইনি আমি। বেশ ভাল মুডে ছিলাম, একবারে কেয়ারফ্রি। ইসাবেলাকে চাচ্ছিলাম প্রচন্ড। *ফ্রি।* আমার দশ বছর পুরোনো ভলভো গাড়িটাতে ফিরে যেতে যেতে 'উইথ অর উইথআউট ইউ' গানটা গাচ্ছিলাম। মেডিকেল ছাত্র হিসেবে আমার দৈণ্যদশার কথাই যেন ঘোষণা করছিল আমার পুরোনো গাড়িটা।

হলঘরের বাতি জ্বালিয়ে বসার ঘরের সামনে নিশ্চুপ দাঁড়িয়েছিলাম কয়েক সেকেন্ড— এখনও মনে আছে। মেঝেতে পরে ছিল ইসাবেলার কোচ পার্সটা। তিন কি চার ফুট এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ভেতরের জিনিসপত্র। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার।

ভাংতি টাকা, জর্জ জেনসেন ইয়ারিং, লিপস্টিক, মেকআপ সামগ্রি, কম্প্যাক্ট সিনামন গাম— সব পরে আছে মেঝেতে।

ওর পার্সটা কেন তুলে নেয়নি ইসাবেলা? মেডিকেলের বন্ধুদের সাথে বেরিয়েছি বলে আমার উপর রাগ করে আছে?

ইসাবেলা তো এমন করে না। বেশ মুক্ত মনের মেয়ে ও, ভুল ক্ষমা করতে জানে।

অপ্রশস্ত, লম্বা এপার্টমেন্ট ভবন ধরে ওকে খুঁজে ফিরলাম আমি। অনেকটা বিছানো রেল রাস্তার মত এপার্টমেন্টটা— একসারিতে বেশ কিছু ছোট ছোট রুম, শেষ হয়েছে ইনম্যান স্ট্রিটের দিকে মুখ করা একটা জানালাতে। হলে পরে আছে আমাদের সেকেন্ড স্কুবা ইকুইপমেন্ট। ক্যালিফোর্নিয়াতে ঘুরে বেড়ানোর কথা ছিল আমাদের। দুটো এয়ার ট্যাঙ্ক, ওয়েট বেল্ট, ওয়েট সুট, দুই সেট রাবারের ফিন ছড়ানো ছিটানো পুরো হলজুড়ে।

স্পিয়ারগানটা হাতে তুলে নিলাম আমি— যদি প্রয়োজন হয়। *কিসের প্রয়োজন?* কোনো ধারণা নেই আমার। কেমন করে থাকবে?

ক্রমশ উদ্বিগ্ন এবং ভীত হয়ে উঠছি আমি। 'ইসাবেলা!' গলার স্বর উঁচু করে চেঁচিয়ে ডাকলাম। *'ইসাবেলা?* কোথায় তুমি?'

এরপরেই থেমে গেলাম আমি। পৃথিবীর সবকিছু থেমে গেল। হাত থেকে ছেড়ে দিলাম স্পিয়ারগানটা। শক্ত কাঠের মেঝেতে পরে ঝনঝন আওয়াজ করল ওটা।

বেডরুমে সেদিন যা দেখেছিলাম, কোনোদিন ভুলব না আমি। এখনও প্রতিটি জিনিস *দেখতে* পারি আমি, *গন্ধ* নিতে পারি, *স্বাদ* বলতে পারি। প্রতিটি বর্ণনাতীত ডিটেইলের। হয়ত সেই থেকেই আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জন্ম, এ মুহূর্তে আমার জীবনের অংশ হয়ে গেছে যেটা।

'ওহ গড! ওহ জেসাস! নো!' এত জোরে চিৎকার করেছিলাম, উপরতলায় থাকা কাপল পর্যন্ত শুনতে পেয়েছিল। *এটা ইসাবেলা হতে পারে না,* ভাবছিলাম আমি। চরম অবিশ্বাসের শব্দ সেগুলো। শব্দ করে বলছিলাম। *ইসাবেলা নয়। এটা ইসাবেলা হতে পারে না। এরকম নয় ও।*

তবু সেই আগুন-রঙা চুলগুলো চিনতে পারলাম আমি। কত ভালবাসমতাম ওগুলো নিয়ে খেলতে, আঁচড়ে দিতে। অল্প একটু ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট দুটো— যেগুলো হাসাতো আমাকে, খুনসুটিতে ব্যস্ত রাখত। পাখার মতো মাদার অব পার্ল ব্যারেট— খুব খুনসুটি করতে চাইলে যেটা পরতো ও।

একটি মাত্র হৃদস্পন্দনে পাল্টে গেল আমার দুনিয়াটা। কিংবা হয়তো, একটি মাত্র হৃদস্পন্দনের অভাবে। শ্বাস নিচ্ছে কিনা পরীক্ষা করে দেখলাম, জীবনের শেষ চিহ্ন। ফিমোরাল এবং ক্যারোটিড আর্টারিতে কোন পালস্ পেলাম না। কিচ্ছু না। *এটা ইসাবেলা নয়। এটা হতে পারে না।*

নীলচে সায়ানোসিস হয়ে গেছে ওর ঠোঁট, নখের ডগা আর ত্বকে। শরীরের নিচের ভাগে জমা হয়ে গেছে রক্ত। খুলে গেছে অন্ত্র এবং ব্লাডারের বাঁধ— কিন্তু এই বর্জ্য এখন আমার জন্যে কিছু নয়।

ইসাবেলার অদ্ভুত সুন্দর ত্বক আলগা মোমের মতো হয়ে গেছে, একদম স্বচ্ছ— এ যেন ওর নয়। ইতোমধ্যেই হালকা সবুজ চোখ দুটো থেকে পানি সরে গেছে, চ্যাপ্টা হয়ে গেছে চোখের মণি। ওদুটো আমাকে আর দেখতে পারছে না, তাই না? কোনেদিন আর দেখবেও না।

জানি না কেমন করে খবর পেয়েছে, কিছু সময়ের মধ্যেই চলে এল ক্যামব্রিজ পুলিশ। চারদিকে ছড়িয়ে পরে তল্লাশি শুরু করল তারা, আমার মতই হতচকিত। প্রতিবেশিরা সান্ত্বনা দিচ্ছিল আমাকে, ভেঙ্গে পড়তে বাধা দিচ্ছিল।

চলে গেছে ইসাবেলা। এমনকি গুডবাই পর্যন্ত বলতে পারে নি আমাকে। মারা গেছে ও, বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমি। আমাদের দুজনের প্রিয় জেমস টেইলরের পুরোনো একটা লিরিক ঘুরপাক খাচ্ছিল আমার মাথার ভেতর। 'বাঁ আই অলওয়েজ থট দ্যাট আই উড সি ইউ, ওয়ান মোর টাইম।' গানটার নাম 'ফায়ার অ্যান্ড রেইন।' ওটা ছিল আমাদের গান। এখনও তাই আছে।

ভয়ংকর এক নরপিশাচ ঘুরে ফিরছে ক্যামব্রিজে। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির মাত্র ছয় ব্লক দুরেই আঘাত হেনেছে সে। শিগ্রীই একটা নাম জুটে যাবে তার: *মি. স্মিথ।* কেমব্রিজের মত ইউনিভার্সিটি শহরে এমনটা ঘটা স্বাভাবিক।

সবচেয়ে খারাপ ঘটনাটা, যে ব্যাপারটা আমি আজও ভুলতে পারি নি, ক্ষমা করতে পারি নি— সবশেষ কথা— *ইসাবেলার হৃদপিন্ডটা কেটে নিয়েছিল মি. স্মিথ।*

শেষ হল আমার দিবা-স্বপ্ন। চার্লস দ্য গল এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করছে আমার বিমান। আমি প্যারিসে।

মি. স্মিথও তাই।

অধ্যায় ৯৫

হোটেল দে লা সেইনে চেক ইন্ করলাম আমি। রুমে পৌঁছেই ফোন লাগালাম ওয়াশিংটনে সেইন্ট এনথনি হাসপাতালে। আলেক্স ক্রসের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক। ইচ্ছাকৃতভাবেই ফ্রেঞ্চ পুলিশ এবং ক্রাইসিস টিমের সাথে যোগাযোগ করা থেকে বিরত থাকলাম আমি। লোকাল পুলিশ কখনই খুব একটা কাজের নয়। একাই কাজ করতে ভালবাসি আমি। দিনের অর্ধেকটা জুড়ে তাই করলাম।

এরই মধ্যে 'স্যুরেটে' ফোন করেছে মি. স্মিথ। সব সময় তাই করে সে, লোকাল পুলিশ কে একটা ফোন কল। যারা তাকে ধাওয়া করছে, তাদের সবাইকে জানানোর একটা ব্যক্তিগত প্রয়াস বলা যায়। সবসময় খারাপ সংবাদ—*তোমাদের সবাই ব্যর্থ হয়েছ আমাকে ধরতে। তুমি ব্যর্থ হয়েছ পিয়ার্স।*

ডা. আবেল সান্তের দেহ কোথায় পাওয়া যাবে জানিয়েছে সে। উপহাস করেছে আমাদের নিয়ে। পরাজিত এবং অপর্যাপ্ত বলে সম্বোধন করেছে। প্রতিটি খুনের পরই ঠাট্টা-তামাশা করা মি. স্মিথের স্বভাব।

পার্ক দো মন্তসোরিস-এর প্রবেশ মুখে জড় হয়েছে ফ্রেঞ্চ পুলিশ, ইন্টারপোলের সদস্যবৃন্দ। রাত একটা বাজার কিছু পরে সেখানে হাজির হলাম আমি।

প্রেস এবং উৎসাহী জনতার ভীড় ঠেকাতে প্যারিস পুলিশের একটা স্পেশাল ফোর্স সিআরএস-কে ডাকা হয়েছে দৃশ্যপটে।

ইন্টারপোলের পরিচিত এক ইন্সপেক্টরকে দেখে হাত নেড়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আমার মতই মি. স্মিথ কে ধরার ব্যাপারে মরিয়া সোন্দ্রা গ্রিনবার্গ। একরোখা, কাজে দারুন পারদর্শী মেয়ে সে। অন্য যে কারো চেয়ে মি. স্মিথকে ধরতে পারার সম্ভাবনা তার বেশি বই কম নয়।

আমার দিকে হেঁটে আসতে আসতে বেশ উদ্বিগ্ন এবং অস্বাচ্ছন্দ্য দেখাল তাকে। 'মনে হয় না এত সাহায্য, এত কিছুর কোনো দরকার আছে,' হালকা হেসে বললাম আমি ওকে। 'দেহটা খুঁজে বের করা নিশ্চই খুব একটা কঠিন কিছু নয়, স্যান্ডি। সে তো বলেই দিয়েছে কোথায় খুঁজতে হবে।'

'আমিও একমত,' বলল সে। 'কিন্তু ফ্রেঞ্চদের তো তুমি চেনো। তাদের ধারনা, এইভাবেই করা উচিত সবকিছু। *লে গ্রান্দ* সার্চ পার্টি, *লে গ্রান্দ* এলিয়েন অপরাধীর জন্যে।' মুখের কোনায় বাঁকা একটা হাসি খেলে গেল তার। 'তোমাকে দেখে ভাল লাগছে, থমাস। তো আমাদের কাজ শুরু করা যাক? তোমার ফ্রেঞ্চ কেমন?'

'আ'উল নেই অ্যা রিয়েন আ্যা ফয়ের, ম্যাদাম, রেন্ট রেজ শেজ ভউস!'

হেসে ফেলল স্যান্ডি। কিছু পুলিশ তাকিয়ে দেখছে, আমাদের পাগল ঠাউড়েছে তারা। 'আমি বরং বাড়ি যাব। ভাল আছি। পুলিশদের বল, কি চাই আমরা। দেখবে, ঠিক তার বিপরীত কিছু করে বসেছে তারা। আমি একদম নিশ্চিত।'

'ঠিক তা-ই করবে। ওরা ফ্রেঞ্চ।'

বেশ লম্বা সোন্ড্রা, দেহের উপরভাগটা একদম শুকনো তার। তবে পা জোড়া বেশ ভারী। মনে হয় যেন দুই জাতের শরীরের মিশ্রণ। ব্রিটিশ সে, ধূর্ত এবং উজ্জ্বল, তবে সহিষ্ণু এমনকি আমেরিকানদের চেয়েও। গোঁড়া ইহুদি। সমকামী সে। এমনকি এ ধরনের সময়েও তার সাথে কাজ করতে পছন্দ করি আমি।

স্যান্ডি গ্রিনবার্গের হাতে হাত ধরে পার্ক দো মন্তসোরিস এ প্রবেশ করলাম আমি। আরো এক মৃত্যু দৃশ্যে।

'তোমার কি মনে হয়, আমাদের দুজনকে কেন মেসেজ পাঠায় সে? কি চায় আমাদের কাছ থেকে?' স্ট্রিটলাইটের আলোয় চমকিত স্যাঁত-সেঁতে লন ধরে হেঁটে যেতে যেতে বলল সোন্ড্রা।

'তার বিচিত্র গ্যালাক্সি তে আমরা হলাম তারকা। এটা অবশ্য আমার থিওরি। এছাড়াও আমরা দায়িত্বপূর্ণ পদে আছি। হতে পারে, দায়িত্বের বারোটা বাজাতে ভালবাসে সে। এমনও হতে পারে, আমাদের দুজনকেই শ্রদ্ধা করে।'

'ঘোরতর সন্দেহ আছে আমার এ ব্যাপারে,' বলল স্যান্ডি।

'সেক্ষেত্রে, হয়ত সে দেখাতে ভালবাসে। নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে চায়। এ থিওরিটা কেমন?'

'এটা বেশ ভাল। সত্যি। হয়ত এখন আমাদের দেখছে। সবচেয়ে বড় ইগোম্যানিয়াক সে, আমি জানি। *হ্যালো, মঙ্গলগ্রহ থেকে মি. স্মিথ বলছি। দেখছ তো? পছন্দ হয়েছে?* গড, এই লোভী বাস্টার্ডটাকে ঘৃণা করি আমি!'

গাঢ় এলম্ গাছগুলোর দিকে তাকালাম আমি। কেউ গোপনে পর্যবেক্ষণ করতে চাইলে, প্রচুর অবকাশ আছে এখানে।

'হয়ত সে এখানে আছে। এমন হতে পারে, আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে। সেই *ব্যালাইউর দো রুয়ো* হতে পারে সে, কিংবা হয়তো *ফিলে দো ট্রোটোয়ার*— ছদ্মবেশে আছে।' বললাম আমি।

একটা বাজার পনেরো মিনিট পর সার্চ শুরু করলাম আমরা। রাত দুটোর সময়ও ডা. আবেল সান্তের দেহ খুঁজে পাওয়া গেল না। সার্চপার্টির প্রত্যেকে

উৎকণ্ঠিত বোধ করছি। এরকম করেনি কখনও মি. স্মিথ। চুইংগামের মোড়কের মতই মৃতদেহগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় সে। *কি চায় মি. স্মিথ?*

আমরা যে ছোট পার্কটা সার্চ করছি, এ সংবাদ পেয়ে গেছে প্যারিসের পত্র-পত্রিকা। প্রভাতী সংস্করণের জন্যে রক্ত-মাংসের রগরগে ভোজ চাই তাদের। মাথার উপরে শকুনের মত ঘুরছে টিভি ক্যামেরাবাহী হেলিকপ্টার। রাস্তায় পুলিশ ব্যারিকেড দিয়েছে। ভিকটিম ছাড়া আর সবই আছে এখানে।

রাত দুটোর সময়ও উৎসাহী জনতার সংখ্যা একশ ছাড়িয়ে গেছে। সেদিকে তাকাল স্যান্ডি। 'মি. স্মিথের ছিঁচকাদুনে ফ্যান-ক্লাব,' নাক সিঁটকাল সে। 'কী একটা সময়! কী নাগরিক সভ্যতা! সিসিরো বলেছিল কথাটা।'

আড়াইটার দিকে বেজে উঠল আমার বীপারটা। স্যান্ডি এবং আমি দুজনেই চমকে গেলাম। এরপরেই ওরটাও বেজে উঠল! *দুই বীপার একসঙ্গে! সত্যিই, কী বিচিত্র দুনিয়া।*

আমি নিশ্চিত, এটা স্মিথের বার্তা। স্যান্ডির দিকে তাকালাম।

'কি চায় সে এবারে?' ভীত কণ্ঠে বলল স্যান্ডি। 'কি দরকার?'

শোল্ডার ব্যাগ থেকে দুজনেরই ল্যাপটপ বের করলাম আমরা। মেসেজ খুঁজতে লাগল স্যান্ডি ওর মেশিনে। আমিই পেলাম প্রথমে।

পিয়ার্স, ই-মেইলটাতে লেখা,

সত্যিকারের জগতে আবারো স্বাগতম, সত্যিকার ধাওয়াতেও। মিথ্যে বলেছিলাম তোমাকে। অবিশ্বাসের জন্যে এ তোমার শাস্তি। তোমাকে নাকাল করতে চাইছিলাম, যে কোনো ভাবেই হোক সেটা। তুমি আমাকে, কিংবা আর কাউকেই বিশ্বাস করতে পার না— এমনকি তোমার বন্ধু মিস গ্রিনবার্গকেও নয়। আর তাছাড়া, ফ্রেঞ্চদের আমি পছন্দ করি না। আজ ওদের নির্যাতন করতে ভীষণ ভালো লাগছে।

হতভাগ্য ডা. আবেল সান্তে আছে বিউটস-শওমন্ত পার্কে। মন্দিরের কাছে। কসম। তোমাকে আমি প্রমিজ করছি।

ট্রাস্ট মি। হা, হা! হাসার সময় তো এরকমই অর্থহীণ একটা শব্দ কর তোমরা মানুষেরা। তাই না? আমারও তেমন করতে ইচ্ছে হয়। আমি কখনও হাসতে পারি নি, জানো?

তোমারই,

মি. স্মিথ।

মাথা নাড়ছিল স্যান্ডি গ্রিনবার্গ, নিচু স্বরে অভিশাপ দিচ্ছে। সেও একটা মেসেজ পেয়েছে।

'বিউটস-শওমন্ত পার্ক,' লোকেশনটা আউড়াল সে। এরপরে যোগ করল, 'সে বলছে, আমি যেন তোমাকে বিশ্বাস না করি। হা, হা! হাসার সময় তো এরকমই অর্থহীণ একটা শব্দ করি আমরা মানুষেরা। না?'

অধ্যায় ৯৬

প্যারিস অতিক্রম করে নর্থইস্টে ছুটল বিশাল সার্চ টিম, বিউটস-শওমন্ত পার্কের উদ্দেশ্যে। বিরক্তিকর ভাবে বেজে চলেছে পুলিশের সাইরেন—ভীতিজাগানিয়া। এই ভোর রাতের প্রহরেও গর্জন করে যেন প্যারিসে নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করছে মি. স্মিথ।

'পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে তার সবকিছু,' স্যান্ডি গ্রিনবার্গকে বললাম আমি। আমাদের ভাড়া করা নীল সিঁত্রো গাড়িটা ছুটে চলেছে অন্ধকার পারিসিয়ান রাস্তা ধরে। মসৃণ রাস্তার সারফেসে কর্কশ শব্দ করছে গাড়ির চাকা। চারপাশের ঘটনাবলীর সঙ্গে দারুন মানিয়ে গেছে আওয়াজটা। 'যত ক্ষণস্থায়ীই হোক না কেন, বিজয় অর্জিত হয়ে গেছে মি. স্মিথের। এটা তার সময়, তার মুহূর্ত,' বলে চললাম আমি।

ভ্রূ কুঁচকে গেল ইংলিশ মেয়েটার। 'থমাস, মানবিক আবেগের সাথে মি. স্মিথ কে গুলিয়ে ফেলছো তুমি। কবে এটা তোমার মাথায় ঢুকবে আমরা একজন *'লিটল গ্রিন ম্যান'* কে খুঁজছি।'

'আমি একজন নীরিক্ষাধর্মী ইনভেস্টিগেটর। তখনই এটা বিশ্বাস করব আমি, যখন দেখব ছোট সবুজ একটা মানুষের মুখের কষা বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।'

আমাদের কেউই তথাকথিত 'এলিয়েন' থিওরিতে এক মিলি সেকেন্ডের জন্যেও কর্ণপাত করিনি, তবে ঠাট্টা-তামাশা করার একটা উৎস সেটা। যে দানবীয় এবং ভীতিকর খুনের দৃশ্যপটে চলেছি আমরা, তার কথা মাথা থেকে দূর করতে হলেও এটুকু দরকার।

বিউটস-শওমন্তে যখন পৌঁছলাম আমরা, ঘড়িতে তখন প্রায় রাত তিনটা। কি আসে যায় এতে। আমি এমনিতেও রাতে ঘুমাতে পারি না।

পুরোপুরি নির্জন পার্কটা। স্ট্রিট ল্যাম্প, পুলিশ এবং আর্মির সার্চলাইটে দিনের মতো আলোকিত। নিচু হয়ে নীলচে-ধূসর একটা কুয়াশার মেঘ অবশ্য আসছে, তবে সার্চের জন্যে তেমন একটা সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। বিশাল এলাকা জুড়ে বিউটস-শওমন্ত পার্ক। নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কের মতো নয়। মধ্য ১৮০০ সালের দিকে মানুষ দিয়ে খনন করা হয়েছিল একটা হ্রদ,

পরবর্তীতে পানি নিয়ে আসা হয়েছিল সেইন্ট মার্টিন খাল থেকে। শিলা পর্বত তৈরি করা হয়েছিল সেই সময়েই, গুহা এবং জলপ্রপাতে এখন ভর্তি সেটা। কি ঘোরার জন্য, কি দেহ লুকানোর জন্যে— গাছপালার সাড়ি বেশ ঘন এখানে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশের একটা রেডিও মেসেজ পেলাম আমরা। আমরা যেদিক দিয়ে ঢুকেছি, তার থেকে খুব একটা দুরে নয় আবেল সান্তের দেহ। খেলা শেষ হয়েছে মি. স্মিথের। অন্তত এখনকার মতো।

মন্দিরের কাছেই, মালীর বাড়ির কাছে পেট্রোল কার ছেড়ে দিলাম আমি এবং সোন্দ্রা। খাড়া পাথুরে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলাম। চারপাশের ফ্রেঞ্চ পুলিশ এবং আর্মির লোকজনকে কেবল ক্লান্ত এবং বজ্রাহতই নয়, বরঞ্চ ভীত দেখাচ্ছে। যতদিন বেঁচে থাকবে, দেহ পুনরুদ্ধারের এই দৃশ্য মনে থাকবে তাদের। হার্ভার্ডে আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্রাবস্থায় জন ওয়েবস্টারের *দি হোয়াইট ডেভিল* পড়েছিলাম। ওয়েবস্টারের সতেরশো শতকের বিচিত্র জগত শয়তান, দৈত্য আর ওয়ার উলফে ভরা— *তারা সবাই অবশ্য মানুষ।* আমি বিশ্বাস করি, মি. স্মিথ একজন মানব-দৈত্য। সবচেয়ে খারাপ প্রজাতির।

ঘন ঝোপ-ঝঙ্গল ঠেলে উঠে চললাম আমরা। নিচু, করুণ আওয়াজ করছে সার্চ ডগ গুলো কাছে পিঠেই। এরপরেই শক্তিশালী, কম্পনরত জন্তুগুলোকে দেখতে পেলাম আমি।

ধারণা করছি, সাম্প্রতিক ক্রাইম সিনটা অদ্ভুত কিছু একটা হবে। বেশ সুন্দর জায়গা এটা— মন্টমাট্রে এবং সেইন্ট ডেনিসের বিশাল এলাকা চোখে পড়ে এখান থেকে। দিনের বেলায় হাঁটা-হাঁটি, ক্লাইম্বিং এবং পোষা জানোয়ার নিয়ে ঘুরতে আসে মানুষজন। নিরাপত্তার কারনে রাত ১১:০০ টায় বন্ধ করে দেয়া হয় পার্ক।

'সামনে,' ফিসফিসাল স্যান্ডি, 'কিছু একটা আছে সামনে।'

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ইতস্তত করছে সৈনিক এবং পুলিশের লোকজন। নিশ্চই মি. স্মিথ এসেছিল এখানে। এক ডজন বা তারও বেশি 'প্যাকেট', প্রতিটি খবরের কাগজে মোড়া, ঢালু ঘাসের চাপড়ার উপর সাবধানে বসানো।

'শিওর, এগুলোই খুঁজছেন আপনারা?' ফ্রেঞ্চ ভাষায় জানতে চাইল এক ইন্সপেক্টর আমার উদ্দেশ্যে। তার নাম ফউকস। 'হোয়াট দ্য হেল ইজ দিস? মজা করছে নাকি হারামজাদা?'

'এটা মজা নয়, হলফ করে বলতে পারি। একটা বান্ডেল খুলুন তো,' ফ্রেঞ্চ পুলিশম্যানকে অনুরোধ করলাম। এমনভাবে আমার দিকে তাকাল সে, যেন আমি একটা উন্মাদ।

'আমেরিকানরা বলে,' ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলে চলল ফউকস, 'দিস ইজ ইয়োর শো।'

'আপনি ইংরেজি বলতে পারেন?' কথা কয়টা বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে।

'হ্যা, পারি।' কর্কশ ভাবে জানাল ইন্সপেক্টর।

'ভাল। গো ফাক্ ইয়োরসেলফ,'। বললাম।

বিচিত্র 'প্যাকেজের', বলা ভাল 'গিফটের' দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। বিভিন্ন আকৃতির প্যাকেটগুলো, ভালমত মুড়ে রাখা হয়েছে খবরের কাগজ দিয়ে। মি. স্মিথ একজন আর্টিস্ট। গোল, বড় একটা প্যাকেট দেখে মনে হল এটা মাথা হতে পারে।

'ফ্রেঞ্চ কসাইখানা। আজকের দিনের মূলমন্ত্র। এ সবই তার কাছে কেবল মাংস।' বিড়বিড় করে স্যান্ডি গ্রিনবার্গকে বললাম। 'ফ্রেঞ্চ পুলিশকে নিয়ে তামাশা করছে সে।'

ধীরে, সতর্কতার সাথে একটা প্যাকেট খুললাম আমি গ্লাভস পরা হাত দিয়ে। 'ক্রাইস্ট জেসাস, স্যান্ডি।'

পুরো নয়, *অর্ধেক মাথা ওটা।*

দেহ থেকে নিখুঁতভাবে আলাদা করা হয়েছে আবেল সান্তের মাথা। যেন কোন দামী মাংসের দোকানের চাকা। অর্ধেক স্লাইস করা। মুখ পরিষ্কার, চামড়া তুলে ফেলা হয়েছে যত্ন করে। সান্তের মুখের অর্ধেকটা কেবল চিৎকার করছে আমাদের দিকে তাকিয়ে। একটি মাত্র চোখে ফুটে উঠেছে মুহূর্তের ভয়াবহ আতঙ্ক।

'ঠিকই বলেছ, এ কেবল তার কাছে সামান্য *মাংস।'* স্যান্ডি বলল। 'ওর সম্পর্কে এত সত্যি কথা বলে তুমি থাকতে পার কিভাবে?'

'পারি না তো, ' ফিসফিসালাম আমি। 'আমি সহ্য করতে পারি না।'

অধ্যায় ৯৭

ওয়াশিংটনের বাইরে ক্রিস্টিন জনসনের এপার্টমেন্ট ভবনের সামনে থেকে তাকে তুলে নিল এফ.বি.আই.-য়ের একটা সেডান। সদর দরজার কাছেই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল ক্রিস্টিন। দুইহাতে নিজেকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে সে, আজকাল নিজেকে এমন করেই ধরে রাখে সে। ভয়ের প্রান্তসীমায় আছে সব সময়। দুই গ্লাস রেড ওয়াইন খেয়ে নিয়েছে, আরো পাণ করার ইচ্ছেটাকে দমন করেছে বহু কষ্টে।

গাড়ির দিকে যেতে যেতে চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিল কোনো রিপোর্টার নজর রাখছে কি না। এরা মাংসাশী হাউন্ডের মতো। অবিশ্বাস্যরকম অনুভূতিহীন এবং কর্কশ।

ক্রিস্টিনের পরিচিত এক কৃষ্ণাঙ্গ এজেন্ট, নাম চার্লস ড্যাম্পিয়ার, তড়িৎ এসে গাড়ির পেছনের দরজাটা খুলে ধরল তার জন্যে। 'গুড ইভনিং, মিস জনসন,' স্কুলের বাচ্চাদের মতই ভদ্রভাবে বলল সে। ক্রিস্টিনের মনে হল, তাকে মনে হয় মনে ধরেছে এজেন্টের। এরকমলোক বহু দেখেছে সে।

'ধন্যবাদ,' গ্রে-লেদারের ব্যাকসিটে উঠে বসে বলল সে। 'গুড ইভনিং, গাইস,' চার্লস এবং ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বলল ক্রিস্টিন। ড্রাইভারের নাম জোসেফ ডেনজাউ।

পথে কেউ কোন কথা বলল না। নিঃসন্দেহে এজেন্টদের বলে দেওয়া হয়েছে, ক্রিস্টিন শুরু না করলে নিশ্চুপ থাকতে। *অদ্ভুত, শান্ত জগতে বাস করে এরা,* নিজের মনে ভাবল ক্রিস্টিন। *আর এখন আমিও সেখানে বাস করি। মনে হয় না, পছন্দ করতে পেরেছি অনুভূতিটা*

এজেন্টরা আসার আগে গোসল করেছে সে। টাবে বসে রেড ওয়াইনের গ্লাস হাতে নিজের জীবনটাকে পর্যালোচনা করে দেখেছে। নিজের ভাল দিক, মন্দ দিক, সুন্দর, কুৎসিত— সবকিছু জানা আছে তার। ক্রিস্টিন জানে, অতীতের ঘটনাবলিকে পেছনে ফেলার ক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যর্থ হয়েছে সে— তবে অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে এবারে। অবশ্যই বন্যতার ছোঁয়া আছে তার ভেতর, ভাল অর্থে। বিয়ের শুরুর দিকে ছয় মাসের জন্যে জর্জকে

ছেড়ে এসেছিল ক্রিস্টিন। স্যানফ্রান্সিসকোতে পালিয়ে এসে ফটোগ্রাফির উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। পাহাড়ের উপর ছোট একটা এপার্টমেন্টে থাকতো—বার্কলিতে। নির্জনতা ভালবেসে ফেলেছিল সে, সময় পেয়েছিল চিন্তা-ভাবনা করার, প্রকৃতির সৌন্দর্যকে ক্যামেরা বন্দি করার।

আবার জর্জের কাছে ফিরে এসে শিক্ষকতা শুরু করেছিল এবং সোজার্নার ট্রুথ স্কুলের চাকরিটা পেয়েছিল। হয়তো বাচ্চারা কাছে থাকে বলেই, স্কুল দারুন পছন্দ তার। গড, বাচ্চাদের ভালবাসে সে। নিজের ছেলেমেয়ে চায় ক্রিস্টিন দারুনভাবে।

প্রচুর চিন্তা চলে আসছে আজ রাতে। সম্ভবত লেট আওয়ার এবং দ্বিতীয় গ্লাস মারলটের ফল এটা। মাঝরাতের নির্জন রাস্তা ধরে ছুটে চলেছে ফোর্ড সেডানটা। সেই একই রাস্তা। মিচেলভিল থেকে ডিসি। কাজটা ঠিক কি না ভাবল সে, তবে এফ বি আই তাদের কাজ বোঝে।

মাঝে-মধ্যেই পেছনে তাকিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে ক্রিস্টিন, কেউ অনুসরণ করছে না তাদের। বোকার মতো হলো কাজটা। কিন্তু না তাকিয়ে পারছে না সে।

প্রেসের কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটা কেসের অংশ সে এখন। এবং বিপদজনকও বটে। তার প্রাইভেসি কিংবা অনুভূতির প্রতি এতটুকু লক্ষ্য নেই তাদের। স্কুলে এসে অন্য শিক্ষকদের প্রশ্ন করে বিরক্ত করেছে রিপোর্টারেরা। এত বার ফোন করত বাসায়, বাধ্য হয়ে নাম্বার পরিবর্তন করে আন লিস্টেড রেখেছে ক্রিস্টিন।

কাছাকাছি কোথাও হতে পুলিশের বা অ্যামবুলেন্সের সাইরেন শুনতে পেল ক্রিস্টিন। ভীতিকর এই শব্দটা বাস্তবে ফিরিয়ে আনল তাকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। প্রায় পৌঁছে গেছে।

চোখ বন্ধ করে বড় করে শ্বাস নিল ক্রিস্টিন। বুকের কাছে ঝুলিয়ে রাখল মাথাটা। ক্লান্ত লাগছে তার, ইচ্ছে করছে কাঁদতে।

'আপনি ঠিক আছেন তো, মিস জনসন?' জানতে চাইল এজেন্ট ডাম্পিয়ার। *মাথার পেছনেও চোখ আছে তার। দেখছিল আমাকে,* ভাবল ক্রিস্টিন। *যা ঘটছে, প্রতিটি জিনিস দেখছে সে।*

'আমি ঠিক আছি,' চোখ খুলে একটু হাসল ক্রিস্টিন। 'একটু ক্লান্ত, আর কিছু নয়। অনেক সকালে উঠা আর দেরীতে ঘুমানোর ফল।'

ইতস্তত করল এজেন্ট ড্যাম্পিয়ার, এরপরে বলল, 'দুঃখিত, ব্যাপারটা এমন করে করতে হচ্ছে বলে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' ফিসফিসাল ক্রিস্টিন। 'আপনার সহানুভূতি বেশ সহজ করে দিয়েছে আমাকে। আর *তুমিও* বেশ ভাল ড্রাইভার,' এজেন্ট ডেনজাউকে নিয়ে একটু মজা করল সে। এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল ডেনজাউ, এবারে সেও হাসল।

খাড়া একটা কংক্রিট র‍্যাম্প ধরে একটা ভবনের পেছন দিয়ে প্রবেশ করল এফ বি আই সেডানটা। এতদিনে ক্রিস্টিন জেনে গেছে, ওটা ডেলিভারি এনট্রেন্স। নিজেকে আবারো জড়িয়ে আছে সে, লক্ষ্য করল ক্রিস্টিন। রাতের এই ট্রিপের সবকিছুই কেমন অবাস্তব মনে হল তার কাছে।

তাকে এসকর্ট করে উপরে একটা রুমের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেল এজেন্টেরা, এরপরে সরে দাঁড়াল। রুমে একাই প্রবেশ করল ক্রিস্টিন।

আলগোছে দরজাটা বন্ধ করে হেলান দিল সে। বুক কাঁপছে তার—এমনই হয় সবসময়।

'হ্যালো, ক্রিস্টিন,' বলল আলেক্স। এরপরে এগিয়ে গিয়ে তাকে *শক্ত* করে ধরে রাখল ক্রিস্টিন। প্রচন্ড জোরে। সবকিছু ভাল লাগল হঠাৎ করেই। অর্থবহ মনে হল জীবন।

অধ্যায় ৯৮

ওয়াশিংটনে ফিরে আসার পরের সকালেই ফিফথ স্ট্রিটে আলেক্স ক্রসের বাসাটা পরিদর্শন করার কথা মনস্থ করলাম। গ্যারি সোনেজিকে নিয়ে লেখা ক্রসের নোটগুলো আরেকবার পরখ করে নিতে চাই আমি। ক্রমশই একটা ধারণা গভীর হচ্ছে আমার মনে। আক্রান্ত হবার আগে থেকেই আততায়ীকে চিনত আলেক্স।

জনাকীর্ণ ডিসি স্ট্রিট ধরে গাড়ি চালাতে চালাতে হাতের. প্রমাণগুলোর দিকে নজর দিলাম আমি। প্রথম সত্যিকারের ক্লু হল, যে বেডরুমে আক্রান্ত হয়েছে আলেক্স বেশ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ সেটা। গোলমালের কোন চিহ্ন নেই ওখানে, এমন কোন কিছু নেই যা দেখে মনে হয় কেউ একজন উন্মাদের মতো কিছু করেছে। প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে আক্রমণকারী অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সেরেছে কাজটা।

আর একটা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ বলতে বেডরুমে 'ওভারকিলে'র ছড়াছড়ি। গুলি করার আগে কম করে হলেও অর্ধ-ডজন বার আঘাত করা হয়েছে আলেক্সকে। ক্রাইম সিনের আপাত শান্ত ভাবের সাথে মেলে না ব্যাপারটা: তবে তা ভাবছি না আমি। যেই অনুপ্রবেশ করে থাকুক বাড়িতে, ক্রসের প্রতি তীব্র ঘৃণা আছে তার।

বাড়িতে ঢোকার পর সোনেজির মতো আচরণ করেছে আততায়ী। সেলারে লুকিয়ে ছিল সে। এরপরে সোনেজির আগে করা একটা আক্রমণ নকল করেছে সে। কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি, অর্থাৎ পরিষ্কার মাথায় কাজ করছে আততায়ী। ক্রসের রুম থেকে কোন সুভিনি্যর নেয়া হয়নি।

আলেক্স ক্রসের ডিটেকটিভ শিল্ড রেখে যাওয়া হয়েছে। আক্রমণকারী চাইছিল, খুঁজে পাওয়া যাক এটা। এর মানে কি— যা করেছে তা নিয়ে খুনী গর্বিত?

শেষমেষ, একমাত্র মূল্যবান ক্লুতে ফিরে গেলাম আমি। ফিফথ স্ট্রিটে আমার আগমনের সাথে সাথেই, তথ্য সংগ্রহের প্রথম পর্যায়ে ব্যাপারটা ধরা পরেছে আমার চোখে।

আলেক্স ক্রস এবং তার পরিবারকে জীবিত ছেড়ে গেছে সে। যদি এখন মারাও যায় ক্রস, আক্রমণকারী বাড়ি ছাড়ার সময় তো শ্বাস ফেলছিল সে।

অনুপ্রবেশকারী কেন এমনটা করবে? সে ক্রসকে মেরে ফেলতে পারত। নাকি ক্রসকে জীবিত রাখাটা কোন পরিকল্পনার অংশ? যদি তাই হয়, তবে কেন?

এই রহস্যটার সমাধা কর, প্রশ্নটার উত্তর দাও— কেস খতম।

অধ্যায় ৯৯

নিরব হয়ে আছে বাড়িটা। দুঃখিত আর শূন্য একটা ভাব আছে, পরিবারের গুরুত্বপূর্ন কেউ না থাকলে যেমনটা হয়।

ন্যানা মামাকে কিচেনে কাজ করতে দেখছি একনিষ্ঠভাবে। পুরো বাড়ি মৌ মৌ করছে রুটি সেঁকা, মুরগির রোস্ট এবং সেদ্ধ মিষ্টি আলুর গন্ধে। অদ্ভুত আশ্বাস জাগায় সুবাসটা। রান্নায় একবারে বুঁদ হয়ে আছেন বৃদ্ধা, বিরক্ত করলাম না আমি।

'উনি ঠিক আছেন?' স্যাম্পসনের কাছে জানতে চাইলাম। বাড়িতে আমার সাথে দেখা করতে রাজী হয়েছে সে, তবে আমি জানি ওভাবে কেস ছেড়ে প্যারিস চলে যাওয়ায় আমার উপর মহাখাপ্পা স্যাম্পসন।

কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'আলেক্স আর ফিরবে না, এটা মেনে নিতে রাজী নন তিনি— যদি এটাই জানতে চেয়ে থাক। ও মারা গেলে, খোদাই জানেন কী হবে বৃদ্ধার।'

নিঃশব্দে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলাম স্যাম্পসন এবং আমি। হলওয়েতে থাকতে পাশের একটা রুম থেকে বেরিয়ে এল বাচ্চারা।

ড্যামন এবং জেনির সাথে এখনও আনুষ্ঠানিক পরিচয় হয়নি আমার, তবে ওদের কথা শুনেছি আমি। দুটো বাচ্চাই বেশ সুন্দর, এখনও নীলচে কালসিটে দাগ আছে চামড়ায়। আলেক্সের সুদর্শন চেহারা পেয়েছে দু জনেই। উজ্জ্বল চোখে বুদ্ধিমত্তার ঝিলিক আছে।

'উনি মি. পিয়ার্স,' স্যাম্পসন বলল, 'আমাদের বন্ধু। ভাল মানুষের দলে পড়ে।'

'আমি স্যাম্পসনের সঙ্গে কাজ করছি,' জানালাম ওদের। 'ওকে সাহায্য করতে চাইছি।'

'তা-ই, আংকেল জন?' ছোট মেয়েটা প্রশ্ন করল। ছেলেটা তাকিয়ে রইল আমার দিকে— রাগত ভাবে নয়, তবে অপরিচিতের বিরক্ত দৃষ্টিতে। ওর বড় বাদামী চোখে যেন আলেক্সকে দেখতে পেলাম।

'হ্যা, সে আমাদের সাথেই কাজ করছে এবং ভাল করছে,' বলল স্যাম্পসন। প্রশংসাটা চমকে দিল আমাকে।

আমার কাছে ঘেষে দাঁড়াল জেনি। দারুন সুন্দর মেয়েটা, এমনকি গালের উপর প্রায় ফুটবলের সমান ক্ষতটা সত্ত্বেও। এদের মা নিশ্চই খুব সুন্দরী মহিলা ছিলেন।

সামনে বেড়ে হাত মেলাল সে আমার সাথে। 'ওয়েল, আমার ড্যাডির চেয়ে ভাল তুমি হতে পার না, তবে ওর বেডরুমটা তুমি ব্যবহার করতে পার।' বলল জেনী। 'কিন্তু সে ফিরে না আসা পর্যন্তই।'

জেনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ড্যামনের উদ্দেশ্যে নড করলাম আমি। এরপরে টানা সাড়ে ছয় ঘন্টা গ্যারি সোনেজির উপরে লেখা আলেক্স ক্রসের বিস্তারিত নোট পরে কাটিয়ে দিলাম। *সোনেজির পার্টনারকে খুঁজছি আমি।* চার বছর আগের ফাইল এগুলো। আমি নিশ্চিত, যেই আক্রমণ করে থাকুক আলেক্সকে হঠাৎ করে করেনি সে এটা। সোনেজির সাথে একটা জোরাল যোগাযোগ থাকতে বাধ্য, *যে দাবি করত একা কাজ করে সে।* বেশ ঘোরালো একটা সমস্যা, কোয়ানটিকোর এক্সপার্টরা পর্যন্ত কোন আশার আলো দেখাচ্ছে না।

ক্লান্ত পায়ে অবশেষে যখন নিচে নামলাম, ন্যানা এবং স্যাম্পসন দু জনেই কিচেনে তখন। বাহুল্যবর্জিত, বাস্তবসম্মত রুমটা বেশ উষ্ণ এবং ক'জি। ইসাবেলার স্মৃতি ফিরিয়ে আনছে এটা। রান্না করতে ভালবাসতো ও, ভালো পারতও। আমাদের দুজনের বাড়ি আর একসঙ্গে সুখী জীবনের কথা মনে পড়ে গেল আমার।

আমার দিকে চাইল ন্যানা, সেই অন্তর্ভেদি দৃষ্টিতে। 'মনে পড়েছে তোমাকে,' বললেন তিনি। 'তুমিই তো সত্যি কথাটা বলেছিলে আমাকে। এখনও কিছু বের করার কাছাকছি যেতে পেরেছ? ভয়ংকর এই ব্যাপারটার সমাধা করতে পারবে মনে কর?' জানতে চাইলেন বৃদ্ধা।

'না, এখনও সমাধা করতে পারি নি আমি, ন্যানা,' আবার তাকে সত্য কথাটা বললাম। 'তবে আমার ধারণা, আলেক্স পেরেছে। সব সময়ে একজন পার্টনার ছিল গ্যারি সোনেজির।'

অধ্যায় ১০০

থেকে থেকে কেবল একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে আমার মাথার ভেতর: *কাকে বিশ্বাস করতে পারি আমি? সত্যিকারের বিশ্বাসী কে? একজন কেউ ছিল আমার অনেক আগে— ইসাবেলা।*

পরের দিন সকাল এগারোটায় এফ বি আই-এর একটা বেলজেট হেলিকপ্টারে চড়ে বসলাম স্যাম্পসন এবং আমি। দুই দিনের জন্যে তৈরি হয়ে নিয়েছি আমরা।

'তো সোনেজির পার্টনার তাহলে কে? কখন দেখা হবে তার সাথে?' ফ্লাইটে যেতে যেতে জানতে চাইল স্যাম্পসন।

'তুমি দেখে ফেলেছ তাকে,' বললাম।

দুপুরের কিছু আগে প্রিন্সটনে পৌঁছুলাম আমরা, সিমন কঙ্কলিন বলে একজনের সাথে দেখা করতে চললাম। বেশ ক' বছর আগে ম্যাগি রোজ ডান এবং মাইকেল 'শ্রিম্প্রি' গোল্ডবার্গ নামের দুই বাচ্চাকে কিডন্যাপিংয়ের সাড়া জাগানো এক কেসে তদন্তের সময় এই কঙ্কলিনকে নিয়ে কয়েক পাতা নোট লিখেছে আলেক্স। সেই সময়ে এই রিপোর্ট নিয়ে খুব একটা গা করেনি এফ বি আই। কেসটা বন্ধ করে দিতে চাইছিল তারা।

দুবার পড়েছি আমি নোটগুলো। একই সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল সিমন কঙ্কলিন এবং গ্যারি সোনেজি, প্রিন্সটন শহরের কয়েক মাইল দূরে। অন্যান্য বাচ্চাদের চেয়ে তো বটেই, নিজেদের এমনকি বড়দের চেয়েও সুপিরিওর ভাবত দুই বন্ধু। গ্যারি নিজেকে এবং কঙ্কলিনকে বলতো 'দ্য গ্রেট ওয়ানস।' বহু বছর আগে শিকাগো তে বিখ্যাত দুই বালক খুনী লেওপল্ড এবং লয়েব-এর প্রতিরুপ ছিল তারা।

ছোট বয়সেই গ্যারি এবং কঙ্কলিন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, জীবনটা মূলত একটা অর্থহীন গল্প বই আর কিছু নয়। তৈরি করে চলেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকজন। হয় সমাজের লোকদের তৈরি গল্প অনুসরণ করবে তুমি, নয়তো নিজেই তৈরি করবে নতুন কাহিনী।

একটা নোটে দুইবার নিচে দাগ দিয়েছিল আলেক্স। *প্রিন্সটন হাই স্কুলে পঞ্চাশ জনেরও পিছনে থাকা অবস্থায় পেডি স্কুলে ট্রান্সফার করা হয় গ্যারিকে। অপরদিকে ফার্স্ট বয় হিসেবে পাস করে পরবর্তিতে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা শেষ করে কঙ্কলিন।*

দুপুরের কিছু পরে প্রিন্সটন এবং ট্রেনটনের মধ্যবর্তী ছোট একটা ম'লের খোয়া বিছানো পার্কিং লটে প্রবেশ করলাম স্যাম্পসন এবং আমি। দারুন গরম আবহাওয়া, সূর্যের খরতাপে যেন পুড়ে যাবে সবকিছু।

'কঙ্কলিনের বেশ ভালো খেয়াল রেখেছিল প্রিন্সটনের শিক্ষকেরা,' অবজ্ঞার সুরে বলল স্যাম্পসন। 'আমি সত্যিই মুগ্ধ।'

গত দুবছর ধরে ভগ্নপ্রায় এই স্ট্রিপ ম'লে একটা প্রাপ্তবয়স্কদের বুক স্টোর চালায় সিমন কঙ্কলিন। এক তলা, লাল ইটের একটা বাড়িতে দোকানটা। দরজা, খিরকি সবই কালো রং করা, ছোট একটা বোর্ডে লেখা 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে।'

'সিমন কঙ্কলিন সম্পর্কে তোমার অনুভূতি কি? কিছু মনে করতে পার?' সামনের দরজার উদ্দেশ্যে হেঁটে যেতে যেতে স্যাম্পসনকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। ভাবছি পেছনের কোনো দরজা দিয়ে আমাদের দেখে পালিয়ে যাবে না তো ব্যাটা।

'ওহ, ওই সিমন একটা বিশ্বমানের হতচ্ছাড়া। এক সময়ে আমার হিটলিস্টে এক নম্বরে ছিল শালা। আলেক্সকে আক্রমণ করার অ্যালিবাই তার আছে।'

'হুমম,' বিড়বিড় করে বললাম আমি। 'অবশ্যই। বেশ চালাক সে। ভুলে যেওনা।'

সংকীর্ণ, স্যাঁত-সেঁতে দোকানটায় প্রবেশ করলাম আমরা। ব্যাজ দেখালাম। উঁচু একটা কাউন্টারের ওপাশ থেকে উঠে দাঁড়াল কঙ্কলিন। লম্বা, উস্কোখুস্কো চুলের ভীষণ শীর্ণ মানুষ। সাদাটে-বাদামী চোখে দূরাগত দৃষ্টি। দেখেই অপছন্দ হবার মতো চরিত্র।

রংচটা কালো জিন্স, কালো লেদার ভেস্ট গায়ে, কোন শার্ট পরেনি ভেস্টের নিচে। হার্বার্ডের কিছু উন্মাদকে না দেখলে আমি বিশ্বাসই করতাম না, এই লোক প্রিন্সটন থেকে গ্রাজুয়েশন করা। তার চারপাশে কেবল যৌন ভোগ-বিলাসের সরঞ্জাম— স্বমেহনে সাহায্যকারী দ্রব্য, নকল পুরুষাঙ্গ, পাম্পস, প্রতিরোধক ইত্যাদি। এই সব কিছুর সাথে দারুন মানিয়ে গেছে সিমন কঙ্কলিন।

'তোমাদের মতো বানচোতদের সারপ্রাইজ ভিজিট পছন্দ করতে শুরু করেছি আমি। আগে ভালো লাগত না, কিন্তু এখন লাগে,' বলল কঙ্কলিন।

'তোমাকে আমার মনে আছে ডিটেকটিভ স্যাম্পসন। কিন্তু *তুমি* মনে হচ্ছে নতুন এদের সাথে। নির্ঘাত আলেক্স ক্রসের অযোগ্য রিপ্লেসমেন্ট তুমি।'

'ঠিক তা নয়,' আমি বললাম। 'এই নরকে আগে আসার ইচ্ছা হয়নি, এই যা।'

নাক ঝারল কঙ্কলিন। 'আসতে ইচ্ছা হয়নি! এর মানে হল, মাঝে-মধ্যে উল্টো-পাল্টা কুকীর্তির অভ্যাস আছে তোমার। কী ধূর্ত। নিঃসন্দেহে এফ. বি. আই. য়ের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন এনালাইসিস প্রোগ্রামে আছ তুমি। ঠিক কি না?'

তার দিকে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে পুরো দোকানে নজর বোলালাম।

'হাই,' র‍্যাক দেখতে থাকা একজনের উদ্দেশ্যে বললাম। স্প্যানিশ ফ্লাই পাউডার, পেনিস হার্ড ইত্যাদি জিনিসে বোঝাই র‍্যাকটা। 'কিছু পছন্দ হল? প্রিন্সটন এলাকা থেকে এসেছেন? আমি এফ বি আই এর থমাস পিয়ার্স।'

তোতলে কিছু একটা বলেই দরজার উদ্দেশ্যে ভাগল সে, দমকা বাড়ি খেয়ে সূর্যরশ্মি ঢোকার পথ করে দিল দরজাটা।

'আউচ। এটা ভাল হল না,' বলল কঙ্কলিন। মুখ ভেংচি করে হাসির ভঙ্গি করল একটা।

'কখনও কখনও আমি খুব একটা ভাল নই,' তাকে বললাম আমি।

চোয়াল দুটো দৃঢ় ভাবে চেপে বসল কঙ্কলিনের। 'আলেক্স ক্রস যে রাতে গুলি খেয়েছে, সে সময় বন্ধুদের সাথে ছিলাম পুরো রাত্র। তোমাদের পর্যবেক্ষক দল ইতোমধ্যে আমার বন্ধু ডানার সাথে কথা বলেছে। মধ্যরাত পর্যন্ত হোপউইল-এ একটা পার্টিতে ছিলাম আমরা। অনেক সাক্ষী আছে।'

মাথা নাড়লাম আমি, ওর মতই বিরক্ত করে রেখেছি চেহারা। 'অন্য একটা বিষয়ে বল। গ্যারির ট্রেনের কি হল? সৎ ভাইয়ের কাছ থেকে যেটা চুরি করেছিল?'

এখন আর হাসছে না কঙ্কলিন। 'দেখ, তোমাদের এই বুলশিটে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বার বার বলতে ভাল লাগে না, আর তাছাড়া আমি প্রাচীণপন্থি নই। বারো বছর বয়স পর্যন্ত আমি এবং গ্যারি বন্ধু ছিলাম। এরপরে আর একসঙ্গে সময় কাটাইনি আমরা। তার নিজস্ব বন্ধু-বান্ধব ছিল। আমারও। *দি এন্ড।* এখন বেরোও এখান থেকে।'

মাথা নাড়ালাম আমি। 'না,না, গ্যারির অন্য কোন বন্ধু ছিল না। শুধু 'গ্রেট ওয়ানস'-দের জন্যে সময় দিত সে। তোমাকে সেরকমই একজন মনে করেছিল সে। আলেক্স ক্রসকে তাই বলেছিল গ্যারি। আমার ধারণা, মরার আগ পর্যন্ত তুমিই ছিলে তার একমাত্র বন্ধু। এজন্যেই আলেক্স ক্রসকে ঘৃণা কর

তুমি। ওর বাড়ি আক্রমণ করার কারণ আছে তোমার। ইউ হ্যাড এ মোটিভ, কঙ্কলিন, তুমি ছাড়া আর কেউ করেনি কাজটা।'

আবারো ভেংচি কাটার মত করে হাসল কঙ্কলিন। 'যদি এটা প্রমাণ করতে পার, সোজা নিজেই জেলে ঢুকব আমি। কিন্তু এটা তুমি প্রমাণ করতে পারবে না। *ডানা, হোপওয়েল। বহু সাক্ষী আছে।* বাই বাই, অ্যাসহোল।'

প্রাপ্তবয়স্কদের দোকানটা ছেড়ে বের হয়ে এলাম আমি সামনের দরজা দিয়ে। পার্কিং লটে প্রখর রোদে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম স্যাম্পসন আমার কাছে আসা পর্যন্ত।

'কি হল? ওভাবে বেরিয়ে এলে কেন?' জানতে চাইল সে।

'কঙ্কলিন হল লিডার।' বললাম আমি। *'সোনেজি তার অনুসারী।'*

অধ্যায় ১০১

আগে হোক বা পরে, প্রতিটি পুলিশ ইনভেস্টিগেশনই ইঁদুর-বিড়াল খেলায় পরিণত হয়। জটিল, দীর্ঘ কেসগুলোতে ব্যাপারটা স্বাভাবিক। তবে প্রথমেই আপনাকে জানতে হবে— *কে ইঁদুর, বিড়ালই বা কে?*

পরবর্তী ক'দিন সিমন কঙ্কলিনকে পযর্বেক্ষণে রাখলাম আমি এবং স্যাম্পসন। তাকে বোঝাতে চাচ্ছি, নজরদারীর ওপরে আছে সে। কাছেপিঠেই আছি আমরা। ওকে চাপে রেখে একটা ভুল করাতে চাচ্ছি আমি।

মধ্যমা দিয়ে একটা অশ্লীল ভঙ্গি করে সে আমাদের দেখতে পেলে। সেটা ঠিক আছে। তার রাডারে ধরা পরে গেছি আমরা। সে জানে, আমার সব সময়ই আছি তার ধারে কাছে। বুঝ তে পারছি, আতঙ্কিত করে ফেলছি আমরা তাকে, খেলা তো কেবল শুরু হল।

কয়েক দিন পরেই ওয়াশিংটনে ফিরতে হল জন স্যাম্পসনকে। আমিও তাই ভেবেছিলাম। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে তাকে এই কেসে কাজ করতে দেবে না ডিসি পুলিশ। আর তাছাড়া, আলেক্স ক্রস এবং তার পরিবারের এ মুহূর্তে প্রয়োজন স্যাম্পসনকে।

প্রিন্সটনে একা হয়ে গেলাম আমি। অবশ্য এভাবে কাজ করতেই পছন্দ করি।

মঙ্গলবার রাতে বাসা ছেড়ে চলে গেল সিমন কঙ্কলিন। দুই একটা কায়দা করে আমার ফোর্ড এসকর্টটা নিয়ে লেগে রইলাম তার পেছনে। প্রথমে নিজেকে দেখিয়েছি, এরপরে ম'লের কাছে প্রচুর ট্রাফিকের আড়ালে পিছিয়ে এসেছি। যেতে দিয়েছি তাকে!

সোজা ওর বাড়িতে পৌঁছে মেইন রোড থেকে একটু দূরে পার্ক করলাম, পাইন আর ব্রাম্বলের আড়ালে দেখা যাচেছ না এখন আর গাড়িটা। ঘন ঝোপের মাঝখান দিয়ে দ্রুত হাটলাম, খুব বেশি সময় নেই আমার হাতে।

কোন ফ্ল্যাশ লাইট বা কোন ধরনের আলো নেই আমার কাছে। জানি, কোথায় যাচ্ছি। উত্তেজিত হয়ে আছি, একেবারে তৈরি। সবকিছু বের করে

ফেলেছি। খেলাটাতে আমার ভূমিকা জানা হয়ে গেছে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় পুরোপুরি তৈরি।

ইট—কাঠের বাড়ি, সামনে কোয়ার্কের ষড়ভুজ আকৃতির জানালা আছে। ঢিল, নোংরা একোয়া রংয়ের কাটারগুলো মাঝে মধ্যে বাড়ি খাচ্ছে দেয়ালে। কাছাকাছি প্রতিবেশি থাকে প্রায় মাইল খানেক দূরে। কিচেন ডোর ভেঙে আমাকে ঢুকতে দেখবে না কেউ।

সিমন কঙ্কলিন আবার ফিরে আসতে পারে চেক করতে— এ ব্যাপারে সচেতন আমি। যতটা ভাবে, ততটা চালাক হলে ঠিক তাই করবে সে। তবে সেটা নিয়ে চিন্তিত নই আমি। কঙ্কলিনের ক্রস হাউস যাওয়া নিয়ে একটা থিওরি আছে আমার। আজ রাতে সেটাই পরীক্ষা করে নিতে চাই কঙ্কলিনের ঘরে।

তালা খুলতে খুলতে হঠাৎই মি. স্মিথের কথা মনে হল আমার। *লোকজনকে জ্বালাতে, তাদের বাড়ি-ঘরে হানা দিতে ওস্তাদ সে।*

বাড়ির ভেতরের অবস্থা একেবারেই অবর্ণনীয়: কঙ্কলিনের ঘর দোর দুর্গন্ধে ভরা। নাকের উপর রুমাল চাপা দিয়ে সার্চ শুরু করলাম আমি। ভয় লাগছে, হয়ত কোন বডি খুঁজে পাব এখানে। যে কোন কিছুই সম্ভব।

ধুলো-ময়লায় মাখামাখি প্রতিটি রুম, প্রতিটি আসবাব। কঙ্কলিন সম্পর্কে একটা ভাল কথাই বলা যায়— বেশ আগ্রহী পাঠক সে। প্রতিটি রুমে, তার বিছানায় ছড়ানো, ছিটানো রয়েছে ভলিউম গুলো।

সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন এবং মনোবিজ্ঞানে আগ্রহ আছে তার: মার্কস, জাং, ব্রুনো বেটেলহেইম, মার্লো, জিন বোউড্রিলার্ড। তিনটি রং না করা ছাদ সমান উঁচু বুককেসে থরে থরে সাজানো প্রচুর বই। আমার প্রথম মনে হল, কেউ একজন আগা পাশ তলা দেখে গেছে এগুলোর।

আলেক্স ক্রসের বাসায় ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক ঘটনাবলিকে মদদ যোগাচ্ছে এ ঘরের চেহারা।

কঙ্কলিনের আলুথালু বিছানার উপরে ফ্রেমে ঝুলছে এক সাইন করা এক মডেলের ছবি, পাশেই লিপস্টিকের চুমুর ছাপ।

বিছানার তলায় রয়েছে একটা রাইফেল। একটা বিএআর— ঠিক যে মডেলটা ওয়াশিংটনে ব্যবহার করেছিল গ্যারি সোনেজি। হাসি খেলে গেল আমার ঠোঁটে।

সিমন কঙ্কলিন জানে রাইফেলটা একটা ঘটনাচক্রে পাওয়া প্রমাণ, তার দোষ বা স্বচ্ছতা কিছুই প্রমাণ হয় না এতে— *সে চাইছিল এটা পাওয়া যাক। ক্রসের ব্যাজের ক্ষেত্রেও তাই করেছে। খেলতে ভালবাসে সে। নিঃসন্দেহে।*

প্রতিবাদ করতে থাকা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বেজমেন্টে নামলাম আমি। বাড়ির আলো বন্ধ রেখেছি, শুধু আমার পেনলাইটটা জ্বলছে।

সেলারে কোন জানালা নেই। শুধু ধুলো, মাকড়শার জাল আর একটা চুইয়ে পানি পরা সিঙ্ক। ছাদ থেকে ঝুলছে ফটোগ্রাফির বাঁকানো প্রিন্ট।

দ্বিগুণ জোরে বিট করছে আমার হৃদপিন্ড। ঝুলে থাকা ছবিগুলো পরীক্ষা করে দেখলাম। বিভিন্ন বয়সের কঙ্কলিনের ছবি ওগুলো। এই বাসাতেই তোলা মনে হয়।

বেজমেন্টের চারপাশে এলোমেলো ভাবে আলো ফেললাম আমি, সবখানে দেখে নিচ্ছি। নোংরা, পাথুরে মেঝে। পুরোনো মেডিকেল ইকুইপমেন্টও আছে কিছু— একটা ওয়াকার, এলুমিনিয়াম ফ্রেমের পটি, হোস এবং গজ লাগানো অক্সিজেন ট্যাঙ্ক, গ্লুকোজ মনিটর।

ওপাশে, দক্ষিণ দিকের দেয়ালে চোখ পড়ল আমার। *গ্যারি সোনেজির ট্রেন সেট!*

পৃথিবীতে গ্যারির একমাত্র বন্ধুর বাসায় এসেছি আমি, যে কিনা আলেক্স ক্রসকে আক্রমণ করেছে ওয়াশিংটনে। আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। কেসটা সমাধান করে ফেলেছি— এখন আমি নিশ্চিত।

আমি আলেক্স ক্রসের তুলনায় যোগ্যতর।

এই তো, পেরেছি।

সত্যি শুরু হল।

বিড়াল কে? ইঁদুরই বা কোনজন?

পঞ্চম পর্ব

ক্যাট অ্যান্ড মাউস

অধ্যায় ১০২

ভার্জিনিয়ার কোয়ানটিকোতে, এক এয়ারফিল্ডে এফ বি আই এর বারোজন সেরা এজেন্ট মিলিত হয়েছে অনানুষ্ঠানিক মিটিংয়ে। তাদের ঠিক পেছনেই দুটো মিশমিশে কালো কপ্টার টেকঅফের অপেক্ষায় আছে। এর চেয়ে শান্ত কিংবা মনোযোগী দেখানো সম্ভবপর নয় কাউকে, কিন্তু একই সঙ্গে কিছুটা বিমূঢ়ও এজেন্টেরা।

তাদের সামনে দাঁড়াতেই পা কাঁপতে শুরু করল আমার, হাঁটুতে বাড়ি খাচ্ছে হাঁটু। জীবনে কখনই এত নার্ভাস বোধ করিনি আমি, নিজের ওপর এতটা অনিশ্চিত থাকিনি। কোনো মার্ডার কেসেও এরচেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছি বলে মনে পড়ে না।

'আপনাদের মধ্যে যারা আমার পরিচয় জানেন না, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি,' বলে থামলাম আমি। কথা হৃদয়ঙ্গমের জন্যে নয়, বরঞ্চ নার্ভাসনেসের জন্যে। 'আমি আলেক্স ক্রস।'

ওদেরকে দেখতে দিলাম শারীরিকভাবে ভাল আছি আমি। ঢিলেঢালা খাকি ট্রাউজার আর লম্বা হাতাওয়ালা নেভী ব্লু সুতির শার্ট পরে আছি, কলার খোলা। ত্বকের ছেঁড়া, ফাঁটা আড়াল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

অনেকগুলো জটিল রহস্য মীমাংসা করতে হবে এখন। ওয়াশিংটনে, আমার বাড়িতে বন্য, কাপুরুষোচিত হামলা তার মধ্যে একটা। কে সেটা করেছে; মি. স্মিথ নামক এক গণ-হত্যাকারীর পরিচয় ; সবশেষে এফ বি আই এর থমাস পিয়ার্স নাটক— সবই খোলসা হবে এখন।

কিছু এজন্টের চেহারা দেখে বুঝতে পারছি বেশ হতবুদ্ধি হয়ে আছে তারা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, আমার এখানে আগমনে অবাক হয়েছে সবাই।

ওদের দোষ দিই না আমি, তবে যা কিছু ঘটেছে তার দরকার ছিল। এটা ছিল ভয়ংকর শয়তান এক খুনীকে ধরার একমাত্র উপায়। ওটাই ছিল প্ল্যান, বেশ চিত্তাকর্ষক বলা যায়।

'দেখতেই পারছেন, আমার মৃত্যুদশার কথাটা ছিল অতিরঞ্জন। আসলে, আমি একদম ভালো আছি,' বলে বহুকষ্টে হাসলাম আমি। এজেন্টদের বরফ কঠিন অবয়ব একটু গলল মনে হয় এতে।

'সেইন্ট এনথনি হাসপাতালের অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট— 'বাঁচার সম্ভাবনা কম,' 'আশঙ্কাজনক অবস্থা,' 'ড. ক্রসের এ অবস্থা থেকে বেঁচে ফেরা প্রায় অসম্ভব'— ছিল অতিরঞ্জিত। কোন কোন ক্ষেত্রে সোজা সাপ্টা মিথ্যে। থমাস পিয়ার্সর কারণে করা হয়েছিল সেগুলো। সবই ভুয়া। যদি কাউকে দোষ দিতেই চান, তবে কাইল ক্রেইগকে দিন,' বললাম আমি।

'হ্যাঁ, ডেফিনিটলি ব্লেইম মি,' কাইল বলল। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে সে, জন স্যাম্পসন এবং ইন্টারেপোলের সোন্দ্রা গ্রিনবার্গের সাথে। 'এমনটা করতে চায় নি আলেক্স। যদি আমার স্মরণশক্তি প্রতারণা না করে থাকে, এর কোন কিছুর সাথেই যুক্ত হতে চায়নি ও।'

'সেটা ঠিক। কিন্তু এখন আমি এতে জড়িত। প্রায় ভ্রু পর্যন্ত এতে ডুবে আছি এখন। খুব শিগ্রই আপনারাও তাই করতে যাচ্ছেন। কাইল এবং আমি সবকিছু খুলে বলছি আপনাদের।'

লম্বা একটা শ্বাস নিলাম আমি, এরপরে বলে চললাম। নার্ভাসনেস প্রায় চলে গেছে।

'চার বছর আগে হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল থেকে মাত্রই পাশ করা, থমাস পিয়ার্স নামের এক গ্রাজুয়েট তার কেমব্রিজের এপার্টমেন্ট ভবনে ফিরে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করে তার বান্ধবীকে। এটা ছিল সেই সময়ের পুলিশ রিপোর্ট। পরে ব্যুরোও সেটা যাচাই করে দেখে। আসল খুনীর নাম বলছি এবারে আপনাদের। যা ঘটেছিল বলে আমি এবং কাইল বিশ্বাস করি, তাই বলতে যাচ্ছি। সেই রাতে ক্যামব্রিজে ঠিক এমনিভাবে ঘটেছিল ঘটনাবলি—'

অধ্যায় ১০৩

ক্যামব্রিজের জিলিয়ান বারে বন্ধুদের সাথে মদ্যপান করে রাতের প্রথম ভাগটা পার করেছিল সেদিন পিয়ার্স। সবাই তারা মেডিকেল স্কুলের সদ্য পাস করা ডাক্তার, দুপুর দুটা থেকেই চলছিল এ পানাহার।

ইসাবেলাকেও আসতে বলেছিল পিয়ার্স, কিন্তু তোমরা নিজেরা মজা কর বলে এড়িয়ে গেছে সে। এটা তার প্রাপ্য। সে রাতে তার এবং ইসাবেলার শেয়ার করা এপার্টমেন্ট ভবনে আসার কথা ছিল মার্টিন স্ট্র বলে এক ডাক্তার ভদ্রলোকের, গত ছয়মাস ধরে এ-ই ঘটে আসছে। স্ট্র এবং ইসাবেলার মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে ততদিনে, নিজের বউ-বাচ্চা ছেড়ে ইসাবেলার কাছে চলে আসার প্রতিজ্ঞা করেছে স্ট্র।

ইনম্যান স্ট্রিটের এপার্টমেন্টে যখন পৌঁছল পিয়ার্স, ইসাবেলা তখন ঘুমে নিমগ্ন। সে জানে, আগেই ওখানে এসে ঘুরে গেছে মার্টিন স্ট্র। ওর সেন্টটা ভুলে যাওয়া কঠিন। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল পিয়ার্সের। ইসাবেলার সাথে কখনও প্রতারণা করেনি সে, চেষ্টা পর্যন্ত করে নি।

গভীর ঘুমের ঘোরে ছিল সে বিছানায়। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল পিয়ার্স, একটুও নড়েনি ইসাবেলা এতক্ষণে। ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে দেখতে সব সময় ভালবাসে পিয়ার্স। বেশ নিষ্পাপ দেখায়।

ইসাবেলা ওয়াইন পান করছিল—মিষ্টি গন্ধটা এখান থেকেই পাচ্ছে সে।

পারফিউম ব্যবহার করেছে— মার্টিন স্ট্রয়ের জন্যে।

জিন পেটৌ-এর জয় পারফিউম ওটা— অত্যন্ত দামী সুগন্ধি। গত ক্রিসমাসে পিয়ার্সই উপহার দিয়েছিল।

হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙ্গে পরল পিয়ার্স।

ইসাবেলার আগুন রঙা চুলগুলো থোকা থোকা ভাবে ছড়িয়ে আছে বালিশের উপর। মার্টিন স্ট্রয়ের জন্যে।

সবসময়ে বিছানার বাঁ ধারে শোয় স্ট্র। নাকের সেপটাম বাঁকা তার, কিন্তু এমনকি ডাক্তারেরা পর্যন্ত অপারেশন ভয় পায়। ডান নাক দিয়ে ভালভাবে শ্বাস নিতে পারে না সে।

এটা জানে থমাস পিয়ার্স। স্ট্র-কে *পর্যবেক্ষণ* করেছে সে, বুঝতে চেয়েছে তাকে, তার তথাকথিত মানবিকতাকে।

পিয়ার্স জানে যা করার তাকে এখনই করতে হবে, দেরী করার আর অবকাশ নেই।

নিজের সমস্ত ওজন, সমস্ত শক্তি এবং ক্ষমতা নিয়ে ইসাবেলার উপর পড়ল সে। তৈরি হয়ে আছে তার যন্ত্র। বাধা দেয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাল ইসাবেলা, পিয়ার্স ধরে রাখল তাকে। শক্ত দুই হাতে চেপে ধরল তার রাজহংসীর মতো গলা। ম্যাট্রেসের নিচে আটকে রাখল পা দুটোকে, যেন জোর পাওয়া যায় হাতে।

ধস্তা-ধস্তিতে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল ইসাবেলার নগ্ন বুক, পিয়ার্সের মনে পরে গেল কী 'সেক্সি' এবং 'অসাধারণ সুন্দর ও দুটো' ; কেমন 'পারফেক্ট জোড়া' ওগুলো ; 'ক্যামব্রিজের একান্তই আপন রোমিও এবং জুলিয়েট।' কি ফালতু। দুঃখজনক একটা মিথ। সোজা করে যারা ভাবতে জানে না, সেই ধরনের লোকের ভাবনা। তাকে আসলে ভালবাসত না ইসাবেলা, কিন্তু কী ভীষণ ভাবেই না ওকে ভালবাসে সে। জীবনে প্রথম বারের মতো তাকে কিছু *অনুভূতি* শিখিয়েছিল ইসাবেলা।

ওকে দেখল পিয়ার্স। ইসাবেলার চোখে আয়নার স্বচ্ছতা। ছোট, সুন্দর মুখটা কাত হয়ে আছে একপাশে। এখনও স্যাটিনের মতো নরম তার ত্বক।

অসহায় সে এখন, কি ঘটছে তার সাথে দেখতে পারছে। নিজের অপরাধ বুঝতে পারবে সে এখন, শাস্তি গ্রহণ করবে।

'জানি না কি করছি আমি,' শেষমেষ বলল পিয়ার্স। 'মনে হচ্ছে যেন নিজের বাইরে চলে গেছি, দূর থেকে দেখছি নিজেকে। এরপরেও... তোমাকে বলতে পারব না, কি জীবন্ত লাগছে নিজেকে এই মুহূর্তে।'

প্রতিটি সংবাদপত্র, নিউজ ম্যাগাজিন, টিভি, রেডিও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা দিয়েছিল ঘটনার, কিন্তু সেই রাতে বেডরুমে যা ঘটেছিল— তেমন করে নয়। ইসাবেলার চোখে তাকিয়ে থেকে ওকে খুন করেছিল সে।

বের করে এনছিল ওর হৃদপিন্ড।

তখনও পাম্প করছিল সেটা, বেঁচে ছিল— এরপর ধীরে ধীরে ওরই হাতে মারা গেল ওটা।

এরপর স্কুবা ইকুইপমেন্টের বর্শা দিয়ে ওটাকে বিদ্ধ করেছিল সে।

ছেঁদা করেছিল ইসাবেলার হৃদপিন্ড। ওই ক্লু টা রেখে এসেছিল পিয়ার্স, সর্বপ্রথম ক্লু।

নিজের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন পিয়ার্সকে বলছিল, ইসাবেলার আত্মাত্যাগ করে গেছে তাকে। এরপর যেন নিজের আত্মাও বিদায় নিল তার কাছ থেকে। পিয়ার্স বিশ্বাস করে, সেই রাতে নিজেও মারা গেছে সে।

সেই রাতের মৃত্যুই জন্ম দিল মি. স্মিথের।

থমাস পিয়ার্স হল মি. স্মিথ।

অধ্যায় ১০৪

'থমাস পিয়ার্স *হল* মি. স্মিথ,' কোয়ানটিকোতে সমবেত এজেন্টদের উদ্দেশ্যে বললাম আমি। 'যদি আপনাদের মধ্যে কারও মনে এতটুকু সন্দেহও থাকে এ ব্যাপারে, দয়া করে ভুলে যান। এই দলের সবাই এবং আপনার নিজের জন্যেও চরম বিপদজনক হতে পারে সেটা। পিয়ার্সই হল স্মিথ, এ পর্যন্ত উনিশজনকে খুন করেছে সে। আবারো করবে।'

বেশ অনেকক্ষণ ধরে বলছি আমি, এবারে থামলাম। দলের কেউ একজন প্রশ্ন করেছে। আসলে, একটা-দুটো নয় বহু প্রশ্ন আছে এদের মনে। আমি নিজেও প্রচুর প্রশ্নের উত্তর চাই।

'এক মুহূর্তের জন্যে কি একটু পেছনে ফিরে যেতে পারি? আপনার পরিবার *আক্রান্ত* হয়েছিল, নয় কি?' ক্রু-কাট করা চুলের এক তরুণ এজেন্ট জানতে চাইল। 'আপনি *তো* আঘাত পেয়েছিলেন?'

'আমার বাড়িতে একটা আক্রমণ হয়েছিল সত্য। কোন এক অজানা কারণে, খুন করার আগেই থেমে যায় আততায়ী। আমার পরিবার এ মুহূর্তে ঠিক আছে। বিশ্বাস করুন, অন্য যে কোন কিছুর চেয়ে আমার বাড়িতে আক্রমণ, অনুপ্রবেশকারীর সম্পর্কে জানতে চাই আমি। সেই বাস্টার্ডকে চাই আমার, যে-ই হোক সে।'

হাতের কাষ্টটা উঁচু করে সবাইকে দেখালাম। 'কবজিতে লেগেছে একটা বুলেট। আরেকটা বেরিয়ে গেছে পেট ফুঁড়ে। তবে যকৃত ধমনী ছোঁয় নি সেটা, যেমনটা বলা হয়েছিল। অবশ্যই খারাপ ছিল আমার অবস্থা, তবে ইসিজি রিপোর্ট মোটেও অত খারাপ ছিল না। ওটা বলা হয়েছিল পিয়ার্সের খাতিরে। কাইল? কিছু ব্যাপারে তুমিও বল এদের।'

কাইল ক্রেইগের মাস্টার প্ল্যান এটা। এজেন্টদের উদ্দেশ্যে বলতে শুরু করল সে।

'পিয়ার্সের ব্যাপারে ঠিকই বলেছে আলেক্স। সে একজন ঠান্ডা মাথার খুনী। আজ রাতে যা করতে চলেছি আমরা, সেটা যথেষ্ট বিপদজনক। যদিও অস্বাভাবিক, তবে পরিস্থিতি দাবি করে এমন কিছুই। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই

ইন্টারপোল এবং ব্যুরো একটা ফাঁদ তৈরি করে চলেছে মি. স্মিথের জন্যে—যাকে আমরা থমাস পিয়ার্স বলে সন্দেহ করছি,' বলে চলে কাইল।,কোন ভাবেই তাকে আটকাতে সমর্থ হই নি আমরা, তবে এই মুহূর্তে এসে এমন কিছু করতে চাই না, যাতে ভীত হয়ে পালিয়ে যায় সে। '

'ভীতিকর একটা কুত্তার বাচ্চা এই লোক, শুধু এতটুকু বলব আমি,' আমার পাশ থেকে বলল জন স্যাম্পসন। বুঝতে পারছি, বহু কষ্টে নিজের ভেতর রাগ চেপে রেখেছে সে। 'আর এই বাস্টার্ড টা দারুন সাবধানী। সামান্য কোন ভুল করতে দেখিনি তাকে, যতটা সময় আমার সাথে কাজ করেছে। তার অংশ ঠিকই পালন করে চলেছে সে।'

'তুমিও পালন করেছ ঠিক ঠিক,' প্রশংসা করে বলল কাইল। 'এই নাটকে ডিটেকটিভ স্যাম্পসনেরও ভূমিকা আছে,' ব্যাখ্যা করল সে।

কয়েক ঘন্টা আগে পিয়ার্সের সাথে নিউজার্সিতে ছিল স্যাম্পসন। আমার চেয়ে পিয়ার্সকে ভাল করে চেনে সে, তবে কাইল এবং ইন্টারপোলের স্যান্ডি গ্রিনবার্গের মত করে নয়। মূলত, স্যান্ডিই প্রোফাইল করেছে পিয়ার্সকে। এই মুহূর্তে এখানে উপস্থিত আছে সে।

'কেমন চলছে স্যান্ডি?' গ্রিনবার্গের উদ্দেশ্যে বলল কাইল। 'কী লক্ষ্য করেছ তুমি?'

লম্বা, সপ্রতীভ চেহারা মেয়েটার। বিগত বছর দুই ধরে ইউরোপে এই কেসে কাজ করছে সে। 'থমাস পিয়ার্স একজন উগ্র বাস্টার্ড। বিশ্বাস করুন, আমাদের সবাইকে নিয়ে হাসছে সে। নিজের সম্পর্কে একশত ভাগ নিশ্চিত। কাঁধের পেছন দিয়ে তাকানো বন্ধ করে না সে। মাঝে মধ্যে আমার মনে হয়, পিয়ার্স মানুষ নয়। যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে পারে। আমরা যে চাপ দিয়েছি, কাজ করছে সেটা।'

'আরো পরিষ্কার হচ্ছে ব্যাপারটা,' কথার সূত্র ধরে বলল কাইল। 'শুরুতে বেশ শান্ত ছিল পিয়ার্স। সবাইকে গাধা বানিয়েছিল। আমাদের যে কোন এজেন্টের মতোই প্রফেশন্যাল ছিল সে। ক্যামব্রিজ পুলিশের কেউ বিশ্বাস করতে রাজী ছিল না ইসাবেলা ক্যালাইসকে খুন করেছে পিয়ার্স। কোন ভুল করেনি পিশাচটা, ইসাবেলার মৃত্যুতে তার আক্ষেপ অবাক করার মতো ছিল।'

'পিয়ার্স একজন জ্বলজ্যান্ত বাস্তব, লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান, ' আবার মুখ খুলল স্যাম্পসন। 'দারুন স্মার্ট সে। ভালো ইনভেস্টিগেটরও বটে। নিয়মানুবর্তী, ইন্দ্রিয় সচেতন। হোম ওয়ার্ক করা তার, সরাসরি পৌঁছে গেছিল সিমন কঙ্কলিনের কাছে। আমার ধারণা, আলেক্সের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে সে।'

'আমিও তাই বিশ্বাস করি,' স্যাম্পসনের উদ্দেশ্যে নড্ করল কাইল। 'খুবই জটিল মানুষ পিয়ার্স। সম্ভবত তার অর্ধেকটাও চিনতে পারি নি আমরা এখনও, এটাই ভাবাচ্ছে আমাকে।'

সোনেজির কীর্তি শুরু হবার আগেই মি. স্মিথ-কেসটা নিয়ে আমার কাছে এসেছিল কাইল। রোজীকে যেবারে কোয়ানটিকোতে নিয়ে গেছিলাম পরীক্ষার জন্যে, সেবারে আবার আলোচনা করেছি দু'জন। অনানুষ্ঠানিক ভাবে এই কেসে কাজ করেছি আমি। সোন্দ্রি গ্রিনবার্গের সাথে থমাস পিয়ার্সের প্রোফাইল নিয়ে কাজ করেছি। আমি গুলি খাবার পর দারুন উদ্বিগ্ন কাইল ছুটে আসে ওয়াশিংটনে। তবে সবাই যেমনটা ভেবেছিল, বা বলা ভাল, ভাবতে বাধ্য করা হয়েছিল— ততটা খারাপ ছিল না আমার অবস্থা।

এত বড় একটা সুযোগ নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল কাইলের। পিয়ার্সকে মুক্ত থাকতে দিয়েছে সে। শেষমেষ আমার কেসে তাকে নিয়ে এসে চোখে চোখে রাখার পরিকল্পনা করা হয়। কাইলের ধারনা ছিল, এই লোভ সামলাতে পারবে না পিয়ার্স। তার ধারনা সঠিক।

'বিস্ফোরিত হতে যাচ্ছে পিয়ার্স,' সোন্ড্রা গ্রিনবার্গ বলল এবারে। 'আমি বলছি আপনাদের। তার মাথায় কি চলছে, তা আমি জানি না। তবে সহ্যের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে পিয়ার্স।'

গ্রিনবার্গের সাথে একমত হলাম আমি। 'কী ঘটতে পারে, বলছি আমি। দুইটি সত্তা একত্র হতে যাচ্ছে পিয়ার্সের। মি. স্মিথ এবং থমাস পিয়ার্স মিলে যাবে শিঘ্রই। মূলত, তার থমাস পিয়ার্স অংশটুকুই হারিয়ে যাচ্ছে। আমার ধারনা, *মি. স্মিথ খুন করতে যাচ্ছে সিমন কঙ্কলিনকে।*'

আমার পানে ঝুঁকে এল স্যাম্পসন, 'মি. স্মিথ *এবং* মি. পিয়ার্সের সাথে দেখা করার সময় তোমার এল বলে।'

অধ্যায় ১০৫

এই হল সবকিছু। হতেই হবে। দি এন্ড।

যা কিছু ভেবে রেখেছিলাম আমরা, রাত সাতটা নাগাত প্রিন্সটনে সবকিছু ঠিক ঠাক মতো ঘটল। অতীতে নিজেকে ভ্রম জাগানিয়া প্রমাণ করেছে পিয়ার্স। রহস্যজনক ভাবে মি. স্মিথের ভূমিকা থেকে বের হয়ে আবার প্রবেশ করেছে সে। তবে নিঃসন্দেহে এবারে তার নিজেকে উন্মোচনের সময় চলে এসেছে।

কেমন করে এই কলা শিখল সে, কেউ জানে না। কোন সাক্ষী ছিল না তার কুকীর্তির। বেঁচে ছিল না কেউ।

কাইল ক্রেইগের ভয় ছিল, হাতে নাতে ধরতে পারবে না পিয়ার্সকে। সেক্ষেত্রে আঁচল্লিশ ঘণ্টার বেশি আটকে রাখা সম্ভব হবে না তাকে। তার ধারণা, গ্যারি সোনেজি বা আমাদের সবার চেয়ে চালাক পিয়ার্স।

মি. স্মিথ কেসে পিয়ার্সের নিয়োগে আপত্তি তুলেছিল কাইল, কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করা হয়নি। পিয়ার্সকে দেখে, তার কথা শুনে ক্রমেই নিশ্চিত হয়েছে সে, অন্তত ইসাবেলার খুনটা পিয়ার্সই করেছে।

কোন ভুল পিয়ার্স করেছে বলে মনে হয় না। সব চিহ্ন মুছে আসত সে। এরপরেই একটা ফাঁক পাওয়া গেল। জার্মানির ফ্র্যাংকফুর্টে দেখা গিয়েছিল পিয়ার্সকে, ঠিক যেদিন অদৃশ্য হয়েছিল একজন ভিকটিম। রোমে থাকার কথা ছিল তার সেদিন।

ক্যামব্রিজে পিয়ার্সের এপার্টমেন্টে সার্চ করার জন্যে যথেষ্ট ছিল সেটা। কিছুই পাওয়া গেল না। কম্পিউটার এক্সপার্টদের ডাকা হল। তাদের ধারণা হল, সম্ভবত নিজেই নিজেকে মেসেজ পাঠাচ্ছিল পিয়ার্স, মি. স্মিথ সেজে। তবে কোন প্রমাণ নেই এর। এরপর ডাঃ আবেল সান্তে নিখোঁজ হবার দিনে প্যারিসে দেখা গেল পিয়ার্সকে। অথচ তার লগ বলছিল, সারাদিন লন্ডনে ছিল সে। যদিও ঘটনাচক্রে পাওয়া, তথাপি কাইল বুঝে ফেলেছিল খুনী হিসেবে যথেষ্ট ভাল প্রমাণ এটা।

আমিও তাই ভেবেছিলাম।

এখন শক্ত প্রমাণ দরকার আমাদের।

প্রায় পঞ্চাশ জনের মত এফ বি আই এজেন্ট জড় হয়েছে প্রিন্সটন এলাকায়, যেন পৃথিবীর একমাত্র স্থান এটা যেখানে কোন অপরাধ ঘটতে চলেছে। অথবা শেষ হতে চলেছে কোন হত্যার ধারাবাহিকতা।

বেনামী একটা রাস্তায় পার্ক করা কালো সেডানের ভেতর বসে আছি আমি এবং স্যাম্পসন। মূল পর্যবেক্ষণ দলের অংশ নই, তবে কাছাকাছি থাকতে চাইছি। মাইল দুয়েকের বেশি দুরে নই আমরা পিয়ার্সের। রাতের প্রথম অংশে খিটখিটে, অস্থির রইল স্যাম্পসন। পিয়ার্স এবং তার মধ্যে তীব্র একটা ব্যক্তিগত দ্বন্ধে পরিণত হয়েছে ব্যাপারটা।

প্রিন্সটনে আসার পেছনে আমারও একটা ব্যক্তিগত কারণ আছে। সিমন কঙ্কলিনের উপর চড়াও হতে চাই আমি। দুঃখজনকভাবে, এই মুহূর্তে আমার এবং তার মাঝখানে রয়েছে পিয়ার্স।

মারিয়ট হোটেলের দুই ব্লক দুরে রয়েছি আমার এখন।

'দারুণ একটা প্ল্যান,' অপেক্ষা করতে করতে বিড়বিড় করে বলল স্যাম্পসন।

'যা কিছু সম্ভব, করেছে এফ বি আই। কাইলের ধারণা ছিল এতে কাজ হবে। আমার বাড়ি আক্রমণের ঘটনাটা তদন্তের লোভ সামলাতে পারবে না পিয়ার্স। তার জন্যে এ হয়ত এক চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা, কে বলতে পারে?'

চোখ সরু হয়ে গেল স্যাম্পসনের— তীক্ষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত। 'হুমম, আর তোমার কোন অংশ নেই এই বিচিত্র প্ল্যানে?'

'হয়তো এই সেটআপটা পিয়ার্সের বিশাল ইগোতে আকর্ষণীয় মনে হবে— এরকম একটা ধারনা দিয়েছিলাম আমি। বেশি সাহস দেখাতে গিয়ে ধরা পরবে সে— এরকম হয়তো বলেছিলাম।'

চোখ উল্টে একটা ভঙ্গি করল স্যাম্পসন, দশ বছর বয়স থেকেই এমনটা করে আসছে সে। 'হুমম, হয়তো বলেছিলে তুমি। তবে কি, এক সাথে কাজ করার জন্যে একটা যন্ত্রণা বিশেষ এই লোক।'

রাতের কম্বলে আবৃত হওয়া পর্যন্ত প্রিন্সটনের ইউনিভার্সিটি শহরে অপেক্ষা করে চললাম আমরা। এ যেন ডেজা ভ্যু। জন স্যাম্পসন এবং আলেক্স ক্রসের নিত্যদিনের ডিউটি।

'এখনও আমাকে পছন্দ কর তুমি,' বলে দাঁত বের করে হাসল স্যাম্পসন। সাধারণত দুষ্টামি করে না সে, তবে যখন করে সেটা বেশ চিত্তাকর্ষক। 'ইউ ডু লাভ মি, সুগার?'

ওর পায়ে চাপড়ে দিলাম আমি। 'নিশ্চই।'

জোরে আমার কাঁধে একটা ঘুষি বসিয়ে দিল সে। পুরো অবশ হয়ে গেছে জায়গাটা। *মারতে* পারে এই লোক।

'পিয়ার্সকে মারতে চাই আমি! মেরে ছাতু করে দিতে চাই!' গাড়ির ভেতর থেকে হুঙ্কার ছাড়ল স্যাম্পসন।

'মারটা পিয়ার্স আর মি. স্মিথকে দাও!' ওর সাথে আমিও চেঁচালাম।

ব্যাড বয়েজ সিনেমার নকল করে একযোগে সুর করে গাইতে লাগলাম আমরা দুজন। *'মারটা পিয়ার্স আর মি. স্মিথ কে দাও'।*

ইয়েহ!

আবার কাজে ফিরে এসেছি আমরা।

অধ্যায় ১০৬

থমাস পিয়ার্স ভাবছিল সে অপারজেয়, কেউ থামাতে পারবে না তাকে। অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইল সে, একটুও নড়ছে না। ইসাবেলার কথা ভাবছিল সে— ওর অনিন্দ্য সুন্দর মুখ, ওর হাসি, কণ্ঠস্বর শুনছিল। লিভিং রুমে আলো জ্বলা পর্যন্ত ওভাবে রইল সে। শেষমেষ দেখতে পেল সিমন কঙ্কলিনকে।

'অনুপ্রবেশকারী রয়েছে ঘরে,' ফিসফিস করল পিয়ার্স। 'চেনা চেনা মনে হচ্ছে? সতর্কঘন্টি জ্বলছে মাথায়, কঙ্কলিন?'

সরাসরি কঙ্কলিনের কপালে একটা .৩৫৭ ম্যাগনাম ধরে রেখেছে সে। সামনের দরজা দিয়ে পোর্চে ফেলে দিতে পারে পিয়ার্স তাকে।

'হোয়াট দ্য—?' উজ্জ্বল আলোতে চোখ পিটপিট করছে কঙ্কলিনের। অচিরেই কালো চোখগুলো শক্ত হয়ে উঠল তার। 'অনৈতিক প্রবেশ!' চেঁচাল সে। 'আমার বাসায় ঢোকার কোন অধিকার নেই তোমার। বেরিয়ে যাও!'

হাসি চাপাতে পারল না পিয়ার্স। জীবনে আনন্দ খুঁজে পায় না সে, তবে হিউমারের কোন অভাব নেই তার। হাতের অস্ত্রটা অকম্পিত ধরে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে।

সংবাদপত্র, বই, ক্লিপিং আর ম্যাগাজিনের স্তূপের কারনে লিভিং রুমের ভেতর হাঁটা দায়। সবকিছু বিষয় এবং তারিখ দিয়ে আলাদা করা। সাধারণ-নয় ধরনের সিমন কঙ্কলিন অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার রোগে ভুগছে— নিশ্চিত পিয়ার্স।

'নিচে। বেজমেন্টে যাচ্ছি আমরা,' বলল সে। *'সেলারে।'*

নিচে আলো জ্বলছে। সবকিছু তৈরি রেখেছে পিয়ার্স। সংকীর্ণ বেজমেন্ট রুমের মাঝখানে পুরোনো একটা খাটিয়া পাতা। এটার জায়গা করার জন্যে সাই ফাই বইগুেলোকে সরিয়ে রেখেছে সে।

নিশ্চিত নয়, তবে পিয়ার্সের ধারনা মানবজাতির বিলুপ্তি হল সিমন কঙ্কলিনের অবসেশনের বিষয়বস্তু। এই প্যাথলজিকাল চিন্তা ভাবনা সম্পর্কিত বই, জার্নাল, খবরের কাগজ সগ্রহে রেখেছে সে। সেলারের দেয়ালে টেপ দিয়ে আঁকানো রয়েছে একটা বৈজ্ঞানিক জার্নালের প্রচ্ছদ—'মাছের লিঙ্গ পরিবর্তন— যুগপৎ এবং সংযুক্ত উভলিঙ্গিক চিন্তা' হল শিরোনাম।

'হোয়াট দ্য হেল?' পিয়ার্স কি করেছে দেখতে পেয়ে চেঁচাল কঙ্কলিন।

'সবাই তাই বলে,' বলে তাকে ধাক্কা দিল থমাস পিয়ার্স। টলোমলো পায়ে সিঁড়ির ধাপ কটা অতিক্রম করল কঙ্কলিন।

'তোমার ধারণা, তোমাকে ডরাই আমি,' ঘুরে নাক সিঁটকাল সে। 'আমি ডরাই না।'

মাথা নেড়ে একটা ভ্রূ উঁচু করল পিয়ার্স। 'শুনলাম তোমার কথা। এখনই সোজা করে দিচ্ছি, একটু অপেক্ষা কর।'

আবারো ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি থেকে কঙ্কলিনকে ফেলে দিল সে। ধীরে নিচে নামল নিজে। '*এখন* একটু ভয় পেতে শুরু করেছ, না?' জানতে চাইল পিয়ার্স।

ম্যাগনামের পাশ দিয়ে একটা বাড়ি মারল সে কঙ্কলিনকে। মাথা থেকে রক্ত গড়াতে লাগল কঙ্কলিনের।

' *এখন* একটু ভয় পেতে শুরু করেছ, না?'

মাথা নিচু করে কঙ্কলিনের চুলের কাছে মুখ রাখল পিয়ার্স।

'ব্যথা সম্পর্কে খুব একটা জানো না তুমি। তোমার সম্বন্ধে এটা জানি আমি,' ফিসফিসাল সে। 'সাহস বলতে খুব একটা কিছুও নেই তোমার। আলেক্স ক্রসের বাড়িতে গেলে, অথচ তাকে মারতে *সাহস* হল না? ওর পরিবারকে মারতে পারলে না। ঘরে ঢুকলে, নষ্ট করলে সুযোগটা। *এটুকু* আমি জানি।'

সামনা সামনি এই কথাবার্তা দারুন লাগছে পিয়ার্সের। সিমন কঙ্কলিন কিসে হড়কায়, জানতে আগ্রহী ছিল সে। তাকে 'স্টাডি' করতে চাইছিল পিয়ার্স, তার মানবিকতাকে বুঝতে চাইছিল। সিমন কঙ্কলিনকে জানার অর্থ, নিজেকেই জানা।

কঙ্কলিনের চেহারায় তাকিয়ে রইল সে। 'প্রথমেই, আমি চাই তুমি বল, আলেক্স ক্রসের বাড়িতে *তুমিই* হানা দিয়েছিলে। *তুমি করেছ এটা!* এখন কেবল স্বীকার কর। যা বলবে, তার কোনটাই কোর্টে তোমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে না। এটা কেবল আমার আর তোমার ব্যাপার।'

এমন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল কঙ্কলিন, যেন পুরো উন্মাদ সে।

'তুমি পাগল। এটা করতে পার না তুমি। কোর্টে কোন কাজ হবে না এতে,' ক্ষীণস্বরে বলল সে।

অবিশ্বাসে চোখ বড় বড় হল পিয়ার্সের। যেন পাগলের দিকে দেখছে, এমনি করে কঙ্কলিনের দিকে তাকাল সে। 'এটাই কি এই মাত্র বলিনি আমি? তুমি কি শোনোনি? আমি কি নিজের সঙ্গে কথা বলছিলাম এতক্ষণ? না, *তাদের* কোর্টে কোন কাজ হবে না *এতে।* এটা আমার কোর্ট। এতটা সময় তুমি কেসটা হেরে চলেছ, বন্ধু। তবে তুমি বেশ স্মার্ট। পরবর্তী কয়েক ঘন্টায় এরচেয়ে ভাল করবে আশা করি।'

আঁতকে উঠল সিমন কঙ্কলিন। চকচকে, স্টেইন লেস স্টিলের একটা স্ক্যালপেল তাক করা রয়েছে তার বুক বরাবর।

অধ্যায় ১০৭

'আমার দিকে তাকাও! আমি যা বলছি, তাতে মনোযোগ দাও সিমন। এফ বি আই এর আর একজন গ্রে সুট নই আমি— গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব চাই আমার। আমি চাই, ঠিক ঠিক জবাব দাও ওগুলোর। *তুমিই* তো গিয়েছেলে ক্রসের বাড়িতে! তুমি আক্রমণ করেছ ক্রসকে। এখান থেকেই শুরু করা যাক।'

বাঁ হাতের এক ঝাঁকিতে সেলারের মেঝে থেকে কঙ্কলিনকে তুলে ফেলল পিয়ার্স। তার শারীরিক সামর্থ্য অবিশ্বাস্য।

স্ক্যালপেলটা হাত থেকে ফেলে দড়ি দিয়ে খাটিয়ার সাথে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল সে কঙ্কলিনকে।

বাঁদা-ছাদা হয়ে যাবার পর অসহায় কঙ্কলিনের দিকে ঝুঁকে এল পিয়ার্স। 'একটা কথা বলি— তোমার এই সুপিরিয়র আচরণ পছন্দ নয় আমার। বিশ্বাস কর— *তুমি মোটেও তা নও।* একটা জিনিস আশ্চর্যজনকভাবে মনে হচ্ছে আমার, তবে এখনও বিশ্বাস করতে শুরু করিনি। তুমি একটা *নমুনা*, সিমন। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি,'

'না!' তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল কঙ্কলিন। বুকের উপরভাগে যখন কাটতে শুরু করল পিয়ার্স, চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার রইল না তার। যা ঘটছে, তা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না সে। চেঁচিয়ে চলল কঙ্কলিন।

'এখন কিছুটা মনোযোগ দিতে পারছ, তাই না সিমন? দেখো তো, টেবিলে ওটা কি? ওটা একটা টেপ রেকর্ডার। তোমার স্বীকারক্তি চাই আমার। ড. ক্রসের বাড়িতে কি ঘটেছিল, জানাও আমাকে। পুরোটা শুনতে চাই আমি।'

'আমাকে ছেড়ে দাও,' ফিসফিস করে দুর্বলভাবে বলল কঙ্কলিন।

'না! তা হবে না। আর কখনই ছাড়া হবে না তোমাকে। ঠিক আছে, স্ক্যালপেল এবং টেপ রেকর্ডারের কথা ভুলে যাও। কেবল একটু মনোযোগ দাও। এই নাও তোমার কোকা কোলা, তোমার *কোক*, সিমন। '

ভাল করে ঝাঁকিয়ে লাল বোতলটা খুলল পিয়ার্স। এরপরে কঙ্কলিনের মাথা পেছনে সরিয়ে মুঠোর ভেতর এক গোছা চুল ধরল। তার নাকে ঠেসে ধরল কোকের বোতলটা।

বিস্ফোরিত হয়ে উপরে উথলে উঠল সোডা, বাদামী, বুদবুদ সহ। নাকের ভেতর হয়ে কঙ্কলিনের মাথার ভেতরে যেন পৌঁছে গেল সেটা। আর্মি ইন্টারোগেটরের কৌশল এটা। অসম্ভব বেদনাদায়ক, সবসময় কাজ করে।

দম আটকে এল সিমন কঙ্কলিনের। কাশতে লাগল সে দারুনভাবে।

'নিঃসন্দেহে আমার কৌশলগুলো মনে ধরেছে তোমার। যে কোন আসবাব ব্যবহার করতে পারি আমি। স্বীকারোক্তি দিতে রাজী আছ? নাকি আর একটু কোক চাও?'

ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে আছে কঙ্কলিনের চোখ। 'যা চাও, তাই বলব আমি! দয়া করে থাম!'

উপরে নিচে মাথা ঝাঁকাল পিয়ার্স। 'শুধু সত্যিটা চাই আমার। ফ্যাক্ট চাই। জানতে চাই, আলেক্স ক্রস যে কেস সমাধা করতে পারেনি, আমি করেছি সেটা।'

টেপ রেকর্ডারটা চালু করে কঙ্কলিনের দাড়িবহুল থুতনিতে ঠেকাল পিয়ার্স। 'বল কি ঘটেছিল।'

'আমিই আক্রমণ করেছিলাম ক্রস আর ওর পরিবারকে। ইয়েস, ইয়েস—ওটা আমি ছিলাম,' আটকে যাওয়া স্বরে বলল কঙ্কলিন, আরো করুণ শোনাল তার গলা। 'গ্যারি চেয়েছিল এটা। সে বলেছিল, আমি না করলে আর কেউ করবে কাজটা। তারা নির্যাতন করে মেরে ফেলবে আমাকে। লরটন জেলে ওর পরিচিত কেউ। এটাই সত্যি, কসম! গ্যারিই নেতা, আমি না!'

হঠাৎই নরম, নাজুক হয় উঠল পিয়ার্সের কণ্ঠস্বর। 'আমি জানি সেটা, সিমন। বেকুব নই আমি। জানতাম গ্যারি সোনেজি কাজটা করিয়ে নিয়েছে তোমাকে দিয়ে। ক্রসের বাসভবনে ওকে মারতে পারনি তুমি, তাই না? ভাবতে পারবে, কিন্তু আসল সময়ে গিয়ে ফেল মারলে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল সিমন কঙ্কলিন। ভীত, ক্লান্ত সে। ভাবছে, গ্যারি সোনেজি পাঠায়নি তো এই উন্মাদাটাকে।

কোক ক্যানটা নেড়ে কঙ্কলিনকে বলতে থাকার ইঙ্গিত দিল সে। এক চুমুক দিয়ে শুনতে লাগল কথা। 'বলে যাও, সিমন। তোমার আর গ্যারির সবকিছু বল আমাকে।'

বাচ্চাদের মত কাঁদছে কঙ্কলিন, তবে কথা বলতে লাগল সে। 'ছোটবেলায় অনেক পিটানো হত আমাদের। মাণিকজোড় ছিলাম দুজন। ওর বাড়িটা যেদিন পুড়িয়ে দিল গ্যারি, আমি ছিলাম সেখানে। দুই সৎ ভাইবোন সহ ওর মা ছিল ভেতরে। বাবাও ছিল। ডিসিতে যে দুই ছেলেমেয়েকে কিডন্যাপ করেছিল সোনেজি, তাদের পাহাড়া দিয়েছিলাম আমি। ক্রসের বাড়িতেও আমি ঢুকেছিলাম। ঠিক বলেছ তুমি! ওটা গ্যারিও করতে পারত। সে-ই পরিকল্পনা করেছিল সবকিছু।'

অবশেষে রেকর্ডারটা সরিয়ে নিয়ে বন্ধ করল পিয়ার্স। ‘ঠিক আছে, সিমন। আমি বিশ্বাস করি তোমাকে।’

এতক্ষণ যা বলেছে সিমন কঙ্কলিন, সবকিছুর একটা ভাল উপসংহার বলা যেতে পারে তাকে। ইনভেস্টিগেশন শেষ। নিজেকে আলেক্স ক্রসের চেয়ে যোগ্যতর প্রমাণ করেছে পিয়ার্স।

‘দারুন একটা কথা এবারে তোমাকে বলতে যাচ্ছি আমি সিমন। অসাধারণ লাগবে তোমার— আমার মনে হয়।’

সার্জিকেল ছুড়িটা উঁচাল সে, কুঁকড়ে সরে যেতে চাইল সিমন। সে জানে, কি আসছে এরপরে।

‘আমার তুলনায় গ্যারি সোনেজি একটা মেনি বিড়াল,’ বলল থমাস পিয়ার্স। *‘আমি মি. স্মিথ।’*

অধ্যায় ১০৮

স্পিড লিমিট ভেঙ্গে প্রিন্সটনের পথে ছুটছিলাম আমি এবং স্যাম্পসন। থমাস পিয়ার্সের পেছনে লেগে থাকা এজেন্টেরা তার হদিশ হারিয়ে ফেলেছে। মায়াজাল বিস্তারী থমাস পিয়ার্স অথবা মি. স্মিথ এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ মুক্ত। সবাই ভাবছিল এইবার ধরা গেছে তাকে, সিমন কঙ্কলিনের ওখানে। সবকিছু এখন জট পাকিয়ে গেছে।

আমরা পৌঁছার কিছু সময়ের মধ্যেই বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করার ইঙ্গিত দিল কাইল। আমার এবং স্যাম্পসনের কেবল পর্যবেক্ষণের কথা ছিল এখানে— *কেবল পরিদর্শক!* সোন্দ্রা গ্রিনবার্গও আছে এখানে। সেও পরিদর্শক দলের অন্তর্ভুক্ত।

জনা ছয়েক এফ বি আই এজেন্ট, আমি স্যাম্পসন এবং সোন্দ্রা দৌঁড়ে ঢুকলাম উঠানে। ভাগ হয়ে গেলাম আমরা। কয়েকজন বাড়ির পেছনের দিকে চলে গেল, বাকিরা সামনে। দ্রুত, চৌকষতার সাথে নড়ছে সবাই— হ্যান্ডগ্যান এবং রাইফেল প্রস্তুত। পেছনে বড় করে প্রিন্ট করা 'এফ বি আই' উইন্ডব্রেকার সবার পরনে।

'আমার মনে হয়, ওখানে আছে সে,' স্যাম্পসনকে বললাম আমি। 'মি. স্মিথের সাথে দেখা হতে যাচ্ছে আমাদের!'

আগের বারের চেয়ে বেশি অন্ধকার এবং বিষণ্ন মনে হল কক্ষটা। কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না আমরা— না পিয়ার্স, না সিমন কঙ্কলিন, না মি. স্মিথ। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে উল্টো-পাল্টা করে তল্লাশ করা হয়েছে বাড়িটা, ভয়াবহ অপরাধের গন্ধ যেন বাতাসে ভাসছে।

কাইলের সংকেত পেতেই ছড়িয়ে পরে ঢুকে পরলাম আমরা। টানটান উত্তেজনার আঁচ চারপাশে।

'সি নো ইভিল, হিয়ার নো ইভিল,' বিড়বিড় করে বলল স্যাম্পসন। 'কিন্তু সবই আছে এখানে।'

পিয়ার্সকে ধরতে চাই আমি, তবে তারচেয়ে বেশি ধরতে চাই মি. স্মিথকে। আমার ধারণা, কঙ্কলিন আক্রমণ করেছিল আমাকে ও আমার পরিবারকে। কঙ্কলিনের সাথে পাঁচটা মিনিট একা চাই আমি। থেরাপি টাইম—

আমার কাছে। হয়তো গ্যারি সোনেজি এবং অন্যান্য 'গ্রেট ওয়ানস' দের ব্যাপারে কথা বলব আমরা।

চিৎকার করে উঠল এক এজেন্ট— *'বেজমেন্টে! এখানে! তারাতারি!'*

ইতোমধ্যেই হাপ ধরে গেছে আমার, ব্যথা করছে বুক। ডানদিকটা প্রচন্ড জ্বলছে। সরু, পেঁচানো সিঁড়ি ধরে বাকিদের অনুসরণ করলাম। সামনে নিজের অবস্থান থেকে কাইলকে বলতে শুনলাম 'আহহ্, জেসাস।'

মেঝেতে একটা পুরোনো নীল ম্যাট্রেসের উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে সিমন কঙ্কলিন। আমাকে, আমার পরিবারকে আক্রমণকারী খন্ড-বিখন্ড হয়ে পরে রয়েছে ওখানে। জন হপকিন্স হাসপাতালের অ্যানাটমি ক্লাসগুলোকে ধন্যবাদ, ভয়াবহ এই মার্ডার সিনের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম আমি। সিমন কঙ্কলিনের বুক, পেট এবং কোমরের অংশ কেটে খুলে ফেলা হয়েছে, যেন এক পাগলা মেডিকেল এক্সামিনার এই মাত্র ময়না তদন্ত শেষ করেছে।

'পেট ফেঁড়ে ফেলা হয়েছে তার,' বিড়বিড় করে বলে, দৃশ্যটা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল এক এজেন্ট। 'কেন, খোদাই জানে?'

মুখ অবশিষ্ট নেই কঙ্কলিনের। স্কালের ঠিক উপরে একটা মোটা কাটা দেয়া। খুলির চামড়া ভেদ করে, হাড় কেটে ভেতরে চলে গেছে কাটাটা। এরপর মুখের সামনে দিয়ে ছাড়িয়ে আনা হয়েছে খুলির চামড়া, মুখ সহ।

যেখানে চিবুক থাকার কথা, সেখানে ঝুলছে লম্বা কালো চুলগুলো। ঠিক দাঁড়ির মতো করে। আমার মনে হল, কিছু একটা বোঝাতে চাইছে পিয়ার্স এর মাধ্যমে। *একজন মানুষের মুখ বিকৃত করে কী বোঝাতে চাইল পিয়ার্স?*

রঙবিহীন একটা কাঠের দরজা আছে সেলারে, পেছন দিয়ে বেরুনোর জন্যে। তবে বাড়ির পেছনে পাহাড়ায় থাকা কোন এজেন্ট দেখি নি পিয়ার্সকে। কয়েকজন ধাওয়া করার চেষ্টা করছে তাকে। ভেতরে বিকৃত লাশের সাথে রইলাম আমি। এই মুহূর্তে ন্যানা-মামাকেও হারাতে পারব না দৌড়ে। এতটা বুড়ো মনে হচ্ছে নিজেকে।

'মাত্র মিনিট দুইয়ের মধ্যে এই অবস্থা করে ফেলেছে সে?' কাইল ক্রেইগ জানতে চাইল। 'এতদ্রুত কাজ করে সে, আলেক্স?'

'যতটা ভাবছি, ততটা উন্মাদ হলে এটা সম্ভব তার পক্ষে। ভুলে যেও না, মেডিকেল স্কুলে এগুলো করেছে সে, অন্যান্য ভিকটিমদের কথা না হয় বাদই দিলাম। দারুন শক্তি ধরে সে, কাইল। মর্গের যন্ত্র, ইলেকট্রিক করাত— কিছু ছিল না সাথে। কেবল হাত এবং ছুরি দিয়ে কাজটা সেরেছে।'

ম্যাট্রেসের কাছেই দাঁড়িয়ে সিমন কঙ্কলিনের অবশিষ্টের দিকে তাকালাম আমি। আমার উপর, আমার পরিবারের উপর কাপুরুষোচিত হামলার কথা ভাবছি। তাকে ধরতে চাইছিলাম আমি, কিন্তু এভাবে নয়। কারও কাম্য হতে

পারে না এমন মৃত্যু। অভিশপ্ত আসামীদের কেবল মাত্র দান্তের উপন্যাসে এমন শাস্তির বিধান ছিল।

আরো কাছে গিয়ে কঙ্কলিনের দেহাবশেষের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। *কঙ্কলিনের উপর এত ক্ষেপে ছিল কেন পিয়ার্স? এমনভাবে তাকে কেন শাস্তি দিল?*

ঘরের বেজমেন্ট ভয়াল রকম নিরব। বিবর্ণ লাগছে সোন্ড্রা গ্রিনবার্গকে, সেলারের দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে সে। আমি ভাবতাম, এরকম দৃশ্যে অভস্ত হয়ে উঠেছে সে, এখন মনে হচ্ছে সেটা কারও পক্ষেই বোধ করি সম্ভব নয়।

কথা বলার আগে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিতে হল। 'স্কালের সামনের এক-চতুর্থাংশ থেকে কেটেছে সে।' বললাম। 'ফ্রন্টাল ক্রানিওটমী করেছে। মনে হয়, আবার মেডিকেল প্রাকটিস শুরু করেছে পিয়ার্স।'

অধ্যায় ১০৯

দশ বছর ধরে দেখে আসছি কাইল ক্রেইগকে, দশ বছর ধরে সে আমার বন্ধু। যত কঠিন এবং ভীতিকরই হোক না কেন, অন্য কোনো কেসে এতটা উদ্বিগ্ন এবং অশান্ত হতে দেখিনি ওকে। থমাস পিয়ার্স ইনভেস্টিগেশন হয়ত তার ক্যারিয়ারের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, অন্তত সে তাই মনে করছে। ধারণাটা সঠিকও হতে পারে।

'কেমন করে প্রতিবার পিছলে যায় সে?' আমি বললাম। পরদিন সকালে প্রিন্সটনে পিজে'স প্যানকেকে বসে নাস্তা করছিলাম আমরা। খাবার দারুন, কিন্তু খিদে নেই আমার মোটেও।

'সেটাই সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার— আমরা কী করব এটা আগে থেকেই জানা আছে তার। আমাদের কর্মপদ্ধতি, ধারা— সবই তার নখদর্পণে। সে তো আমাদেরই একজন ছিল।'

'হতে পারে, সে *আসলে* এলিয়েন।' উদ্বিগ্ন চোখে মাথা নেড়ে সায় দিল কাইল।

নিরবে ডিম খেয়ে শেষ করল সে। প্লেটের উপরে ঝুঁকে পরেছে মুখ। নিজেও বোধকরি জানে না, কতটা বিমর্ষ দেখাচ্ছে তাকে।

'ডিমগুলো সম্ভবত দারুন টেস্টি,' কাইলের কাঁটা চামচ আর প্লেটের ঘর্ষণের শব্দ ভেঙ্গে বললাম আমি।

সব সময়ের মতো নিরাবেগ দৃষ্টিতে তাকাল কাইল। 'পুরো ব্যাপারটা কেঁচে ফেলেছি আমি, আলেক্স। যখন সুযোগ ছিল, তখনই পিয়ার্সকে ধরা উচিত ছিল আমার। কোয়ানটিকোতে যখন কথা বলেছিলাম, সেই সময়।'

'সেক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাকে ছেড়ে দিতে হত তোমার। তো কি করবে তুমি? সারাজীবন তো আর চোখে চোখে রাখা সম্ভব নয় তাকে।'

'ডিরেক্টর বার্নস চাইছিল পিয়ার্সকে ধরতে। আমি খুব করে মানা করেছিলাম। ধারণা ছিল, হাতে নাতে ধরে ফেলব তাকে। কথাটা বলেছিলামও বার্নসকে।'

মাথা নাড়লাম আমি, বিশ্বাসই হচ্ছে না যা শুনছি। 'এফ বি আই এর ডিরেক্টর চাচ্ছিলেন পিয়ার্সকে স্যাঙ্কসন করতে? জেসাস।'

দাঁতের উপর দিয়ে জিভ বোলাল কাইল। 'শুধু বার্নসই নয়। এমনকি এটর্নি জেনারেলের অফিস পর্যন্ত গিয়েছিল ব্যাপারটা। খোদাই জানে আর কোথায় কোথায় আলোচনা হয়েছে। পিয়ার্সই যে মি. স্মিথ— এ ব্যাপারে তাদের আশ্বস্ত করে ফেলেছিলাম আমি। যেমন করেই হোক, এফ বি আই এর একজন ফিল্ড এজেন্ট গণহত্যাকারী— ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না তারা। এখন আর ওকে ধরতে পারব না আমরা, আলেক্স। কোন সত্যিকারের প্যাটার্ন নেই। আমাদের অনুসরন করার মত কোন ট্রেস নেই। সে নিশ্চই হাসছে আমাদের বোকামিতে।'

'হ্যাঁ, সম্ভবত তাই করছে সে,' একমত হলাম আমি। 'একটা পর্যায় পর্যন্ত বেশ প্রতিযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন সে। নিজেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে ভালবাসে। আরো কিছু একটা আছে এর মধ্যে।'

প্রথম যেদিন জটিল এই কেস সম্পর্কে শুনেছি, তখন থেকেই কোন ধরনের বিমূর্ত বা শৈল্পিক প্যাটার্ন খুঁজছিলাম আমি। অবশ্য ভাল ভাবেই জানা ছিল, প্রতিটি খুন ছিল একক, ভিন্ন এবং নিকৃষ্টতর। এটাই পিয়ার্সকে ধরা প্রায় অসম্ভব করে ফেলেছে। সিরিজ খুন এবং পিয়ার্সের ইতিহাস যতই জানছি, আমার কেবলই মনে হচ্ছে কোন একটা প্যাটার্ন আছে এর পেছনে, আছে কোন একটা মিশন। এফ বি আই ব্যাপারটা স্রেফ মিস করেছে। এখন আমিও তাই করছি।

'এখন কি করতে চাও, আলেক্স?' শেষমেষ জানতে চাইল কাইল। 'শরীরে না দিলে, এই কেসে আর কাজ করা ঠিক হবে না তোমার।'

বাড়িতে আমার পরিবার এবং ক্রিস্টিন জনসনের কথা ভাবলাম। ভয়ংকর এই কেস ছেড়ে কেমন করে সরে থাকা সম্ভব এই পর্যায়ে এসে? পিয়ার্সের প্রতিশোধের কথা ভেবেও একটু ভীত আমি। কি প্রতিক্রিয়া হবে তার, ঠিক করে বলবার উপায় নেই।

'তোমার সাথে আছি কিছুদিন। থাকব আমি, কাইল। এরবেশি কোন কিছু বলছি না। শিট্, এটা বলেছি বলে *ঘৃণা* হচ্ছে নিজের উপর। ড্যাম ইট!' টেবিলে আমার থাবড়া খেয়ে নাচল বাসন-কোসনগুলো।

প্রথমবারের মতো অর্ধ-হাসল কাইল। 'তো, তোমার প্ল্যান কি? কি করবে এখন?'

উপর-নিচে মাথা দোলালাম আমি। বিশ্বাসই হচ্ছে না, আমি বলছি এটা। 'আমার পরিকল্পনা হল, ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছি আমি, না, কোন তর্ক করা যাবে না এ নিয়ে। কাল বা তার পরদিন—বোস্টনে উড়ে যাব। পিয়ার্সের এপার্টমেন্টটা একটু দেখতে চাই আমি। সেও তো আমার বাড়ি দেখতে

চেয়েছিল, তাই না? এরপর দেখা যাক, কি করা যায়। দয়া করে আমি বোস্টন যাওয়া পর্যন্ত প্রমাণাদি গোপন রেখ। দৃষ্টিভঙ্গি, হাবভাব— সবকিছু। মি. স্মিথ খুবই গোছানো স্বভাবের। পিয়ার্সের ঘরদোর কেমন একটু দেখতে চাই আমি। কী প্রস্তুত করে রেখেছে সে আমাদের জন্যে, কে জানে?'

সেই নিরাবেগ, ভীষণ সিরিয়াস দৃষ্টিতে ফিরে গেছে কাইল, এটাই বরঞ্চ পছন্দ করি আমি। 'ওকে আমরা ধরতে পারব না, আলেক্স। একটা সতর্কবার্তা তো পেয়েই গেছে। এখন থেকে চরম সাবধানী হয়ে যাবে। হয়তো অন্য খুনীদের মতই উধাও হয়ে যাবে সে। পৃথিবী থেকে একেবারে অদৃশ্য।'

'সেটা তো ভালই হবে,' আমি বললাম। 'তবে মনে হয় না, এমন কিছু হতে যাচ্ছে। একটা *প্যাটার্ন* না থেকে পারে না, কাইল। কেবল আমরা খুঁজে পাচ্ছি না সেটা।'

banglabooksz.blogspot.com

অধ্যায় ১১০

বুনো পশ্চিমে একটা কথা প্রচলিত ছিল ‘যে ঘোড়া তোমাকে পিঠ থেকে ছুড়ে ফেলবে, আবার তার উপর চড়ে বস।’ ওয়াশিংটনে দুইদিন কাটালাম আমি, মনে হল যেন দুই ঘণ্টা। এই মানুষ শিকারে আমার অংশগ্রহণের কথায় প্রত্যেকে দারুন ক্ষিপ্ত। ন্যানা, বাচ্চারা, ক্রিস্টিন—সবাই। তো, কি আর করা।

বোস্টনগামী প্রথম ফ্লাইটে চড়ে বললাম আমি। ক্যামব্রিজে পিয়ার্সের এপার্টমেন্ট ভবনে যখন পৌঁছলাম, ঘড়িতে তখন সকাল নয়টা। অলসভাবে, খেলায় ফিরে এসেছি আমি।

পিয়ার্সকে ধরার জন্যে কাইল ক্রেইগের মূল প্ল্যানটা ব্যুরোর হিসেবে বেশ উন্নাসিক বলা চলে, তবে এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। প্রশ্ন হল— থমাস পিয়ার্স কি কোনভাবে প্রিন্সটন এলাকা থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে? নাকি এখনও সেখানেই আছে সে?

সে কি বোস্টনে ফিরে এসেছে? ইউরোপে চলে গেছে? কেউ জানে না নিশ্চিতভাবে। এমনও হতে পারে, পিয়ার্স কিংবা মি. স্মিথের কাছ থেকে বহুদিন কোন কিছু শুনতে পাব না আর।

একটা প্যাটার্ন ছিল। কেবল আমরা খুঁজে পাইনি।

ক্যামব্রিজের এপার্টমেন্ট ভবনের দ্বিতীয় তলায় দুই বছর একত্রে বসবাস করেছে পিয়ার্স এবং ইসাবেলা ক্যালাইস। সামনের দরজা খুলেই একটা হলঘর, এরপরে কিচেন। এরপরে লম্বা, রেইলঘরের মতো একটা হলওয়ে। বেশ স্মৃতিকাতর হয়ে আছে এপার্টমেন্টটা। *সবখানে ছড়িয়ে আছে ইসাবেলা ক্যালাইসের স্মৃতিচিহ্ন, আসবাব।*

ব্যাপারটা অদ্ভুত, যেন এখনই কোন একটা কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসবে ইসাবেলা।

প্রতিটি রুমে তার ছবি রয়েছে। প্রথমবারের দ্রুত পর্যবেক্ষণেই প্রায় বিশটি ছবি ধরা পড়ল আমার চোখে।

সর্বক্ষণ চারপাশে এই মেয়েটার নিরব, অভিযোগী দৃষ্টির সামনে কেমন করে থাকে পিয়ার্স?

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দারুন সুন্দর আগুন রঙা চুল ছিল ইসাবেলা ক্যালাইসের, লম্বা, সুন্দর করে আঁচড়ানো। কমনীয় মুখ এবং মিষ্টি, স্বচ্ছন্দ হাসি ঠোঁটে। বোঝাই যায়, কতটা ভালবাসতো পিয়ার্স তাকে। তবে কোন কোন ছবিতে দূরাগত দৃষ্টি মেয়েটার চোখে, যেন কতদূর থেকে দেখছে সে।

এপার্টমেন্টের প্রতিটি জিনিস মাথা ঘুরিয়ে দিল আমার, ভেতরেও চলছে উলট-পালট। পিয়ার্স কি আমাদের সবাইকে, এমনকি নিজেকেও বলতে চাইছে যে, তার কোন রকম অনুভূতি হয়নি— না অপরাধবোধ, না দুঃখবোধ, না ভালবাসা?

এটা ভাবতে ভাবতেই নিজের ভেতরে দুঃখের প্রাবল্যে ভেসে গেলাম আমি। তার জীবনের প্রতিটি দিনের অত্যাচার যেন বুঝতে পারছি— সত্যিকারের ভালবাসা বা গভীর কোন অনুভূতি নেই তার মনে। ওর উন্মাদ মনে পিয়ার্স কী ভাবছে, তার শিকারের প্রত্যেককে কেটে-ছিঁড়ে উত্তর পাবে সে?

হয়ত এর বিপরীতটাই সত্যি।

এটা কি হতে পারে না, মেয়েটার উপস্থিতি, তীব্রতম কোন *কল্পনা* দিয়ে তার সবকিছু অনুভব করতে চাইছে পিয়ার্স? ইসাবেলা ক্যালাইসকে নিজের ধারণার চেয়েও হয়তো বেশি ভালবাসত থমাস পিয়ার্স। তাদের ভালবাসাকে কি পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে সে? যখন সে জানতে পেল, ডাঃ মার্টিন স্ট্র এর সঙ্গে ইসাবেলার প্রেম চলছে, তখন পাগল হয়ে গিয়ে এমন একটা কিছু কি করতে পারে সেঃ জীবনে একমাত্র ভালবাসার মানুষকে খুন করতে পারে?

কেন এপার্টমেন্টের সবখানে মেয়েটার ছবি? নিজেকে কেন প্রতিনিয়ত এমনি করে নির্যাতন করে চলেছে পিয়ার্স?

এপার্টমেন্টের প্রতিটি রুম ঘুরে দেখলাম আমি। সর্বক্ষণ ইসাবেলা তাকিয়ে রইল আমার পাণে। কিছু কি বলতে চাচ্ছে সে?

'কে ও, ইসাবেলা?' ফিসফিস করে বললাম। 'কি করতে চলেছে সে?'

অধ্যায় ১১১

আরো গভীর সার্চ শুরু করলাম এপার্টমেন্টের ভেতরে। কেবল ইসাবেলার জিনিসই নয়, পিয়ার্সের জিনিসপত্রের দিকেও পূর্ণ নজর দিলাম। যেহেতু দুজনেই ছাত্র ছিল, একাডেমিক পেপার এবং টেক্সটের আধিক্যে অবাক হলাম না।

কর্ক দিয়ে মুখ আটকানো বালি ভর্তি কিছু টেস্ট টিউব আগ্রহ জাগালো মনে। প্রতিটি ভায়ালের গায়ে লেবেল সাঁটানো আছে বিভিন্ন বীচের: ল্যাগুনা, মনটওক, নরম্যান্ডি, পানামা, ভার্জিন গোর্ডা, ওহউ। ভাবছি বিশাল, অনির্দিষ্ট এবং গড়পড়তা কোন কিছুকে কী নিয়মতান্ত্রিকভাবে সাজাতে চেয়েছে পিয়ার্স?

সেক্ষেত্রে মি. স্মিথের খুনের বেলায় তার সাজানোর নীতিটা কি? কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেটা?

জিটি জ্যাসকার মোটর বাইক এবং দুটো জিটি ম্যাচেটি হেলমেট রয়েছে এপার্টমেন্টের ভেতর। নিউ হ্যাম্পশায়ার ধরে ভারমন্ট পর্যন্ত একসাথে বাইক চালাতো ইসাবেলা এবং থমাস। ক্রমেই নিশ্চিত হচ্ছি, ইসাবেলাকে দারুন ভালবাসতো থমাস। এরপরে তার ভালবাসা এমন তীব্র ঘৃণায় রুপ নিল, যা আমরা অনুমান পর্যন্ত করতে অক্ষম।

মনে পড়ল ক্যামব্রিজ পুলিশের প্রথম রিপোর্টে বলা হয়েছিল, মৃত্যু দৃশ্যে পিয়ার্সের শোকের মাতম 'ভুয়া হওয়া অসম্ভব।' একজন ডিটেকটিভ লিখেছেন, 'সে ছিল শকড্, বিস্মিত, নিদারুণ ভাবে ভগ্ন-হৃদয়। এই মুহূর্তে থমাস পিয়ার্সকে সন্দেহভাজন হিসেবে ধরা যায় না।'

আর কি হতে পারে? কি হতে পারে? কোন না কোন সূত্র থাকতে বাধ্য। একটা প্যাটার্ন না থেকে পারে না।

হলওয়েতে ঝুলছে ফ্রেমে বন্দি একটা বাক্য। *'বিধাতা বাতিত, অভিশপ্ত মুক্তি লাভ করব আমরা।'* সারত্রের বাণী? তাই মনে হয়। ভাবছি, কার চিন্তার বহিঃপ্রকাশ এটা। কথাটা কি সিরিয়াসলি নিয়েছে পিয়ার্স, নাকি কেবলই একটা মজা এটা? *অভিশপ্ত* শব্দটা দৃষ্টি আকর্ষণ করছে আমার। থমাস পিয়ার্স কী একজন অভিশপ্ত মানুষ?

মাস্টার বেডরুমে বুককেসে বেশ যত্ন নেয়া তিনটে ভলিউম আছে *দি আমেরিকান ল্যাঙ্গুয়েজ*-এর, এইচ. এল. মেনকেন-এর লেখা। সবচেয়ে উপরের শেলফে আছে ওটা। নিঃসন্দেহে, বেশ মূল্যবান সম্পদ ছিল। হয়তো কারও দেয়া উপহার? আমার মনে পড়ল আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে জীববিদ্যা এবং দর্শন— দুটো বিষয়ই ছিল পিয়ার্সের। পুরো এপার্টমেন্টে ছড়িয়ে রয়েছে দর্শনের বই। নামগুলো পড়লাম আমিঃ জ্যাকুয়েস ডেরিডা, ফওকাল্ট, জিন বোউড্রিলার্ড, হেইডেগার, হেবারমাস, সারত্রে।

বেশ কিছু অভিধানও আছেঃ ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, ইংলিশ এবং স্প্যানিশ। ছোট দুই ভলিউমের *অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারী*র ছাপাগুলো এত ছোট, একটা খুদে ম্যাগনিফাইং গ্লাস রয়েছে সাথে।

পিয়ার্সের ওয়ার্কডেস্কের উপর সাঁটানো রয়েছে মানব স্বর উৎপাদন প্রক্রিয়া'র একটা বাঁধানো ডায়াগ্রাম। এবং একটা উক্তি: *'ভাষার ক্ষমতা শব্দের চেয়ে বেশি।'* ভাষাবিদ এবং অ্যাক্টিভিস্ট নোয়াম চমস্কি'র বেশ কিছু বই আছে ডেস্কে। যতদূর মনে পড়ে, ভাষা শিক্ষার একটি জটিল বায়োলজিক্যাল অংশের কথা বলেছিলেন তিনি। মনকে একটা মানসিক অঙ্গের সমষ্টি ভাবতেন তিনি। *মনে হয়* চমস্কি'র কথা সেটা।

ভাবছি, নোয়াম চমস্কি কিংবা মানব স্বর উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্মিথ বা ইসাবেলা ক্যালাইসের মৃত্যুর কী যোগাযোগ থাকতে পারে।

চিন্তার জগতে হারিয়ে গিয়েছিলাম, একটা জোরাল শব্দে সচকিত হলাম আমি। হলের অপরপ্রান্তে কিচেন থেকে আসছে শব্দটা।

ভেবেছি এপার্টমেন্টে আমি একা, শব্দটা যেন ভৌতিক লাগল। শোল্ডার হোলস্টার থেকে গ্লকটা বের করে লম্বা, সরু হলওয়ে ধরে এগুতে লাগলাম। এরপরে দৌড়ে চললাম।

অস্ত্রটা উচিয়ে রেখে কিচেনে প্রবেশ করলাম আমি, বুঝতে পারছি কিসে শব্দ করেছে। প্রিন্সটনের হোটেল রুমে রাখা পিয়ার্সের একটা পাওয়ার বুক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলাম আমি। *ইচ্ছে করেই কি ফেলে আসা হয়েছে সেটা? আরেকটি সূত্র?* ল্যাপটপ কম্পিউটারের বিশেষ একটা এলার্ম হল শব্দের উৎস।

সে কি একটা মেসেজ পাঠিয়েছে আমাদের? একটা ফ্যাক্স বা ভয়েস মেইল? অথবা কেউ হয়তো মেসেজ পাঠিয়েছে পিয়ার্সকে। কে মেসেজ পাঠাতে পারে তাকে?

ভয়েস মেইলটা প্রথমে চেক কললাম আমি।

পিয়ার্স পাঠিয়েছে।

জোরাল, শান্ত এবং স্বাভাবিক তার গলা। নিজের এবং পরিপার্শ্বের নিয়ন্ত্রণকারী কারও কণ্ঠ যেন। বেশ ভৌতিক বলতে হয়, একা তারই এপার্টমেন্টে বসে পিয়ার্সের কণ্ঠস্বর শুনছি।

ড. ক্রস— অন্তত তোমার কাছে পৌছেছি বলেই আমার বিশ্বাস। স্মিথ কে খুঁজে বেড়ানোর সময় এ ধরনের মেসেজ পেতাম আমি।

অবশ্যই ভুল নির্দেশনার জন্যে নিজেই মেসেজগুলো পাঠাতাম আমি। পুলিশ, এফ বি আই— সবাইকে বোকা বানাতে চাইছিলাম। হয়ত এখনও তাই চাই, কে বলতে পারে।

যাই হোক, এই হল তোমার জন্যে প্রথম মেসেজ—

অ্যানথনি ব্রুনো, ব্রিয়েল, নিউজার্সি।

সমুদ্র তীরে এসে আমার সাথে সাঁতারে যোগ দিচ্ছ না কেন তুমি? ইসাবেলার সম্পর্কে কোন উপসংহারে পৌঁছতে পারলে? এসব কিছুর মধ্যে সে-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ক্যামব্রিজে এসে ঠিক কাজটি করেছ তুমি।

স্মিথ / পিয়ার্স।

অধ্যায় ১১২

লোগান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে এফ বি আইয়ের একটা হেলিকপ্টার তুলে নিল আমাকে। ব্রিয়েল, নিউজার্সির উদ্দেশ্যে উড়ছে ওটা। ডিজোরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে চড়ে বসেছি আমি, নেমে পড়বার কোন উপায় নেই।

পুরোটা ফ্লাইট পিয়ার্স, তার এপার্টমেন্ট, ইসাবেলা ক্যালাইস, *তাদের* এপার্টমেন্ট, জীববিদ্যা এবং আধুনিক দর্শনে পিয়ার্সের জ্ঞান, নোয়াম চমস্কি এসব নিয়ে ভাবছিলাম আমি। এটা সম্ভব বলে মনে করতাম না, সেটাই ঘটেছে— সিমন কঙ্কলিন এবং গ্যারি সোনেজিকে ছাড়িয়ে যেতে চাইছে পিয়ার্স। তার সবকিছু মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম আমি। ইসাবেলা ক্যালাইসের ছবিগুলো কিছু একটা পরিবর্তন এনেছে আমার ভেতর।

এলিয়েন? কোলের উপর রাখা একটা ফুলস্কেপ প্যাডে লিখলাম আমি। *বর্ণনাকারীকে সনাক্ত করতে পারে সে।*

এলিনিয়েটেড? কী থেকে? ক্যালিফোর্নিয়ায় আনন্দমুখর পরিবেশে বেড়ে উঠা। সাইকোপ্যাথিক প্রোফাইলে ঠিক খাপ খায় না ব্যাপারটা। সে একজন খাঁটি সাইকো। গোপনে উপভোগ করে সে, নয় কি?

খুনের কোন সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ন নেই তার, সাইকোলজিক্যাল মোটিভের সাথে এটা খাপ খায় না।

খুনগুলো এলোমেলো, অবশম্ভাবী! নিজের সত্তাকে প্রকাশ করছে সে।

ডা. সান্তে, সিমন কঙ্কলিন আর এখন এনথনি ব্রুনো। কেন? কঙ্কলিনকে এ ধারায় ফেলা যাবে?

থমাস পিয়ার্সের পরবর্তী কার্যধারা অনুমান করা অসম্ভব। তার পরবর্তী খুন।

দক্ষিণে নিউজার্সি তীরে কেন?

আমার মনে হয়, মূলত কোন উপকূল শহরের বাসিন্দা ছিল সে। সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার ল্যাগুনা বীচে বেড়ে উঠেছে পিয়ার্স। সে কি বাড়ি ফিরছে? যতদূর সম্ভব বাড়ির কাছে নিউজার্সি কোস্ট, এজন্যে?

পুবে আসার আগে, ক্যালিফোর্নিয়ায় থাকাকালীন কিছু তথ্য আমার কাছে আছে। বিখ্যাত আরভিন র‍্যাঞ্চের নিকটেই ছোট একটা খামারে বেড়ে উঠেছিল পিয়ার্স। তিনপুরুষ ধরে ডাক্তার তার বাপ-দাদারা। ভাল, পরিশ্রমী মানুষ। অন্যরা সবাই প্রতিষ্ঠিত, তাদের মধ্যে একজনও বিশ্বাস করে না এই হত্যাযজ্ঞ চালাতে পারে পিয়ার্স।

এফ বি আই এর মতে, মি. স্মিথ অগোছালো, গোলমেলে, অনুমানযোগ্য, প্যাডে লিখলাম আমি।

তারা কি ভুল হতে পারে না? স্মিথ সম্পর্কে বেশিরভাগ তথ্য পিয়ার্স তাদের দিয়েছে। মি. স্মিথ কে সে-ই তৈরি করেছে, নিজের মত করে।

মনের ভেতরে ইসাবেলার এপার্টমেন্টে ঘুরে ফিরছি আমি। বেশ গোছালো, সুন্দর করে রাখা জায়গাটা। বাড়িটাতে একটা *গোছালো নীতি* আছে। ইসাবেলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত সবকিছু— তার জামাকাপড়, ছবি, এমনকি পারফিউমগুলো পর্যন্ত জায়গা মতো রাখা। আজ পর্যন্তও ল্যা এয়ার দো টেম্পস এবং জে রেভিয়েনস সুগন্ধি বিলিয়ে চলেছে।

তাকে ভালবাসতো থমাস পিয়ার্স। *পিয়ার্স ভালবাসতো।* আবেগ, অনুভূতি ছিল তার। আরেকটি দিক, যা এফ বি আই ভুল বুঝেছিল। খুনটা সে করেছে, কারন মেয়েটাকে হারাচ্ছিল সে। সহ্য করতে পারে নি। ইসাবেলাই কি একমাত্র মানুষ, যে পিয়ার্সকে ভালবেসেছিল?

আর একটা ছোট জিনিস মিলে গেল! এতটাই নাড়া খেলাম ব্যাপারটা নিয়ে, হেলিকপ্টারের ভেতর জোরে বলে ফেললাম কথাটা। *'বর্শাবিদ্ধ হৃদপিণ্ড!'*

সে বর্শাবিদ্ধ করেছে মেয়েটার হৃদপিন্ড! জেসাস ক্রাইস্ট! প্রথম খুনের কথা স্বীকার গেছে সে! সে স্বীকার করেছে!

একটা সূত্র রেখে গেছিল সে, পুলিশ মিস করেছে। আর কি কি মিস করেছি আমরা? কি করতে চলেছে সে এখন? 'মি স্মিথ' তার মস্তিষ্কে কাকে বোঝায়? সবকিছুই কি তার কাছে রূপকধর্মী? শৈল্পিক? কোন ধরনের ভাষা তৈরি করছে সে অনুসৃত হবার জন্যে? নাকি, এর চেয়ে সহজ কিছু? সে মেয়েটার হৃদয় 'পিয়ার্স'(বিদ্ধ) করেছে! ধরা দিতে চায় পিয়ার্স। শাস্তি পেতে চায়।

ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট।

কেন তাকে ধরতে পারছি না আমরা?

ভোররাত পাঁচটার দিকে নিউজার্সিতে নামলাম আমি। কাইল ক্রেইগ অপেক্ষা করছিল আমার জন্যে। গাঢ় কালো একটা টাউন কারের হুডে বসে ছিল সে। স্যামুয়েল অ্যাডামস বিয়ার খাচ্ছে একটা বোতল থেকে।

'এনথনি ব্রুনোকে খুঁজে পেয়েছ?' ওর দিকে যেতে যেতে বললাম। 'বডিটা?'

অধ্যায় ১১৩

মি. *স্মিথ সমুদ্র-তীরে গেছে।* মনে হচ্ছে যেন কোন রূপকথা। পয়েন্ট প্লেজেন্ট বীচের সাদা বালুকাবেলায় হাঁটার মতো যথেষ্ট চাঁদের আলো ছিল থমাস পিয়ার্সের জন্যে। একটা লাশ বহন করছে সে, যতটুকু অবশিষ্ট আছে ওটার। কাঁধের উপর এনথনি ব্রুনোকে ফেলে রেখেছে সে।

বিখ্যাত জেনকিনসন পিয়ার এবং তুলনামূলক নতুন সিকোয়ারিয়ামের দক্ষিণে হাঁটছে সে। বীচের কাছেই অ্যামিউজমেন্ট পার্কের আরকেড লোকে লোকারণ্য। ছোট, ধূসর ভবনগুলো করুণ এবং শান্ত দেখায় তাদের ভগ্নপ্রায় অবস্থার কারনে।

সব সময়ের মতোই মিউজিক বাজছে তার মাথায়— প্রথমে এলভিস কস্টেলো'র ক্লাবল্যান্ড, এরপর বিথোফেনের পিয়ানো সোনাটা নং ২১, এরপরে ট্রেসী বোনহ্যামের 'মাদার মাদার'। তার ভেতরের জংলী জানোয়ারটা এখনও শান্ত হয়নি, কিন্তু অন্তত গান শুনতে পারছে সে।

ভোর চারটে বাজতে এখনও পনেরো মিনিট বাকি, এমনকি জেলেরা পর্যন্ত ঘুম ভেঙ্গে উঠেনি। এ পর্যন্ত কেবল পুলিশ পেট্রোল কার দেখেছে সে। ছোট এই বীচটাউনে পুলিশ পেট্রোল একটা বড় কৌতুক বটে।

কী স্টোন পুলিশের বিপরীতে মি. স্মিথ।

ছোট এই সমুদ্রতীরবর্তী এলাকাটা তাকে ল্যাগুনা বীচের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, অন্তত ল্যাগুনার *টুরিস্টী* অংশটুকু। প্যাসিফিক কোস্ট হাইওয়ে ধরে ছোট ছোট সার্ফ দোকানগুলোর কথা এখনও মনে আছে তার— দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় আর্টিফেক্ট: ফ্লগো স্যান্ডেলস, স্টুসি টি শার্ট, নিওপ্রিন গ্লাভ এবং ওয়েট স্যুট, বীচ বুট, বোর্ড ওয়াক্সের গন্ধ।

শারিরীকভাবে বেশ সমর্থ সে, কাজের লোকের শরীর। খুব একটা কষ্ট না করেই এনথনি ব্রুনোকে এক কাঁধে ফেলে রেখেছে। সব গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো কেটে বের করে ফেলেছে সে, খুব একটা ওজন নেই এখন আর। কেবল খোলসটা। হৃদপিন্ড, যকৃত, নাড়ি-ভুড়ি, ফুসফুস, মস্তিষ্ক— কিছুই নেই।

এফ বি আই এর ক্রমাগত অনুসন্ধানের কথা ভাবল পিয়ার্স। ব্যুরোর বিখ্যাত 'মানুষ শিকার' মূলত ওভাররেটেড। জন ডিলিঞ্জার, বোনী এবং ক্লাইডের বিখ্যাত দিনের স্মৃতিকথা। বহু বছর ধরে মি. স্মিথের পেছনে তাদের কর্ম তৎপড়তা থেকে এটা জেনেছে সে। একশ বছরেও মি. স্মিথকে ধরতে পারত না তারা।

পুরো ভুল জায়গায় তাকে খুঁজত এফ বি আই। প্রচুর লোকবল নিয়ে, নিজেদের ট্রেডমার্ক পন্থায় কাজ করেছিল তারা। এয়ারপোর্টে গিজগিজ করবে তাদের এজেন্ট, এই আশায় সে হয়ত ইউরোপে ফিরে যাবে। আর এই অনুসন্ধানের ওয়াইল্ড কার্ড, আলেক্স ক্রসের মতো লোকেদের ক্ষেত্রে কী বলা যায়? ক্রস তার হাড় ছুঁয়েছে, এটুকু জানে পিয়ার্স। হতে পারে, যা মনে হয় তার চেয়ে আলেক্স ক্রস বেশি কিছু। যাই হোক, এই শিকারে ক্রসের উপস্থিতি ভাল লাগছে তার। প্রতিযোগিতা ভালবাসে পিয়ার্স।

কাঁধের উপরের মৃত ওজনটা এতক্ষণে ভারী বোধ হতে শুরু করেছে। প্রায় সকাল হয়ে এসেছে। পয়েন্ট প্লেজেন্ট বীচে নাড়ি ভূড়ি ছাড়া একটা লাশ ফেলে রাখা চলবে না।

আরো গজ পঞ্চাশেক দুরে লাইফগার্ডের চকচকে একটা চেয়ার পর্যন্ত এনথনি ব্রুনোকে বয়ে নিয়ে গেল সে।

ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে চেয়ারের ধাপক'টা টপকে সীটে রাখল দেহটা।

বিকৃত লাশটা নগ্ন, উন্মুক্ত। একটা দৃশ্য বটে। অ্যানথনি হল আরেকটা সূত্র। সার্চ টিমের কারো অর্ধেকটা মস্তিস্ক থাকলেও সেটা বুঝতে পারত।

'আমি এলিয়েন নই। তোমাদের মধ্যে কেউ সেটা বুঝতে পারছ না?' সমুদ্রের একটানা গর্জন ছাপিয়ে বলল পিয়ার্স।

'আমি মানুষ। পুরোপুরি স্বাভাবিক মানুষ। তোমাদের মতই।'

অধ্যায় ১১৪

পুরোটাই একটা মাইন্ডগেম, তাই না— পিয়ার্স বনাম আমরা সবাই। ক্যামব্রিজে তার এপার্টমেন্টে যখন গিয়েছিলাম আমি, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতে পিয়ার্সের পরিবারের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল এফ বি আই-এর একটা দল। ল্যাগুনা এবং এল তোরো'র মধ্যবর্তী সেই ফার্মে এখনও বাস করে তার পিতা-মাতা। এখানেই বেড়ে উঠেছে থমাস পিয়ার্স।

মেডিসিন প্রাকটিস করতেন হেনরী পিয়ার্স, মূলত খামার বাড়িতে কর্মরত লোকজনই ছিল তার রোগী। বেশ পরিমিত ছিল তার জীবনধারা, এলাকার সবাই সম্পা করে উদাহরণযোগ্য এই পরিবারের সদস্যদের। বড় এক ভাই এবং বোন আছে পিয়ার্সের, উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার ডাক্তার দুজনেই। গরিব লোকজনদের নিয়ে কাজ করেন উভয়েই, বেশ সম্মান আছে এলাকায়।

একজনও পর্যন্ত এটা মেনে নিতে রাজী নয়, পিয়ার্স এক খুনী। সবসময়ই একজন ভাল ছেলে, ভাই, বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল সে। অনেক বন্ধু—শুভাকাঙ্খী আছে তার, কোন শত্রু নেই।

প্যাটার্ন খুনীদের যতজনকে আমি দেখেছি, তাদের কারও সাথে মেলে না পিয়ার্স। সে এক একক চরিত্র।

'উদাহরণযোগ্য' শব্দটা যেন লাফ দিয়ে চলে এল চোখের সামনে। হয়তো, উদাহরণযোগ্য কিছু হতে চায়নি পিয়ার্স, পরিবারের অন্য সবার মতো।

ইসাবেলার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের সময়ের পিয়ার্স সম্পর্কিত খবরের আর্টিকেল, ক্লিপিংস বারবার পড়ে দেখলাম আমি। সবচেয়ে চমকপ্রদ ঘটনার কথা টুকে রাখছি একটা ইনডেক্স কাগজে। ক্রমেই ভারী হচ্ছে সেটা।

ল্যাগুনা বীচ— সমুদ্র-তীরবর্তী বাণিজ্যিক শহর। পয়েন্ট প্লেজেন্ট এবং বে হেড এর সাথে মেলে। ল্যাগুনাতে অতীতে কি কাউকে খুন করেছে সে? এখন কি উত্তর-পূর্বে স্থানান্তরিত হয়েছে সেই রোগ?

পিয়ার্সের বাবা একজন ডাক্তার। যদিও ডাক্তার হয়ে উঠেনি পিয়ার্স, তবে মেডিকেল ছাত্র হিসেবে অটোপসি করেছে সে।

মারার সময় নিজের মতো মানবিকতা খোঁজে সে? মানুষজনকে স্টাডি করে কেননা তার ভয়, সে হয়ত মানুষ নয়?

আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে দুটো প্রধান বিষয় ছিল তার : জীববিদ্যা এবং দর্শন। ভাষাবিদ নোয়াম চমস্কির ভক্ত। নাকি চমস্কির রাজনৈতিক রচনাগুলোর অনুরাগী সে? নিজের পাওয়ার বুকে শব্দ এবং অংকের খেলা খেলে।

এ পর্যন্ত আমরা সবাই কি মিস করে আসছি?

আমি কি মিস করছি?

কেন এই লোকগুলোকে মেরে চলেছে থমাস পিয়ার্স?

সে অবশ্যই 'উদাহরণযোগ্য'।

অধ্যায় ১১৫

বেহেড, নিউজার্সির অভিজাত, শান্ত-সুন্দর এলাকা থেকে গাঢ় সবুজ রঙের একটা বি এম ডব্লিউ চুরি করেছে পিয়ার্স। পয়েন্ট প্লেজেন্ট বীচের সামান্য এক পকেট মারের মতই ইস্ট এভিনিউ এবং ফরেস্ট স্ট্রিটের কোনা থেকে বাহনটা সহজেই হাতিয়ে নিল সে। এ কাজের জন্যে তার যোগ্যতা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত, সন্দেহ নেই।

পশ্চিমে গার্ডেন স্টেট পার্কওয়ে ধরে ব্রিক টাউনের দিকে চলল সে মাঝারি গতিতে। সারাক্ষণ বাজছে গান— টকিং হেডস, অ্যালানিস মরিসেটি, মেলিসা ইথরিজ, ব্লাইন্ড ফেইথ। মিউজিক তাকে কিছু *অনুভব* করতে সাহায্য করে। সেই বাচ্চা বয়স থেকে সুরের প্রতি প্রচন্ড আকর্ষণ তার। এক ঘণ্টা পনেরো মিনিটের মধ্যে আটলান্টিক সিটিতে পৌঁছে গেল পিয়ার্স।

সুখবোধের দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। সঙ্গেই সঙ্গেই মনে ধরেছে শহরটা— এর নির্লজ্জ বাহ্যিক চাকচিক্য, নোংরামি, বিচ্ছিন্ন পাপাচার, আত্মাবিহীণ পরিস্থিতি ভাল লাগল তার কাছে। এ যেন তার নিজের 'বাড়ি'র মতো। নিউজার্সি উপকূলের সাথে ল্যাগুনা বীচের মিলটুকু কী খুঁজে পেয়েছে এফ বি আই এর গর্দভের দল?

আটলান্টিক সিটিতে প্রবেশের আগে তার ধারণা ছিল, পরিচর্যা করা বিশাল একটা লন দেখতে পাবে— ঢালু হয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। ঝাঁকড়া চুলের সার্ফার, বীচে ভলিবল খেলার হিড়িক এ সবই আশা করেছিল সে।

কিন্তু না, এ হল নিউজার্সি। তার নিজের বাড়ি, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বহুদূরে পরে আছে। এ মুহূর্তে কনফিউজ হওয়া উচিত হচ্ছে না তার।

বেলি'জ পার্ক প্লেসে চেক ইন করল সে। রুমে পৌঁছেই ফোন করতে লাগল। নিজের উপস্থিতি জানাতে চাইছে। বড় একটা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আটলান্টিকের বিশাল ঢেউগুলোকে বারবার আছড়ে পড়তে দেখল বালুকাবেলায়। বীচ বরাবর সামনে ট্রাম্প প্লাজা নজরে এল তার। কিম্ভুত এবং

উন্নাসিক পেন্ট হাউস এপার্টমেন্টগুলো রয়েছে মূল ভবনে, যেন কোন স্পেস কাঁল টেকঅফ করতে তৈরি হচ্ছে।

হ্যাঁ, লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান— অবশ্যই একটা প্যাটার্ন আছে। কেন কেউ বুঝতে পারছে না এটা? কেন সবাই তাকে ভুল বোঝে সবসময়?

দুপুর দুটার সময় তাকে অনুসরণকারীদের আরো একটা ভয়েস মেইল পাঠালো সে: *আটলান্টিক সিটির ইনেজ।*

অধ্যায় ১১৬

গডড্যাম ইট! এনথনি ব্রুনোর দেহ উদ্ধারের অর্ধেক দিন পরে পিয়ার্সের কাছ থেকে আবার মেসেজ পেলাম আমরা। ইতোমধ্যে আরেকজনকে মেরে ফেলেছে সে।

সাথে সাথেই কাজে লেগে পরল সবাই। আমাদের মধ্যে দুই ডজন এজেন্ট পৌছে গেছি আটলান্টিক সিটিতে, সবার একটাই প্রার্থনা— এখনও যেন ওখানেই থাকে পিয়ার্স, ইনেজ নামে কেউ যেন মি. স্মিথের মতো কসাইয়ের হাতে শিকার না হয়, তাকে 'স্টাডি' করে যেন ময়লার মতো ছুঁড়ে ফেলা না হয় আস্তাকুঁড়ে।

আটলান্টিক সিটির এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে থরে থরে সাজানো বড় বিলবোর্ড। সিজারস আটলান্টিক সিটি, হাররাহ্স, মার্ভ গিভিনস্ রিসোর্ট ক্যাসিনো হোটেল, ট্রাম্পস ক্যাসেল, ট্রাম্পস তাজ মহল। ফোন করুন ১-৮০০-গ্যাম্বলার। *বেশ কৌতুহলউদ্দিপক বলা চলে।*

ইনেজ, আটলান্টিক সিটি। মাথার ভেতরে যেন বাজছে কথাটা। *ইসাবেলার সাথে কোন একটা সম্পর্ক আছে এর।*

পুরোনো স্টিল পিয়ার এবং তথাকথিত 'গ্রেট উডেন ওয়ের' কয়েক ব্লক দুরেই এফ বি আই এর ফিল্ড অফিস। ছোট অফিসটাতে সাধারণত চারজন এজেন্ট থাকে। সাজানো অপরাধ এবং জুয়ার আড্ডা নিয়ন্ত্রণে তাদের দক্ষতা আছে, ব্যুরোর ভেতরের লোকজন খুব একটা পাত্তা দেয় না এদের। বর্বর, অপ্রত্যাশিত কোন খুনীর জন্যে প্রস্তুত নয় তারা, যে কি না আবার চৌকষ এজেন্ট ছিল। কেউ একজন এক তাড়া খবরের কাগজ নিয়ে এসেছে, কনফারেন্স টেবিলের উপর উঁচু একটা স্তূপ হয়ে পরে আছে সেগুলো। দি নিউইয়র্ক, ফিলি এবং জার্সি'র শিরোনাম লেখকদের যেন ক্রিসমাস লেগেছে।

অ্যালিয়েন খুনীর জার্সি উপকুল পরিদর্শন...
এফ বি আই কিলার-ডিলার এখন আটলান্টা সিটিতে...

মি. স্মিথ শিকার : নিউজার্সি উপকূলে এফ বি আই এজেন্টদের আনাগোনা..
নিউজার্সিতে হানা দিয়েছে এক দানব!

ওয়াশিংটন থেকে চলে এসেছে স্যাম্পসন। আমাদের যে কারও মতই পিয়ার্সকে চায় সে। সে, কাইল এবং আমি মিলে পিয়ার্স মি. স্মিথের ভবিষ্যৎ কুকীর্তি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছি বিস্তর। ইন্টারপোলের সোন্ড্রা গ্রিনবার্গও আছে আমাদের সাথে। ভয়াবহ জেট ল্যাগে ভুগছে সে, চোখের চারপাশে মোটা কালির মতো স্তর পরে গেছে। কিন্তু পিয়ার্সকে সব থেকে ভাল করে চেনে সে, ইউরোপের সমস্ত মার্ডার সিনে ছিল পিয়ার্সের সাথে।

'হতচ্ছাড়া দ্বৈত সত্তার অধিকারী নয়তো সে?' জানতে চাইল স্যাম্পসন। 'স্মিথ এবং পিয়ার্স?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'নিজের আচরণের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে তার। স্মিথ-কে সে তৈরি করেছে ভিন্ন একটা কারণে।'

'আমি আলেক্সের সাথে একমত,' টেবিলের ওধার থেকে বলল সোন্ড্রা। 'কিন্তু এই *কারনটা* কী?'

'যাই হোক সেটা, কাজ হয়েছে,' কাইল এবারে যোগ দিল আলোচনায়। 'মি. স্মিথকে দিয়ে আমাদের অর্ধেক দুনিয়া পর্যন্ত ছুটতে বাধ্য করেছে সে। এখনও দৌড়াচ্ছি। ব্যুরো সাথে এ পর্যন্ত এমনটি কখনও হয়নি।'

'এমনকি গ্রেট জে. এডগার হুবার পর্যন্ত নয়?' বলে চোখ টিপল সোন্ড্রা।

'ওয়েল,' কাইল নরম হয়ে আসে। 'একজন খাঁটি সাইকোপ্যাথ হিসেবে অনন্য ছিল হুবার।'

পায়চারী করছিলাম আমি। দাবুন ব্যথা করছে ডান দিকটা, কাউকে বুঝতে দিচ্ছি না। না হয় আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে সব মজা একাই লুটবে ওরা। নিজেকে যন্ত্রণা দিচ্ছি আমি, মাঝে-মধ্যে এতে কাজ হয়।

'আমাদের কিছু একটা বলতে চাচ্ছে সে। অদ্ভুত কোন উপায়ে যোগাযোগ করছে। *ইনেজ?* নামটা ইসাবেলাকে মনে করিয়ে দেয়। ইসাবেলার মোহে আছে সে। ক্যামব্রিজের এপার্টমেন্টটা যদি একবার দেখতে। ইনেজ কী ইসাবেলার প্রতিরূপ? আটলান্টিক সিটি, ল্যাগুনা বীচের সমার্থক? সে কি ইসাবেলাকে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছে? কেনইবা?'

এরকম ভাবেই চলতে থাকল: বুনো ধারণা, মুক্ত চিন্তা-ভাবনা, অনিরাপত্তা, ভয়, অসহ্য হতাশা। যতদূর মনে পরে, পুরো দিন এমনকি গভীর রাত পর্যন্ত একজনও এমন একটা কিছু বলতে পারল না, যার কোন অর্থ হয়।

আবার যোগাযোগের চেষ্টা করেনি পিয়ার্স। আসেনি অন্য কোন ভয়েস মেইল মেসেজ। এটা আমাদের একটু বিস্মিত করছে। কাইলের আশঙ্কা, সে হয়ত সটকে পরেছে। হয়ত এমনি করে সরে পরতে থাকবে সে, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা পাগল হয়ে পড়ি। আমাদের মধ্যে ছয়জন পুরো রাত এমনকি সকাল

পর্যন্ত রইলাম ফিল্ড অফিসে। গায়ের কাপড়ে শুলাম চেয়ার, টেবিল না হয় মেঝেতে।

অফিসের ভেতর, না হয় বাইরের পিচ্ছিল, শিশিরভেজা বোর্ড ওয়াকে পায়চারী করে কাটালাম আমি। শেষ চেষ্টা হিসেবে ফ্রেইলিঙ্গার সল্ট ওয়াটারের একটা বোতল কিনেছি, থেকে থেকে চুমুক দিয়ে পেটের ভেতরটা শান্ত করার একটা অপচেষ্টা।

কোন ধরনের লজিক সিস্টেম ব্যবহার করছে সে? মি. স্মিথ তার সৃষ্টি—তার মি. হাইড। কি হতে পারে মি. স্মিথের মিশন? কি করছে সে এখানে? প্রায় নির্জন বোর্ডওয়াক ধরে হাঁটতে হাঁটতে কখনও ভাবছিলাম আমি, কখনও কথা বলছিলাম নিজের সাথে।

ইনেজ হল ইসাবেলা?

এত সহজ হতে পারে না। এত সহজ করে আমাদের কিছু বলবে না পিয়ার্স।

ইনেজ ইসাবেলা নয়। ইসাবেলা কেবল একজনই ছিল। তাহলে বারবার কেন খুন করে চলেছে পিয়ার্স?

নিজেকে পার্ক প্লেসের কোনার দিকের বোর্ডওয়াকে আবিষ্কার করলাম আমি, হাসি পেল হঠাৎ করে। *মনোপলি? কোন ধরনের খেলা? তাই কি?*

শেষমেষ এফ বি আই ফিল্ড অফিসে ফিরে ঘুমিয়ে নিলাম কিছুক্ষণ। অল্প কয়েক ঘন্টা।

এখানে আছে পিয়ার্স।

আছে মি. স্মিথও।

অধ্যায় ১১৭

স*মতল, এখনও বালুময়, এখনও উপত্যকার মত... অসাধারণ সব সমুদ্র-তট— মাইলের পর মাইল। উজ্জ্বল সূর্য, চকচকে ঢেউয়ের দোলা, ফেনা, দৃশ্যপট— দূরে এখানে-সেখানে দেখা দেয় নৌকার পাল।* একশ বছর আগে আটলান্টিক সিটি নিয়ে লিখেছিলেন কবি ওয়াল্টার হুইটম্যান। এখন একটা পিজা এবং হটডগ স্ট্যান্ডে লিখে রাখা হয়েছে তার কথাগুলো। এ ধরনের স্থানে নিজের লেখা দেখতে পেলে নির্ঘাত মূর্ছা যেতেন হুইটম্যান।

সকাল দশটার দিকে আটলান্টিক সিটির বোর্ডওয়াক ধরে আবারো ঘুরতে বেরুলাম আমি। শনিবার আজ, এত গরম এবং রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া যে বীচ গুলো পরিপূর্ণ হয়ে আছে সাঁতারু এবং সূর্যস্নান কারী লোকজনের ভীড়ে।

এখনও ইনেজকে খুঁজে পাইনি আমরা। কোন ধারণা পর্যন্ত নেই। কে এই ইনেজ, এ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি।

একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হল আমার, হয়ত আমাদের দেখছে থমাস পিয়ার্স কোথাও বসে, এখনই দেখা দেবে ভীড়ের মাঝখান থেকে। পেজার সাথে রেখেছি আমি, বলা যায় না যদি যোগাযোগ করতে চায় পিয়ার্স।

এ মুহূর্তে আর কিছু করার নেই আমাদের। পিয়ার্স মি. স্মিথ এখন নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের জীবনধারা। এক উন্মাদ দখল নিয়েছে এই গ্রহের। তেমনটাই মনে হচ্ছে আমার কাছে।

স্টিপলচেস পিয়ার এবং রিসোর্ট ক্যাসিনো হোটেলের কাছে থেমে দাঁড়ালাম। গরম সূর্যের নিচে খেলছে লোকজন। আনন্দে মশগুল তারা, জগত-সংসারের দিকে কোন খেয়াল নেই।

এমনটাই হবার কথা। জেনি, ড্যামন, আমার পরিবার আর ক্রিস্টিনের কথা মনে পড়ে গেল আমার। ও দারুনভাবে চায়, এই কাজটা ছেড়ে দিই আমি। দোষ দেয়া যায় না ওকে। আমি জানি না, পুলিশের চাকরি ছেড়ে দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি না। কেন কে জানে। *ডাক্তার, নিজের চিকিৎসা কর।* হয়ত আমি ছেড়ে দেব কাজটা কোনদিন।

বোর্ডওয়াক ধরে হেঁটে যেতে যেতে নিজেকে প্রবোধ দিলাম আমি। যা কিছু করা সম্ভব পিয়ার্স কেসের ব্যাপারে, তা করা হয়েছে। ফ্রেইলেঙ্গার এবং জেমস ক্যান্ডি শপ পেরিয়ে এলাম। পুরোনো পিনাট শপের সামনে দাঁড়িয়ে প্রচন্ড গরমে ঘামছে মি. পিনাটের একটা কস্টিউম।

সামনে রিপ্লিস বিলিভ ইট অর নট জাদুঘরটা দেখে হাসি ফুটল ঠোঁটে। জর্জ ওয়াশিংটনের চুলের গাছি, জেলি বিনস্ এর তৈরি রুলেৎ টেবিল—সব আছে সেখানে। *না, আমি বিশ্বাস করতে পারি নি।* বোধকরি আমাদের ক্রাইসিস টিমের কোন সদস্য বিশ্বাস করে নি, এই অবস্থানে চলে আসব আমরা কিন্তু সেটাই ঘটেছে।

বিপারের আওয়াজ, পায়ের কাছে ওটার ভাইব্রেশনে সচকিত হয়ে বাস্তবে ফিরে এলাম আমি। কাছাকাছি একটা ফোনের দোকানে গিয়ে কল করলাম।

আরেকটা মেসেজ পাঠিয়েছে পিয়ার্স। কাইল এবং স্যাম্পসন ইতোমধ্যে বেরিয়ে এসেছে বোর্ড ওয়াকে। স্টিল পিয়ারের কাছেই আছে পিয়ার্স। সে দাবী করেছে, ইনেজ তার সঙ্গে আছে! *বলেছে, এখনও আমরা রক্ষা করতে পারি ওদেরকে!*

ঠিক তাই বলেছে সে— *ওদেরকে।*

এভাবে বাইরে বাইরে ঘোরা উচিত হয়নি আমার। একপাশ দপদপ করছে, ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখছি। জীবনে কখনও এত খারাপ বোধ করিনি, দুঃস্বপ্নের মত লাগছে অনুভূতিটা। এরকম নাজুক, অসহায় লাগেনি নিজেকে।

শেষমেষ বুঝতে পারলাম: *পিয়ার্স এবং মি. স্মিথকে ভয় পাই আমি।*

স্টিল পিয়ারে যখন পৌছলাম, ঘামে জবজবে হয়ে গেছি। শ্বাস কষ্ট শুরু হয়েছে। স্পোর্ট স্কার্টটা খুলে ফেলে খালি গায়ে জনতার ভীড়ে মিশে গেলাম। পুরোনো জিটনি, তুলনামূলক নতুন স্টেপ ভ্যান, বাইক এবং দ্রুত পায়ে হাঁটা লোকজন চারপাশে।

টেপ, ব্যান্ডেজ বাঁধা আমার শরীরে, নির্ঘাত বিচিত্র দেখাচ্ছে। এরপরেও, আটলান্টিক সিটির মত বীচে হাঁটা বেশ দুস্কর। এক আইস ক্রিম বিক্রেতা কাঁধে বাক্স নিয়ে চেঁচিয়ে চলেছে।

থমাস পিয়ার্স কি দেখছে আমাদের? হাসছে? হয়তো সে-ই এই আইসক্রিম বিক্রেতা, কিংবা ভীড়ের মাঝে যে কেউ।

চোখের উপরে হাত তুলে বীচের এ মাথা, ও মাথায় নজর বুলালাম। পুলিশম্যান এবং এফ বি আই এজেন্টদের সনাক্ত করতে পারছি ভীড়ের মাঝে। এই মুহূর্তে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার সূর্যস্নানকারী রয়েছে বীচে। কাছের হোটেলের স্লট মেশিনের ইলেকট্রনিক বেলের ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি এখান থেকে।

ইনেজ! আটলান্টিক সিটি! জেসাস!

বিখ্যাত স্টিল পিয়ারে মুক্ত ঘুরছে এক উন্মাদ!

স্যাম্পসন এবং কাইলের খোঁজে চোখ বোলালাম আমি, পেলাম না কাউকে। পিয়ার্স, ইনেজ এবং মি. স্মিথ কে খুঁজছি।

গমগমে গলার একটা ঘোষণা জায়গায় থামিয়ে দিল আমাকে।

'দিস ইজ দি এফ বি আই।'

অধ্যায় ১১৮

লাউডস্পিকারে গমগম করে উঠল একটা কণ্ঠ। সম্ভবত কোন হোটেল বা পুলিশ মাইক থেকে বলা হচ্ছে।

'দিস ইজ দি এফ বি আই।' ঘোষনা করেছে কাইল ক্রেইগ।

'আমাদের কিছু এজেন্ট এই মুহূর্তে বীচে আছেন। তাদের সাথে এবং আটলান্টিক সিটি পুলিশের সাথে সহযোগিতা করুন। তারা যা বলে, মেনে চলুন। *অযথা* আতঙ্কিত হবার মতো কিছু ঘটেনি। দয়া করে, পুলিশ অফিসারদের সাহায্য করুন।'

বিশাল জনতা আচমকা নিরব হয়ে গেল। সবাই চারপাশে তাকিয়ে এফ বি আই এজেন্ট দের খুঁজছে। সত্যিই, অযথা আতঙ্কিত হাবার মত কিছু ঘটেনি—যদি না পিয়ার্সকে খুঁজে পাই আমরা। নিঃসন্দেহে এই জনতার মাঝখানে কোনকিছু করবে না উন্মাদটা।

বিখ্যাত অ্যামিউজমেন্ট স্থাপনার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। ছেলেবেলায় এখানে প্রথম বিখ্যাত ডাইভিং হর্স দেখেছিলাম। ছোট সার্ফে দাঁড়িয়ে তীরের দিকে তাকাচ্ছে মানুষজন। *জওস* সিনেমার কথা মনে পড়ে গেল আমার।

এই জায়গার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে থমাস পিয়ার্স।

তীরের সত্তর গজ মত দূরে বাতাসে ঝুলছে একটা বেল জেট রেঞ্জার। উত্তর-পূর্ব দিক হতে উদয় হল আরেকটা কপ্টার। প্রথমটার দিকেই উড়ে এল এটা, তারপর ঘুরে চলে গেল তাজ মহল হোটেলের দিকে। কপ্টারে অবস্থান নিয়ে আছে শার্পশুটারেরা।

সেটা হয়ত পিয়ার্সও নিয়েছে, নিয়েছে বীচের যে কেউ। জানি, এফ বি আই এর মার্কসম্যান রয়েছে কাছের হোটেলগুলোয়। সেটা পিয়ার্সও জানে। সে নিজেও এফ বি আই এর এজেন্ট ছিল। যা কিছু করি আমরা, সবই তার জানা। এই সুবিধাটুকু কাজে লাগিয়ে এই পর্যন্ত জিতে চলেছে সে।

পিয়ারের কাছেই কোন একটা গোলমাল হয়েছে। জনতা উৎসুক ভঙ্গিতে ঠেলছে ওদিকে যাওয়ার জন্যে, কেউ আবার পালাচ্ছে ঘুরে। সামনে এগুতে লাগলাম আমি।

বীচের জনতার শোরগোল আবার বাড়ছে। কারও ব্লাস্টারে বেজে চলেছে *এও ভোগ*। কটন ক্যান্ডি, বিয়ার আর হটডগের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। স্টিল পিয়ারের উদ্দেশ্যে দৌড় লাগালাম— ছোট বেলার ডাইভিং হর্স এবং মার্জেটের লুসি দ্য এলিফেন্টের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

সামনে দেখতে পারছি স্যাম্পসন এবং কাইল কে।

কিছু একটার উপরে ঝুঁকে আছে ওরা। *ওহ খোদা, ওহ খোদা, না! ইনেজ, আটলান্টিক সিটি!* পালস্ দ্রুতগতিতে চলতে লাগল আমার।

ভাল দেখাচ্ছে না পরিস্থিতি।

বুড়ো এক লোকের বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে গাঢ় চুলের এক অল্প বয়স্ক মেয়ে। বীচ কম্বলে মোড়ানো মৃতদেহটার চারপাশে পথচলতি লোকজন উঁকি মারছে। বুঝতে পারছি না কেমন করে ওখানে পৌঁছল দেহটা।

ইনেজ, আটলান্টিক সিটি। এই মেয়েই সে, হতেই হবে।

হতভাগ্য ভিকটিম লম্বা সোনালি রঙ করা চুলের এক মেয়ে, সম্ভবত বিশের কোঠায় বয়স— এখন আর ঠিক করে বলার উপায় নেই। ত্বক নীলচে-বেগুনি, মোমের মতো। পানি শুকিয়ে আসায় চ্যাপ্টা হয়ে গেছে চোখ দুটো। ঠোঁট, নখের নিচে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ইনেজের উপর অপারেশন চালিয়েছে পিয়ার্স: রিব এবং কার্টিলেজ কেটে ফেলে উন্মুক্ত করা হয়েছে তার ফুসফুস, খাদ্যনালী, শ্বাসনালী এবং হৃদপিন্ড।

ইনেজ শব্দটা ইসাবেলার মতো শোনায়!

এটা জানত পিয়ার্স।

ইনেজের হৃদপিণ্ড খুলে নেয়নি সে।

দেহটার পাশেই যত্ন করে রাখা হয়েছে ওভারি এবং ফ্যালোপিয়ান টিউব দুটো। ঠিক যেন এক সেট ইয়ারিং এবং নেকলেস।

আচমকাই, সূর্যস্নানকারীরা সাগরের বুকে কিছু একটার দিকে দেখাতে লাগল।

এক হাতে চোখ ঢেকে ফিরে তাকালাম আমি।

অলসভঙ্গিতে উত্তরদিক হতে তীরের দিকে উড়ে আসছে প্রপেলার চালিত ছোট একটা বিমান। কোন মেসেজ দেওয়ার জন্যে এ ধরনের প্লেন ভাড়া নেওয়া হয়। চল্লিশ ফুটের এই ব্যানারগুলো হোটেল, লোকাল বার, রেস্তোরাঁ এবং ক্যাসিনো গুলোতে দারুন জনপ্রিয়।

ক্রমশই কাছে চলে আসা প্লেনটার লেজের দিকে পতপত করে উড়ছে একটা বার্তা। দেখেও বিশ্বাস হল না আমার, কি পড়ছি এটা!

এইবারের মত চলে গেছে মি. স্মিথ! বিদায় জানাও।

অধ্যায় ১১৯

পরবর্তী **সকালের** প্রথমভাগে ওয়াশিংটনে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম আমি। থমাস পিয়ার্স এবং তার দানবীয় সৃষ্টি *মি. স্মিথ থেকে* অনেক অনেক দূরে সরে যেতে চাই আমি। দেখতে চাই নিজের ছেলেমেয়েদের, নিজের বিছানায় ঘুমাতে চাই।

লোকাল সার্ভিসের একজন এসকর্ট ছিল *ইনেজ।* বলি'জ পার্ক প্লেসে নিজের রুমে তাকে ডেকে নিয়েছিল পিয়ার্স। ক্রমেই নিশ্চিত হচ্ছি আমি, *একমাত্র তার শিকারের সঙ্গে ছাড়া আর* কোন কিছুর সাথেই একাত্মতা বোধ করে না পিয়ার্স। কিন্তু আর কি ব্যাপার তাকে এমন আতঙ্কজাগানিয়া হত্যাকান্ডের দিকে প্ররোচিত করছে? ইনেজ কেন? নিউজার্সি উপকূলে কেন?

দুই এক দিন, এমনকি দুই এক ঘণ্টা হলেও এই সবকিছু থেকে পালাতে হবে আমাকে। অন্তত অন্য আর একটা নাম বা অন্য কোন স্থানের কথা জানানো হয়নি আমাদের, যে ছুটে যাব সেখানে।

আটলান্টিক সিটি থেকে ক্রিস্টিনকে ফোন করে জানতে চাইলাম, সে রাতে আমি এবং আমার পরিবারের সাথে ডিনারে ও রাজী আছে কি না। সে সানন্দে সায় দিয়েছে। বলেছে 'খুশিমনেই যাব আমি।' দারুন ভাল লাগল কথাটা শুনে। আমাকে সুস্থ করে তোলার সবচেয়ে ভাল ওষুধ পেয়ে গেছি।

ওয়াশিংটনে বাড়ি পৌঁছা পর্যন্ত ওর কণ্ঠস্বর মাথার ভেতরে জিইয়ে রাখলাম। খুশি মনেই ওখানে আসবে সে।

পার্টির প্রস্তুতিতে দারুন ব্যস্ত সকাল পার করলাম আমি, ড্যামন এবং জেনি। প্রথমে মুদি সদাই কিনলাম সিত্রোনেলা থেকে, এরপর জায়ান্ট-এ।

পিয়ার্স বা মি. স্মিথকে মাথা থেকে প্রায় বের করে দিয়েছি আমি, তবে এমনকি মুদি দোকানে কেনাকাটা করার সময়ও গ্লকটা গুঁজে রেখেছি গোড়ালির কাছে।

জায়ান্টে পৌঁছে আর সি কোলা এবং টর্টিলা চিপসের খোঁজে আগে চলে গেল ড্যামন। কথা বলার ফুরসত পেয়ে গেলাম আমি আর জেনি। আমি জানি,

কথা বলার জন্যে মরে যাচ্ছে মেয়েটা। সবসময় বুঝি এটা। সুন্দর, সৃজনশীল একটা মন আছে ওর, কী চলছে ওই খুঁদে মাথায় জানতে অধীর হয়ে আছি।

শপিং ট্রলি ঠেলে নেয়ার দায়িত্ব নিয়েছে জেনি, ধাতব হাতলটা ওর চোখের সমান উচ্চতা ছুঁয়েছে। এইদিকের আইলে সেরা সিরিয়ালের খোঁজ করছে সে। মুদি সামগ্রী ক্রয়ের আটটা ন্যানা মামা শিখিয়েছে ওকে। বেশিরভাগ হিসেব নিজের মাথাতেই সেরে নিতে পারে ও।

'কথা বল আমার সাথে। আমার সব সময় এখন তোমারই জন্যে। ড্যাডি এখন বাসায়,' বললাম।

'ফর টুডে।' বলে আমার কান ছুতে চাইল সে।

'সবুজ হওয়া এত সহজ নয়,' বললাম আমি। পুরোনো একটা ফেবারিট লাইন এটা আমাদের দুজনের। কারমিট এবং ফ্রগের কমপ্লিমেন্ট। আজ আর কাজ হচ্ছে না এটাতে।

'তুমি আর ড্যামন রেগে আছ আমার উপর?' সবচেয়ে কোমল স্বরে বললাম। 'সত্যি কথাটা বল না, গার্লফেন্ড।'

একটু নরম হল ও। 'না, ঠিক তা নয়। তোমার সেরা চেষ্টাই তো করে চলেছ,' বলল সে। অবশেষে তাকাল আমার দিকে। 'চেষ্টা তো করছ, না? বাড়ি ছেড়ে যখন চলে যাও, ভাল লাগে না। একা লাগে আমার। তুমি বাইরে থাকলে সবকিছু আগের মত লাগে না।'

মাথা নেড়ে হাসলাম। এত চিন্তা করার অবকাশ এই মেয়ে পায় কখন? ন্যানা অবশ্য কসম কেটে বলে, জেনির একটা আলাদা মন আছে।

'ডিনারের পরিকল্পনা ঠিক আছে তো?' সাবধানে বললাম।

'ওহ্, এ-ক-দ-ম!' আচমকা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'ওটা কোন সমস্যা নয়। আই লাভ ডিনার পার্টিজ।'

'ড্যামন? ক্রিস্টিন আসছে বলে রাগ করেনি তো সে?' অস্বস্তির সাথে জানতে চাইলাম এবারে।

'একটু ভয়ে ভয়ে আছে, মিসেস জনসন আমাদের প্রিন্সিপাল তো। তবে ও ঠিক আছে। তুমি তো চেন ড্যামনকে। খালি বড় বড় ভাব করে।'

সায় দিলাম আমি। 'হুম। তো ডিনার তাহলে কোন সমস্যা নয়? তুমি একটু ভয়ও পাওনি?'

মাথা নাড়ল জেনি। 'না। মোটেও না। ডিনার আমাকে ভীত করতে পারে না। ডিনার হল ডিনার।'

দারুণ স্মার্ট মেয়েটা আমার। ওর বয়সের তুলনায় পুরো পাকা বুড়ি। যেন কোন বিজ্ঞ বয়স্ক মহিলার সাথে কথা বলছি। ইতোমধ্যেই কবি এবং দার্শনিক বনে গেছে। মায়া এঞ্জেলো এবং টৌনি মরিসন হবে এককালে।

'ওর পেছনে লাগতেই হবে তোমার? এই মি. স্মিথের পেছনে?' অবশেষে জানতে চাইল জেনি। 'মনে হয়, হবে।' নিজেই উত্তর দিল তার প্রশ্নের।

ওর একটু আগে বলা কথাটাই আবার বললাম। 'আমি সেরা চেষ্টাই করছি।'

পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে দাঁড়াল ও। নিচু হয়ে গালে একটা চুমু নিলাম।

'তুমি হলে মৌমাছি,' বলল সে। ন্যানার একটা প্রিয় লাইন এটা, ধার করে নিয়েছে জেনি।

'বু!' সোডা আইলের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল ড্যামন। লাল, সাদা এবং নীলের পেপসি বোতলের রাজ্যে রয়েছে তার মাথা। কাছে টেনে ওকেও একটা চুমু দিয়ে দিলাম। অনেক বছর আগে যেমন করে আমার বাবা ধরে রাখত আমাকে, ঠিক তেমনি ধরে থাকলাম ওকে। গ্রোসারি স্টোরে বেশ একটা দৃশ্যের অবতারণা করে ফেলেছি আমরা। সুন্দর দৃশ্য।

খোদা, এদের ভালবাসি আমি। কী ভয়ংকর দোটানায় পড়েছি বুঝতে পারছি। গোড়ালির গ্লকটা যেন একমণী মনে হচ্ছে। এত গরম বোধ হচ্ছে, যেন ওটা একটা জ্বলন্ত কাঠের চেলা। ফেলে দিতে চাইছি ওটাকে, আর কখনও ধরতে ইচ্ছে হচ্ছে না কোন অস্ত্র।

জানি, পারব না আমি। থমাস পিয়ার্স এখনও আছে বাইরে কোথাও, আছে মি. স্মিথ এবং অন্যরা। জানি না কেন, এদের সবাইকে তাড়ানো নিজের দায়িত্ব বলে মনে হচ্ছে, একটু হলেও জনগণের জীবনযাত্রা নিরাপদ করা কী কাজ নয় আমার?

'পৃথিবী থেকে বলছি, ড্যাডির উদ্দেশ্যে,' বলে উঠল জেনি। দুষ্টামির অভিব্যক্তি তার চোখে মুখে। 'দেখলে তো? এইমাত্র হারিয়ে গিয়েছিলে তুমি। মি. স্মিথের সাথে ছিলে এতক্ষণ, তাই না?'

অধ্যায় ১২০

ক্রিস্টিন বাঁচাতে পারে তোমাকে। যদি সম্ভব হয় উদ্ধার করা, যদি কেউ পারে, তো সে।

সেই সন্ধ্যায় ছয়টা ত্রিশে ওর বাসায় গেলাম আমি। আগেই বলে রেখেছিলাম, মিচেলভিল থেকে তুলে নেব ওকে। একটা পাশ এখনও ব্যথা করছে আমার, নিজেকে পুরোনো, অচল মালের মতো মনে হচ্ছে, কিন্তু যে কোন কিছুর জন্যে এটা আমি মিস করতে পারি না।

উজ্জ্বল কমলা-হলুদ একটা সানড্রেস এবং পাতলা ক্যানভাসের জুতো পরে সামনের দরজায় এসে দাঁড়াল ও। অসাধারণের চেয়ে একটু বেশি ভাল লাগছে ওকে। ছোট রূপালি ঘন্টি ওয়ালা একটা বার পিন পড়েছে। সত্যিই অনিন্দ-সুন্দর।

'হুমম।' হাসলাম আমি।

সামনের ছোট জায়গাটায় ওকে জড়িয়ে ধরলাম, লাল এবং সাদার অধৈর্য্য গোলাপের দল ঘিরে রেখেছে আমাদের চারপাশ। বুকের সাথে শক্ত করে ধরে রাখলাম, পাগলের মতো চুমো খাচ্ছি দুজন।

ওর বাহুতে, নরম-মিষ্টি ঠোঁটে হারিয়ে গেলাম আমি। হাত দুটো উঠে গেল ওর মুখ ছুঁয়ে, হালকা ভাবে স্পর্শ করছে গালের হাড়, নাক, চোখের পাতা।

কাছাকাছি থাকার বোধটুকু অনির্বচনীয় এবং দুর্লভ। এত ভাল, এত মোহনীয়— কতকাল ধরে মিস করে আসছি আমি।

চোখ খুলে দেখলাম ও দেখছে আমাকে। এর চেয়ে বাঙময় চোখ আমি কখনও দেখিনি।

'তুমি যেমন করে আমাকে ধরে রাখ, ভাল লাগে আলেক্স,' ফিসফিসাল ও। চোখ দুটো যেন আরো কিছু বলছে। 'তোমার ছোঁয়া ভালবাসি আমি।'

চুমু খেলাম আমরা, পায়ে পায়ে ফিরে যাচ্ছি ঘরে।

'সময় আছে হাতে?' হেসে জানতে চাইল ক্রিস্টিন।

'চুপ। কেবল পাগল লোকের হাতে এই সময় অন্য কাজ থাকে। আমরা তো পাগল নই।'

'অবশ্যই আমরা তাই।'

উজ্জ্বল কমলা ড্রেসটা খুলে পরে গেল মেঝেতে। রেশমের ছোঁয়া পছন্দ করি আমি, কিন্তু ক্রিস্টিনের নগ্ন ত্বক যেন এরচেয়ে মসৃণ। শালিমার পরেছে সে, ভাল লাগল সেটা আমার কাছে। মনে হল, এইখানে যেন ওর সাথে আগেও এসেছি আমি— হয়ত স্বপ্নে। এমনও হতে পারে, বহুদিন থেকে এই দিনটি কল্পনা করে আসছি আমি।

সাদা লেস দেয়া অর্ধ-ব্রা টা খুলতে সাহায্য করল ও আমাকে। দুই জোড়া হাত মিলে খুলে ফেললাম ম্যাচ করা প্যান্টিটা। পুরোপুরি নগ্ন এখন আমরা। কেবল আগুনে ওপাল পাথরের নেকলেসটা রয়েছে ক্রিস্টিনের গলায়। কোথায় যেন একটা কবিতা পড়েছিলাম, প্রেমিক-প্রেমিকার নগ্ন দেহে একটু জুয়েলারী আগুন ধরায়। বোদেঁলেয়ার? হালকা করে ওর কাঁধে কামড় বসিয়ে দিলাম একটা। পাল্টা কামড়ে দিল ক্রিস্টিন।

এত শক্ত হয়ে আছি আমি, ব্যথা করছে আমার পুরুষাঙ্গ। এ যেন স্বর্গীয় একটা অনুভূতি, বিশেষ একটা আদিম শক্তি আছে এই ব্যথাটার। এই মেয়েটাকে ভালবাসি আমি। পূর্ণাঙ্গভাবে। দারুনভাবে উত্তেজিত করে ফেলে ও আমাকে, ওর প্রতিটি অংশ আমার কাছে আবেদনময়ী।

'তুমি জান,' আমি ফিসফিসালাম। 'তুমি পাগল করে ফেলছ আমাকে।'

'একটু না পুরোপুরি?'

আমার ঠোঁট দুটো একটু একটু করে ওর বুকজোড়া ছুঁয়ে নেমে এল পেটে। পারফিউমের হালকা সুবাস পাচ্ছি। ওর দু পায়ের ফাঁকে চুমু খেলাম, নরম করে আমার নাম ডেকে উঠল ক্রিস্টিন। এরপর অশান্ত হয়ে গেল ও। লিভিং রুমের ক্রিম রঙা দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় ওর ভেতরে প্রবেশ করলাম আমি, যেন দুজনেই *ঠেলে* সরিয়ে দিতে চাইছি দেয়ালটা।

'আমি ভালবাসি তোমাকে,' ফিসফিস করে বললাম।

'আই লাভ ইউ, আলেক্স।'

শক্তিশালী, নম্র আর রাজকীয় ওর ভঙ্গিমা— সবকিছু একই সাথে। নেচে চললাম আমরা। রূপক নয়, আক্ষরিক অর্থেই।

ওর কণ্ঠস্বর পছন্দ করি আমি, নরম শীৎকার, ওর আনন্দ-মুখর কাতর ধ্বনি— সবকিছু।

এরপরে গান গাইলাম আমার দুজন একসঙ্গে। জানি না, কত বছর পর গলায় সুর ফিরে পেয়েছি। জানি না, কতটা সময় ওভাবে ভালবাসলাম আমরা। সময়ের কোন ভূমিকা নেই এখানে। এর কিছু একটা যেন চীরস্থায়ী, কিন্তু একই সঙ্গে বর্তমান, বাস্তব।

ঘেমে নেয়ে গেছি আমরা দুজন। আমার পেছনের দেয়ালটা পর্যন্ত ঘামে ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। শুরুর উন্মত্ত ভালবাসা, উদ্দাম দোলাচল এখন পরিবর্তিত হয়েছে তুলনামূলক ধীর লয়ের তালে। এ আরো শক্তিশালী অনুভূতি। এ ধরনের আবেগ ব্যতিত কোন জীবন পূর্ণ হতে পারে না।

ওর ভেতরে আর নড়তে পারছি না। চারপাশে আরো শক্ত করে জেঁকে ধরল ক্রিস্টিন। আমি অনুভব করছি ওর প্রান্তগুলো। যতটা ভেতরে প্রবেশ করছি, ততটা যেন ফুলে ফেঁপে উঠছে ও আবেগের তীব্রতায়। দুজন পরস্পরের দিকে যেতে চাইলাম আমরা, মুখোমুখি। কাঁপছি দুজনেই।

পুলকের শিখড়ে পৌঁছে গেল ক্রিস্টিন, এরপর আমরা দুজনেই শিহরিত হলাম। নাচলাম আর গাইলাম দুজন। ক্রিস্টিনের ভেতরে যেন গলে যাচ্ছিলাম আমি, দুজনেই বলছি *ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস।* কেউ ছুঁতে পারবে না আমাদের এখানে, না থমাস পিয়ার্স না আর কেউ।

'হেই, বলেছি তোমাকে আমি ভালবাসি?'

'হ্যাঁ, তবে আবার বল।'

অধ্যায় ১২১

আমার যতটা ভাবি, বাচ্চারা তার চেয়ে অনেক বেশি চালাক। প্রায় সবকিছু বোঝে তারা, আমাদের চেয়ে বরঞ্চ আগে বোঝে।

'*দেরী* করে ফেলেছ তোমরা দুজন। রাস্তায় চাকা পাংচার হয়ে গিয়েছিল নাকি মারামারি করেছ দুজনে?' ফ্রন্ট ডোরে পৌঁছতেই জানতে চাইল জেনি। ভয়ংকর একটা অভিযোগ! অবলীলায় এরকম বলে পার পেয়ে যায় সে বরাবরই।

'মারামারিই করছিলাম আমরা,' বললাম আমি। 'খুশি?'

'হ্যাঁ,' বলে হাসল জেনি। 'আসলে একটুও দেরী হয়নি তোমাদের। একদম ঠিক সময়ে এসেছ।'

ন্যানা এবং বাচ্চাদের সাথে ডিনারটা বেশ জমপেশ হল। বেশ মিষ্টি, সুন্দর সময় কাটছে। বাড়ি বলতে সম্ভবত একেই বোঝায়। চেয়ারে বসে, খাওয়া সার্ভ করলাম আমরা সবাই মিলে। এরপরে পেটপুরে খাওয়া। খাওয়ার মধ্যে রয়েছে সোর্ডফিশ স্টিক, আলু, সামার পিইস, বাটার মিল্ক বিস্কুট। দারুন গরম প্রতিটা খাবার, এক্সপার্টের মত সার্ভ করে চলল ন্যানা, জেনি আর ড্যামন। ডেজার্টে পরিবেশিত হলে ন্যানার সুবিখ্যাত ম্যারিনগুই লেমন পাই। বিশেষ করে ক্রিস্টিনের জন্যে ওটা তৈরি করেছে সে।

সাধারণ অথচ ভয়ংকর জটিল একটা শব্দ চলে এল মাথায়, সেটা হল *আনন্দ*।

ডিনার টেবিলের চারধারে এটা বেশ বর্তমান। ন্যানা, ড্যামন এবং জেনির উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত চোখে তাই দেখতে পারছি আমি। ক্রিস্টিনের দৃষ্টিতে ওটা আগেই দেখা হয়ে গেছে। ডিনার টেবিলে ওকে পর্যবেক্ষণ করতে করতে একটা অনুভূতি হল আমার, নিঃসন্দেহে ওয়াশিংটনের বিখ্যাত কেউ হতে পারতে সে অনায়াসে। অথচ শিক্ষক হতে চেয়েছে ও, এটাই নাড়া দিয়েছিল আমাকে।

এ ধরনের পারিবারিক অনুষ্ঠানে বারবার বলা গল্পগুলোই আবার উচ্চারিত হল, সবসময় তাই হয়। পুরোটা রাতই মজার এবং প্রাণবন্ত রইল ন্যানা।

বার্ধক্য সম্পর্কে আমাদের একটা মূল্যবান উপদেশ জানাল অবশেষে: 'যদি কোন কিছু মনে করতে না পার, ভুলে যাও ওটার কথা।'

পরে, পিয়ানোতে রিদম এবং ব্লুজ গেয়ে শোনালাম আমি। ব্লুবেরি হিলের একটা জ্যাজ ভার্সনের সাথে ক্যাটওয়াক করে দেখাল জেনি। 'না, আমি নাচতে পারি না,' বলে প্রতিবাদ করে্ও একটু নাচল ন্যানা। বেশ সুন্দর করেই পারল।

একটা মুহূর্ত, একটা ছবি আমার মনে গেঁথে গেল, জানি, সারাটা জীবনই ওটা মনে থাকবে আমার। ডিনার শেষ করে কিচেন পরিষ্কারের ঘটনা সেটা।

সিঙ্কে প্লেট ধুচ্ছিলাম আমি, হাত বাড়িয়ে অন্য একটা প্লেট নিতেই জায়গায় জমে গেলাম।

ক্রিস্টিনের বাহুতে রয়েছে জেনি। কী দারুন সুন্দরই না মানিয়ে গেছে ওরা দুজন। জানি না কেমন করে ওখানে গিয়েছে জেনি, কিন্তু খুব স্বাভাবিক আর বাস্তব দেখাচ্ছে ওদের। হেসে কি যেন বলছে পরস্পরকে। যা কখনই বুঝতে পারি নি এর আগে, একজন মায়ের অভাব দারুনভাবে বোধ করে ড্যামন আর জেনি।

আনন্দ— এই হল সেই শব্দ। বলা খুব সহজ, কিন্তু কখনও কখনও জীবনে খুঁজে পাওয়া বেশ দুস্কর।

সকালে কাজে যেতে হবে আমাকে।

এখনও ড্রাগন-শিকারী রয়েছি আমি।

অধ্যায় ১২২

নিজেকে আবদ্ধ করে চিন্তা করছিলাম আমি, ভাবছিলাম মি. স্মিথ এবং থমাস পিয়ার্সকে নিয়ে।

পিয়ার্স কি কি করতে পারে, সেজন্যে কি প্রতিষেধক নেওয়া প্রয়োজন কাইলকে সে সম্পর্কে বলেছি আমি। ক্যামব্রিজে, পিয়ার্সের এপার্টমেন্ট পাহাড়া দিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে কয়েক জন এজেন্টকে। ল্যাগুনা বীচে, তার পিতা-মাতার বাড়িতে, এমনকি ইসাবেলা ক্যালাইসের কবরে পর্যন্ত মোতায়ান করা হয়েছে প্রহরী।

ইসাবেলার ক্যালাইসের প্রেমে মশগুল ছিল পিয়ার্স! একমাত্র তাকেই ভালবাসত সে! ইসাবেলা এবং থমাস পিয়ার্স! এটাই হল চাবিকাঠি—ইসাবেলার প্রতি তার উন্মত্ত ভালবাসা।

অসহ্য অপরাধবোধে ভুগছে সে। আমার নোটপ্যাডে লিখলাম।

যদি আমার ধারনা সঠিক হয়, তবে কোন ক্লু টা মিস করছি?

কোয়ানটিকোতে এফ বি আই এর একটা দল এখনও কাগজে-কলমে চেষ্টা করছে কেসটা সমাধানের। বি এস ইউ তে তারা সবাই একত্রে কাজ করেছে পিয়ার্সের সাথে। সাইকোপ্যাথিক যত খুনীদের নিয়ে কাজ করেছে তারা, তাদের কারও সাথেই পারিবারিক পরিমণ্ডলে মিল নেই পিয়ার্সের। কখনই আঘাত করেনি পিয়ার্স, না শারীরিকভাবে না যৌন নির্যাতন। কোন ধরনের ভায়োলেন্সের প্রমাণ নেই তার ইতিহাসে। কোন সতর্কবার্তা, পাগলামির চিহ্ন, কোন সংকেত কিছু দেখায়নি সে কখনও, যতক্ষণে ঘটিয়ে ফেলেছে কান্ড। *সে একজন অরিজিনাল। তার মতো কোন দানব আজ পর্যন্ত তৈরি হয়নি। কোন পূর্বসুরী নেই তার।*

আমি লিখলাম: *‘প্রেমে পরেছিল থমাস পিয়ার্স। পরেছ তুমি নিজেও।*

পৃথিবীতে তোমার ভালবাসার একমাত্র মানুষকে মেরে ফেলতে কী প্রয়োজন হয়?

অধ্যায় ১২৩

পিয়ার্সের জন্যে কোন সহানুভূতি, কিংবা ক্লিনিকাল কোন আগ্রহ বোধ করতে পারছি না আমি। তাকে, তার নির্দয়তাকে, ঠান্ডা মাথার খুনগুলোকে ঘৃণা করি আমি, যত খুনীকে আজ পর্যন্ত আটক করেছি, তাদের সবার চেয়ে, এমনকি গ্যারি সোনেজির চেয়েও। কাইল ক্রেইগ এবং স্যাম্পসনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, ব্যুরোর সবাই এবং বি এস ইউ-এর সব সদস্যের মনের ভাবনা একই। আমাদের মাথা এই মুহূর্তে রাগে উন্মাদ। পিয়ার্সকে থামানো আমাদের জীবনের একটা ঘোর হয়ে গিয়েছে। এভাবে কী আমাদের মাথা খারাপ দিচ্ছে সে?

পরের দিনও বাসায় কাজ করলাম আমি। কম্পিউটার, কিছু বই এবং আমার ক্রাইম সিনের নোটগুলো নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম। ড্যামন এবং জেনিকে স্কুলে দিয়ে আসা এবং ন্যানার সঙ্গে নিরব একটা ব্রেকফাস্ট খাওয়া ছাড়া কাজ ছেড়ে উঠলাম না একবারও।

পোচ করা ডিমে আমার মুখ ভর্তি, এই সময় কিচেন টেবিলের দিকে ঝুঁকে এসে তার বিখ্যাত আক্রমণ শানালো ন্যানা।

'তোমার মার্ডার কেস নিয়ে আমার সাথে আলোচনা করতে চাও না, তাই না?' বলল ন্যানা।

'আবহাওয়া বা অন্য যে কোন কিছু নিয়ে বরং কথা বলতে পারি। তোমার বাগানটা অসাধারণ লাগছে। চুলগুলোও খুব সুন্দর তোমার।'

'ক্রিস্টিন কে আমরা সবাই ভীষণ পছন্দ করি, আলেক্স। আমাদের মুগ্ধ করে ফেলেছে সে। হয়তো জিজ্ঞেস করবে ভেবে ভুলে গেছ তুমি কথাটা। মারিয়ার পর ও-ই তোমার জন্যে একদম ঠিক আছে। তো, এই ব্যাপারে কি পরিকল্পনা করছ?'

চোখ দুটো ঘোরালাম আমি কোটরের ভেতর, তবে ন্যানার দিকে ফিরে হাসতে হল। 'প্রথমে, তোমার করা এই সুস্বাদু ব্রেকফাস্ট খতম করতে যাচ্ছি আমি। এরপরে কিছু কাজ আছে ওপর তলায়। কেমন লাগল শুনতে?'

'ওকে হারিও না, আলেক্স। ওটা কোর না,' একইসঙ্গে উপদেশ এবং সতর্কবার্তা ধ্বনিত হল ন্যানার কণ্ঠে। 'বুড়ি একটা পাগলের কথা অবশ্য বিশ্বাস

না করলেও পার তুমি। কি ই বা জানি আমি? কেবল রান্না এবং পরিষ্কার করা ছাড়া?'

'আর কথা বলতে পার,' মুখভর্তি খাবার নিয়ে বললাম। 'কথার কথাটা ভুলে গেলে, বুড়ি?'

'শুধুমাত্র কথাই নয়, সনি বয়। বেশ ভাল মনোবিদের বিশ্লেষণ, প্রয়োজনীয় চিয়ারলিডিং সময়ে সময়ে এবং বিশেষজ্ঞ মন্তব্য।'

'আমার একটা গেম প্ল্যান আছে,' বলে চুপ করে রইলাম।

'বরং একটা জয়ী গেম প্ল্যান তৈরি কর,' শেষ কথাটা বলে দিল ন্যানা। 'আলেক্স, ওকে হারালে টিকতে পারবে না তুমি।'

বাচ্চাদের সাথে হাঁটা এবং ন্যানার সাথে কথাবার্তা যেন পুনরীজ্জীবিত করে তুলল আমাকে। সকালের পরবর্তী সময়টুকু রোলটপে কাজ করতে করতে পরিচ্ছন্ন এবং সতর্ক মনে হল নিজেকে।

বেড রুমের দেয়ালে থমাস পিয়ার্স সম্পর্কিত থিওরীর পর থিওরীর লিখে ভরে ফেলছি আমি। রুমের অবস্থাদৃষ্টে মনে হতে পারে, কি করছি জানি আমি। কিন্তু অবস্থাদৃষ্ট অনেক সময়ই ভুল ধারণা দেয়। একগাদা সূত্র আছে আমার কাছে, এরপরেও একটি নিশ্চিত সূত্র নেই।

পিয়ার্সের কাছে পাঠানো মি. স্মিথের একটা মেসেজের কথা মনে পরে গেল, পরে এফ বি আই এর কাছে পাঠিয়েছিল পিয়ার্স মেসেজটা। *আমাদের ভেতরের খোদা সে-ই, যে আইন তৈরি করে এবং আইন বদল করতে পারে। আর বিধাতা আমাদের মধ্যেই নিহিত।*

কথাগুলো পরিচিত মনে হয়েছিল আমার কাছে। পরে এর উৎস খুঁজে পেয়েছি। উক্তিটি জোসেফ ক্যাম্পবেল-এর, পিয়ার্স হাভার্ডের ছাত্র থাকাকালীন সেখানকার মিথোলজিস্ট এবং ফকলোরিস্ট ছিলেন তিনি।

বিভিন্ন ভাবে দেখতে চাইছি আমি পাজলটা। দুটো জিনিস নজর কাড়ছে আমার।

প্রথমত, ভাষা সম্পর্কে আগ্রহী ছিল পিয়ার্স। হাভার্ডে ভাষাশিক্ষা নিয়েছিল সে। নোয়াম চমস্কির ভক্ত ছিল। ভাষা এবং শব্দের ক্ষেত্রে কি বলা যায়?

দ্বিতীয়ত, দারুন গোছানো স্বভাবের লোক পিয়ার্স। মি. স্মিথ সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা গেড়ে দিয়েছে সে, তাকে একজন চরম বিশৃংঙ্খল বলে প্রমাণ করতে চেয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে এফ বি আই এবং ইন্টারপোলকে বোকা বানিয়েছে।

প্রথম থেকেই সূত্র রেখে আসছে পিয়ার্স। কিছু কিছু তো সুনির্দিষ্ট।

ধরা পরতে চায় সে। তো নিজেকে কেন থামাচ্ছে না?

খুন। শাস্তি। নিজেকে কি শাস্তি দিচ্ছে পিয়ার্স? নাকি সবাইকে শাস্তি দিতে চাচ্ছে সে? এ মুহূর্তে আমার মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছে সে। সম্ভবত এটা আমার প্রাপ্য।

বেলা তিনটার দিকে সোজার্নার ট্রুথ স্কুল থেকে জেনি এবং ড্যামনকে তুলে নিলাম। এমনিতে বাড়ি ফিরে আসার জন্যে কারও প্রয়োজন নেই ওদের। খুব মিস করছিলাম। না দেখে থাকতে পারছিলাম না।

এছাড়াও মাথা ব্যথা করছিল, বাড়ি ছেড়ে বের হওয়া জরুরি হয়ে পরেছিল।

স্কুলের আঙ্গিনায় ক্রিস্টিনকে দেখতে পেলাম। ছেলেমেয়েরা ঘিরে রেখেছে ওকে। মনে পড়ল, নিজের বাচ্চা চায় সে। দারুন সুখী দেখাচ্ছে তাকে, বাচ্চারাও ওর সাথে থাকতে ভালবাসে— মনে হল আমার ওদের দেখে।

আমাকে আঙ্গিনার দিকে এগুতে দেখে হাসল ক্রিস্টিন। হৃদয়ের গভীরে কী যেন উলট-পালট হয়ে গেল।

'আরে দেখ, বাতাস খেতে কে চলে এসেছে,' বলল ও। 'তিনটে আলু, না না চারটে।'

'আমি যখন হাই স্কুলে পড়তাম,' একটা ডে-গ্লো জাম্প রোপ দিয়ে দড়িলাফ খেলছে ক্রিস্টিন বাচ্চাদের সাথে। 'জন ক্যারল বলে এক বান্ধবী ছিল।'

'মমম। ভদ্র ক্যাথলিক মেয়ে? সাদা ব্লাউজ, মাড় দেয়া স্কার্ট, স্যাডল শু?'

'বেশ ভদ্র ছিল সে। এখন উদ্ভিদবিদ। দেখলে তো, কত ভদ্র? সেই দক্ষিণ ক্যারোলিনা পর্যন্ত হেঁটে যেতাম, যদি স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার পথে দুই এক মিনিটের জন্যেও দেখতে পারি ওকে। আসলে হতবুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম ওর প্রেমে।'

'নির্ঘাত স্যাডল শু টাই দায়ী। বলতে চাচ্ছ আবারো হতবুদ্ধ হয়ে গেছ তুমি?' হাসিতে ভেঙ্গে পরে বলল ক্রিস্টিন। ঠিকমত না বুঝলেও বাচ্চারাও হাসতে লাগল আমাদের সাথে।

'হতবুদ্ধির চেয়েও খারাপ অবস্থা আমার। রীতিমত মজনু বলতে পার।'

'হুমম, সেটা ঠিক আছে', বলল ক্রিস্টিন। পিংক রোপটার একমাথা ঘোরাচ্ছে সে বাচ্চাদের খেলাটাকে চালু রাখতে। 'কেননা আমারও একই অবস্থা। এই কেসটা যখন শেষ হবে, আলেক্স—'

'যা চাও পাবে, কেবল বলেই দেখ।'

সাধারণের চেয়ে বড় হল ক্রিস্টিনের চোখদুটো। 'সবকিছু থেকে দূরে একটা উইকএন্ডে থাকতে চাই তোমার সাথে। যে কোন সরাই খানা বা গ্রামের বাড়ি হলে ভাল হয়।'

ওকে বুকের সাথে ধরে রাখতে চাইছিলাম আমি। চুমু খেতে চাইছি প্রচন্ডভাবে, কিন্তু জনাকীর্ণ স্কুল আঙ্গিনায় সেটা সম্ভব নয়।

'এটা একটা ডেট,' বললাম ওকে। 'আই প্রমিজ।'

'মনে থাকবে আমার, বুঝলে *মজনু*। উইকএন্ড এলে যেন ভুলে না যাও।'

অধ্যায় ১২৪

বাড়ি ফিরে সাপার পর্যন্ত পিয়ার্স কেসটা নিয়ে মশগুল রইলাম আমি। হ্যাম বার্গার এবং সামার স্কোয়াশ দিয়ে কোনরকম খেয়ে নিলাম ন্যানা এবং বাচ্চাদের সাথে। অননুতপ্ত এবং নিরাময়ের অযোগ্য কাজ-পাগল বলে আরো কিছু নিন্দা জুটল কপালে। ন্যানা এক স্লাইস পাই কেটে দিতে সেটা নিয়ে রওনা হলাম আমার রুমে। ভালই খেয়েছি, কিন্তু অশান্তি সরল না মনের।

কিছুই করতে পারছি না— চিন্তিত লাগছে আমার। হয়তো ইতোমধ্যেই অন্য একজনকে মেরে ফেলেছে থমাস পিয়ার্স। হয়ত আজ রাতেই একটা 'অটোপসি' করছে সে। যে কোন মুহূর্তে একটা মেসেজ পাঠবে আমাদের।

বেডরুমের দেয়ালে সাঁটানো নোটগুলো বারবার করে পড়লাম আমি। মনে হল, জিহ্বার ডগায় এসে ঝুলছে উত্তরটা, পাগল করে ফেলছে আমাকে। সুতোর উপর ঝুলছে লোকজনের ভাগ্য।

ইসাবেলা ক্যালাইসের হৃদপিন্ড 'ছেঁদা' করেছে সে।

ক্যামব্রিজে তার এপার্টমেন্ট ভবনটা যেন ইসাবেলার ঘোরে আচ্ছন্ন এক স্মৃতিফলক।

পয়েন্ট প্লেজেন্ট বীচের মাধ্যমে 'বাড়ি' ফিরেছিল সে। স্মার্ট হলে, কিংবা তার মতো চতুর হলে সেখানেই ধরা যেত পিয়ার্সকে।

কি মিস করছি আমরা, এফ বি আই এবং আমি?

সূত্রগুলো নিয়ে বারবার চিন্তা করলাম আমি।

সবসময়ই শিকারদের 'ছেঁদা' করে সে। সে কী পুরুষত্বহীন হয়ে পড়েছিল, ইসাবেলার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনে অপারগ ছিল— ভাবলাম আমি।

মি. স্মিথের কাজকর্ম একজন ডাক্তারের মতো— পিয়ার্স নিজে প্রায় তা-ই ছিল। তার বাবা এবং ভাইয়েরা তাই। ডাক্তার হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে সে।

একটু তাড়াতাড়ি, এগারোটার দিকেই বিছানায় শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম আসছে না। সম্ভবত কেসটা শেষ করে ফেলতে মরিয়া হয়ে উঠেছি। শেষমেষ ক্রিস্টিনকে ফোন করে পুরো এক ঘণ্টা কথা বললাম। কথা বলতে বলতে ওর মিষ্টি সুরেলা আওয়াজ যতই শুনছিলাম, পিয়ার্স এবং ইসাবেলার কথা মনে পরছিল।

পিয়ার্স ভালবাসত তাকে। ঘোরের মতো ভালবাসা। ক্রিস্টিনকে হারালে এখন কি করতে পারি আমি? খুনের পরে কেমন বোধ হয়েছিল পিয়ার্সের? উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল?

ফোনটা রেখে আবার কেসে ফিরে গেলাম। কিছু সময়ের জন্যে মনে হল, হোমারের *ওডিসি* র মতো নয় তো তার কার্যধারা। ধারাবাহিক ট্রাজিডি এবং দুর্ভাগ্যের পর বাড়ি ফিরে যাচ্ছে সে? *না , তা সে করছে না।*

এই কোডের চাবিকাঠি কি হতে পারে? যদি আমাদের সবাইকে পাগল করা তার উদ্দেশ্যে হয়, তবে সফল হয়েছে সে।

ভিকটিমদের নামগুলো নিয়ে খেলতে শুরু করলাম আমি। ইসাবেলা দিয়ে শুরু, ইনেজ দিয়ে শেষ। *'I'* বৃত্ত পুরো করে *'I'* তে গিয়ে *ঠেকেছে? পূর্ণ বৃত্ত? বৃত্ত?* ডেস্কে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকলাম— প্রায় রাত দেড়টা বেজে গেছে। তবুও লেগে থাকলাম।

লিখলাম— ***I***

I *। এটা কি কোন সূত্র হতে পারে? হয়তো এটাই শুরু কোন কিছুর? ব্যক্তিবাচক বিশেষণ? নামের আদ্যক্ষরগুলো নিয়ে কিছু কম্বিনেশন চেষ্টা করে দেখলাম।*

I-S-U....R

C-A-D...

I-A-D...

পরের তিনটি অক্ষর লিখে থামলাম আমিঃ IMU। পৃষ্ঠাটার দিকে চেয়ে রইলাম এক দৃষ্টে। ***`Pierced'*** এর কথা মনে পরে গেল আমার, সাধারণ একটা শব্দ খেলা।

Isabella, Michaela, Ursula. প্রথম তিন ভিকটিমের নাম— ক্রম অনুযায়ী সাজালে। *জেসাস ক্রাইস্ট!*

খুনের ক্রম অনুয়ায়ী নামগুলোর দিকে তাকালাম আমি। প্রথম, শেষ এবং মধ্যবর্তী নামগুলো পড়ে দেখলাম। মিলিয়ে, ম্যাচ করে দেখলাম নামগুলোকে। হৃদপিন্ড ধুকপুক করছে, কিছু একটা আছে এইখানে। আরো একটা সূত্র রেখে গেছে পিয়ার্স, মূলত ধারাবাহিক সূত্রের একটা শেকল এটা।

সবসময় আমাদের সামনেই ছিল। কেউ বুঝতে পারে নি, কেননা স্মিথের খুনের কোন প্যাটার্ন পাওয়া যায়নি। তবে এই থিওরিটাও পিয়ার্সেরই দেওয়া।

আবার লিখতে লাগলাম আমি, হয় প্রথম না হয় শেষ, অথবা মাঝের নামগুলো ব্যবহার করে। শুরু হল IMU দিয়ে। এরপরে রবার্টের *R*, ডুয়ারের *D*। নামের সিলেকশনে কোন সাব প্যাটার্ন আছে কি? হতে পারে কোন গাণিতিক সিকোয়েন্স।

যাই হোক, অন্তত একটা প্যাটার্ন আছে পিয়ার্স-মি. স্মিথ-এর। ক্যামব্রিজ, ম্যাসাচুসেটসে শুরু হয়েছিল তার মিশন। সে *উন্মাদ* সন্দেহ নেই, তবে একটা প্যাটার্ন খুঁজে পেয়েছি আমি। শব্দখেলায় তার ভালবাসার কথা মনে রেখেই ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি।

ধরা পরতে চায় থমাস পিয়ার্স! কিন্তু এরপরে কিছু একটা পাল্টে যায়। যুগপৎভাবে অন্য একটা অনুভূতি চলে আসে তার মধ্যে নিজের ধরা পরার ব্যাপারে। কেন?

সাজিয়ে লেখা শব্দগুলোর দিকে তাকালাম আমি। 'কুত্তার বাচ্চা,' শ্বাসের সাথে বেরিয়ে এল কথাগুলো। 'কি অদ্ভুত। রীতিমত একটা খেলা যেন।'

I	***Isabella Calais.***
M	***Stephanie Michaela Apt.***
U	***Ursula Davies.***
R	***Robert Michael Neel.***
D	***Brigid Dwyer.***
E	***Mary Ellen Klauk.***
R	***Robin Anne Schwartz.***
E	***Clark Daniel Ebel.***
D	***David Hale.***
I	***Isadore Morris***
S	***Theresa Anne Secrest.***
A	***Elizabeth Allison Grangano.***
B	***Barbara Maddalena.***
E	***Edwin Mueller.***
L	***Laurie Garnier.***
L	***Lwis Levin.***
A	***Andrew Klauk.***
C	***Inspector Drew Cabbot.***
A	***Dr. Abel Sante.***
L	***Limon Lewis Conklin.***
A	***Anthony Bruno.***
I	***Inez Marquez.***
S	***__________?***

আমি পড়লাম: **I MURDERED ISABELLA CALAIS.**

আমাদের জন্যে ব্যাপারটা কতই না সহজ করে দিয়েছে সে! একদম শুরু থেকেই আমাদের সাথে খেলছে সে। নিজেকে ধরিয়ে দিতে চায় পিয়ার্স। থামাতে চায়। সেক্ষেত্রে নিজেই কেন ধরিয়ে দিচ্ছে না নিজেকে? কেন একের পর এক নিশংস খুন করে চলেছে?

I MURDERED ISABELLA CALAIS.

খুনগুলোর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি। সম্ভবত কাজ শেষ হয়ে এসেছে তার। কি ঘটবে এখন? *S* দিয়ে কাকে বোঝাতে চাইছে সে?

এটা কি স্মিথকে বোঝাচ্ছে? S অর্থ স্মিথ নিজেই?

সে কি রূপক অর্থে খুন করবে স্মিথকে? এরপরে পৃথিবীর বুক থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে স্মিথ?

প্রথমে কাইল ক্রেইগ, পরে স্যাম্পসনকে ফোন করে জানালাম কি পেয়েছি। রাত দুটা বাজে এখন, কেউই আমার কণ্ঠস্বর বা ঘটানার বৃত্তান্ত শুনতে প্রস্তুত ছিল না। এই শব্দের খেলা নিয়ে কী করা যেতে পারে, তা তারা জানে না। জানি না আমিও।

'আমি নিশ্চিত নই, এর মানে কি,' কাইল বলল, 'এটা কি প্রমাণ করে, আলেক্স?'

'আমিও জানি না। এখনও না। অন্তত এটা আমাদের জানাচ্ছে, *S* আদ্যাক্ষরের কাউকে খুন করতে যাচ্ছে সে।'

'জর্জ স্টেইন ব্রেনার,' বিড়বিড় করে কাইল বলল। 'স্ট্রম থুরমন্ড। স্টিং।'

'বরঞ্চ ঘুমাও এখন,' আমি বললাম।

মাথার ভেতরে দুনিয়াটা ঘুরছে যেন বা। এ মুহূর্তে ঘুমানো কোন অপশন নয় আমার কাছে। এই রাতেই পিয়ার্সের কাছ থেকে একটা মেসেজ আশা করছি আমি। আমাদের নিয়ে তামাশা করছে সে। সেই শুরু থেকেই।

একটা মেসেজ চাই আমি তার কাছ থেকে। হয়ত সংবাদপত্র বা টিভির মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করা উচিত আমার। রক্ষণাত্মক ভূমিকা পাল্টে আক্রমণাত্মক হতে হবে আমাদের।

বেডরুমের অন্ধকারে শুয়ে রইলাম আমি। *S দিয়ে কি মি. স্মিথকে বোঝানো হচ্ছে?* মাথা ধরে গেছে আমার। ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। ঘুমাতে চাইলাম অবশেষে। তলিয়ে যেতে যেতে আবার ফিরে এলাম নিদ্রার রাজ্য থেকে।

ঝট করে উঠে বসলাম বিছানার উপর— জেগে গেছি সম্পূর্ণ।

'*S* মানে স্মিথ নয়।'

S কে, আমি জানি এখন।

অধ্যায় ১২৫

এই মুহূর্তে কনকর্ড, ম্যাসাচুসেটসে আছে থমাস পিয়ার্স।
মি. স্মিথও আছে এখানে।

অবশেষে তার মাথায় ঢুকতে সমর্থ হয়েছি আমি।

ইসাবেলার প্রেমিক ডা. মার্টিন স্ট্র-এর বাড়ির কাছেই ছবির মতো সুন্দর একটা সাইড স্ট্রিটে রয়েছি আমি এবং স্যাম্পসন। পাজলের *S* হল এই মার্টিন স্ট্র।

ঘরের ভেতরে পিয়ার্সের জন্যে একটা ফাঁদ পেতেছে এফ বি আই। এবার আর বিশাল এজেন্ট বাহিনী নিয়ে আসে নি। পিয়ার্সের সাথে টক্করের আশংকা করছে তারা। অস্ত্রবাজী ভয় পায় কাইল ক্রেইগ, এই মুহূর্তে তার যৌক্তিকতা আছে। হয়ত অন্য কোন পরিকল্পনা আছে তার।

পুরোটা সকাল এবং বিকেলের শুরুর সময় পর্যন্ত অপেক্ষায় রইলাম আমরা। মার্জিত, অনাড়ম্বর শহর কনকর্ড, যেন খুব ধীরে বার্ধক্যে উপনীত হচ্ছে। কাছেই রয়েছে থুরো এবং এলকটের বাসভবন। প্রতিটি বাড়িরই যেন কোন ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে, সবকয়টার উপরে খোদাই করা আছে প্রতিষ্ঠার সময়কাল।

পিয়ার্সের জন্যে অপেক্ষা করছি আমরা। করছি তো করছিই। অসহনীয় অপেক্ষার প্রহর ক্রমেই বেড়ে চলেছে। হয়ত *S* এর ব্যাপারে কিছু একটা ভুল হয়েছে আমার।

গাড়ির রেডিওতে অবশেষে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর। কাইল। 'পিয়ার্সকে সনাক্ত করতে পারা গেছে। সে এখানে। কিন্তু কিছু একটা গোলমাল আছে, আলেক্স। রুট টু ধরে ফিরে যাচ্ছে সে,' বলে চলল কাইল। 'ডা. স্ট্রর বাড়িতে যাচ্ছে না। এমন কিছু একটা দেখেছে, যা তার পছন্দ হয়নি।'

আমার পানে তাকাল স্যাম্পসন। 'বলেছিলাম না, দারুন সাবধানী এই লোক। ভাল ইন্সটিঙ্কট আছে। মঙ্গলের অধিবাসী হারামজাদা, বুঝলে আলেক্স।'

'কিছু একটা দেখে ফেলেছে সে,' আমি বললাম। 'কাইলের মতে অসাধারণ এজেন্ট সে। জানে কেমন করে কাজ করে ব্যুরো। কিছু একটা নির্ঘাত ধরা পরে গেছে তার চোখে।'

কাইল এবং তার বাহিনী চাইছিল, প্রথমে ডাঃ স্ট্রর বাসায় ঢুকতে দেবে তাকে, এরপরে ধরবে। ডা. স্ট্র, তার ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে অন্যত্র। পিয়ার্সের বিরুদ্ধে যতটা সম্ভব শক্তিশালী প্রমাণ চাই আমাদের। এছাড়া কোর্টে গেলে কেসটা হেরে যাব। নিঃসন্দেহে।

শর্টওয়েভ রেডিওতে ভেসে এল একটা মেসেজ। 'রুট টু এর দিকে চলেছে সে। কিছু একটা চমকে দিয়েছে তাকে! পালাচ্ছে সে!'

'একটা রেডিও আছে ওর কাছে! আমাদের কথা ইন্টাসেপ্ট করছে পিয়ার্স!' মাইকটা থাবা দিয়ে তুলে নিয়ে কাইলকে সতর্ক করে দিলাম। 'রেডিওতে আর কোন কথা নয়। পিয়ার্স শুনতে পারছে সবকিছু। এভাবেই টের পেয়েছে সে।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ক্লাব ছেড়ে সেডান নিয়ে ছুটলাম আমি। জনাকীর্ণ লয়েল রোড ধরে ষাট এ তুলে ফেলেছি স্পিড। অন্যদের চেয়ে রুট টু-এর তুলনামূলক কাছাকাছি রয়েছি আমরা। হয়তো পিয়ার্সকে ধরে ফেলতে পারব।

রাস্তার বিপরীত দিক হতে চকচকে, রূপালি একটা বি এম ডব্লিউ বেরিয়ে গেল। আমরা অতিক্রম করে যেতেই হন চেপে ধরে রাখল চালক মেয়েটা। ওকে দোষ দিতে পারছি না। সরু গ্রামের রাস্তায় ষাট বেশ বিপদজনক গতিবেগ। সবকিছু আবারো ভেঙে পড়েছে। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে একজন উন্মাদের কবলে পরে।

'ওইতো হারামজাদা!' চেঁচিয়ে উঠল স্যাম্পসন।

শহরের সবচেয়ে জনবহুল এলাকা কনকর্ড সেন্টারের দিকে যাচ্ছে পিয়ার্সের গাড়ি। ভীষণ দ্রুতগতিতে ছুটছে ওটা।

কলোনিয়াল ঘরানার ঘরদোর, দোকানপাট ছুটে অতিক্রম করে মনুমেন্ট স্কোয়ারে এসে পৌছলাম আমরা। টাউন হাউস, কনকর্ড ইন, ম্যাসন হল— রুট ৬২— রুট ২ এর সাইন চোখে পড়ল।

একের পর এক গাড়ি অতিক্রম করে ছুটছে আমাদের সেডানটা গ্রামের রাস্তা ধরে। ব্রেকের তীক্ষ্ণ শব্দ কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। অন্য অনেক গাড়ি থেমে দাঁড়িয়ে রাগত ভেঁপু বাজাতে লাগল।

শ্বাস আঁটকে রেখেছে স্যাম্পসন, আমিও তাই। আঞ্চলিক এই শহরে অনৈতিক ভাবে কৃষ্ণাঙ্গদের আঁটকে রাখার কথা প্রচলিতম রয়েছে। ডি ডব্লিউ বি এর লঙ্ঘন। কালো আদমীর গাড়ি চালনা। সিটি লিমিটের ভেতরে সত্তর তুলে ফেললাম আমি।

অক্ষত অবস্থায় টাউন সেন্টার ছাড়িয়ে ওয়ালডেন স্ট্রিটে পরলাম— এরপর প্রধান সড়ক হয়ে আবার লয়েল রোড ধরে হাইওয়ের দিকে।

রুট ২ এর কাছে এসে ঘোরালাম গাড়ি, আর একটু হলে পিছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলাম। ফ্লোরে চেপে ধরেছি পেডালটা। এটাই হয়ত শেষ সুযোগ পিয়ার্সকে ধরার। সামনে, পিয়ার্সও বোধকরি জানে সেটা।

রুট ২ তে এ মুহূর্তে নব্বই ছুঁই ছুঁই করছে গতির কাঁটা, এমনভাবে অতিক্রম করছি সামনের গাড়িগুলো যেন স্থির বসে আছে ওগুলো। পিয়ার্সের থান্ডারবার্ড গাড়িটা নিঃসন্দেহে পঁচাশি মাইলে ছুটছে। শুরুতেই আমাদের দেখে ফেলেছে সে।

'হতচ্ছারা বাস্টার্ডটাকে ধরে ফেলছি আমরা!' স্যাম্পসন গর্জাল আমার কানের কাছে। 'পিয়ার্স গোওস ডাউন!'

গভীর একটা গর্তে পড়ল চাকা, মুহূর্তে রাস্তা ছেড়ে শূন্যে লাফ দিল আমাদের গাড়ি। ভীষণ শব্দে আবার ল্যান্ড করল ওটা। আমার এক পাশের ক্ষতটা যেন চেঁচিয়ে নিজের জানান দিচ্ছে। ব্যথা করছে মাথা। ওদিকে পিয়ার্সের খবর জানাচ্ছে স্যাম্পসন চিৎকার করে।

সামনেই তার গাঢ় থান্ডারবার্ডটাকে এঁকে বেঁকে ছুটতে দেখছি আমি। মাত্র দুটো গাড়ির সমান দূরত্বে আছে সে এ মুহূর্তে।

সে একজন পরিকল্পক, নিজেকে সতর্ক করে দিলাম। *কী ঘটবে, এটা সম্ভবত জানা আছে তার।*

শেষমেষ ওকে ধরে ফেললাম আমি, পাশে নিয়ে এলাম গাড়িটা। নব্বইয়ের ঘরে ছুটছে দুটি গাড়িই। চট করে আমাদের একবার দেখে নিল পিয়ার্স।

অদ্ভুত রকম রোমাঞ্চ বোধ হল আমার। অ্যাড্রিনালিনের স্রোতধারা বইছে শরীরে। *সম্ভবত ধরে ফেলেছি ওকে।* এক কি দুই সেকেন্ডের জন্যে পিয়ার্সের মতই উন্মত্ত হয়ে উঠলাম।

ডান হাত দিয়ে ব্যাঙ্গাত্বক স্যালুট করল সে। 'ড. ক্রস,' খোলা জানালা দিয়ে ভেসে এল তার কণ্ঠস্বর। 'শেষ পর্যন্ত দেখা হল আমাদের!'

অধ্যায় ১২৬

‘এ*ফ বি আই-এর পুরস্কারের কথা জানা আছে আমার!’* বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে বলে উঠল পিয়ার্স। শান্ত-সৌম্য, বাস্তবতার সাথে একাত্ম দেখাল তাকে। ‘গো এহেড, ক্রস। আমি চাই এটা কর তুমি। ধর আমাকে, ক্রস!’

‘কোন স্যাঙ্কসন অর্ডার নেই!’ পাল্টা চেঁচালাম আমি। ‘গাড়ি থামাও! কেউ গুলি করবে না তোমাকে।’

হাসল পিয়ার্স— সেরা খুনির হাসি। সোনালি চুলগুলো এক করে পনি টেইল বেঁধেছে। কালো টার্টলনেক পড়নে। সফল মানুষের মতো দেখাচ্ছে তাকে— একজন আইনবিদ, দোকান মালিক, ডাক্তার। ‘ডক’।

‘এফ বি আই এত ছোট একটা ইউনিট নিয়ে কেন এসেছে বলে তোমার ধারণা,’ হুঙ্কার ছাড়ল পিয়ার্স। ‘শেষ করার জন্যে। তোমার দোস্ত কাইল ক্রেইগকে জিজ্ঞেস কর। এ *জন্যেই* আমাকে স্ট্রর বাসায় চেয়েছিল তারা!’

আমি কি থমাস পিয়ার্সের সাথে কথা বলছি?

নাকি মি:স্মিথের সাথে?

কোন পার্থক্য কি আছে আর?

মাথা পেছনে হেলে হাসিতে ফেটে পরল সে। উদ্ভট, পাগলের হাসি। চেহারার ভাবভঙ্গি, শারীরী ভাষা, শান্ত সৌম্য দর্শনটুকু— সবই পাগলাটে। কনকর্ড, ম্যাসাচুসেটসের বাইরে রুট ২ ধরে নব্বই মাইল গতিতে ছুটন্ত অবস্থায় নিজেকে গুলি করার আহবান করছে সে আমাদের। জ্বলে-পুরে মরতে চায় পিয়ার্স।

দুই ধারে ফার গাছের সারি বেষ্টিত হাইওয়ের একটা অংশে প্রবেশ করেছি আমরা। এফ বি আই-এর দুটো গাড়ি চলে এসেছে কাছাকাছি। পিয়ার্সের লেজে লেগে রইল ওরা, ধাক্কা দিচ্ছে থেকে থেকে। তাকে মারার পরিকল্পনা করেই কি এখানে এসেছে ব্যুরো?

যদি তাই করতে চায়, তবে এর চেয়ে ভাল স্থান আর হতে পারে না। বাড়িঘর, লোকচক্ষুর আড়ালে নিরাপদ একটা জায়গা।

পিয়ার্সকে খতম করার জন্যে এর চেয়ে ভাল দৃশ্যপট আর নেই।

এইতো সময়।

'জানো তো, কি করতে হবে আমাদের,' বলল স্যাম্পসন আমাকে।

আমাদের জানা মতে বিশজনেরও বেশি মানুষকে খুন করেছে সে, মনে মনে ভাবছিলাম আমি, যুক্তিবাদী হতে চাইছি। *হত্যাকান্ড বন্ধ করবে না সে।*

'থাম!' পিয়ার্সের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললাম।

'আমি খুন করেছি ইসাবেলা ক্যালাইসকে,' পাল্টা চেঁচাল সে। ক্রিমসন রঙ ধারণ করেছে মুখাবয়ব। 'নিজেকে থামাতে পারছি না আমি। চাইও না। আমি পছন্দ করি এটা! আমি বুঝে ফেলেছি, এটা আমি পছন্দ করি, ক্রস!'

'থামাও গাড়ি!' স্যাম্পসনের বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর যেন মেঘ ডাকল। গ্লকটা তুলে পিয়ার্সের দিকে নিশানা তাক করে আছে সে। 'কসাইয়ের বাচ্চা! ইউ পিস অব শিট!'

'আমি খুন করেছি ইসাবেলা ক্যালাইসকে, খুন করা থামাতে পারছি না আমি। কি বলছি, শুনতে পাচ্ছ তো, ক্রস? আই মার্ডারড ইসাবেলা ক্যালাইস, অ্যান্ড আই ক্যান্ট স্টপ দি কিলিং।'

গা শিউড়ানো কথাটার অর্থ বুঝতে পারলাম আমি। প্রথমবারের মতো পেলাম এই বার্তাটা।

তার শিকারের তালিকায় একের পর এক অক্ষর যোগ করতে যাচ্ছে সে। নতুন, দীর্ঘ একটা তালিকা তৈরি করছে পিয়ার্স: ***I MURDERED ISABELLA CALAIS, AND I CAN'T STOP THE KILLING.*** যদি ছাড়া পেয়ে যায়, আবারো খুন করবে সে। হয়তো থমাস পিয়ার্স আসলেও মানুষ নয়। নিজেকে নিজের খোদা ভাবছে সে।

একটা অটোমেটিক বের করে আমাদের উদ্দেশ্যে গুলি চালাল পিয়ার্স।

ঝট করে স্টিয়ারিং হুইলটা বামে ঘুরিয়ে লাইন অব ফায়ার থেকে সরে যেতে চাইলাম আমি। বাম দিকের সামনের এবং পেছনের চাকার উপর হেলে পড়ল আমাদের গাড়ি। সবকিছু ঝাপসা দেখছি চোখে। হুইলটা চেপে ধরল স্যাম্পসন। আমার কবজি বেয়ে অবর্ণনীয় ব্য থার ঢেউ উঠে আসছে উপরে। মনে হল, আমরা উল্টে যাচ্ছি।

রুট ২ ছেড়ে একটা সাইড রোড ধরে উড়ে চলেছে পিয়ার্সের থান্ডার বার্ড। যে গতিতে ছুটছিল, কেমন করে এটা পারল সে খোদা মালুম। সম্ভবত পারবে কি পারবে না, এটা নিয়ে মোটেও ভাবেনি।

অবশেষে চার চাকার উপরে আমাদের সেডানটাকে দাঁড় করালাম। এফ বি আই-এর গাড়িগুলো ছুটে চলল পিয়ার্সের পেছনে। কেউই থামছি না আমরা। সামনে পিচ্ছিল ইউ টার্নের কবলে পরে ব্যালে নৃত্য শুরু করল যেন আমাদের

গাড়িগুলো, টায়ার এবং ব্রেকের তীক্ষ্ণ চিৎকারে প্রকম্পিত হচ্ছে এলাকা। পিয়ার্সকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা। সে আমাদের পিছনে আছে এখন।

আবার বাঁকের কাছে ছুটে গিয়ে পেঁচানো কান্ট্রি রোড ধরে ছুটলাম আমরা। রুট ২ এর দুই মাইল সামনে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল থান্ডারবার্ডটাকে।

বুকের ভেতরে দারুনভাবে লাফাচ্ছে আমার হৃদপিন্ড। *গাড়িতে নেই পিয়ার্স। সে নেই এখানে।*

রাস্তার দু ধারের গাছের সারি যথেষ্ট ঘন, প্রচুর আড়াল আছে। নিজেদের গাড়ি ছেড়ে নেমে পরলাম আমি এবং স্যাম্পসন।

সারি সারি ফার গাছের দিকে এগুলাম আমরা, গ্লক প্রস্তুত হাতে। ঝোপঝাড়ের নিচে দিয়ে এগুনো প্রায় অসম্ভব। কোথাও থমাস পিয়ার্সের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

চলে গেছে পিয়ার্স।

অধ্যায় ১২৭

যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে থমাস পিয়ার্স। প্রায় বিশ্বাস করে ফেলছি আমি, হয়ত সত্যিই কোন সমান্তরাল দুনিয়ায় বাস করে সে। হতে পারে, সে হয়ত এলিয়েনই।

লোগান আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টের দিকে চললাম আমি এবং স্যাম্পসন। ওয়াশিংটনে ফিরে যাচ্ছি আমরা। বোস্টনের রাশ আওয়ারের ট্রাফিক অবশ্য আমাদের পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কালাহান টানেল থেকে এখনও আধ মাইল মত দূরে আমরা, প্রায় স্থির এক সারি যানবাহনের ভীড়ে আঁটকে আছি। তর্জন-গর্জন করা গাড়ি, ট্রাক আমাদের চারপাশে। ব্যর্থতার আগুনে যেন ঘি ঢালছে এই জ্যাম।

'প্রতীকী একটা ব্যাপার বলা যায়। পিয়ার্সের পেছনে এই ম্যান হান্ট,' ট্রাফিকের দঙ্গলের দিকে চেয়ে মন্তব্য করল স্যাম্পসন। ওর একটা ভাল ব্যাপার হল, খারাপ সময়ে মজার কিছু বের করে আনে সে। ব্যর্থতার পাঁকে আটকে থাকতে চায় না, সাঁতরে ঠিকই বেরিয়ে আসে।

'আমার একটা চিন্তা হচ্ছে,' তাকে সতর্ক করে দিয়ে বললাম।

'নিঃসন্দেহে নিজের উর্বর কল্পনার জগতে উড়ছ তুমি। জানতাম, এইখানে এই গাড়িতে বসে মোটেও আমার কথা শুনছিলে না।'

'তো কি করব এই টানেল ট্রাফিকে বসে থেকে।'

নড করল স্যাম্পসন। 'আহ্-হা! আমরা এখন বোস্টনে। কাল আবার ফিরে আসার চেয়ে আজই বরং তোমার একটা কাজ সেরে যাওয়া যাক, কি বল? এখন সেরে ফেলাই সঠিক। বুনো হাঁসের দল থেকে একটাকে ধরে ফেল, যেহেতু দৌড়ের উপর আছ।'

স্থির ট্রাফিকের লাইন থেকে গাড়িটা সরিয়ে নিলাম আমি। 'একটা মাত্র বুনো হাঁসই আছে এখন তাড়া করার মতো।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা? ভেস্টটা কি আবার পড়ে নেব?'

'নির্ভর করছে আমার উপর কতটা ভরসা আছে তোমার, তার উপর।'

যে পথে এসেছি বোস্টনে, নেই পথ ধরে স্টরো ড্রাইভের দিকে চললাম ফরেস্ট গ্রিন সাইন অনুসরণ করে। সেদিকেও ট্রাফিকের সারি বেশ দীর্ঘ। যে দিকে যাও, লোকজনের ভীড় অসহনীয় হয়ে উঠেছে আজকাল। এত গোলমাল, এত চাপ সবার উপরে।

'বরঞ্চ বুকের ভেস্ট পরে নাও।' বললাম স্যাম্পসনকে।

তর্ক করল না স্যাম্পসন। পেছনের সিটে হাত বাড়িয়ে খুঁজতে লাগল আমাদের ভেস্ট দুটো।

গাড়ি চালাতে চালাতেই নিজের ভেস্টটা বুকে জড়িয়ে নিলাম আমি। 'মনে হয়, এর একটা শেষ চায় থমাস পিয়ার্স। এখন সম্ভবত তৈরি সে। ওর চোখে সেটা দেখেছি আমি।'

'তো, সে সুযোগ তো আমরা পেয়েছিলামই কনকর্ড, ম্যাসাচুসেটসে। *গাড়ি থামাও, পিয়ার্স! নেমে এস গাড়ি ছেড়ে!* কথাগুলো পরিচিত মনে হচ্ছে না তোমার কাছে, আলেক্স?'

স্যাম্পনকে পলক তুলে দেখলাম। 'নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে রাখতে চায় সে। ***S* অর্থ স্ট্র ছিল। কিন্তু *S*** মানে স্মিথও। ওটা ঠিক করে রেখেছে সে, জন। সে জানে কেমন করে সবকিছু শেষ করতে চায়। সবসময় তাই। শেষটা গুরুত্বপূর্ণ তার কাছে।'

চোখের কোনা দিয়ে স্যাম্পসনকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে দেখলাম। 'তো? এর মানে কি? তুমি জান কেমন করে শেষ হচ্ছে সবকিছু?'

'একটা *S* দিয়ে শেষ করতে চায় সে। এটা তার জন্যে ম্যাজিক্যাল। এভাবেই শেষটা ভেবে রেখেছে সে, হতেই হবে। এই মাইন্ড গেম তার একটা অবসেশন। খেলা ছাড়তে পারছে না সে, বলেছেও সেটা আমাদের। খুন বন্ধ করতে পারছে না পিয়ার্স।'

এই সব কিছু শুনে দৃশ্যত চিন্তায় পড়ে গেছে স্যাম্পসন। মাত্র এক ঘন্টা হল, পিয়ার্সকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। আবার কি সেই ঝুঁকি নেব? 'তুমি ভাবছ, এমনই পাগল সে?'

'সে এতটাই পাগল, জন। আমি নিশ্চিত।'

অধ্যায় ১২৮

ক্যামব্রিজের ইনম্যান স্ট্রিটে জড় হয়েছে অর্ধ ডজন পুলিশ স্কোয়াড কার। যে এপার্টমেন্টে একসময় বাস করত ইসাবেলা ক্যালাইস এবং থমাস পিয়ার্স, চার বছর আগে যেখানে খুন হয় ইসাবেলা— তার সন্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে নীল-সাদা গাড়িগুলো।

ধূসর পাথরের সামনের স্টুপে অপেক্ষায় আছে জরুরি মেডিকেল সার্ভিসের এমবুলেন্স। শব্দ করে বাজছে সাইরেন। কালাহান টানেল ছেড়ে যদি না ফিরতাম, এ সবই মিস করতাম আমি আর স্যাম্পসন।

নিজেদের ডিটেকটিভ শিল্ড দেখিয়ে তাড়াহুড়ো করে আগে বাড়ছি দুজন। কেউ থামাল না আমাদের। পারতও না।

পিয়ার্স আছে ওপরে।

আছে মি. স্মিথও।

বৃত্ত পূর্ণ করেছে খেলাটা।

'কেউ একজন ফোন করে জানিয়েছে, একটা হত্যাকান্ড চলছে,' পাথরের সিঁড়ি পথের দিকে যেতে যেতে ক্যামব্রিজ পুলিশের ইউনিফর্ম পরা সদস্য জানাল আমাদের। 'লোকটাকে তারা উপরে ধরেছে বলে শুনেছি।'

'তার সম্পর্কে সবকিছু জানা আছে আমাদের,' স্যাম্পসন বলল।

সিঁড়ি বেয়ে দ্বিতীয় তলায় পৌঁছলাম আমরা।

'তোমার ধারণা পিয়ার্স নিজে ফোন করে ডেকেছে এতজনকে?' সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে জানতে চাইল স্যাম্পসন। শ্বাসকষ্ট, ব্যথা, শক বা সারপ্রাইজের উর্ধ্বে আছি আমি এই মুহূর্তে।

এভাবেই সবকিছুর শেষ চায় সে।

থমাস পিয়ার্সের সম্পর্কে কি ভাবব, জানি না আমি। আমাকে, আমাদের সবাইকে অবশ করে ফেলেছে সে। চিন্তাভাবনা, অন্তত যুক্তিগ্রাহ্য পরিকল্পনা করতে পারছি না। পিয়ার্সের মতো খুনির কখনও জন্ম হয়নি। কাছাকাছিও না। আমার পরিচিত সবচাইতে *পৈশাচিক* মানুষ সে। এলিয়েন নয়, *এলিনিয়েটেড।*

'এখনও আমার সাথে আছ তো, আলেক্স?' স্যাম্পসনের হাত আঁকড়ে ধরল আমার কাঁধ, টের পেলাম।

'দুঃখিত,' বললাম। 'প্রথমদিকে, আমি ভেবেছিলাম কোনকিছু বোধ করে না পিয়ার্স, নিয়ন্ত্রিত রাগের, ঠান্ডা মাথার এক সাইকোপ্যাথ সে।'

'আর এখন?'

আমি এখন পিয়ার্সের মাথার ভেতর।

'এখন আমার মনে হচ্ছে, *সবকিছু* অনুভব করতে পারে পিয়ার্স। হয়ত এটাই পাগল হয়ে যাবার কারন। সে *অনুভব* করতে পারে।'

হলওয়েতে জড় হয়েছে ক্যামব্রিজ পুলিশ। বজ্রাহত, বুনো চক্ষু হয়ে আছে লোকাল পুলিশ। সামনেই আমাদের পানে তাকিয়ে আছে ইসাবেলার একটা ছবি। সুন্দর, প্রায় রাজসিক এবং দুঃখিত দেখাচ্ছে ওকে।

'থমাস পিয়ার্সের জংলী, উদ্ভট জগতে স্বাগতম,' স্যাম্পসন বলল।

ক্যামব্রিজ ডিটেকটিভ পুলিশের একজন ঘটনা জানাল আমাদের। রূপালি-ব্লন্ড চুল তার, মুখের গড়ন কোদালের মতো। নিচু, আত্মবিশ্বাসী স্বরে বলতে লাগল সে। 'বেডরুমে, হলের শেষ মাথায় আছে সে। নিজেকে ব্যারিকেড করে রেখেছে সেখানে।'

'মাস্টার বেডরুমে, তার এবং ইসাবেলার শোবার ঘরে,' বললাম আমি।

সায় দিল ডিটেকটিভ। 'হ্যাঁ, মাস্টার বেডরুম। প্রথম খুনটার সময়ও, চার বছর আগে এসেছিলাম আমি। শয়তানটাকে ঘৃণা করি প্রচন্ড। আমি দেখেছি, কি অবস্থা করেছিল সে মেয়েটার।'

'বেড রুমে কি করছে সে?' শুধালাম আমি।

মাথা নাড়ল ডিটেকটিভ। 'আমাদের ধারণা আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে সে। আমাদের মতো নগণ্যদের জানাতে তার বয়েই গেছে। একটা অস্ত্র আছে তার কাছে। ভেতরে ঢোকা সম্ভব কি না, সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা চলছে।'

'কাউকে আঘাত করেছে সে?' জিজ্ঞেস করল স্যাম্পসন।

'সে সম্পর্কে এখনও কিছু জানি না। এখনও সম্ভবত কিছু করেনি সে কাউকে।' ক্যামব্রিজ ডিটেকটিভ জানাল।

চোখ সরু হল স্যাম্পসনের। 'সেক্ষেত্রে আমাদের কিছু করা ঠিক হবে না।'

হলওয়ে ধরে এগুলাম আমরা, আরো কিছু ডিটেকটিভ মিলে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে সামনে। তাদের মধ্যে দুইজন আঙ্গুল দিয়ে বেডরুমের দিকে দেখিয়ে তর্ক করছে।

এইভাবেই চায় সে। এখনও নিয়ন্ত্রণ তার হাতে।

'আমি আলেক্স ক্রস,' উপস্থিত ডিটেকটিভ লেফটেনেন্টের উদ্দেশ্যে বললাম। সে অবশ্য জানে কে আমি। 'কি বলেছে এ পর্যন্ত?'

ঘামছিল লেফটেনেন্টে। কম করে হলেও ত্রিশ পাউন্ড অতিরিক্ত ওজনের অধিকারী সে। 'ইসাবেলা ক্যালাইসকে সে মেরেছে বলে স্বীকার গেছে। অবশ্য আমরা তা ইতোমধ্যে জেনে গিয়েছিলাম। বলেছে, আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে সে।'

বাঁ হাত দিয়ে চিবুক ডলল ডিটেকটিভ। 'বুঝতে পারছি না, আমাদের কিছু করার আছে কিনা এ ব্যাপারে। এফ বি আই চলে আসবে যে কোন সময়।'

তার কাছ থেকে সরে এলাম আমি।

'পিয়ার্স,' হলওয়ে থেকে চেঁচিয়ে ডাকলাম। বেডরুমের সামনের কথাবার্তা থেমে গেল আচমকা। 'পিয়ার্স! আলেক্স ক্রস বলছি,' আবার ডাকলাম। 'পিয়ার্স, ভেতরে আসতে চাই আমি!'

শিহরণ বোধ করছি আমি। কোন শব্দ নেই। এরপর পিয়ার্সের গলা শুনতে পেলাম। ক্লান্ত, দুর্বল শোনাচ্ছে তার কণ্ঠস্বর। হতে পারে, এটা অভিনয়ের অংশ। কখন যে কি করবে সে, কেউ অনুমান করতে পারে না।

'চাইলে আসতে পার। শুধু তুমি, ক্রস।'

'বাদ দাও, আলেক্স,' আমার পাশ থেকে ফিসফিসাল স্যাম্পসন। 'মরতে দাও শালাকে। এইবারের মত বাদ দাও।'

ওর দিকে ফিরলাম আমি। 'যদি পারতাম।'

হলওয়ের শেষ মাথায় পুলিশদের ঠেলে সরিয়ে এগুলাম। ওখানে ঝোলানো পোস্টারের কথা মনে পড়ল: *খোদা ব্যতিত, অভিশপ্ত স্বাধীনতা ভোগ করব আমরা।* তাই কি?

অস্ত্র উঁচিয়ে একটু একটু করে বেডরুমের দরজা ফাঁক করলাম আমি। যা দেখলাম, তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না।

যে বিছানা ইসাবেলার সাথে এক সময় শেয়ার করত পিয়ার্স, সেটার উপরেই হাত পা ছড়িয়ে পরে আছে সে।

তার হাতে একটা উজ্জ্বল, চকচকে ধারাল স্ক্যালপেল।

অধ্যায় ১২৯

কেটে ফেঁড়ে, উন্মুক্ত করে ফেলা হয়েছে থমাস পিয়ার্সের বুক।

যেমন করে একটা লাশের অটোপসি করে, ঠিক তেমনি ভাবে নিজেকে ফেঁড়ে ফেলেছে সে। এখনও বেঁচে আছে, তবে প্রায়। অসাধারণ ব্যাপার, এখনও সচেতন এবং সতর্ক আছে পিয়ার্স।

জানি না কেমন করে, তবে আমার সাথে কথা বলল পিয়ার্স। 'মি. স্মিথের হাতের কাজ এর আগে দেখ নি তুমি?'

অবিশ্বাসে মাথা নাড়ছিলাম আমি। ভায়োলেন্ট অপরাধ আর হোমিসাইডের দুনিয়ায় এত বছর কাটানোর পরেও এই রকম দৃশ্য কোনদিন দেখিনি। চামড়ার ফালিগুলো ঝুলছে পিয়ার্সের বুকের খাচার বাইরে, স্বচ্ছ মাংসপেশি এবং টেনডন দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। একইসঙ্গে ভীত, হতবুদ্ধ এবং নির্বাক হয়ে গেলাম।

থমাস পিয়ার্স হল মি. স্মিথের ভিকটিম। তার শেষ?

'সামনে এগুবে না একটুও। যেখান আছ, সেখানেই থাক,' নির্দেশের সুরে বলল সে।

'কার সঙ্গে কথা বলছি আমি, থমাস পিয়ার্স না মি. স্মিথ?'

কাঁধ ঝাকালো পিয়ার্স। 'সস্তা খেলা খেল না আমার সাথে। তোমার চেয়ে স্মার্ট আমি।'

সায় জানালাম আমি। পিয়ার্স বা মি. স্মিথ— তার সাথে তর্ক করে কি লাভ?

'ইসাবেলা ক্যালাইসকে খুন করেছি আমি, ' ধীরে বলছিল সে। চোখ দুটো যেন ঢেকে গেল। মনে হল, হয়ত মারা গেছে পিয়ার্স। 'আমি খুন করেছি ইসাবেলা ক্যালাইসকে।'

স্ক্যালপেলটা নিজের বুকে ঠেকাল সে, আবার বিধিঁয়ে দিতে তৈরি। নিজেকে *পিয়ার্স* করছে সে। মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইলাম আমি, পারলাম না।

নিজের হৃদপিন্ড বিদ্ধ করতে চায় এই লোক, নিজের মনেই ভাবলাম। *সবকিছু পূর্ণ হচ্ছে এর মাধ্যমে। মি. স্মিথই কি S? নিঃসন্দেহে।*

'ইসাবেলার কোন জিনিসই ফেলে দাওনি তুমি,' বললাম আমি। 'তার ছবিগুলো রেখে দিয়েছ।'

পিয়ার্স নড করে। 'হ্যাঁ, ড. ক্রস। ওর শোক পালন করছিলাম আমি, তাই না?'

'প্রথমে তাই ভেবেছিলাম আমি। কোয়ানটিকোর ব্যবহার পরিবর্তন বিজ্ঞান ইউনিট তাই ভাবত। তারপর বুঝতে পারলাম পুরো ব্যাপারটা।'

'কি বুঝেছ? আমার সম্পর্কে সবকিছু বল,' তামাশা করছে পিয়ার্স। এখনও কাজ করছে তার চতুর মাথা।

'অন্য খুনগুলোর একটাও করতে চাও নি তুমি, তাই না?'

তাকিয়ে রইল পিয়ার্স। দারুন ইচ্ছাশক্তির প্রদর্শনী দেখিয়ে আমার চোখে তাকিয়ে থাকল। তার একরোখা মনোভাব সোনেজির কথা মনে করিয়ে দিল আমাকে। 'তো, করলাম কেন?'

'তুমি শাস্তি দিচ্ছিলে নিজেকে। প্রতিটি হত্যা ছিল ইসাবেলার মৃত্যুর পুনরাভিনয়। বারবার এই সংস্কার পালন করছিলে। প্রতিটি খুনের সাথে সাথে ইসাবেলার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছিলে নিজে।'

গুঙ্গিয়ে উঠল থমাস পিয়ার্স। 'ওহহ। এইখানে ওকে মেরেছিলাম আমি। এই বিছানায়!... কল্পনা করতে পার? অবশ্যই পার না। কেউ পারবে না।'

শরীরের উপরে উঁচু করে ধরল সে স্ক্যালপেলটা।

'পিয়ার্স, না!'

কিছু একটা করতেই হবে আমাকে। ছুটে গেলাম আমি। ঝাঁপিয়ে পরলাম তার উপর, স্ক্যালপেলটা বিঁধে গেল আমার ডান হাতের তালুতে। পিয়ার্স ওটা টেনে বের করতে ব্যথায় চিৎকার করে উঠলাম আমি।

ভাঁজ করা হলুদ-সাদা কমফোর্টারটা তুলে নিয়ে চেপে ধরলাম পিয়ার্সের বুকে। ধস্তাধস্তি করছে সে, উন্মাদের মত লড়ছে আমার সাথে।

'আলেক্স, না! আলেক্স!' পেছন থেকে স্যাম্পসনের চিৎকার শুনতে পেলাম। চোখের কোনা দিয়ে ওকে বেডরুমের দিকে দ্রুত আসতে দেখছি। 'আলেক্স, ছুরিটা!' চেঁচিয়ে বলল সে।

এখনও আমার নিচে তড়পাচ্ছে পিয়ার্স। গালিগালাজ করছে। অস্বাভাবিক তার গায়ের জোর। তার হাতে স্ক্যালপেলটা এখনও আছে কি নেই, থাকলে কোথায় সেটার অবস্থান কিছু বুঝতে পারছি না।

'পিয়ার্সকে খুন করতে দাও স্মিথকে!' হুঙ্কার করে উঠল সে।

'না, তোমাকে জ্যান্ত চাই আমি!' পাল্টা বললাম।

এরপরে ঘটল অচিন্তনীয় ঘটনাটা।

পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি চালাল স্যাম্পসন। ছোট বেডরুমে কানে তালা ধরিয়ে দিল শব্দটা। বিছানায় ঝাঁকি খেল থমাস পিয়ার্সের শরীর। দুটো

পা নিক্ষিপ্ত হল শূন্যে। দারুনভাবে আহত জন্তুর মতো আর্তনাদ করে উঠল সে। কেমন অমানুষিক শব্দ— ঠিক যেন *এলিয়েনের* মতো।

দ্বিতীয়বারের মতো ফায়ার করল স্যাম্পসন। অদ্ভুত গড়গড়ে একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল পিয়ার্সের বুক চীড়ে। চোখ দুটো উল্টে গেল কোটড়ের ভেতর, সাদা অংশটুকু দেখা যাচ্ছে। শিথিল হাত থেকে পরে গেল স্ক্যালপেলটা।

মাথা নাড়লাম আমি। 'না, জন। আর দরকার নেই। পিয়ার্স মারা গেছে। মারা গেছে মি. স্মিথও। নরকে সুখে থাকুক সে।'

শেষ কথা

হোম এগেইন,
হোম এগেইন

অধ্যায় ১৩০

সমস্ত অনুভূতি যেন শুষে নেওয়া হয়েছে আমার কাছ থেকে, সামান্য আহত, ব্যান্ডেজ করা অবস্থায় বাড়ি ফিরলাম আমি। অন্তত সুস্থভাবে বাড়ি তো পৌঁছেছি, বাচ্চাদের শুভরাত্রি জানাতে পারছি— এই বা কম কি? ড্যামন এবং জেনির নিজস্ব রুম আছে এখন। ওরাই চাইছিল সেটা। জেনিকে দোতলায় একটা রুম দিয়েছে ন্যানা। কিচেনের পাশে, ছোট রুমটা নিয়েছে ন্যানা নিজে— ওর জন্যে বরং এটাই ভাল হল।

ওখানে ফিরতে পেরে, বাড়ি ফিরতে পেরে ভাল লাগছে আমার।

'কেউ একজন ডেকোরেট করেছে এখানে,' জেনির নতুন আবাসস্থলে উঁকি মেরে বললাম। আমি বাড়ি ফিরে এসেছি দেখে অবাক হয়ে গেল ও। হ্যালোউইনের জ্যাক-ও-ল্যানট্র্যানের মতো আলোকিত হয়ে উঠল তার চোখমুখ।

'আমি করেছি,' বলে হাতের মাসল ফুলিয়ে দেখাল জেনি আমাকে। 'পর্দা টাঙ্গাতে অবশ্য ন্যানা সাহায্য করেছে আমাকে। সেলাই মেশিনে আমরাই বানিয়েছি ওগুলো। পছন্দ হয়েছে?'

'তুমি হলে গিয়ে হোস্টেস উইথ এ মোস্টেস। মনে হয়, মজা মিস করেছি আমি,' বললাম ওকে।

'নিশ্চই,' বলে হাসল জেনি। 'ভেতরে আস।'

আমার ছোট মেয়ের কাছে এগিয়ে যেতে মিষ্টি একটা আলিঙ্গনে বাঁধল ও আমাকে। ওর বাহুবন্ধনে কেমন নিরাপদ বোধ হল আমার।

ড্যামনের রুমে গেলাম এরপর। বহুদিন ধরে এটা ছিল ড্যামন এবং জেনির সম্মিলিত রুম— এখনকার পরিবর্তনটা তাই থমকে দিল আমাকে।

স্পোর্টিং ডেকোরেশন এবং কমেডি ছায়াছবির আবহাওয়া তৈরি করেছে ড্যামন। ম্যানলি, কিন্তু অনুভূতির ছোঁয়া আছে। দেখে ভাল লাগছে। পুরোপুরি ড্যামনের মতই হয়েছে ওর রুমটা।

'আমার রুমটাতেও তোমার সাহায্য প্রয়োজন,' বললাম ওকে।

'আজ আমাদের বক্সিং সেশন মিস হয়েছে,' বড় অভিযোগের ঢঙ্গে নয়, হিসেব দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ড্যামন।

ওর বিছানায় রেসলিং এ রাজী হলাম, তবে আগামী রাতে বেজমেন্টে দুই দফা বক্সিং সেশনে একমত হয়ে তবেই। আসলে অপেক্ষা করতে পারছি না নিজেও। বেশ দ্রুত বেড়ে উঠছে ড্যামন। জেনিও তাই। ওদের সাথে থাকলে সুখী মনে হয় নিজেকে।

একজন ভাগ্যবান মানুষ আমি।

আবার বাড়ি ফিরে এসেছি।

অধ্যায় ১৩১

ভিন্ন রকম ভাবে জীবন যাপন করতে চাইছিলাম আমি, কিন্তু পুরোনো অভ্যাস পরিবর্তন করা দুষ্কর বটে। আমার প্রিয় পুরোনো একটা প্রবাদ বাক্য আছে: *হৃদয় চালায় মস্তিষ্ককে।*

ওটা নিয়েও কাজ করছি আমি। আজ রাতেই।

এখনও মিচেলভিলে বাস করছে ক্রিস্টিন, তবে পুরোনো বাড়িটাতে নয়। 'জ্যাক অ্যান্ড জিল' কেসে ওর স্বামীর মৃত্যুর পর ওখানে বসবাস করা কষ্টকর হয়ে পরেছে ওর জন্যে— আমাকে জানিয়েছে ক্রিস্টিন। একটা কন্ডো তৈরি করে সুন্দর করে সেটাকে সাজিয়েছে সে।

জন হপকিন্স হাইওয়ে ছেড়ে মোড় নিলাম আমি, কয়েক ব্লক পরেই ক্রিস্টিনের বাড়ির পোর্চের আলো দেখা গেল সামনে। গাড়ি থামিয়ে অন্ধকারে বসে রইলাম, মোটর গুঞ্জন করছে।

পোর্চ ছাড়াও লিভিং রুমে একটা আলো জ্বলছে। এছাড়া পুরো বাড়িটা অন্ধকার। ঘড়ি দেখলাম: পৌনে এগারোটা বাজে। *আগেই ফোন করা উচিত ছিল ওকে।*

শেষমেষ পুরোনো পোর্শেটা ছেড়ে বেরিয়ে এসে ফ্রন্ট ডোরের দিকে এগুলাম।

বেল বাজিয়ে অপেক্ষা করছি। পোর্চের কড়া আলোতে অস্বস্তি বোধ হচ্ছে।

হৃদয় চালায় মস্তিস্ককে।

ডোর বেলের প্রত্যুত্তর করতে এত দেরী করছে ক্রিস্টিন, ওর জন্যে চিন্তা হতে লাগল আমার। সেই পুরোনো বদঅভ্যাস। *ড্রাগনশিকারী কখনও ঘুমায় না।* হয়ত বাড়ির ভেতরে কোন একটা গোলমাল ঘটেছে। গ্লকটা বহন করছি, আইনানুযায়ী আমি বাধ্য ওটা সাথে রাখতে।

রাতের বাতাসে ফুলের সুবাস পাচ্ছি। প্রাকৃতিক এই সুগন্ধি ক্রিস্টিনের ব্যবহার করা গার্ডেনিয়া প্যাশন পারফিউমের কথা মনে করিয়ে দিল আমাকে। মজা করে ওটাকে 'গার্ডেনিয়া অ্যামবুশ' বলি আমি।

দ্বিতীয়বারের মতো ডোরবেলটা বাজাতে যাচ্ছিলাম, খুলে গেল দরজাটা।

'হোয়াট এ সারপ্রাইজ!' বলে অদ্ভুত সুন্দর করে হাসল ক্রিস্টিন। আমার ব্যান্ডেজে এসে স্থির হল ওর বড় বড় বাদামী চোখগুলো। 'হাতে কি হয়েছে?'

কাঁধ ঝাঁকালাম। 'তেমন কিছু না। একটা আঁচড়।'

'তোমাদের হাই লাইট ফিল্ম এমনকি দেখবেও না ওটাকে, তাই না?'

হাসলাম আমি। 'সম্ভবত তাই।'

রঙচটা জিন্স আর কোমরের কাছে বেঁধে রাখা সাদা টি শার্ট পরেছে ক্রিস্টিন। পা খালি। এমন কখনও হয়নি যে ওকে দেখে ভাল লাগেনি আমার, মাথার ভেতরটা একটু হালকা বোধ করিনি।

'তুমি সত্যিই ঠিক আছ তো, আলেক্স? বাগানে ছিলাম আমি। ভাবছিলাম হয়ত বোস্টন থেকে ফিরে এসেছ তুমি। তোমার মতো আমারও অন্তর্দৃষ্টি তৈরি হচ্ছে দেখছি।'

আগে বেড়ে বাহুতে জড়িয়ে ধরলাম ওকে। সবকিছু কেমন সঠিক মনে হচ্ছে। সম্পূর্ণ লাগছে নিজেকে। চীর প্রবাহমান নদী এবং আরো সমস্ত ভাল জিনিসের অংশ মনে হচ্ছে। জীবনের বহু বছর এই অনুভূতি গুলো থেকে দূরে ছিলাম আমি।

'এটা ছিল আমার পূর্বানুমানের একটা অংশ,' ফিসফিস করে বলল ক্রিস্টিন। 'তোমাকে এখানে চাইছিলাম আমি, আলেক্স। এইখানে, আমার হাতের মধ্যে।'

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম আমরা, মনে হল ধীরে ধীরে যেন এক সত্তা হয়ে যাচ্ছি দুজনে। ওর মুখের স্বাদটা ভালবাসি আমি, ভালবাসি ওর শরীরের ছোঁয়া। আমরা দুজনেই বেশ শক্তিধর, কিন্তু একই সঙ্গে কোমল হতে জানি। আত্মার বন্ধুত্বে গভীর বিশ্বাস আছে আমার। সব সময়। জীবনে সেরা যে কাজটি করেছি বলে মনে হয়, তা হল কাউকে ভালবাসা। মিস করেছি ওটাকে এতদিন, আবার ভালবাসতে তৈরি হয়ে আছি আমি।

'এইবার তোমাকে অনেক মিস করেছি,' ওর নরম গালে ঠোঁট রেখে বললাম।

'আমিও,' বলল সে। 'এজন্যেই ঘুমাতে পারি নি। জানতাম তুমি আসবে।'

ওকেই চাই, ভাবছিলাম আমি। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই আমার মনে।

হৃদয় চালায় মস্তিস্ককে।

ওর মুখটা হাতের তালুতে ধরে উঁচু করলাম। দারুন মূল্যবান জিনিস যেন।

'জীবনে যে কোন কিছুর চেয়ে তোমাকে বেশি ভালবাসি আমি। আই লাভ ইউ, ক্রিস্টিন। বিয়ে করবে আমাকে?'

◆

banglabooksz.blogspot.com